www.BANGLAKITAB.com

কুর'আন হাদীসের আলোকে

# চোখে দেখা কবরের আযাব

মূল :
হযরত মাওলানা তারিক জামিল, পাকিস্তান

মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী
(ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত)

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم : أما بعد

সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুগত বান্দাদের ঠিকানা জান্নাত এবং অবাধ্য বান্দাদের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়েছেন। দুরূদ ও সালাম শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। যিনি জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে সতর্ককারী মুক্তির দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে দুনিয়া বিমুখতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে ইরশাদ করেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

**অর্থ** : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (সূরায়ে তাহরীম-আয়াত : ৬)

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على الجنة والنار فلم اركاليوم فى الخير والشر. ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.

(رواه مسلم)

**অর্থ:** হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

আমি আজকের মতো ভালো-মন্দ আর দেখিনি। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অনেক কাঁদতে। (মুসলিম শরীফ)

মুবাল্লেগে ইসলাম হযরত মাওলানা তারিক জামিলের বয়ানকৃত ঘটনাসমূহ যা সংকলন করেন আরসালান সাহেব। তারই বাংলায় অনুবাদ **"চোখে দেখা কবরের আযাব"** নামে আপনাদের খেদমতে পেশ করা যাচ্ছে।

বলা যায়, জাহান্নাম ও কবরের আযাব বিষয়ক জ্ঞান-তাথ্যিক গ্রন্থ দুর্লভ। কুরআনের আয়াত, হাদীস, আসারে সাহাবা, তাবেঈন এবং পূর্বসূরী বহু আকাবিরে ওলামা, মাশায়েখ ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের নির্ভরযোগ্য চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তিনি গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হলো, প্রায় প্রতিটি আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি কুরআনের আয়াত, হাদীস, পত্রিকা ও বই-এর রেফারেন্স দিয়েছেন। তাই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা এক অসাধারণ রূপ লাভ করেছে।

আশা করি, প্রিয় পাঠক তারিক জামিলের অন্যান্য গ্রন্থটির মত এই গ্রন্থটিও পড়ে উপকৃত হবেন এবং জাহান্নামের ভয় মনে ঢেলে হেদায়েতের পথে পরিচালিত হতে সহায়ক হবেন, ইন্‌শাআল্লাহ! মহান স্রষ্টার কাছে আবেদন, বান্দার এই ক্ষুদ্র শ্রমকে কবুল ও মঞ্জুর করে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা দান করেন। আমীন।

—অনুবাদক

www.BANGLAKITAB.com

# সূচিপত্র


| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| তের'শ বছর পরেও দুই সাহাবীর তাজা লাশ অক্ষত পাওয়া গেল ...... | ১৯ |
| ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা ...... | ২০ |
| তুরস্কের গভর্ণরের লাশ দাফনের জন্য ২৯টি কবর খনন প্রতি কবরেই এক করে বিরাট সাপ ...... | ৩০ |
| মৃত্যুর ৬০ বছর পর ইমামের অবিকৃত লাশ স্থানান্তর ...... | ৩১ |
| কবরে সাপের তাড়া খাওয়া ব্যক্তির হাঁটু পর্যন্ত পা কর্তন ...... | ৩১ |
| একটি কবর থেকে দাউ-দাউ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বের হল ...... | ৩২ |
| আশি বছরের বৃদ্ধার লাশ পেঁচিয়ে রেখেছে দুই গজ লম্বা এক সাপ ...... | ৩২ |
| পীর আব্দুল্লাহ জামে মসজিদের খতীবের অবিকৃত লাশ উদ্ধার ...... | ৩২ |
| কঙ্কাল নামক কবরস্থানের এক কবর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হল ...... | ৩৩ |
| মৃত্যুর সময় জমিদারের দুই চোখ ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ...... | ৩৩ |
| লাশ গ্রহণে কবরের অস্বীকৃতি; তারপর দুটি সাপ লাশকে পেঁচিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো ...... | ৩৩ |
| সোনার অলঙ্কারের যাকাত দিতে অস্বীকারকারিনী এক ধনী নারীর ভয়াবহ পরিণাম ...... | ৩৪ |
| মুখে দাড়ি না দেখে রাসূল (সা.) বললেন, তোমার চেহারা আমার চেহারার মত নয় ...... | ৩৫ |
| ডেপুটি কমিশানারকে বলা হলো, তোমার মুখে তামাকের গন্ধ; তুমি রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতে পারবে না ...... | ৩৫ |
| কবরে বেহেশতী ফুলের সুবাস ...... | ৩৬ |
| কবরে লাশের চিৎকার! বাঁচাও বাঁচাও, মরে গেলাম ...... | ৩৬ |
| রাসূল (সা.)-এর পিতা আব্দুল্লাহর লাশ কবরে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে ...... | ৩৬ |

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|

কবর থেকে মহিলার কাফন চুরি: ভূমিকম্পে
শেখুপুরা শহর কেঁপে উঠেছিল ........ ৩৭
চিনিউটে বৃষ্টির পানিতে বৃদ্ধের বেরিয়ে আসা লাশ ছিল অবিকৃত ........ ৩৭
কবরে দাফনের পর লাশ গাধা হয়ে গেল ........ ৩৭
মুলতানের একজন সৎ জমিদার মৃত্যুর সময় বললেন,
বন্ধুগণ অপেক্ষা করছে, আমাকে যেতে হবে ........ ৩৮
কবরের আযাব মাঝে মাঝে কেন দেখা যায়? ........ ৩৮
মৃত্যুর ১৮ মাস পরেও মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ঘুমাচ্ছিলেন ........ ৩৮
মৃত মহিলাকে কবরের রাখার পরই কবর কেঁপে উঠলো ........ ৩৯
কবর সংকীর্ণ হয়ে গেল, ভেতরে দেখা যাচ্ছিল বড় এক সাপ ........ ৩৯
মিথ্যা সাক্ষীর কারণে কবর কেঁপে উঠলো ........ ৪০
দাড়িবিহীন লাশকে বিচ্ছু দংশন করছিল ........ ৪০
একজন অন্ধ হাফেজ মুচি এবং কবরে দাফনকৃত কয়েক হাজার টাকা . ৪১
প্রফেসরের অসুস্থ আত্মীয় বললেন, আমি ঈদের দিন মারা যাবো ........ ৪২
আমানতের খিয়ানতকারী একজন ইমামের করুণ পরিণতি ........ ৪৩
আরো একটি ঘটনা ........ ৪৩
যিনি মৃত্যু দেন তিনিই জীবন দান করেন ........ ৪৪
পীর সাহেব কবর থেকে লিখলেন– এখানের অবস্থা দেখার মত,
বলার মত নয় ........ ৪৭
দুটি কবরের বাস্তব ঘটনা ........ ৪৮
(১) তাদের মৃত বল না ........ ৪৮
(২) কবর আযাব একটি কঠিন বাস্তবতা ........ ৪৯
ইমাম সাহেবের অক্ষত লাশ ........ ৫১
শহিদগণ কবরেও জীবিত ........ ৫২
যুবকের মৃত্যু ........ ৫৫
বিশ্বনবীর লাশ চুরির ইয়াহুদি চক্রান্ত ........ ৫৬

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| হযরত ছালেহ (আঃ)-এর মু'জিযা | ৬৪ |
| হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি | ৬৭ |
| শহিদ হবার পরও হাতে ধরে আছেন রিভালবার | ৬৮ |
| শহীদ হবার পরও দুশমনকে হত্যা করলেন | ৬৯ |
| শহীদের মুচকি হাসি | ৭০ |
| শহীদের লাশ খোশবু ছড়ায় | ৭১ |
| শহীদের কবর থেকে মেশকের সুগন্ধ | ৭১ |
| শহীদগণের সমাধি এবং উজ্জ্বল আলোকছটা | ৭২ |
| শহীদের রক্তে লেখা কালেমা | ৭২ |
| শাহাদাতের পর প্রকৃতির আলৌকিক অবস্থা | ৭২ |
| সাত মাস পরেও অক্ষত লাশ | ৭৩ |
| শহীদের দাড়ি লম্বা হয়েছে | ৭৩ |
| শহীদের তরুতাজা ওষ্ঠ | ৭৩ |
| শহীদের রক্তে সুঘ্রাণ | ৭৪ |
| হিংস্র জন্তুও শহীদের লাশকে সম্মান করে | ৭৪ |
| জ্বলন্ত তেলে নিক্ষেপিত শহীদের কাহিনী | ৭৫ |
| আল্লাহ্পাক শহীদদেরকে জিন্দা রেখেছেন | ৭৬ |
| ঈমানদারের পুলসিরাত | ৭৮ |
| আশ্চর্য ঘটনা | ৭৮ |
| একটি ঘটনা | ৭৮ |
| পুলসিরাতের দূরত্ব | ৭৯ |
| পুলসিরাত অতিক্রম ও সময় | ৭৯ |
| নেককারদের জন্য পুলসিরাত | ৭৯ |
| শহীদের শেষ চিঠি | ৮০ |
| আম্বিয়ায়ে কেরামের বরযখী যিন্দেগী | ৮৩ |
| উহুদ যুদ্ধের কোনো শহীদের দেহ বহু বছর পরও নিখুঁত পাওয়া গেছে | ৮৪ |

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|


কবর দেওয়ার পর পূণর্জীবন লাভ ........ ৮৫
দাফনের ৭০ বছর পরেও অক্ষত লাশ ........ ৮৬
শুহাদায়ে উহুদের কবর যিয়ারত ........ ৮৬
হামযা (রা.)-এর কবর হতে জবাব এলো ........ ৮৬
খুবাব (রা.)-এর অক্ষত লাশ ........ ৮৭
সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ উত্তোলন ........ ৮৭
সাহাবায়ে কিরামের তরুতাজা লাশ ........ ৮৯
শত বছরের পুরাতন শহীদের লাশ ও তার বিস্ময়কর খাদ্য ........ ৯০
উহুদের গুহা থেকে জান্নাতের সুবাস ........ ৯২
গাজীর কবর যেন সুবিশাল ময়দান ........ ৯৩
শহীদগণ জীবিত আছেন ........ ৯৪
মৃত্যুর যন্ত্রণা ........ ৯৫
আত্মা বের হওয়ার কষ্ট ........ ৯৬
বিস্ময়কর কয়েকটি ঘটনা ........ ৯৮
হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা ........ ৯৮
আযরাঈলের নিজস্ব রূপ ........ ৯৯
হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনা ........ ৯৯
নেককারদের মৃত্যুকালে সুসংবাদ ........ ১০০
শয়তানের কান্না ........ ১০১
জান্নাতের নাজ-নেয়ামত প্রদর্শন ........ ১০১
মালাকুল মাউতের আলোচনা ........ ১০২
রূহ বের হওয়ার পর ........ ১০২
ফেরেস্তাদের খোশবু মাখানো ........ ১০৩
জিবরাইল (আঃ) ও ৭০,০০০ ফেরেশতার স্বাগতম ........ ১০৩
কবরে মুনকার-নাকীর ........ ১০৪
মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন ........ ১০৪

www.BANGLAKITAB.com


| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| বদকারের মৃত্যু | ১০৬ |
| মৃত্যুর রহস্য | ১০৭ |
| খ্রিস্টধর্মের নিয়ম | ১০৭ |
| শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীর ইসলাম গ্রহণ | ১১০ |
| কবর জগত সম্পর্কে আল কুরআন | ১১১ |
| হাদিসের আলোকে কবর জীবন | ১১৪ |
| মুমিনের জন্য রয়েছে জান্নাতি কাফন ও সুগন্ধি | ১১৪ |
| মৃত্যুর সময় কাফেরদের লাঞ্ছনা | ১১৬ |
| কবরের কঠোরতা স্মরণ করে ওসমান (রা.)-এর কান্না | ১১৮ |
| কবরে আরামদায়ক বিশ্রাম | ১১৮ |
| লোহার আঘাতে মৃতব্যক্তির চিৎকার | ১১৯ |
| কবরে মুমিনের সাক্ষ্য | ১২০ |
| নাফরমানের চিৎকার | ১২১ |
| সকাল সন্ধ্যা বেহেশত-দোযখ দেখা | ১২২ |
| কবরের আযাব থেকে রক্ষার দোয়া কর | ১২২ |
| নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে কবরের আযাব | ১২২ |
| কবরে মুমিনের সুখ নিদ্রা | ১২৩ |
| কবরবাসীর জন্য দু'য়া | ১২৪ |
| কাফিরের কবরে নিরানব্বইটি সাপ | ১২৬ |
| কবরে সংকীর্ণতা | ১২৬ |
| নেককারের মৃত্যুতে আরশে কম্পন | ১২৬ |
| মৃত্যুর কষ্ট | ১২৬ |
| হযরত বেলাল (রা.) | ১২৮ |
| হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) | ১২৮ |
| কবর থেকে ফিরে আসা এক যুবতীর কিছু কথা | ১২৮ |
| বেনামাজী ফ্যাশনেবল এক মিসরীয় নারীর মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা | ১২৯ |

www.BANGLAKITAB.com


| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পঞ্চাশ ষাটটি সাপের উপরই কবর দেওয়া হল মেয়েটিকে | ১৩১ |
| কবর দেওয়ার পর পিতা দেখলেন, তার মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ধনুকের মত বেঁকে আছে আর তার চুল দিয়ে দুই পা বাঁধা | ১৩১ |
| দাফনের পর তিন রাত মেয়েটি ডেকে বললো, মা কবর থেকে আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি | ১৩২ |
| লেবাননের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী নাহাদ ফুতুহ সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন | ১৩৩ |
| আযানের সময় টেলিভিশন বন্ধ না করায় শাস্তি হল এক মহিলার | ১৩৪ |
| সন্তানদের জন্য টেলিভিশন কেনার কারণে কবরে সন্তানের পিতাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল | ১৩৫ |
| মেয়েটিকে টি. ভি. সহ কবরে দাফন করা হয় | ১৩৬ |
| কুর'আন তেলাওয়াত বাদ দিয়ে টেলিভিশন দেখার ভয়াবহ পরিণতি | ১৩৭ |
| লোভী নারীর ভয়াবহ অবস্থা | ১৩৮ |
| ধনী গৃহবধু সাপ সাপ বলে মৃত্যুবরণ করলো | ১৪০ |
| ইসলামের হুকুমকে অপছন্দ করে খৃষ্টধর্মের প্রশংসা করায় কঠিন পরিণতি | ১৪১ |
| কবর আযাবের তিনটি ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ | ১৪২ |
| এক | ১৪২ |
| দুই | ১৪৩ |
| তিন | ১৪৩ |
| এক স্টেশন মাস্টার কবরের সুবাসিত পানির স্বাদ পেলেন | ১৪৩ |
| কবরের আগুনে হাত পুড়ে যাওয়ার ঘটনা | ১৪৪ |
| ভারতের মুম্বাইয়ের এক দানশীল শেঠ এর কবরে একটি ভয়ানক সাপ, শেঠ এর জিহ্বা কামড়ে বাইরে বের করার জন্য টানছিল | ১৪৫ |
| ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে ১০০ মানুষকে মরতে দেখেছি, কালেমা পড়েছেন ৩ জন | ১৪৬ |

www.BANGLAKITAB.com


| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কবরের সুবাস সুগন্ধি | ১৪৭ |
| দেওবন্দী আলেমের কবর থেকে সুগন্ধি বের হল | ১৪৮ |
| ডাক্তার ভাটটা কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন | ১৪৮ |
| নিরক্ষর ব্যক্তির আরবী ভাষায় কথা বলা | ১৪৮ |
| কবর আযাবের একটি বাস্তব ঘটনা | ১৪৯ |
| কবরের আগুন | ১৫০ |
| মুলতানের একটি ভয়াবহ ঘটনা | ১৫১ |
| হাজী সাহেব বললেন, নামাজ ছেড়ে দেওয়া এবং প্রসাবে অসতর্কতার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল | ১৫১ |
| মৃত্যুর সাথে সাথে একটি সাপ লাশ পেঁচিয়ে ধরলো | ১৫৩ |
| যেখানেই খনন করা হচ্ছিল, সেখানেই দেখা যাচ্ছিল কবর ভরা বিচ্ছু | ১৫৩ |
| একজন ডাক্তার স্বপ্নে দেখেন ব্যভিচারীর পুরুষাঙ্গে চাবুক ঢুকানো হচ্ছে | ১৫৪ |
| ষাট বছর আগে মারা যাওয়া মহিলার কবর থেকে বিকট চিৎকার | |
| মৃত্যুর সময় আযরাঈলকে দেখে বললেন, আমার মেয়েটির কি হবে? | ১৫৬ |
| আমাকে ঘরে পৌছে দাও, দুনিয়া থেকে আমার বিদায়ের সময় হয়েছে | ১৫৬ |
| ড্রাইভার কন্টাক্টারকে বললো, ঐ প্যাসেঞ্জারকে তুলে নাও | ১৫৭ |
| আমার এক আত্মীয় মৃত্যুকালে পাকুড়া, বরফি দুধ খেতে চাইলো | ১৫৭ |
| একজন বুজুর্গের মৃত্যুর ৮ মিনিট পর নবজীবন লাভ | ১৫৭ |
| ডাক্তার বাকার সাহেব কালেমা তাইয়্যেবা এবং দুরূদ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেন | ১৫৮ |
| চৌদ্দশত বছর পরও তিনজন সাহাবার মরদেহ ছিল তরুতাজা | ১৫৮ |
| শেষ যামানায় আল্লাহভীরুদের দুনিয়ায় বসবাস করা কঠিন হবে | ১৫৯ |
| আমরা চারজন ৮ দিন পর্যন্ত আল্লাহর যিকির এবং দুরূদ পড়ায় আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হয় | ১৫৯ |

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| যিকির এবং দুরুদের বরকতে পিপাসার কষ্ট নিবারণ | ১৫৯ |
| দু'য়া দুরুদের বরকতে এক বিষাক্ত অজগরের স্বেচ্ছায় মৃত্যু | ১৬০ |
| মহান আল্লাহর নামের বরকতে ৬ মাসে নির্বাপনযোগ্য আগুন ১১ দিনে নিয়ন্ত্রণের ঘটনা | ১৬১ |
| মুসলমান যুবকের মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ | ১৬২ |
| জমিদারের কবর সাপ বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ | ১৬৩ |
| নামাযের জন্য হাত বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ ও দাফন | ১৬৩ |
| ভয়ংকর ফেরেশতা দেখে কবরস্থান ছেড়ে পলায়ন করলো পিতা | ১৬৩ |
| পুরোপুরি যাকাত না দেওয়ায় আমার ঘরে চুরি হল | ১৬৪ |
| যাকাত আদায়ে অলসতার চরম শাস্তি | ১৬৪ |
| একজন বিশিষ্ট জমিদার নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল পেলেন | ১৬৫ |
| মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের সমালোচনাকারিনী মহিলার আত্মহত্যা | ১৬৫ |
| নামায রোজা সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পরিণাম | ১৬৬ |
| আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার বরকত | ১৬৬ |
| জেনারেল ওয়াজেদ আলী বারকি কবরের প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে জেনে নিলেন | ১৬৬ |
| মৃত্যু ও আধুনিক বিজ্ঞান | ১৬৭ |
| মৃত্যুর সময় কেমন মনে হয়? | ১৬৭ |
| টমাস এডিসনের মৃত্যুর ঘটনা | ১৬৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান গবেষণায় | ১৬৮ |
| ইউরোপ আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতাদর্শ | ১৬৯ |
| লাইফ আফটার লাইফ গ্রন্থের মিরাকল | ১৭০ |
| মৃত্যুর কষ্ট | ১৭০ |
| মৃত্যুর ঘোষণা | ১৭২ |
| কবর আযাব ও কবরের ধমকী | ১৭৪ |
| অদৃশ্য আযাব | ১৭৪ |

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|

কবরের আযাব অস্বীকারকারীদের জন্য দলিল ........ ১৭৫
এই 'ইট' এক বাদশার চোখ ........ ১৭৭
মৃত্যুর পর চেহারা কালো ও ভয়ংকর হয়ে গেল ........ ১৭৯
কবরে দুর্গন্ধযুক্ত সাপ ........ ১৮১
মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া ব্যক্তির মৃত্যুকষ্টের স্বীকার ........ ১৮১
ভয়ংকর চেহারাওয়ালা লাশ ........ ১৮২
আযাবের ফেরেশতা ........ ১৮২
ঘটনা–১ ........ ১৮৩
আগুনের জিঞ্জির ........ ১৮৩
ঘটনা–২ ........ ১৮৪
ঘটনা–৩ ........ ১৮৪
এক কাফন চোরের ঘটনা ........ ১৮৫
সুদ ও ঘুষখোরের কবর আযাব ........ ১৮৬
হারাম সম্পদ দ্বারা দান-খয়রাত ........ ১৮৭
হারাম সম্পদের কারণে কবর আযাব ........ ১৮৮
একটি আশ্চর্য ঘটনা ........ ১৯২
দুটি ঘটনা ........ ১৯৭
দুনিয়া কাঁদার জায়গা ........ ১৯৮
মৃত্যুর পর পুণর্জীবন ও ভাগ্যের ফয়সালা ........ ১৯৯
কবর থেকে ফিরে আসা এক যুবতীর কিছু কথা ........ ২০০
হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিদায় ........ ২০২
বিজাতীয় রুসুম-রেওয়াজ ........ ২০৪
কবরে শান্তি পাওয়ার সহজ পথ ........ ২০৫
রাবেয়া বসরীর যুহদ ও তাকওয়া ........ ২০৬
হাসান বসরীকে চার প্রশ্ন ........ ২০৬
যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তাঁর হয়ে যান ........ ২০৭

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|

আওলাদকে প্রকৃত মানুষ বানান ........ ২০৯
আসল অলংকার ........ ২১০
শান্তি নবীওয়ালা চরিত্রে ........ ২১১
ক্ষমা করা শিখুন-ক্ষমা করা শেখান ........ ২১২
জিম্মাদারী বুঝুন ........ ২১৩
প্রথম নসীহত ........ ২১৩
মায়ের কোলে হযরত বখতিয়ার কাকি (র.)-এর
পনের পারা মুখস্ত করা ........ ২১৪
দ্বিতীয় নসীহত ........ ২১৫
আওলাদকে সত্য বলা শিখাতে হবে ........ ২১৬
তৃতীয় নসীহত ........ ২১৭
আদর্শ মা ........ ২১৯
চরিত্রের গুরুত্ব ........ ২২১
সঠিক মানুষের প্রয়োজন ........ ২২৪
টাকার বিনিময়ে মর্যাদা ক্রয় করা যায় না ........ ২২৪
হযরত সা'দ (রা.)-এর জানাযা ........ ২২৬
তাওবাকারীই কবরে শান্তি পাবে ........ ২২৬
বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির তাওবা ........ ২২৭
তাওবার হাকীকত ........ ২২৯
ডান হাতে ফলাফল ও পুরস্কার ........ ২৩০
এক বৃদ্ধার হারানো যৌবন ........ ২৩১
সফলতার জন্য আনন্দ প্রকাশ ........ ২৩২
বেহেশতের নিয়ামতসমূহ ........ ২৩৩
জান্নাতের উন্নত পানীয় পান করানো হবে ........ ২৩৫
রাসূল (সা.) এর রিসালাত ........ ২৩৫
নবীজির প্রতি গাছের ভালবাসা ........ ২৩৭

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| প্রাণীরাও নবীজি (সা.)-কে সম্মান করতেন | ২৩৮ |
| গাধার নবীপ্রেম | ২৩৯ |
| জমিনের প্রাণীও স্বাক্ষী দিল নবীর নবুওয়াতের | ২৪০ |
| সুন্নাতী বিবাহ ও সফলতা | ২৪১ |
| জীবনের চাকা হল আখলাক | ২৪২ |
| কেয়ামতের দিন উত্থিত হওয়া | ২৪৩ |
| জাহান্নামের কঠিন শাস্তি | ২৪৬ |
| কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা | ২৪৭ |
| জাহান্নামীদের পোষাক | ২৪৮ |
| কবরের চিন্তা | ২৪৯ |
| মৃত্যুর জন্য আর্তনাদ | ২৫০ |
| দুনিয়া হলো আখিরাত কামাইয়ের জায়গা | ২৫৩ |
| জীবনের চিন্তা | ২৫৪ |
| মৃত্যু কী? | ২৫৬ |
| তাহলে সিদ্ধান্ত কি? | ২৫৬ |
| 'সাঈদ' ও 'শাকী' | ২৬৩ |
| প্রকৃত সফলতা ও প্রকৃত বিফলতা | ২৬৫ |
| রাসূল ও কুরআনের অবদান | ২৬৮ |
| কবরের পথে | ২৬৮ |
| হযরত ওমর (রা.)-এর আখেরাতের চিন্তা | ২৬৯ |
| হযরত আয়েশা (রা.) এর আখেরাতের ভয় | ২৬৯ |
| সাপের উক্তি | ২৭০ |
| নাজাত মোহাম্মাদী পথে | ২৭১ |
| খোদার ভয় | ২৭৫ |
| রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির দো'য়া করেছেন | ২৭৬ |
| নবী প্রেম | ২৭৮ |

www.BANGLAKITAB.com

| বিষয় : | পৃষ্ঠা |
|---|---|


হালালই মুক্তি দেয় ........ ২৮০
সাহাবাদের কবরের ভয় ........ ২৮১
এক শিশুর জাহান্নামের ভয় ........ ২৮২
সন্তানকে খোদার ভয় শেখাও, নাজাত পাবে ........ ২৮৩
নবীজি (সা.)-এর দারিদ্রতা অবলম্বন করা ........ ২৮৮
নিজেরা ঈমানি জিন্দেগী শিক্ষা করুন ........ ২৮৯
আখিরাতমুখী হন, কবরের তৈয়ারী করুন ........ ২৮৯
আখিরাতের ভাবনা ........ ২৯১
পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মর্যাদার অধিকার ........ ২৯৯
হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা ........ ৩০৭
এক রাতের পাহারার আমলে জান্নাত লাভ ........ ৩১০
বরযখের প্রস্তুতি ........ ৩১২
প্রকৃত জীবনের সূচনা ........ ৩১২
আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান? ........ ৩১৩
আল্লাহর খুশিতেই নাজাত ........ ৩১৩
আখিরাতের সমাধান ........ ৩১৪
খারাপ অবস্থা কখন হয়? ........ ৩১৪
কবরের আগুন কিভাবে সহ্য করবে? ........ ৩১৫
জাহান্নামের পরিচয় ........ ৩১৬
জাহান্নামে কারা যাবে? ........ ৩১৬
কবীরা গুনাহ দোযখের টিকিট ........ ৩১৬
মুনাফিকদের জন্য ওয়াইল দোযখ ........ ৩১৭
জাহান্নামীদের আল্লাহ পাকের প্রশ্ন ........ ৩১৮
দ্বীনি জীবনের প্রকৃত স্বাদ ........ ৩১৯

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## তের'শ বছর পরেও দুই সাহাবীর তাজা লাশ অক্ষত পাওয়া গেল

সালমান পার্ক একটি প্রাচীন জনপদ। বাগদাদ থেকে প্রায় ৪০ (চল্লিশ) মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে শহর জীবনের কোন নিদর্শন বাকি নেই। স্থানটি এখন ৫০০ (পাচঁশত) পরিবারের একটি বস্তি মাত্র। বাগদাদ থেকে এখানে মোটর গাড়িই একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম।

বর্তমানে জরাজীর্ণ হলেও স্থানটির রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। বহু সংখ্যক সাহাবী এখানে গভর্ণর হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এর প্রাচীন নাম মাদায়েন। যুগ যুগ ধরে মাদায়েন ছিল পারস্য সম্রাটদের রাজধানী। টাইগ্রীসের পশ্চিম তীরে অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে স্থানটা ছিল একটি কেল্লা সদৃশ। হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মামাতো ভাই সেনাপতি সাদ-বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর দ্বিগ্বিজয়ী লস্কর এই টাইগ্রীসের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বাহরাশীর শহরে এসে উপস্থিত হন, তখন তাঁদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, কিভাবে টাইগ্রীস পাড়ি দিয়ে মাদায়েনে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো যায়। কেননা তাঁরা জানতে পারেন, সম্রাট ইয়াজদাগীরদের নির্দেশে টাইগ্রীসের সবগুলো সেতু গুড়িয়ে সীমান্ত রক্ষীরা মাদায়েনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ইয়াজদাগীরদের বিশ্বাস ছিল টাইগ্রীসের বিশাল ঢেউ প্রাকৃতিক হয়ে মাদায়েনকে রক্ষা করবে। সত্যিই মুসলমান বাহিনী টাইগ্রীসের তীরে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। তাঁরা যখন নদীর তীরে এসে পৌছেন তখন ছিল মধ্যরাত্রি। টাইগ্রীসে ফুটে উঠা তরংগমালা অতিক্রম করে নদী পার হওয়া ছিল অত্যন্ত বিপদজনক। কিন্তু ওপারের সম্রাট নওশিরওয়ারের শুভ্র মহল আর নয়নাভিরাম অট্টালিকাগুলো যেন তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। মরুচারী বেদুইনদের কাছে সে ছিল এক আশ্চর্য উপলব্ধি! কারণ, ইতিপূর্বে এমন কারুকার্য অট্টালিকা আর কখনও দেখেননি। তাঁরা বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন স্বপ্নপুরী মাদায়েনের দিকে।

www.BANGLAKITAB.com


মোটকথা, যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবু অয়াক্কাস্ (রা.) ছালাতুল হাজত পড়ে প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সাহায্য চেয়ে দোয়া করেন। তারপর পুরা লস্করসহ নেমে পড়েন তরঙ্গ সংকুল টাইগ্রীস নদীর বুকে। যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল ঘোড়া আর ঘোড়াই দেখা যেতে লাগলো। তাঁদের পায়ের তলায় যেন পানির নাম গন্ধও ছিল না। তাঁরা পানির উপর দিয়ে এমনভাবে পরস্পর আলাপ করে চলছিলেন, যেন কঙ্কর বিছানো কঠিন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন।

সেনাপতি সাদ (রা.)-এর পার্শ্বে ছিলেন নবী করীম (সা.)-এর খ্যাতনামা প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন "আল্লাহ তা'য়ালার কসম, নিশ্চয় তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন আর শত্রুকে করবেন পরাস্ত। তবে শর্ত হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত লস্করের কেউ এমন কোন পাপ করবে না, যা তার পূণ্যকে ধ্বংস করে দিবে।

জবাবে সালমান ফারসী (রা.) বললেন- "আল্লাহ তা'য়ালার কসম! মোসলমানদের জন্য স্থলভাগের মত জলভাগকেও নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। শপথ সেই সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতের মুঠোয় সালমানের প্রাণ, যেভাবে তাঁরা নদীতে নেমেছে ঠিক সেইভাবেই নিরাপদে অতিক্রম করবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

ইরানীরা ইতিপূর্বে এমন কাণ্ড আর কখনো দেখিনি। তারা ভয় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় এবং দানব এসে গেছে বলে চিৎকার দিতে দিতে পালিয়ে যায়। আর এভাবেই কয়েক শতাব্দীর শাসানী সম্রাটদের ইতিহাস ঐতিহ্যের লীলাভূমি মাদায়েন মোসলমানদের পদানত হয়ে যায়। এখানে এখনও শাসানী সম্রাটদের কিছু স্মৃতি চিরকালের স্বাক্ষী হয়ে টিকে আছে। ঐগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ন্যায়পরায়ন বাদশা সম্রাট নওশিরওয়ারের একটা রত্নখচিত সিংহাসন। এই স্মৃতিটিকে দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে থাকেন। বর্তমানে সেখানে কয়েকটি কফিখানা রয়েছে। আর রয়েছে একটা শানদার কবরস্থান। ঐ কবরস্থানে একটা সুসজ্জিত গম্বুজের নিচে চির নিদ্রায় শুয়ে রয়েছেন প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রিয়তম সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কবরের পাশেই রয়েছে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পেগড়া আরো দুটি কবর। এর একটি হচ্ছে, নবী করীম (সা.)-এর অন্যতম সার্বক্ষণিক সহচর হযরত যাবের বিন

www.BANGLAKITAB.com


আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.)-এর কবর। কবরদ্বয়ের কাছ হতে প্রবাহিত হচ্ছে স্রোতস্বিনী দজলা নদী। শেষোক্ত সাহাবীদ্বয়ের কবর দু'টি নির্মিত হয়েছে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাদশা প্রথম ফয়সালের যুগে। তখন তাদেরকে তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। কবর দু'টি সরানোর পূর্বে তাদের অবস্থান ছিল সালমান পার্ক থেকে দুই ফার্লং দূরে একটা অনাবাদি জায়গায়। কিন্তু একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে তাদের পুরানো কবর থেকে সরিয়ে এনে সালমান পার্কের ঐতিহাসিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ সময়ে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর দেখার এবং সাহাবীদ্বয়ের নূরানী চেহারা স্বচক্ষে দর্শন করার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়। ঘটনার সাক্ষী হয়ে সেখানে উপস্থিত বাগদাদ, ইরাক ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। (২০১০ ইংরেজী সাল পর্যন্ত)।

সাহাবীদ্বয়ের এই কবর পরিবর্তনের ঘটনা বর্তমান বিশ্বে ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে একটি জীবন্ত প্রমাণ। ইসলামের সত্যতা মানে কি? ইসলামের সত্যতা মানে এক কথা কোরআন ও হাদিসে পাকের মধ্য যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অল্প কথায় কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কি আছে? কোরআন ও হাদিসের পাকের মধ্যে আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালার যাত সিফাত সত্য, ক্বিয়ামত সত্য, পুনরুত্থান সত্য, পরকাল সত্য, মীযান সত্য, পুলসিরাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, জাহান্নামের সকল বর্ণিত আযাব ও কষ্ট সত্য, জান্নাত সত্য, জান্নাতের সকল আরাম আয়েশ ভোগ বিলাস, শান্তি সুখ, সফলতা সত্য।

মানুষের ধর্ম একটাই "ইসলাম"। অন্য যত ধর্ম রয়েছে তা একটাও ধর্ম নয়, সব মানুষের মনগড়া মিথ্যা জিনিস। দুনিয়ার সকল কাফির মুশরিক নাস্তিক আর বস্তুবাদীরা সকলে ভুলের মধ্যে রয়েছে। যে সকল নামধারী মোসলমানেরা মুখে তো মোসলমান দাবী করে কিন্তু আল্লাহর আদেশ নিষেধ, নবীর তরীকা মানে না তথা পরকালের অনন্ত অসীম জীবনের প্রস্তুতি যেভাবে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা নেয় না, তারা সবাই মহাভুলের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য ঈমান আমল কমের কারণে, দুর্বলতার কারণে, ঘাটতির কারণে মৃত্যুর সাথে সাথে জাহান্নামের চিরস্থায়ী কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে।

www.BANGLAKITAB.com


## ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা

ঘটনাটির শুরু একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। এক রাত্রে হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) স্বপ্নযোগে ইরাকের বাদশা ফয়সালকে বললেন, আমাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে টাইগ্রীসের অনতিদূরে অন্য কোনো স্থানে দাফন করা হোক।

কেননা, আমার কবরে পানি জমতে শুরু করেছে আর যাবের (রা.)-এর কবরে আর্দ্রতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজের প্রচন্ড ব্যস্ততার দরুন বাদশা দিনের বেলায় স্বপ্নের নির্দেশটি একেবারেই ভুলে যান। বাদশা পরের রাত্রে নিদ্রামগ্ন হলে তিনি আবার ঐ একই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সে দিনও তিনি স্বপ্নের কথাটি ভুলে যান। তৃতীয় রাত্রিতে হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) ইরাকের মুফতিয়ে আযমকে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে একই নির্দেশ দেন। আর তাকে এই কথাও বলেন যে, আমি গত দু'রাত ধরে বাদশাকে বলে আসছি কিন্তু দিন হলেই তিনি ব্যাপারটি ভুলে যান। এখন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, আমার নির্দেশটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথাশীঘ্র আমাদের স্থানান্তর করা। সকাল হওয়া মাত্র মুফতি সাহেব প্রধানমন্ত্রী নূর-আসসায়ীদকে ফোন করে বললেন, আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে আসছি। আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে একটু পরে বের হবেন। নূরের সাথে দেখা হলে মুফতি সাহেব স্বপ্নের পুরো বৃত্তান্তটি তাঁকে বলে শুনালেন।

নূরী তৎক্ষণাৎ বাদশার সাথে মুফতি সাহেবের সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। তিনি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুফতি সাহেবের কথা শুনে বাদশা বললেন যে, হ্যাঁ আমি পর পর দুই বার এই স্বপ্ন দেখেছি। প্রতি রাতেই তিনি আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, এ আমি কি দেখতে পাচ্ছি। আপনি এসে ভালোই করেছেন। এখন বলুন, এমতাবস্থায় আমাদের কি করা উচিত?

মুফতি সাহেব বললেন, তিনি তো স্পষ্ট করে সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, আমি মনে করি অতিসত্বর তাঁর আদেশ পালন করাই আমাদের কর্তব্য।

বাদশা ফয়সাল বললেন, ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় আমি বলছি যে, সাবধানতাবশতঃ আগে নিশ্চিত হওয়া যাক। সত্যিই নদীর পানি

www.BANGLAKITAB.com


কবরের দিকে চুয়ে চুয়ে অসছে কিনা। মুফতি সাহেব বাদশার এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। বাদশা তখনই গণপূর্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নামে এই মর্মে ফরমান জারী করলেন যে, কবর দুটি থেকে ২০ ফুট দূরে খনন করে পরিক্ষা করে দেখা যাক, টাইগ্রীসের পানি এদিকে চুয়ে চুয়ে আসছে কিনা।

কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করে বিকালের মধ্যেই আমার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। ফরমান পেয়ে লোকজন দিনভর কাজ চালাতে লাগলেন। কিন্তু পানি তো দূরের কথা, আনেক গভীর থেকে যে মাটি তুলে আনা হয় তাতেও আর্দ্রতার কোন আলামত পাওয়া গেল না। মুফতি সাহেব দিনভর তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি সব কিছু স্বচক্ষে দেখে শুনে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। মোটকথা, বাদশার কাছে নেতিবাচক রিপোর্ট পেশ করা হল। ঐ রাতেই হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) পুনরায় বাদশাকে তাগিদ দিয়ে বললেনঃ শীঘ্রই আমাদের সরানোর ব্যবস্থা কর। কেননা, আমার কবরে পানি জমতে শুরু করেছে এবং যাবের (রা.)-এর কবরে আর্দ্রতা দেখা দিয়েছে।

বাদশার কাছে যেহেতু ভূ-বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট ছিল, তাই তিনি মনে করলেন, এটা নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তিনি স্বপ্নের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকলেন। পরের রাতে হুযাইফাতুল ইয়ামান (রা.) পুনরায় মুফতি সাহেবকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি বার বার বলে আসছি আমাদের স্থানান্তর কর, কিন্তু তোমরা এত নিষ্ক্রিয় হয়ে আছ কেন? পরদিন সকালেই তিনি বাদশার নিকট পৌঁছেন। এবং পুনরায় তিনি স্বপ্নের নির্দেশের কথা শুনালেন। এবার বাদশা বিরক্তির স্বরে মুফতি সাহেবকে বললেন, আপনি বলুন, আমি কি করতে পারি? আপনি নিজে সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সামনে বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট এসেছে। তাদের রিপোর্টে তো বলা হয়েছে, পানি তো দূরের কথা মাটিতে আর্দ্রতা পর্যন্ত দেখা দেয়নি। অতএব, আমাকেও পেরেশান করবেন না আর নিজেও পেরেশান হবেন না। মুফতি সাহেব বললেন, রিপোর্টে যা আছে তাও আমি জানি। কিন্তু এরপরেও তো আমাকে এবং আপনাকে বার বার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি বলছি যাই হোক না কেন, আপনি কবরটা তুলে দিন।

বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি আগে স্থানান্তর করার ফাতোয়াটা দিয়ে দিন। মুফতি সাহেব সেখানে বসেই সাহাবায়ে কিরামের কবর স্থানান্তর সংক্রান্ত ফাতোয়াটা দেওয়ার পরপরই পত্র-পত্রিকায় ঘটনার

www.BANGLAKITAB.com


বিবরণ ও ফাতাওয়াসহ বাদশাহর ফরমান ছাপিয়ে দেওয়া হয় যে, আগামী কুরবানীর ঈদের দিন যোহরের নামাজের পর প্রিয় নবীজী (সা.)-এর সম্মানিত দুই সাহাবীর কবর খোলা হবে। সংবাদপত্রে খবরটি ছাপা ও প্রচারিত হবার পর সাথে সাথেই সমগ্র ইরাকে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তা ছাড়া রয়টার্সসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা খবরটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। তখন ছিল হজ মৌসুম। বিশ্বের অসংখ্য মোসলমান ছিলেন মক্কা নগরীতে সমবেত। তারা বাদশার কাছে আবেদন পাঠালেন, আমরাও মহান সাহাবীদের চেহারা দর্শনে আগ্রহী। অনুগ্রহ পূর্বক তারিখটা আরো কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হোক। এদিকে ইরান, তুরস্ক, লেবানন, ফিলিস্তিন, হেজাজ, বুলগেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, রাশিয়া, ভারত, প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে বাদশা ফয়সালের নামে অসংখ্য তারবার্তা আসতে থাকে। সকলের একই আবেদন, আমরা সম্মানিত সাহাবা কিরামদ্বয়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে চাই, দয়া করে তারিখটা আরো কয়েক দিন পিছিয়ে দেয়া হোক।

এদিকে সারা মুসলিম বিশ্বের অনুরোধ, অপর দিকে স্বপ্নে তাড়াতাড়ি করার তাগিদ। সমস্যা হল, সত্যি যদি কবরে পানি চুয়ে থাকে তাহলে বিলম্ব করলে সম্মানিত সাহাবীদ্বয়ের কষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং মুফতি সাহেবের পরামর্শে কবরদ্বয় থেকে নদীর দশ ফুট দূরে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে সেখানে কাঁকর ফেলে ফরমান জারী করা হয় যে, মুসলিম বিশ্বের অনুরোধ ও আবেদনের প্রেক্ষিতে এ কাজ আরো দশ দিন পর করা হবে।

ঘোষণার পর কয়েক দিনের মধ্যে সালমান পার্কের ছোট বস্তি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জৌলুসের দিক দিয়ে জায়গাটা আরেক বাগদাদে পরিণত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, মাদায়েনের সেই ঐতিহাসিক মাঠটিও তাবুতে তাবুতে ভরে যায়। সরকারী লংগরখানা ছাড়া স্থানে স্থানে পান্থশালা, হোটেল ও কফিখানা তৈরি হয়।

এই সময় ইরাক সরকার কাষ্টমস্‌সহ শুলকের নানা প্রকার শর্ত প্রত্যাহার করে নেন। এমনকি পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপারেও তেমন কোন শর্ত ছিল না। বাদশা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, বহির্দেশীয় দর্শনার্থীদের শুধু নিজ নিজ দেশের অনুমতি পত্র নিয়ে আসলেই চলবে। তারপরও আগত দর্শনার্থীদের সংখ্যা ছিল অধিক। কারণ, তারা তো পূর্ব থেকেই মক্কা শরিফে এসে রয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে মিসর ও তুরস্ক থেকে সরকারী প্রতিনিধি দলও

www.BANGLAKITAB.com


আসেন। সাহাবায়ে কিরামকে সালাম দেওয়ার জন্য তাঁরা সরকারী ব্যবস্থাপনাও অবলম্বন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্কের সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশার একজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী। মিশরী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তৎকালিন যুবরাজ শাহ ফারুক। ঐ দলে বহু সংখ্যক আলিম ও মন্ত্রীবর্গও ছিলেন। মোটকথা, যে খোশনসীব বান্দাগণের কপালে সাহাবীদ্বয়কে দেখার সৌভাগ্য লেখা ছিল, তারা ততদিনে সালমান পার্কে এসে পৌছে গেছেন। একটা গ্রহণযোগ্য হিসাব মতে আগত দর্শনার্থীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ এবং তাদের মধ্যে প্রতেক দেশের ও জাতীয় লোকেরাও বিদ্যমান ছিলেন।

অবশেষে সেই দিনটি এসে যায়, সেই দিনটির জন্য লক্ষ লক্ষ জ্ঞানী গুণী মানুষ অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলেন। সেই দিন ছিল সোমবার। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে বেলা ১২ (বার) ঘটিকার সময় কবর দুটি খুলে দেখা হয়। কবর খুলে দেওয়া পর দেখা গেল সত্যি সত্যিই হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.)-এর কবরে কিছুটা আর্দ্রতা দেখা দিয়েছে। অথচ কবরদ্বয় থেকে দজলা নদীর দূরত্ব ছিল প্রায় দু'ফার্লং।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ, ইরাকের পার্লামেন্ট সদস্য এবং বাদশাহ ফয়সালের উপস্থিতে সর্ব প্রথম হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.)-এর কবরটা খুলে দেওয়া হয়। ক্রেরানের সাহায্যে তাঁর পবিত্র লাশটা কবর থেকে এমনভাবে উঠানো হয় যে, মোবারক লাশটা আপনিতেই ক্রেরানের মাথায় ফিট করে রাখা স্ট্রেচারে এসে পৌছে যায়। এরপর স্ট্রেচারটি ক্রেন থেকে আলাদা করে নেওয়া হলে শাহ ফারুক কাঁধে করে উঠিয়ে এনে লাশ মোবারককে একটি কফিনের ভিতর রেখে দেন। তারপর একইভাবে হযরত যাবের (রা.)-এর লাশটিকেও তুলে আনা হয়।

সাধারণ মানুষের লাশ কবরে দুই চার দিনে না হলেও দু' এক মাসে পঁচে গলে শেষ হয়ে যায় অথচ সম্মানিত সাহাবীদ্বয়ের লাশের বেলায় দু'এক যুগ নয় দু'এক শত বৎসর নয় বরং শত শত বৎসর কেটে গেলেও দেখা যায়, শুধু লাশ মোবারকই নয় বরং দাড়ি মোবারকের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। এমনকি তাঁদের কাফনের কাপড় পর্যন্ত এত স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল যে, লাশ মোবারক দেখে কেউ ভাবতেই পারছিলেন

www.BANGLAKITAB.com


না যে, লাশগুলো সুদীর্ঘ ১৩০০ (তেরশত) বৎসরের প্রাচীন বরং মনে হচ্ছিল তাঁরা বোধহয় ঘন্টা তিনেক আগেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হল, তাঁদের চোখ ছিল খোলা। আর চোখে ছিল এমনই এক অপার্থীব জ্যোতি যে, অনেকেই চোখে চোখ রেখে থাকতে গেলে সেই অপার্থীব জ্যোতির সামনে তাদের চোখগুলি ধরে রাখতে পারছিলেন না। বিশ্বের বড় বড় ডাক্তারগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তারা এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। জনৈক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্মান চক্ষু বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, পবিত্র লাশ দুটি কফিনের ভিতরে রাখার সাথে সাথেই তিনি মুফতি সাহেবের কাপড় ঝাপটে ধরে বললেন, আপনাদের ইসলামের তথা কুরআনের সত্যতার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ পৃথিবীতে আর কি হতে পারে? আপনার হাতটা দিন! আর শুনুন, এখন থেকে আমি একজন মোসলমান! এই বলার সাথে সাথে তিনি আবেগের সাথে চিৎকার দিয়ে মুফতি সাহেবের হাতে তাওহীদ-রিসালাতের অমীয় বাণী লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ পাঠ করে মোসলমান হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। মোটকথা, লাশ মোবারক বের করে এনে কাঁচ দ্বারা নির্মিত আয়নার অপরূপ সুন্দর কফিনের ভিতর রেখে দেওয়া হয়। তারপর জনতার চক্ষু শীতল করার নিমিত্তে তাঁদের নূরানী চেহারা মোবারক থেকে কাফন সরিয়ে নেওয়া হয়।

ইরাকী সৈন্যরা যথারীতি ছালাম প্রদর্শন করেন এবং তারা তোপ ধ্বনি করেন। তারপর উপস্থিত জনতা তাঁদের নামাজে জানাযা আদায় করেন। এরপর আলিমগণ কফিন দুটি কাঁধে উঠিয়ে নেন। কিছু দূর যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ এবং সবশেষে শাহ ফয়ছাল কাঁধ পেতে ধরেন।

এ সময় একটি জার্মান টেলিভিশন ফিল্ম তৈরির কোম্পানি বড়ই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়। তাদের এই পদক্ষেপ আগত অসংখ্য দর্শনার্থীদের জন্য বিরাট একটা এহসান! তাঁরা কবর দুটির দু'শ ফুট উপরে চারটি ইস্পাতের খামের উপর ৩০ (ত্রিশ) ফুট লম্বা এবং ২০ (বিশ) ফুট চওড়া টেলিভিশনের খামের চতুষ্পার্শ্বে ছাদ সংলগ্ন স্থানে চারটি স্ক্রীন স্থাপন করেন।

এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ও বসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু প্রত্যক্ষ করার এক বিরল সুযোগ পেয়ে যান। ফলে

www.BANGLAKITAB.com


ঠেলা ধাক্কা এড়াতে পেরে সকলেই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদের এই খেদমতের দরুন লক্ষ লক্ষ জনতা তাদের চোখ জুড়িয়ে সব কিছু দেখতে সক্ষম হন। তাছাড়াও পরদিন বাগদাদে অনুষ্ঠানটি পুনঃ দেখানোর ব্যবস্থা করা হলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

কফিনগুলো যখন নতুন কবর স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ইরাকের বিনাগুলি অবনত হয়ে তাদের শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং উপর থেকে ফুল বৃষ্টি বর্ষণ করে। পথে কয়েকবার কফিন দুটিকে নিয়ে থামতে হয়। পরম ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে দীর্ঘ ৪ (চার) ঘন্টা পর যখন সালমান পার্কে এসে পৌছেন। তখন সর্ব প্রথম শাহ ফয়সাল গার্ড অব অনার দেন। তারপর প্রতিনিধিবর্গ ফুলের স্তূপ উৎসর্গ করেন। সবশেষে যেই সৌভাগ্যবানরা স্ট্রেচার থেকে মোবারক লাশ দু'টো কফিনে রেখেছিলেন, তাঁরা কফিন দুটি নব নির্মিত কবরস্থানে নামিয়ে রাখেন। এভাবেই কামানের গর্জন ও সামরিক বিউগলে আনন্দ ধ্বনি এবং জনতার নারায়ে তাকবিরের মধ্য দিয়ে ইসলামের এই জিন্দা শহিদদ্বয়কে মাটির কোলে রাখা হয়।

বিশাল জনতার মধ্যে যারা অমুসলমান ছিলেন তাদের অনেকেই ঘটনার শুরু থেকেই চিৎকার দিয়ে অবিরামভাবে কালিমা পড়ে পড়ে মোসলমান হতে থাকেন। তাছাড়াও এই দিন ঘটনার পর বাগদাদে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। অসংখ্য ইয়াহুদী খ্রিষ্টান নাগরিক তাঁদের নিজেদের ভুল ভ্রান্তির উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে অশ্রয় নেন। ঈমান ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা এতোই অধিক ছিল যে, তাদের সংখ্যা নিরুপণ করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। নবনির্মিত কবর দুটির গায়ে শ্বেত পাথরে খোদাই করে পূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে লিখে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকেও কবর দু'টি দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের আগমন আজও অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ দু'জন সাহাবী প্রিয়নবী (সা.)-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁরা প্রশিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। নবী (সা.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) কে "আসহাবুস্‌সীর" অন্যতম রহস্যবিদ-উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনা ফাসাদ ও গোলযোগ সংঘটিত হবে তার সব কয়টি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। এমনকি তিন শত ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত গোলযোগেরও

www.BANGLAKITAB.com


নায়ক কে হবে তার নাম, পিতা-মাতার নাম এবং বংশ পরিচয় পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন। হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) বলতেন, মানুষ হুজুরে পাক (সা.)-এর কাছে ভাল ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, আর আমি অশুভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম, যেন তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ তা'য়ালার রাসুল (সা.)! আপনার বরকতে আজ আমরা যে মঙ্গলময় জীবন-যাপন করছি, এরপর কি কোন অমঙ্গলের আশংকা রয়েছে? হুজুরে পাক (সা.) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ অমঙ্গল আসবে। আমি অরজ করলাম, তারপর কি আবার মঙ্গলের আসা করা যায়? হুজুরে পাক (সা.) উত্তরে বললেন যে, হ্যাঁ মঙ্গল আসবে, তবে মানুষের অন্ত রের অবস্থা আগের মত আর থাকবে না। তখন তুমি আল্লাহ তা'য়ালার কালাম (কোরআন শরিফ) পড়তে থাক এবং উহার অর্থের প্রতি মনোযোগ দাও এবং উহার আদেশ নিষেধের তাবেদারী কর। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, সেই অমঙ্গলের পর আবার মঙ্গল আসবে? হুজুরে পাক (সা.) বললেন, হ্যাঁ মঙ্গল আসবে এবং এমন লোক পয়দা হবে যারা মানুষকে গোমরাহ করবে এবং জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি সেই যামানা পাই তবে আমাকে কি করতে হবে? হুজুরে পাক (সা.) বললেন, যদি তুমি তখন মোসলমানদের সম্মিলিত কোন জামাত পাও এবং তাদের কোন 'আমির' থাকে তবে তাদের সাথে যোগ দাও, নচেৎ সব কয়টা দল ত্যাগ করে নির্জনে বা কোথাও গাছের তলায় বসে যাও এবং জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে দিবে। (আবু দাউদ শরিফ, উসদূল গাবাহ)।

উপরে বর্ণিত সিহাহ সিত্তার হাদিছে কিয়ামতের পূর্বে ফিতনা-ফাসাদের যুগে প্রতিটি উম্মতকে কি করতে হবে তা পরিস্কার হয়ে গেছে। ওলামায়ে কিরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, এই হাদিছে হযরত হুযায়ফা (রা.) হুজুরে পাক (সা.)-এর কাছে পরপর তিনটি যুগের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।

শেষের যুগের কথা বলেছেন যে, আমি যদি সেই যুগ পাই তবে আমাকে কি করতে হবে? আসলে তিনি এতো দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবেন নাকি? কখনই নয় বরং একথার মানে হলো, তখন যারা দুনিয়াতে থাকবেন তাদের কি করতে হবে? সেটা হুজুরে পাক (সাঃ)-এর মুখে শুনে নিলেন। শেষের যুগটির কথা হুজুরে পাক (সাঃ) বললেন যে, এমন লোক পয়দা হবে যারা মানুষকে গোমরাহ করবে তথা পথভ্রষ্ট করবে এবং জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে।

www.BANGLAKITAB.com


ওলামায়ে কিরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন বলেন যে, এটাই সেই যুগ। অতীতে মানুষ কবিরা গুনাহ গোপনে গোপনে করতো, একা একা গোমরাহ হতো, একা একা জাহান্নামের রাস্তায় চলতো। যেমন অতীতে মানুষ মদ গোপনে পান করতো, সুদ গোপনে খেতো। বর্তমানে মানুষ এসব কবিরাহ গুনাহ নিজে তো করেই আর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দলেবলে মিলে করছে, আর সকলকে করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বর্তমানে মানুষ প্রতিটি কবিরা গোনাহ নিজে তো করেই তাছাড়া ঐ কবিরা গোনাহের দাওয়াত একে অন্যকে দিয়ে গোমরাহ করছে এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয় তা হাদিসে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো, যদি মুসলমানদের কোন সম্মিলিত জামাত থাকে, যার একজন আমির থাকবে। সে জামাতের সাথে যোগদান করতে হবে। আর যদি এরূপ কোন জামাত না থাকে তবে সব কয়টা দল ত্যাগ করে নির্জনে অথবা কোন গাছ তলায় বসে যেতে হবে জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ করতে হবে। দুনিয়াবি কৃষি, চাকুরি, ব্যবসা, ঘর-সংসার, কিছু করা যাবে না। কারণ, কিছু করতে গেলে লোকে গোমরাহ করে ফেলবে, জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে, ঈমান বাঁচানো যাবে না, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হবে না।

আলহামদুল্লিাহ! গাছের তলায় মৃত্যু পর্যন্ত বসে যাওয়া লাগবে না। কারণ, নবী (সা.) মোসলমানদের যে সম্মিলিত জামাতের কথা বলেছেন যার একজন আমির থাকবে, তাতো সারা বিশ্বব্যাপি রয়েছে। সেটা হল, দাওয়াতে তাবলীগের জামাত। যে জামাতের যাবতীয় কাজ এক আমীরের নির্দেশ মত হয়ে থাকে। বর্তমানে যদিও বিশ্ব মারকাযে এবং দেশীয় মারকাযসমূহে শূরার মাধ্যমে যাবতীয় কাজ চলছে কিন্তু বিশ্ব মারকাযে এবং দেশীয় মারকাযসমূহের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে একজন আমির নিযুক্ত করা থাকে, তিনিই বিশ্বের যাবতীয় কাজের ফয়সালা দিয়ে থাকেন। ফলে বর্তমান যামানায় মুসলমানদেরকে তাদের ঈমান আমল বাঁচাতে হলে এই দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতে যোগদান করে জামাতের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমানকে জান মাল সময় ব্যয় করতে হবে, সাহাবীদের ন্যায় মেহনত করতে হবে। আর যদি কেউ এ কথা বলতে চায়, হুজুর পাক (সা.) মুসলমানদের যে সম্মিলিত জামাতের কথা বলেছেন, দাওয়াত ও

www.BANGLAKITAB.com


তাবলীগের জামাত সে জামাত নয়। তাহলে সব কয়টা দল ত্যাগ করে নির্জনে ঘরের কোণে অথবা কোন গাছের তলে বসে যেতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে দিবে। কেননা দুনিয়াদারি করতে গেলে ঈমান বাঁচানো যাবে না।

এখন এ ঘটনায় অর্থাৎ দুই সাহাবীর তাজা লাশের ঘটনার পর থেকে সর্ব প্রথম যেসব মোসলমানগণ এখনও আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম মানা থেকে, নবীর তরীকা তথা সুন্নত তরিকায় চলা থেকে দূরে রয়েছে, অর্থাৎ দুনিয়ার কাজকর্মগুলোকে আগে রেখে আখিরাতকে তথা পরকালকে পিছে রেখেছে, তাদের তওবা করা উচিত। এ ঘটনার পরও যারা সাহাবা কিরামগণের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দাওয়াত ও তাবলীগের মহান কাজকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে না নিবে, তারা তো তাদের নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারলো এবং আখিরাতকে বরবাদ করলো। পিছনে ফেলে আসা তথা কেটে যাওয়া দিনগুলোতে আখিরাতের জীবনের যে ক্ষতি আর ঘাটতি করা হয়েছে, তার ক্ষতি এবং ঘাটতি পূরণ করার জন্য কোন দিক না তাকিয়ে উঠেপড়ে লেগে যাওয়া। ঘাটতি পূরনের একমাত্র রাস্তা। তা হলো, দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে নিবেদিত প্রাণ হয়ে সাহাবায়ে কিরামগণের মত ঝাঁপিয়ে পড়া। কারণ, একা একা ইবাদত বন্দেগী করে আর কতটুক অগ্রসর হবেন, কতটুকু ক্ষতি আর ঘাটতি পূরণ করবেন? দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে নিবেদিত প্রাণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমের উপর আর নবীর নূরানী তরীকার উপর উঠিয়ে ফেলতে পারবেন, খাড়া করে ফেলতে পারবেন, তখন হবে পিছনের জীবনের ক্ষতি আর ঘাটতি পূরণ।

## তুরস্কের গভর্ণরের লাশ দাফনের জন্য ২৯টি কবর খনন

## প্রতি কবরেই এক করে বিরাট সাপ

আমাদের মাওলানা সাহেব তুরস্কে গেলেন। দেখলেন, সেখানের এক গভর্ণর মারা গেছে। গভর্ণরকে দাফনের জন্য কবর খনন করা হলো, দেখা গেল এক বিরাট সাপ কবরে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে। আরেকটি কবর খনন হলো, দেখা গেল একই দৃশ্য। এভাবে ২৯ টি কবর খনন করা হল। দেখা

www.BANGLAKITAB.com


গেলো, প্রত্যেক কবরে একই সাপ। একজন আলেমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ সাপ হচ্ছে বরযখের সাপ, সারা পৃথিবী খনন করলেও এ সাপকে তাড়ানো যাবে না। তারপর সেই সাপসহ প্রয়াত গভর্ণরকে দাফন করা হলো।

## মৃত্যুর ৬০ বছর পর ইমামের অবিকৃত লাশ স্থানান্তর

আমার এক বন্ধু মিয়া চুন্নুতে থাকতেন। তাদের মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব ৬০ বছর আগে মারা গেছেন। তাকে মসজিদের সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। এক রাতে প্রবল বৃষ্টিতে মসজিদে পানি প্রবেশ করলো এবং ইমাম সাহেবের কবরে ভাঙ্গন দেখা দিল। মুসল্লীগণ ইমাম সাহেবের কবর স্থানান্তর করে উঁচু জায়গায় কবরে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইমাম সাহেবের কবর থেকে পানি সেঁচে বের করা হল। ইমাম সাহেবের লাশ দেখা গেল সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে। কবর থেকে লাশ তুলে খাটিয়ায় রাখা হল। তাঁর দাড়ি, হাত-পা, চেহারা, চোখ, মুখ, সবই ছিল অবিকৃত। মনে হচ্ছে তিনি কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন। একটি উঁচু জায়গায় কবর খনন করে ইমাম সাহেবের লাশ পূণরায় দাফন করা হল।

## কবরে সাপের তাড়া খাওয়া ব্যক্তির হাঁটু পর্যন্ত পা কর্তন

মিয়া চুন্নুর বাসিন্দা মাসুদ সাহেব আমাকে বলেছেন, একবার আমি বাসে সফর করছিলাম। আমার পাশে বসেছিলেন সেই সহযাত্রীর একটি পা ছিল কাঁটা। আলাপ পরিচয়ের পর আমি তাকে পা কেটে ফেলার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার বাড়ির পাশে গ্রামের কবর থেকে প্রচন্ড চিৎকার শুনতে পেলাম। পূরাতন একটি কবরের কাছে গিয়ে দেখি কবরে বড় এক গর্ত। সেই কবর থেকে চিৎকার শুনা যাচ্ছিল। সেই গর্তের ভিতরে তাকিয়ে দেখি, একটি সাপ মৃত ব্যক্তির মুখের উপর বসে তাকে ধ্বংস করছে। আমি একটি লম্বা লাঠি খুঁজে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সাপটি তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। সাপ সরে গেল এবং অন্য এক গর্ত দিয়ে বাইরে এসে আমাকে তাড়া করলো। আমি প্রাণপণ দৌড়ে আত্মরক্ষার জন্য অবশেষে পুকুরে নেমে পড়লাম। সেই সাপও পুকুরে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর সাপ না দেখে আমি উঠে এলাম কিন্তু এক পায়ের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। পায়ে প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কয়েক দিনের মধ্যে সেই পা অবশ হয়ে গেল। অবশেষে আমাকে সেই পা কেটে বাদ দিতে হল।

www.BANGLAKITAB.com


### একটি কবর থেকে দাউ-দাউ করে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বের হল

বানজারওয়ালী এলাকার কবরস্থানে একটি কবর থেকে দাউ-দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনের শিখা বের হতে দেখা গেল। কবরটি কার সেটা কেউ জানতো না। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যে জানা যায়, সকাল ৬ টায় দুই জন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তারা কবর থেকে অগ্নিশিখা বের হতে দেখলো। গ্রামের লোকদের এ খবর জানানোর পর শত শত মানুষ সমবেত হল। কবরের গায়ে একটি গর্ত হয়ে গিয়েছিলো। সেই দিয়ে আগুনের শিখা বের হচ্ছিলো। গ্রামের লোকেরা কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া, দুরুদ, যিকির শুরু করলো এবং কাতর কণ্ঠে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো। তারপর আগুন নিভে গেল। কবরের গায়ের গর্ত ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো।

### আশি বছরের বৃদ্ধার লাশ পেঁচিয়ে রেখেছে দুই গজ লম্বা এক সাপ

শেখুপুরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে হরচান্দ গ্রামের একটি কবর খনন করা হল। সেই কবরে আশি বছরের এক বৃদ্ধাকে দাফন করা হয়েছিল। বৃদ্ধার মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পর তার কবর খনন করা হয়। কবর খনন করে দেখা গেল, দুই গজ লম্বা একটি সাপ বৃদ্ধার লাশ পেঁচিয়ে আছে। বৃদ্ধার একপুত্র সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতো। পুত্র বাড়িতে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, আমার গ্রামের বাড়িতে আমার মা ও স্ত্রী বাস করতো। আমার স্ত্রী আমার মাকে বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলেছে এবং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করে মায়ের লাশ দাফন করেছে। কাজেই আমার মায়ের লাশ তুলে যেন পোষ্টমর্টেম করা হয়। এই আবেদনের প্রক্ষিতে শেখুপুরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধার লাশ উত্তোলনের আদেশ দিয়েছিল।

### পীর আব্দুল্লাহ জামে মসজিদের খতীবের অবিকৃত লাশ উদ্ধার

ফতেহগড় জামে মসজিদ সংলগ্ন একটি কবরে একজন ইমাম ও খতিব দাফন করা হয়েছিলো। কবর মেরামতের সময় হঠাৎ করে উত্তর পাশের দেয়ালের ইট খসে পড়লো। ফলে দেখা গেল, ঐ কবরের লাশ অবিকৃত রয়েছে। একটি কাঠের বাক্সে তার লাশ দাফন করা হয়েছিল। কাঠের বাক্স পোকা মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে কিন্তু লাশ অবিকৃত রয়েছে। ৫৭ বছর আগে দাফন করা এই ব্যক্তি ছিলেন পীর আব্দুল্লাহ জামে মসজীদের খতীব।

www.BANGLAKITAB.com


## কল্লাল নামক কবরস্থানের এক কবর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হল

পাকিস্তানের মর্দান অঞ্চলের কল্লাল নামক কবরস্থান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখা গেলো। সেই শিখা এতো প্রচণ্ড ছিল যে, আশেপাশের কবরের মাটিও সেই লেলিহান শিখার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কবরের গায়ের একটি গর্ত দিয়ে সেই শিখা বের হচ্ছিল।

উপস্থিত লোকেরা কোরআন তেলাওয়াত এবং দোয়া দুরূদ পাঠ করতে শুরু করলো। এতে এক ঘন্টা স্থায়ী লেলিহান অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে কমে গেল। কবরের গর্তে প্রথমে ইট তারপর মাটি চাপা দেওয়া হলো।

## মৃত্যুর সময় জমিদারের দুই চোখ ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো

আমার এক জমিদার বন্ধু ছিল ডায়াবেটিসের রোগী। আমার চেম্বারে প্রবেশ করার সময় তার ছিল শেষ অবস্থা। তার মৃত্যুকালিন কষ্ট আমি নিজ চোখে দেখেছি। মৃত্যুকালে তার হাত-পা একত্রে গুটিয়ে নিচ্ছিল, মুখ বিকৃত করছিল। দেখে মনে হচ্ছিলো, তাকে প্রচন্ড প্রহার করা হচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যুর সময় তার দুই চোখ আস্ত বের হয়ে গেল, চেহারা হয়ে গেল বিকট দর্শন। তার চেহারার দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। এরকম কষ্টকর অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করল।

মৃত্যুর পর আমি তার সম্পর্কে খবর নিতে সচেষ্ট হলাম। জানা গেল, সুস্থ থাকা অবস্থায় তার জমির উপর দিয়ে বিনা অনুমতিতে হেঁটে যাওয়ার অপরাধে সে নিরীহ লোকটিকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিঁটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। তারপর নিহত ব্যক্তির চোখ খুলে নিয়েছিলো। মৃত্যুর সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর ফেরেস্তা দুনিয়াতে তার উপর-প্রতিশোধ নিয়েছেন। পরকালের শাস্তি তো দেখা যাবে না, সেই শাস্তিও নিশ্চয় তার জন্য অপেক্ষায় আছে।

## লাশ গ্রহণে কবরের অস্বীকৃতি; তারপর দুটি সাপ লাশকে পেঁচিয়ে খিখণ্ডিত করে ফেললো

রাওয়ালপিন্ডির প্রাচীন কবরস্থানের নাম হচ্ছে উদাহাই কবরস্থান। সেই কবরস্থানে দাফন করার জন্য একটি লাশ নেওয়া হল। কিন্তু তাকে কবরে

www.BANGLAKITAB.com


নামানোর উদ্যোগ নেওয়ার সাথে সাথে কবরের দুই দিকের মাটি আপনা আপনি এসে পরস্পর এমনিভাবে মিশে গেলো, যেন সেখানে কোন কবরই খনন করা হয় নাই। এ দৃশ্য দেখে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

সেখানে উপস্থিত একজন আলেম আরেকটি কবর খনন করার পরামর্শ দিলেন। নতুন কবর খনন করা হল। উপস্থিত লোকজন সেই লাশের পাশে দুরূদ ইসতেগফার পাঠ করতে লাগলেন। উপস্থিত আলেম তৃতীয় একটি কবর খনন করার পরামর্শ দিলেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় কবর খনন করার সময় মাটি থেকে সাপ বিচ্ছু এবং বিষাক্ত পোঁকা মাকড় এমনভাবে বের হতে লাগলো যেন ঝর্ণা থেকে পানির প্রবাহ বের হচ্ছে।

তবে সেসব সাপ বিচ্ছু পোঁকা-মাকড় কবর খননকারী বা অন্য কারোর কোন ক্ষতি করে নাই। কোন রকমে সতর্কতার সাথে কবর খনন করার পর সাপ বিচ্ছু পোঁকা-মাকড় কবরের এক পাশে চুপচাপ জড়ো হলো। লাশ কবরে নামানোর সাথে সাথে দুটি সাপ এগিয়ে গেল। একটি সাপ লাশের কোমর থেকে পিঠের দিকে কাঁধ পেঁচিয়ে ধরলো। আরেকটি সাপ পা থেকে বুকের উপর দিয়ে গলা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ধরলো। তারপর মূহুর্তের ব্যবধানে সেই দুটি সাপ লাশকে এমনভাবে টুকরো করে ফেললো, যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক আঘাতে কোন জিনিসকে দুই টুকরো করা হয়।

## সোনার অলঙ্কারের যাকাত দিতে অস্বীকারকারিনী এক ধনী নারীর ভয়াবহ পরিণাম

ভাই মাসুদ জানালেন, তাদের এলাকায় এক ধনাঢ্য পরিবারের মহিলা সব সময় সোনার অলঙ্কার পরিধান করে থাকতো। তার কানে, গলায়ও হাতে ছিল সোনার তৈরি মোটা মোটা অলংকার। সেই মহিলা সেসব অলংকারের-যাকাত আদায় করত না। তাকে অনেকে যাকাত আদায় করার পরামর্শ দিলেও সে যাকাত দিতে রাজি হয়নি। এই মহিলার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে দেখা গেলো, সোনার অলংকার তার দেহের সাথে মিশে গেছে। মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন চেষ্টা করেও তার দেহ থেকে সোনার অলংকার খুলতে পারে নাই। একজন আলেমকে ডেকে এ বিষয় জানানো হল, সে দেখলো এবং তার মতামত চাইলো। সে আলেম বললেনঃ ওসব অলংকার আপনারা খুলতে পারবেন না, অলঙ্কারসহ দাফন করুন। মহিলার এক পুত্র মায়ের

www.BANGLAKITAB.com


কবরের পাশে গিয়ে প্রতিদিন কিছু দোয়া দুরুদ পাঠ করে মায়ের রুহের উদ্দেশ্যে বখশিশ করতো। একদিন পুত্র কবরের ভেতর থেকে তীব্র চিৎকার শুনতে পেল। পুত্র তার মায়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো। সে বুঝতে পারলো, তার মা ভীষণ কষ্টে আছে। কবর খনন করা হল। দেখা গেল, সোনার অলংকার আগুনের মত লাল হয়ে তার মাকে শাস্তি দিচ্ছে। পুত্র মাটি চাপা দিয়ে কবর বন্ধ করে দিল এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

## মুখে দাড়ি না দেখে রাসূল (সা.) বললেন, তোমার চেহারা আমার চেহারার মত নয়

আমার এক বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে চাকুরি করে অবসর নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তার মুখে দাড়ি ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা হলে লক্ষ্য করলাম, তিনি দাড়ি রেখেছেন। তার এ পরিবর্তনে আমি ভীষণ খুশি হলাম। তবে তার দাড়ি রাখার কারণ জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, এক রাতে স্বপ্নে দেখি কিয়ামত হয়ে শুরু গেছে। নিজেকে অস্থির দিশেহারা মনে হল। সব মানুষকে এক দিকে ছুটে যেতে দেখে আমিও সেদিকে গেলাম। সেখানে রাসূল (সা.) অবস্থান করছিলেন। মানুষ তার সাথে করমর্দন করছিলেন। কিন্তু আমাকে দেখে রাসুল (সা.) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার সাথে করমর্দন না করার কারণে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার চেহারা আমার চেহারার মত নয় অর্থাৎ তোমার মুখে দাড়ি নেই অথচ আমার মুখে দাড়ি আছে। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে আমি আর দাড়ি শেভ করিনি।

## ডেপুটি কমিশনারকে বলা হলো, তোমার মুখে তামাকের গন্ধ; তুমি রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতে পারবে না

ভাওয়ালপুরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার নিয়মিত ধূমপান করতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে কিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখতে পেলেন। ভীষণ অস্থির এবং দিশেহারা হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন একদিকে আলো দেখা যাচ্ছে। একজন জানালো যে, ওখানে রাসূল (সা.) রয়েছেন। তিনি বলেন, আলো দেখে আমিও সেদিকে গেলাম। রাসূল (সা.) এর কাছাকাছি যেতেই একজন লোক আমাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে

www.BANGLAKITAB.com


দিলো। সে বললো, তুমি রাসূল (সা.)-এর সাথে দেখা করতে পারবে না। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর শক্তি প্রয়োগ করে রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতে চাইলাম। এ সময় একজন লোক আমাকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে ফেলে দিলো। সে বললো, তোমার মুখে তামাকের গন্ধ, তুমি রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতে পারবে না। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে আমি আর কখন ধুমপান করি নাই, পুরাপুরি ছেড়ে দিলাম।

## কবরে বেহেশতী ফুলের সুবাস

একটি লাশকে দাফন করার জন্য কবর খনন করা হল। এতে পাশের কবরের মাটি সরে গেল। দেখা গেল, সেই কবরের লাশের ডানে বামে নানা রকম ফুল ছড়িয়ে আছে। সেই ফুলের সুবাস ছিল মন মাতানো। খবর নিয়ে জানা গেল, সেই কবরে যাকে দাফন করা হয়েছে তিনি সব সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

## কবরে লাশের চিৎকার! বাঁচাও বাঁচাও, মরে গেলাম

পাকিস্তানের কোয়েটার কাছাকাছি জায়গায় এক যুবক মারা গেল। যুবককে দাফন করা হল। কয়েকদিন পর যুবকের ভাই কবরে গিয়ে মরে গেলাম, মরে গেলাম, বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনতে পেল। বাড়িতে এসে বাবাকে বললো, বাবা! ভাই তো মারা যায়নি, বেঁচে আছে। কয়েক দিন এরকম চিৎকার শোনার পর এক রাতে কবর খনন করা হল। কবর ছিল ভীষণ গরম। যুবক কবরে বসে বাঁচাও বাঁচাও, মরে গেলাম, মরে গেলাম, এরকম চিৎকার করছিলো। মৃত্যু যুবকের ভাই তার ভাইয়ের বাহু ধরার জন্য কয়েক বার কবরের দিক হাত বাড়ালো। সাথে সাথে তার হাত পুড়ে গেল এবং ভয়ে-আতঙ্কে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

## রাসূল (সা.)-এর পিতা আব্দুল্লাহর লাশ কবরে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে

মসজীদে নববী সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে কয়েকটি কবর স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় রাসূল (সা.)-এর পিতা আব্দুল্লাহর লাশ স্থানান্তর করার জন্য তার কবর খনন করা হল। চৌদ্দশত বছরের অধিক সময় আগে মাটির নিচে দাফন করা লাশ ছিল তখনও অবিকৃত।

www.BANGLAKITAB.com


এছাড়া মালেক ইবনে সাওফাই এবং অন্য ৬ জন সাহাবার লাশও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরে তাদের লাশ জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে সম্মানের সাথে দাফন করা হয়।

## কবর থেকে মহিলার কাফন চুরি; ভূমিকম্পে শেখুপুরা শহর কেঁপে উঠেছিল

শেখুপুরা শহরের মহল্লা শিশ মহল আবাদি কবরস্থানে দাফন করা একজন মহিলার লাশের কাফন এক দুর্বৃত্ত চুরি করে। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন সমগ্র শেখুপুরা শহর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে।

কাফন চুরির সময় মৃত মহিলার আত্মীয় স্বজন মহিলার কুলখানির দো'য়া অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারা তাড়াতাড়ি মহিলার লাশ তুলে পর্দা ঘেরা অবস্থায় পুনরায় কাফন পরিধান করিয়ে মহিলাকে দাফন করে।

## চিনিউটে বৃষ্টির পানিতে বৃদ্ধের বেরিয়ে আসা লাশ ছিল অবিকৃত

১৯৯২ সালে প্রবল বৃষ্টিতে চিনিউট থানা সদরে কবরস্থানে পানি জমে যায়। একটি কবরে আশি বছরের বয়স্ক একজন বৃদ্ধের লাশ পানিতে ভাসছিল। এ খবর দাবানলের মত থানা শহরে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক বৃদ্ধের লাশ দেখার জন্য ছুটে যায়। দেড় বছর আগে সমাধিস্থ বৃদ্ধের লাশ যেভাবে দাফন করা হয়েছিল, দেড় বছর পরেও একই রকম রয়েছে। তার দাড়ি ছিল একই রকম। দাড়ির এক গাছি চুলও ঝরে পড়ে নাই। বৃদ্ধকে নতুন কাফন পরিধান করিয়ে নতুন কবরে পুনরায় দাফন করা হয়।

## কবরে দাফনের পর লাশ গাধা হয়ে গেল

সামান্দারি জেলা থেকে দুই কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে পুরাতন কবরস্থান অতিক্রমের সময় গ্রামের লোকেরা একটি গাধার ডাক শুনতে পেল। একজন গ্রামবাসী সাহস করে কবরের পাশে গিয়ে দেখলো যে, কবরের গায়ে প্রায় ১ ফুট চওড়া একটি গর্ত রয়েছে। সেই গর্ত থেকে আওয়াজ আসছে। গাধা সেই গর্ত দিয়ে মুখ বের করলো, তারপর মুখ ভিতরে নিয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা শহরে গিয়ে এ খবর প্রচার করলো। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না। তারপর বহু লোক মসজিদের ইমাম সাহেব সহ কবরস্থানে গেল। গাধা বাইরে মুখ বের করেই ভিতরে নিয়ে গেল। অনেকেই মন্তব্য করলো, সেই কবরের লাশকেই মহান আল্লাহ গাধার

www.BANGLAKITAB.com


আকৃতি দিয়েছেন। ইমামসহ সবাই দু'য়া ইস্তেগফার পাঠ করলো। সেই কবর মহিলার নাকি পুরুষের সেটা জানা যায়নি। কবরের গায়ে খোদাই করা বিসমিল্লাহ কথাটি ব্যতিত অন্য সব লেখা মুছে গিয়েছিল।

## মুলতানের একজন সৎ জমিদার মৃত্যুর সময় বললেন, বন্ধুগণ অপেক্ষা করছে, আমাকে যেতে হবে

মুলতানের একজন জমিদারের সততা, ঈমানদারী ছিল প্রসংশনীয়। দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর একদিন আগে বললেন, আমার যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে- তোমরা কেউ দুনিয়াবী কথা বলবে না। সাক্ষাতকারদের দোয়া ইস্তেগফার করতে বলেছিলেন এবং কান্নাকাটি করতে নিষেধ করছিলেন। তার মা দেখা করতে এলে তাকেও কাঁদতে নিষেধ করছিলেন এবং মায়ের খানা-পিনার ব্যবস্থা করার জন্য অন্যদের অনুরোধ জানালেন। বারবার বলছিলেন, আমার বন্ধুগণ আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমাকে যেতে হবে। বারবার কালেমা পাঠ করছিলেন। ঈমানের সাথে কালিমা পড়তে পড়তে ইন্তেকাল করেন।

## কবরের আযাব মাঝে মাঝে কেন দেখা যায়?

মানব জীবন নানা রকম ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার সমষ্টি। প্রতি নিয়ত কিছু কিছু ঘটনা ঘটতেই থাকে। এসব ঘটনার মধ্যে কিছু ঘটনা থাকে অসাধারণ এবং অবিস্মরনীয়। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কবরের সেসব চিত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে প্রকাশ করা হয়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। কারণ, মানুষ পার্থিব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। চিরস্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা করে না।

রাসূল (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল (সা.)-এর পরে আর কোন নবী আসবেন না, এ কারণে নিজের উদ্যোগেই পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং অন্যদের সতর্ক করতে হবে।

## মৃত্যুর ১৮ মাস পরেও মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ঘুমাচ্ছিলেন

মুনশী আব্দুল হামিদ কোরাইশি ছিলেন ভাওলাপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন, রোযা পালন করতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাওয়ালপুর রাজ্যের অর্থ বিভাগের হেড ক্লার্ক ছিলেন। একটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য একটি প্রতিনিধি দলের সাথে তদানীন্তন

www.BANGLAKITAB.com


স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, কোরায়শী সাহেব, তুমি সরকারী কর্মচারী হয়েও রাজনীতিতে অংশ নিয়েছ, আমি তোমাকে বরখাস্ত করবো।

কোরায়শী সাহেব বামদিকে থুতু ফেলে বললেন, এই নিন আপনার চাকুরী। এবার আমি স্বাধীন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি আপনার সাথে কথা বলছি। তারপর তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সে দুঃসময়েও তিনি মর্দে মোমেনের মত কাজ করতেন। তিনি শিশুদের কোরআন শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

কয়েক বছর আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। লাশ দাফনের দেড় বছর পর তার কবরের ইট সরে গিয়ে ভেতরে লাশ দেখা যায়। খবর পেয়ে তার পুত্র এবং ভাই তার কবরের কাছে যান। দেখা গেল যে, তার কাফন অবিকৃত রয়েছে, চেহারাও সম্পূর্ণ সজীব। মনে হচ্ছিল, তাকে কিছুক্ষণ আগে দাফন করা হয়েছে। কোরাইশী সাহেবের ভাই কোরাইশী সাহেবের স্ত্রীকেও লাশ দেখালেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হাসছেন।

## মৃত মহিলাকে কবরের রাখার পরই কবর কেঁপে উঠলো

গুজরানওয়ালার শেখুপুরা কবরস্থানে একজন মহিলাকে দাফন করার সময় লাশ কবরের মাটিতে রাখার পরই কবর কাঁপতে লাগলো। তাড়াতাড়ি কবরের মাটি চাপা দিয়ে আত্মীয়-স্বজন চলে এলো। মরহুমার আত্মীয়-স্বজন জামাতে ইসলামীর নেতা মাওলানা হাফেজ হাবিবুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি মহিলাকে অন্যত্র দাফন করার পরামর্শ দিলেন। তার উপস্থিতিতে মহিলার লাশ উত্তোলনের জন্য কবরের উপরে দেওয়া তক্তা সরানোর সাথে সাথে কবরের ভিতর থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগলো। যে ব্যক্তি সরাচ্ছিল তার বমির উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি তক্তা আগের মত রেখে মাটি চাপা দিয়ে কবর বন্ধ করে দেওয়া হল।

## কবর সংকীর্ণ হয়ে গেল, ভেতরে দেখা যাচ্ছিল বড় এক সাপ

আইয়ুব মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর বলেছেন, তার এক পরিচিত লোকের মৃত্যুর পর তাকে যখন দাফন করা হচ্ছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কবর তৈরির পর লাশকে কবরে নামানোর সময় কবর সংকীর্ণ হয়ে গেল। অন্য জায়গায় আরেকটি কবর খনন করা হল। কিন্তু লাশ কবরে

www.BANGLAKITAB.com


নামানোর সময় কবর সংকীর্ণ হয়ে গেল। কোন রকমে লাশ কবরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হল। তখন ছিল দিনের আলো। সেই সংকীর্ণ কবরের ভিতর একটি বড় সাপ দেখা যাচ্ছিল।

## মিথ্যা সাক্ষীর কারণে কবর কেঁপে উঠলো

আমার একজন ডাক্তার বন্ধু তার চেনা পরিচিত এক ব্যক্তির দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। মৃত ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিত। দাফন শেষ হওয়ার পর কবর কাঁপতে শুরু করলো, কিছুক্ষণ পর কবরের ভিতর থেকে নানা রকম শব্দ আসতে লাগলো। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, কবরের রং লাল হয়ে গেল এবং কবর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলো। সেই উত্তাপ কবরের মাটির উপরও অনুভব করা যাচ্ছিলো। সবাই নিজ নিজ পাপ মহান আল্লাহর নিকট মার্জনা চাইলো। সবাই বুঝতে পারলো, মৃত্যুর পরে কবরের জীবন এক বাস্তব সত্য।

## দাড়িবিহীন লাশকে বিচ্ছু দংশন করছিল

আফগানিস্তানের দুইজন লোক পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তান যাচ্ছিল। তাদের একজন ট্রাক চালাচ্ছিল, অন্যজন ছিল ট্রাকের আরোহী। পথে দুর্ঘটনায় ট্রাকটি বিধ্বস্ত হয় এবং ওরা দুইজন মারা যায়। অচেনা লোক হওয়ায় স্থানীয় জনগণ রাস্তার পাশে দুই জনের লাশ দুটি কবরে দাফন করেন।

কিছু দিন পর দুই আফগানের আত্মীয়-স্বজন খুঁজতে খুঁজতে বিধ্বস্ত ট্রাক দেখে ট্রাকের আরোহীদের খবর জানতে চায়। তাদের জানানো হয়, ট্রাক দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ায় তারা মারা গেছে এবং তাদেরকে এখানেই দাফন করা হয়েছে। দুইজন আফগানের আত্মীয়-স্বজন তাদের লাশ তুলে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চায়। দুইজনের মধ্যে একজনের মুখে দাড়ি ছিল, অন্যজন ছিল ক্লিনশেভ করা। কবর খনন করার পর দেখা গেল যার মুখে দাড়ি ছিল তার লাশ অবিকৃত রয়েছে। কিন্তু যার মুখে দাড়ি ছিলো না তার চিবুকে একটি বিচ্ছু বারবার দংশন করছিল। সেই বিচ্ছুকে তাড়িয়ে ক্লিনশেভ ব্যক্তির লাশ তুলতে কারোর সাহস হল না। ফলে তার লাশ সেই কবরে রেখে দেওয়া হল। যার মুখে দাড়ি ছিলো তার লাশ তুলে আফগানিস্তানে তার এলাকায় নিয়ে দাফন করা হল।

www.BANGLAKITAB.com


## একজন অন্ধ হাফেজ মুচি এবং কবরে দাফনকৃত কয়েক হাজার টাকা

রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিছে রয়েছে, কেউ যদি সোনা-রূপার মালিক হয় এবং তার যাকাত আদায় না করে তবে সোনা-রূপাকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে সেই ব্যক্তির উরুতে, কোমরে এবং কপালে দাগ দেওয়া হবে। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের শেখুপুরা জেলায়।

এক যুবক তার খালার বাড়িতে গিয়েছিলো। খালার ঘরের কাছে ছিলো এক মুচির দোকান। মুচি ছিল মিশুক প্রকৃতির লোক। বাজারে যাওয়া আসার পথে যুবকের সাথে মুচির আলাপ পরিচয়। সেই যুবক মাঝে মধ্যে মুচির দোকানে বসতো। দুই চার দিন বসার পর যুবক লক্ষ্য করলো, সেই মুচি বিশ পঁচিশ মিনিট পরপর তার পাশে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে নেয়। যুবক প্রথমে ভেবেছিলো, জুতো সেলাইয়ের চামড়া নরম করার জন্য এরকম করে। তাছাড়া আঙ্গুল ডুবানোর সময় শোঁ করে এমন শব্দ হয়, গরম লোহা পানিতে ডুবানোর সময় যেমন শব্দ হয়ে থাকে।

যুবক জানায়, মুচিকে আমি আঙ্গুল পানিতে ডুবানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এড়িয়ে যেতে চাইলো। বারবার অনুরোধ করায় সে জানালো, আমার মহল্লায় একজন অন্ধ হাফেজ থাকতো। সেই হাফেজ আমার নিকট টাকা-পয়সা আমানত হিসাবে জমা রাখতো। কিছু দিন পর হাফেজকে আসতে না দেখে খবর নিয়ে জানলাম হাফেজ ভীষণ অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো মরে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার টাকা কি করবো? হাফেজ বললো, তুমি টাকা তোমার কাছে রাখ। যদি আমি মরে যাই তবে কবর দেওয়ার সময় টাকার থলে আমার মাথার কাছে রেখে দিও।

হাফেজ পরদিন মারা গেল। তার দাফন কাজে আমি অংশ নিলাম এবং তার কথা মত টাকার থলে মাথার কাছে রেখে দিলাম। গভীর রাতে চিন্তা করলাম, কবরে টাকা রাখায় কোন লাভ নাই, খামাখা উইপোঁকায় খেয়ে ফেলবে। আমি তো হাফেজের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার লাশের পাশে টাকা রেখে দিয়েছি। এখন যদি বের করে আনি কোন ক্ষতি হবে না। এরকম চিন্তা করার পর টর্চ এবং কোদাল নিয়ে কবরস্থানে গেলাম এবং কবর খনন করলাম। লাশের উপর টর্চ জ্বালিয়ে দেখি মুখ বন্ধ করা থলে এক পাশে খালি পড়ে আছে। থলের ভিতর রাখা টাকা হাফেজের দেহের উপর

www.BANGLAKITAB.com


বিশেষভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমি কবর বন্ধ করে চলে আসতে চাইলাম। হঠাৎ মনে হইলো, এতো কষ্ট করে যখন কবর খনন করেছি অন্তত; একটা নোট নিয়ে যাই। একথা ভেবে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি একটি নোটে লাগানোর সাথে সাথে মনে হল, আমার হাতে বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে অস্বাভাবিক জ্বালাপোড়া শুরু হল। আমি হাত টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি কবর বন্ধ করে ঘরে ফিরে গেলাম।

ঘরে ফিরার পর কঠিন অসুখ দেখা দিল। সুস্থ হওয়ার পরও ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে জ্বালাপোড়ার যন্ত্রণা ভালো হল না। চিকিৎসায় বহু টাকা ব্যয় করেছি। তবে আঙ্গুল পানিতে ডোবালে শোঁ করে শব্দ হওয়ার পর কিছুটা আরাম অনুভব করি। দিনে রাতে সব সময় আঙ্গুল জ্বলতে থাকে।

এই ঘটনা শ্রবণকারী যুবক বললো, আমি মুচির ডান হাতের আঙ্গুলি ধরে দেখলাম, আঙ্গুল ভীষণ গরম। যেন আগুন ছুঁয়েছি এরকম মনে হল। তার আঙ্গুল ছোঁয়ার পর আমার হাতও দীর্ঘ সময় জ্বলতে লাগলো। বিস্ময়কর এ ঘটনায় আমি প্রভাবিত হলাম। আল্লাহ আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

## প্রফেসরের অসুস্থ আত্মীয় বললেন, আমি ঈদের দিন মারা যাবো

আমার পরিচিত একজন প্রফেসরের আত্মীয় দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ঈদুল ফিতরের কয়েক দিন আগে তিনি বললেন, আমি আগামী ঈদের দিনে মারা যাবো। আত্মীয়-স্বজনকে বললেন, বেশি লোক জমায়েত করার দরকার নেই। আমাকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দিবে।

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে প্রতিবেশিদের হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, যারা-আমাকে দেখতে আসবে এই টাকায় তাদের মেহমানদারী করাবেন। ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজন ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু এই ব্যক্তি আলাদা কামরায় গিয়ে মহান আল্লাহর যিকির আযকারে মনোযোগী হলেন। যিকির করার এক পর্যায়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আত্মীয়-স্বজন ঈদের নামাজ আদায় করে ঘরে ফিরে দেখেন, তিনি মারা গেছেন। প্রতিবেশিরা মেহমানদের জন্য খাবার তৈরি করেছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com


## আমানতের খিয়ানতকারী একজন ইমামের করুণ পরিণতি

সিন্ধুর হায়দারাবাদের এক মসজিদে একজন মুসাফির ইমামের অনুমতি নিয়ে রাত্রিযাপন করতে চাইলেন। ইমাম অনুমতি দিলেন। সেই মুসাফির তার নিকটে নগদ টাকা চুরির ভয়ে ইমামের নিকট আমানত রাখলেন। বললেন, এ টাকা আপনার হিফাজতে রাখেন, সকালে আমি যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো।

রাতে ইমামের নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। ক্লান্ত মুসাফির ঘুমিয়ে যাওয়ার পর ইমাম তার টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য তাকে গলা টিপে মেরে ফেললো। ফজরের নামাজের সময় ইমাম মুসল্লিদের জানালেন, রাতে একজন মুসাফির এসেছিলো, মসজিদে শুইতে দিয়েছি, হঠাৎ সে মারা গেছে।

লাশকে গোসল দেওয়ার জন্য উঠাতে চাইলে লাশ তোলা যাচ্ছিল না। কিন্তু ইমাম যখন লাশে হাত লাগালো সাথে সাথে লাশ উঠানো সম্ভব হল। গোসল দেওয়ার পর লাশ খাটিয়ায় রাখা হল। কিন্তু খাটিয়া কিছুতেই উঠানো যাচ্ছিল না। কিন্তু ইমাম হাত লাগানোর সাথে সাথে খাটিয়া উঠানো সম্ভব হল।

লোকেরা বলাবলি করলো, আমাদের ইমাম সাহেবের কত কারামতি দেখেছেন? লাশ কবরে নামানোর সময়ও সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু ইমাম সাহেব হাত লাগাতেই সহজে লাশ কবরে নামানো সম্ভব হল। মুসল্লিরা সবাই বললো, ইমাম কবরে নামুক তারপর লাশ কবরে রাখুক। ইমাম কবরে নামার সাথে সাথে কবরের মাটি ইমামের পা কামড়ে ধরলো। ইমাম ক্রমেই মাটির গভীরে ঢুকে যাচ্ছিলো। ইমাম ধীরে ধীরে মাটির গভীরে ঢুকে যাওয়ার সময় মুসাফিরকে হত্যা করার কথা নিজ মুখে স্বীকার করলো। ক্ষমা চাইতে লাগলো। কিন্তু মাটি তাকে ছাড়লো না। ইমাম সেই কবরের-মাটির নিচে জীবন্ত সমাধিস্থ হলো। আল্লাহ হেফাজত করুন।

## আরো একটি ঘটনা

ডেলিভারী সেলে একজন মহিলা মারা যায়। তাকে তার ঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা করার সময় লক্ষ্য করা গেল, তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। ক্রমে ক্রমেই তার মধ্যে প্রাণ ফিরে এলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, তুমি কি দেখেছো? কি শুনেছো? সে বললো, ফেরেস্তা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। যে খানে নেওয়া হয়েছিলো, সেখানে বড় বড় ময়দান এবং পাহাড় রয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com



এক দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেছি। একজন ফেরেস্তা আমাকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছিল। এ সময় অন্য একজন বললো, তাকে আগুনে নিক্ষেপ কর না, তার জীবনের মেয়াদ এখনও বাকি আছে। তারপর আমি জীবিত হয়ে গেলাম।

অন্য একজন লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলো। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছিলো। কিন্তু পরক্ষণে তার দেহ নড়তে শুরু করলো। অথচ ডাক্তার বলেছেন, সে মারা গেছে। প্রথমে দেহের নিচের অংশে প্রাণস্পন্দন দেখা গেল, পরে সারা দেহে তা ছড়িয়ে পড়লো এবং লোকটি প্রাণ ফিরে পেল। তাকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, মৃত্যুর পর ফেরেস্তা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। আমার দেহে প্রাণস্পন্দন ফিরে এসেছে।

ইসলামের শিক্ষা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা রুহের জগত থেকে পার্থিব জগতে এসেছি, এরপর বরযখ জগতে অবস্থান করবো। মৃত্যু পরবর্তী জীবন সত্য। এ সম্পর্কে মুলতানের নিশতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশিষ্ট ডাক্তার ও প্রফেসর ডাক্তার নূর আহমাদ তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

## যিনি মৃত্যু দেন তিনিই জীবন দান করেন

জীবন মৃত্যু মহান আল্লাহর কুদরতি হাতে রয়েছে। অনেক সময় মহান আল্লাহ জীবন মৃত্যু সম্পর্কে এমন কিছু কুদরত দেখান, যা দেখে বিবেক বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে যায়।

১৮০৩ সালের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ায় একটি চুরির ঘটনা ঘটলো। একটি টেবিল চুরি হয়েছিল। সেই টেবিলের দেরাজে রৌপ্য মুদ্রার একটি থলে ছিল। টাকার পরিমান ছিল এক হাজার। চোরদের ধরার জন্য একজন পুলিশ ধাওয়া করেছিলো। চোররা সেই পুলিশকে মেরে ফেলেছিল।

সিডনি পুলিশ চোরদের অনুসন্ধান শুরু করলো। অনেক সন্ধানের পর তারা একজন লোককে পাকড়াও করলো। লোকটির নাম ছিলো জোসেফ স্যামুয়েল। লোকটির চালচলন ভালো ছিলো না। তাছাড়া চুরি যাওয়া মুদ্রার কয়েকটি তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো। এই প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে পুলিশ কনস্টেবলের হত্যাকারী অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। লোকটি তার পক্ষে সাক্ষী জোগাড় করলো। সাফাই স্বাক্ষীরা জানালো, যে সময় চুরি এবং পুলিশ হত্যার ঘটনা ঘটেছিলো সে সময়

www.BANGLAKITAB.com


জোসেফ স্যামুয়েল ছিলো ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে নেশাগ্রস্থ অবস্থায়। তার পকেট থেকে পাওয়া মুদ্রা সে এক জুয়া খেলায় জিতে পেয়েছিল।

পুলিশকে হত্যার অপরাধ প্রমাণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। এ কারণে তাকে গ্রেফতারকারী পুলিশ এক কৌশল গ্রহণ করলো। তারা জোসেফকে বললো, তুমি যদি হত্যার অপরাধ স্বীকার কর তাহলে আমরা তোমাকে সহজে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। স্যামুয়েল পুলিশের কথা বিশ্বাস করে হত্যার অপরাধ স্বীকার করে আদালতে যবান বন্দী দিলো। বিচারক তাকে ফাঁসিতে মৃত্যুর আদেশ দিলেন।

১৮০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোন এক দিন জোসেফ স্যামুয়েলকে ফাঁসি দেওয়ার তারিখ, দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হল। সন্দেহবশত: পুলিশ আইজাক সিমন্ড নামক অন্য এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছিলো। পুলিশ ধারণা করলো যে, একাধিক ব্যক্তি এ অপরাধ করেছে। এ কারণে আইজাককেও হত্যার অপরাধ স্বীকার করতে প্ররোচিত করলো। কিন্তু এ ব্যক্তি ছিলো জোসেফ স্যামুয়েলের চেয়ে চালাক। সে কিছুতেই হত্যার অপরাধ স্বীকার করলো না। পুলিশ চোরদের দলবদ্ধ গ্রেফতার করতে সচেষ্ট ছিলো কিন্তু আইজাকের অস্বীকৃতির কারণে সেটা সম্ভব হল না। প্রভোষ্ট মার্শাল আইজাককে হত্যার অপরাধ স্বীকারে অসম্মত দেখে ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, জোসেফকে যেখানে ফাঁসি দেওয়া হবে সেখানে যেন আইজাককে উপস্থিত রাখা হয়। জোসেফের পরিণতি দেখে আইজাক হয়তো মানসিক ভারসম্য হারিয়ে হত্যার অপরাধ স্বীকার করবে।

ফাঁসির মঞ্চে জোসেফ স্যামুয়েল আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললো, চুরির অপরাধের সাথে আমি জড়িত ছিলাম কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবলকে আমি হত্যা করিনি। তাকে যে হত্যা করছে পুলিশ তাকে ঘিরে রেখেছে এবং সে আমার পরিণতি উপভোগ করেছে। খোলাখুলি বলতে গেলে হয় যে, আইজাক সিমন্ডই পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করেছে।

নিজের নাম শুনে আইজাক সিমন্ড এমনভাবে চিৎকার শুরু করলো যেন মানুষ জোসেফের বক্তব্য শুনতে না পারে। কিন্তু জোসেফ স্যামুয়েল তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে চুরির অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ দিল এবং কি ভাবে আইজাককে হত্যা করেছে সে কথাও জানালো। পরিশেষে সে

www.BANGLAKITAB.com


বললো, আসল অপরাধী রেহাই পেয়ে যাচ্ছে অথচ একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে।

জল্লাদ ফাঁসীর মজবুত রশি জোসেফ স্যামুয়েলের গলায় আগেই পরিয়ে দিয়েছিলো। জোসেফের আবেগ আপ্লুত বক্তৃতায় সেখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। মানুষের হৈ চৈ, শোরগোল বেড়ে গেলো। উপস্থিত লোকেরা দাবি করছিলো যে, নির্দোষ জোসেফ স্যামুয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হোক, আসল অপরাধী আইজাককে ফাঁশি দেওয়া হোক। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে জল্লাদ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ইঙ্গিতে ফাঁশির রশি টেনে ধরলো। এতে জোসেফ স্যামুয়েলের পায়ের নিচ থেকে তক্তা সরে গেলো। জোসেফ ছয় সাত হাত উঁচু থেকে নিচে মাটিতে পড়ে গেলো।

সেনাবাহিনীর লোকেরা জোসেফ স্যামুয়েলকে ঘিরে রাখলো যেন সাধারণ মানুষ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। জল্লাদ নতুন রশি এনে জোসেফ স্যামুয়েলের গলায় পরিয়ে দিলো। জোসেফ প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় দাঁড়াতে পারছিলো না। এ কারণে ফাঁশির তক্তার উপর একটা কাঠের টুল দিয়ে তাকে বসানো হলো এবং ফাঁশির রজ্জু ভালভাবে পরিক্ষা করা হল। তারপর প্রভোস্ট মার্শালের ইঙ্গিতে জল্লাদ পুণরায় রশি টান দিলো। উপস্থিত জনতার চোখে মুখে আতঙ্ক ছেয়ে গেলো। অস্থিরভাবে জোসেফ স্যামুয়েল পরিণতি দেখছিলো। পায়ের নিচ থেকে তক্তা সরে যাওয়ায় জোসেফ স্যামুয়েল ঝুলে পড়লো এবং তার দেহ জোরে ঘুরতে লাগলো। ফাঁসির রশি খুলে যেতে লাগলো এবং জোসেফ স্যামুয়েলের পা মাটিতে এসে ঠেকলো। উপস্থিত জনতা এরকম বিস্ময়কর ঘটনা দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা চিৎকার করে বলছিলো, জোসেফ নির্দোষ। মহান আল্লাহ চান না তার মৃত্যু হোক, তার ফাঁসি হোক।

কিন্তু প্রভোস্ট মার্শাল মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো না। সে অলৌকিক কোন ঘটনাও বিশ্বাস করতো না। সে ক্ষেপে গিয়ে পুলিশ এবং জল্লাকে আদেশ দিলো যে, এই ফাঁসির আসামিকে যে কোনভাবেই ফাঁসি দিতে হবে। তাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না। নতুন রশি নিয়ে আসো। তৃতীয় বার তার গলায় রশি পরিয়ে জল্লাদ রশি টেনে ধরলো। এবার রশি জোসেফের মাথার খানিকটা উপর দিয়ে ছিড়ে গেলো এবং জোসেফের পা মাটি স্পর্শ করলো। একজন সৈনিক এগিয়ে গিয়ে জোসেফের গলায় রশির

www.BANGLAKITAB.com


বাঁধ ঢিলা করে দিলেন যেন জোসেফ নিঃশ্বাস নিতে পারে। উত্তেজিত জনতা সেনাবাহীনির জওয়ান এবং পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ছুটে গেলো এবং জোসেফ স্যামুয়েলকে ঘিরে রাখলো। জনতার উত্তেজনা দেখে মার্শাল ভয় পেয়ে গেলো। সে ঘোড়ায় আরোহন করে দ্রুতবেগে গভর্ণরের বাসভবনের দিকে ছুটে গেল। এরকম বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ গভর্ণরকে তৎক্ষণিকভাবে জানানো প্রয়োজন মনে করলো।

গভর্ণর সাথে সাথে জোসেফ স্যামুয়েলের প্রতি ক্ষমা ঘোষণার আদেশ লিখে দিলেন। জোসেফ তিনবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে বেঁচে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পারছিলো না, সে বেঁচে আছে নাকি তার ফাঁসি হয়ে গেছে। উত্তেজিত জনতা জোসেফ স্যামুয়েলকে শূন্যে তুলে ধরে কারাগারের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল।

উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর প্রভোষ্ট মার্শাল এ ঘটনা পর্যালোচনা করলো। সে সন্দেহ করলো যে, স্যামুয়েলের জীবন রক্ষায় কেউ ষড়যন্ত্র করছে। প্রভোস্ট মার্শাল তিনটি রশি পরীক্ষা করলো। বিশেষভাবে শেষের রশিটি তিনটি রশির সমান মোটা করা হয়েছিল। সেই রশিতে পাঁচ মণ ওজনের জিনিস বেঁধে রশি টেনে ধরা হল। পাঁচ মণ ওজনের সেই জিনিস শূন্যে ঝুলে রইলো, একটুও ছিড়লো না। তাছাড়া পর পর তিনটি রশিই কিভাবে ছিড়ে গেল এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী সময়ে আইজাক সিমন্ডের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হল এবং তাকে ফাঁসী দেওয়া হল।

## পীর সাহেব কবর থেকে লিখলেন– এখানের অবস্থা দেখার মত, বলার মত নয়

মুফতি মোহাম্মাদ শফী একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, এক বিশিষ্ট পীরের মুরিদগণ পীরকে বলেন, হযরত! মৃত্যুর পরে কবরে কি হয়? যদি আমরা কোনভাবে জানতে পারতাম তাহলে ভালো হত। পীর বললেন, আমার মৃত্যুর পর যখন আমাকে কবরে দাফন করবে তখন আমার মাথার কাছে এক পাতা কাগজ আর একটা কলম রেখে দিও। যদি সম্ভব হয় আমি লিখে দিবো, ওখানে কি হয়। পর দিন আমার কবরে এসে সে কাগজ নিয়ে যাবে। পীরের ওসিয়ত অনুযায়ী তার কবরে কাগজ কলম রাখা হল। পর দিন সকালে তার কবরের উপরে সেই কাগজ পাওয়া গেল। ওতে লেখা ছিল, এখানের অবস্থা দেখার মত, বলার মত নয়।

www.BANGLAKITAB.com


## দুটি কবরের বাস্তব ঘটনা

পাকিস্তানের বিখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার নূর আহমাদ তার আত্ম জীবনীর মধ্যে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হল-

### (১) তাদের মৃত বল না

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু পাঞ্জাবের সেচ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহ রাসূলে তার কোন বিশ্বাস ছিলো না। এ বিষয়ে মাঝে মাঝে খারাপ মন্তব্য করতো। জেলা ডেরাগাজীখানে তিউনিসা ব্যারেজ থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে যে খালটি খনন করা হয়, আমার বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তারই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। খালটির খনন কাজ সমাপ্ত হওয়ার শেষ পর্যায়ে একদিন তিনি সরেজমিনে দেখতে গেলেন। এক জায়গায় খননকারী মজদুরেরা খালের তলদেশে ঝটলা করেছিল। খবর নিয়ে জানতে পারলেন, খালের তলদেশে মাটির নিচে একটি লাশের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি লাশের উপর থেকে মাটি সরাবার নির্দেশ দিলেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখতে পেলেন, লাশটা সম্পূর্ণ অবিকৃত। লাশের স্বাভাবিক পোশাক রক্তে রঞ্জিত। লাশের মুখের কাছেই ফলের আকৃতির একটি অচেনা বস্তু রাখা আছে। কিছুক্ষণ পর পর বস্তুটি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস লাশের মুখের উপর পড়ছে। অবাক হয়ে দৃশ্য দেখে অনুমিত হলো যে, এটি কোন শহীদের লাশ। নূন্যতম বিশ ফুট মাটির নিচে প্রাপ্ত লাশটি কত শত বছর আগে থেকে এখানে প্রোথিত রয়েছে তা কে জানে। হাশরের ময়দানে রক্ত সহকারে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য অপেক্ষারত এ মৃতদেহ; এমনকি তার গায়ের কাফন মাটিতে বিনষ্ট হয়নি। উপরন্তু পবিত্র কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী শহীদগণের কবরজীবনে আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে রিযিক প্রদানের যে অঙ্গিকার রয়েছে তারও একটি বাস্তব চিত্র ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার দলবল নিয়ে চর্মচক্ষেই দেখলেন। অজ্ঞাত শহীদের লাশ যথাযোগ্য মর্যাদায় পূণরায় দাফন করে লাহোর ফিরে এসেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার নিকট ছুটে এসে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করার সময় তার বস্তুবাদী মানসিকতায় যে পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করলাম, তা ছিলো অনুবাধন করার মত। এই ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তা'য়ালার সেই শাশ্বত ঘোষণার কথা, যারা আল্লাহ তা'য়ালার

www.BANGLAKITAB.com


পথে নিহত হয়েছেন, তাঁদেরকে তোমরা মৃত্যু মনে কর না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত। তাঁরা তাঁদের রবের নিকট থেকে রিযিক পাচ্ছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত (সূরা আল-ইমরান)

## (২) কবর আযাব একটি কঠিন বাস্তবতা

কয়েক বছর আগের কথা। আমি প্রেফেসর ডাক্তার নূর আহমাদ একটি তাবলিগ জামাতের সাথে মানমেরা গিয়েছিলাম সময় লাগাতে। গ্রামের একটি মসজিদে তাবলিগের বয়ান হচ্ছিলো। মসজিদের কাছে কিছু লোক বসে গল্প করছিলো। আমরা লোকগুলাকে মসজিদে এসে বয়ান শোনার জন্য গাস্ত করলাম, দাওয়াত দিলাম। সবাই আমাদের সাথে মসজিদে চলে এলো। শুধু একটা লোক সেখানে বসে রইলো। মাগরিবের আযান হলে সে মসজিদে এসে দূরে এক কোণে বসে নামাজ আদায় করে সেখানেই বসে রইলো। আমাদের বয়ান ও দোয়া শেষ হলে সে আমাদের কাছে এসে বললো, আমি আপনাদের কথা রাখতে পারি নাই বলে লজ্জিত। আমি মাজুর মানুষ। জনসম্মুখে গেলে তাদের কষ্ট হয়। তবে আমার নিকট হতে কবরের আযাব সম্পর্কিত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনতে পারেন। হয়ত বা এর দ্বারা সংশয়বাদী লোকের সন্দিহান মনের বন্ধ দুয়ার খুলে যেতে পারে।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কার কথা। সীমান্তের কাছাকাছি একটি পুরাতন কবরস্থানের মধ্যে কিছু অস্ত্র মজুদ করা হয়েছিলো। অন্য কয়েকজন সিপাহীর সাথে আমিও এ অস্থায়ী অস্ত্রডিপোর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। একদিন দিনের বেলায় কোন কাজ কর্ম ছিল না। সাথীরা ছোট্ট একটা তাবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমিও রায়ফেল কাঁধে নিয়ে কবরস্থানের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ একটি পুরাতন কবর থেকে ভীতিকর শব্দ কানে আসতে লাগল। মনে হচ্ছিলো যেন মট মট করে হাড় চূর্ণ করা হচ্ছে। আমার মনে দারুন কৌতূহল সৃষ্টি হলো।

যে কবরটির ভিতর থেকে শব্দ শুনা যাচ্ছিলো, রাইফেলের কিরিচ দ্বারা সেটির ইট-পাথর সরাতে লাগলাম। মাটি যতই সরাচ্ছিলাম শব্দ ততই পরিস্কারভাবে কানে আসতে লাগলো। দারুন ভয় ও কৌতূহল নিয়ে কবরের মাটি সরিয়ে দেখতে পেলাম, মানুষের একটি কংকাল পড়ে আছে।

www.BANGLAKITAB.com


এর উপর ইঁদুরের আকৃতিবিশিষ্ট একটি জীব বসে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর জন্তুটি কংকালের উপর ঠোকর মারছে। আর গোটা কংকাল মট মট শব্দ করে কুঁকড়ে যাচ্ছে। আমার মনে দুঃখ হল। ভাবলাম বন্য জন্তুটা ঠুকরে কবরের লাশকে কষ্ট দিচ্ছে! এটি তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। রাইফেলের আগা দিয়ে ওটিকে মারতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ জন্তুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কবরের মাটি খানিকটা ঠিক করে সেখান থেকে ফিরে চললাম। হঠাৎ দেখি কবরের সেই জন্তুটি আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমার হাতে রাইফেল ছিল। সহজে যে কোন হিংস্র প্রাণি মারতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে এমন ভয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। বেশ কিছু দূর গিয়ে পিছনে ফিরে দেখলাম, জন্তুটা সমান বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে। সামনে একটা জলাশয় ছিল। আত্মরক্ষার জন্য আমি জলাশয়ের পানিতে নেমে পড়লাম। ফিরে দেখলাম জন্তুটি পানির কিনারায় এসে থেমে গেছে। আমি হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে সেটির গতিবিধি লক্ষ্য করলাম। জন্তুটি তখন পানিতে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস ছাড়ছে। আর সাথে সাথে জলাশয়ের পানি ফুটতে শুরু করছে। অনুভব করলাম, হাঁটু পর্যন্ত পানিতে ডোবা আমার শরীরের সমস্ত অংশ পুড়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে জন্তুটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমি অতিকষ্টে কিনারায় উঠলাম, পা যেন চলছিল না। সহকর্মীদের ডাক দিলাম। তারা আমার দুই পায়ের অবস্থা দেখে আমাকে এবোটাবাদ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পায়ের জ্বালা কমলো না।

উপরন্তু ধীরে ধীরে মাংসে পঁচন ধরলো। থামানো গেলো না। শেষ পর্যন্ত আমাকে সেনাবাহিনীর খরচে আমেরিকায় পাঠানো হলো। সুদূর আমিরেকা থেকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। ধীরে ধীরে মাংস পঁচে গলে খসে গেল। এখন শুধু হাড়গুলো অবশিষ্ট আছে। পঁচা মাংসে এমন দূর গন্ধ হয়েছিলো যা সহ্য করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের সুদীর্ঘ দুর্ভোগের কাহিনী বলতে বলতে লোকটি পায়ের পট্টি সরিয়ে নাঙ্গা হাড় দেখালো। কবরের আযাবের সামান্য একটু পরশের যে ভয়াবহ নমুনা স্বচক্ষে দেখেছিলাম, তার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত আমাদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

www.BANGLAKITAB.com


## ইমাম সাহেবের অক্ষত লাশ

মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব মরহুম মাওলানা শওকত আলী (র.)। গত মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টি আর পাহাড়ী ঢলে শংখ নদীর উক্ত এলাকার ভাঙ্গন দেখা দিলে কবর ভেঙ্গ মাওলানার লাশটি বেরিয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'য়ালার ওলিদের মৃত্যু হয় না। তাঁরা লোক চক্ষুর অন্তরাল থেকে আড়াল হন মাত্র। বাঁশখালীর পুকুরিয়া গ্রামের মরহুম মাওলানা শওকত আলী (র.)-এর মৃত্যুর ১০ বছর পরও লাশ অক্ষত থাকার ঘটনায় এ খবরের বাস্তব প্রমাণ মিলেছে। বর্তমানে লাশটি নদীর ভাঙ্গন এলাকা থেকে তুলে আধা কিলোমিটার দূরত্বে স্থানীয় পুকুরিয়া ইউপির পাইদ্দ্যা পুকুর পাড়ে (বর্তমানে মাদ্রাসা সংলগ্ন) জায়গায় ফের দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাঁশখালীতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিশেষগুণের অধিকারী ব্যক্তির কবরটি জিয়ারত ও এক নজর দেখতে গত দু'দিন ধরে দূর-দূরান্ত থেকে তার কবরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানায়, বাঁশখালীর পুকুরিয়া মোখলিছিয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহি জিরি-ইসলামীয়া মাদ্রাসা ও জামিয়া আরাবিয়া হাইলধর বালক বালিকা মাদ্রাসাসহ অসংখ্য দ্বীনী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও শিক্ষক মাওলানা শওকত আলী (র.) আজ থেকে ১০ বছর পূর্বে ১৯৯৭ সালে ইন্তেকাল করলে স্থানীয়রা পশ্চিম পুকুরিয়াস্ত মোখলেছিয়া ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। কবরস্থানের পাশে বয়ে যাওয়া শংখ নদীর তীব্র ভাঙ্গনের কবলে পড়ে মাদ্রাসাটি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

এ সময় স্থানীয় লোকজনের নজরে পড়ে মাওলানা শওকত আলী (র.)-এর কাফনসহ দাফন করা অক্ষত লাশ। বিষয়টি স্থানীয়রা মোখলেছিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ক্বারী নূর আহমাদকে জানালে তিনি মাদ্রাসার কয়েকজন আলেমকে নিয়ে বিষয়টি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। এরপর তিনি স্থানীয় চেয়ারম্যান নূরুল আলম সিকদারকেও বিষয়টি জানালে চেয়ারম্যান ও ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী হাজার হাজার নারী-পুরুষ লাশটি দেখতে ভীড় জমায়।

লাশ দাফন করার পর মাওলানা নুর মোহাম্মাদ ও প্রত্যক্ষদর্শী আলেমরা জানান, দীর্ঘ ১০ বছর পরও লাশের কাফনে কোন দাগ পর্যন্ত লাগেনি এবং

www.BANGLAKITAB.com


পুরা লাশটি ছিল অক্ষত। মনে হয়েছিলো যেন এইমাত্র তাকে গোসল করানো হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তার নতুন কবর জিয়ারত করে ও খতমে কোরআন পড়ে দোয়া করেছে।

এ ব্যাপারে পুকুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান নূরুল আমিন শিকদার জানান, লাশটি দেখার পর স্থানীয় লোকজনের মধ্যে নতুন করে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয়েছে এবং মানুষ ধর্মের গভীরতা সম্পর্কে নতুন করে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তিনি এ ঘটনা মাওলানা শওকত আলী (র.) যে আল্লাহ তা'য়ালার খাঁটি অলি ও ইসলাম সত্য ধর্ম তার প্রমাণ মিলিয়েছে বলে জানান।

এ ঘটনা থেকে আমাদের সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাহলো, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে অতি অল্প দিনের জন্য পাঠিয়েছেন। এ দুনিয়ায় আমাদের কারোর থাকার জায়গা নয়, এ দুনিয়া ছেড়ে আমাদের সকলের চিরদিনের জন্য আখিরাতের জীবনে চলে যেতে হবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনটা শুধুমাত্র আখিরাতের জীবনের তৈরির জন্য দেওয়া হয়েছে। আখিরাত সত্য। আখিরাতের ব্যাপারে কোরআন হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সুতরাং কাফের মুশরিক ইয়াহুদি খৃষ্টান নাস্তিকদের মত কেবল দুনিয়ার ফিকিরে লেগে থাকা বড়ই নির্বুদ্ধিতার কাজ। ফলে সকলকে খাঁটি তাওবা ইস্তেগফার করে আখিরাতের পূর্ণ প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া দরকার। কারণ, কারোর জানা নাই যে, মউত কখন কোন মুহূর্তে এসে কার ঘাড় মটকে দেয়।

(দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, শুক্রবার ২৯ আষাড় ১৪১৪, ১৩ জুলাই ২০০৭ মৃত্যুর ১০ বছর পর শংখ নদীর ভাঙ্গনে বেরিয়ে পড়ে অক্ষত লাশ! বাশখালির বিশিষ্ট আলেম মাওলানা শওকত আলীর কবরে হাজার হাজার মানুষের ঢল।)

**শহিদগণ কবরেও জীবিত**

যারা দ্বীনের জন্য তথা আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে দুনিয়াতে উঁচু করতে যেয়ে আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় শহীদ হন, জীবন দান করেন তাঁরা মরেও অমর। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ও আমর বিন জামুহ (রা.)-এর মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। এই জন্য উভয়কে ওহুদের ময়দানে এক কবরে

www.BANGLAKITAB.com


দাফন করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) মুখমন্ডলে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাই তিনি একটি হাত দিয়ে জখম ঢেকে রেখেছিলেন। ঐ অবস্থাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। দাফন করার সময় হাতখানি সরিয়ে সোজা করতে গেলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে বলে হুজুরে পাক (সা.)-এর নির্দেশে ঐ অবস্থায় তাকে দাফন করা হয়। চল্লিশ বছর পরের ঘটনা। প্রবল বন্যা ধারার ফলে হযরত আব্দুল্লাহ-বিন-আমর এবং আমর-বিন জামূহ (রা.) এর লাশ দুটি বের হয়ে পড়ে। দেখা গেল, লাশ দুটি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে যেন কাল দাফন করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) হাতখানি মুখমন্ডল থেকে উঠানোর সাথে সাথে রক্ত ছুটলো, পুনর্বার হাতখানি যথাস্থানে রেখে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পরের ঘটনা, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ওহুদের ময়দানে শহীদানের কবরস্থানের মধ্য দিয়ে একটা নহর খনন করান। খনন কার্য আরম্ভ করার পূর্বে লোকদিগকে নিজ নিজ শহীদের লাশ নিয়ে যেতে জানিয়ে দেওয়া হল। হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা লাশগুলো তুলে আনলাম। তা সম্পূর্ণ তাজা ছিল, সুগন্ধি বিস্তার করতেছিলো। স্থানান্ত র করার সময় হযরত হামযা (রা.)-এর পায়ে একটা আঁচড় লাগে, ফলে রক্ত বের হয়। ঐ সমস্ত শহীদানের কবর হতেও মেশকের খোশবু ছড়িয়ে পড়তেছিল। (দলিল, হায়াতুসসাহাবা)

কবরে লাশ জীন্দা থাকা এর মানে কি? এর মানে হলো, আল্লাহ তা'য়ালা তিনি তাঁর কালামে পাকের মধ্যে বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় যারা জীবন দান করেন অর্থাৎ শাহাদাতবরণ করেন। তাঁদেরকে তোমরা মৃত্যু বল না বরং তাঁরা জীবিত আছেন। ফলে কুরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ঈমান ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে ঈমান ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং তার জন্য জান-মাল সর্বস্ব কুরবান করাই ছিলো ছাহাবায়ে কিরামগণের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাতে দুনিয়াতে কোন একটা লোক ঈমান ইসলাম ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে। কারণ, যে ব্যক্তি ঈমান ইসলাম ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, মৃত্যুবরণ করবে, তার আর উপায় নেই। মৃত্যুর সাথে সাথে বিনা হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর যারা ঈমান ইসলাম হিদায়েতসহ মৃত্যুবরণ করবে। তাঁরা মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে

www.BANGLAKITAB.com


তথা বেহেস্তে চির শান্তি নিকেতনে প্রবেশ করবে। এই জন্য গোটা মানব জাতির প্রতি দরদী হয়ে সকল নবীগণই মেহনত করেছেন। আমাদের শেষ নবী তথা বিশ্বনবী তিনিও এই একই মেহনত করেছেন। যেহেতু তিনি শেষ নবী। তাঁর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা বিশ্ববাসিকে ঈমান ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাবলীগ করা উম্মতের উপর দায়িত্ব। তাই সাহাবায়ে কিরামগণ তাদের জীবনে এই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আজ আমরা নিজেদেরকে মোসলমান বলে দাবি করার পরও, হুজুরে পাক (সা.)-এর উম্মত দাবি করার পরও শতকরা একজন উম্মত পাওয়া যাবে না, যিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে এই মহান দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে করেছেন। একমাত্র এই অবহেলার কারণে সর্ব প্রথম মোসলমানদের ঈমান আমল দুর্বল হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে মোসলমানদের জন্য ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় হয়তো এমন সাহাবার নাম পাওয়া যাবে যিনি ঈমান আনার পর জীবনে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কিছুই আদায় করার সুযোগ পাননি। অথচ এমন একজন সাহাবী পাওয়া যায় না, যিনি দ্বীন কবুল করার পর তথা ঈমান আনার পর দ্বীনের জন্য মেহনত করেননি। হযরত উমায়ের (রা.) তখনও ঈমান কবুল করেননি কিন্তু হঠাৎ ওহুদের দিন তার মতের পরিবর্তন ঘটে। ঈমান ও ইসলামের মহিমা তাঁর নিকট ফুটে ওঠে। তিনি মদিনায় এসে জানতে পারলেন যে, হুযূরে পাক (সা.) ওহুদে। তিনি তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে ওহুদ প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করলেন এবং কাফেরদের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতের গৌরব লাভ করেন। তিনি জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সুযোগ পাননি। হুজুরে পাক (সা.) বলেছেন, ওমায়ের (রা.) জান্নাতী, বেহেশতী। কৌতহলবশত: হযরত আবু হুরাইরা (রা.) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করতেন, বল দেখি, কে নামাজ না পড়ে বেহেস্তে গেছেন? যারা ঘটনাটা অবগত ছিলেন না তারা বলে দিতে অনুরোধ করলে, তিনি বলতেন হযরত ওমায়ের (রা.)।"

এই জন্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে সকলকে জিহাদ, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে। যার সামনে আখিরাত থাকবে, মউত, কবর, ময়দানে হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম থাকবে। দ্বীনের মেহনতের জন্য হুজুরে পাক (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের কষ্ট ও কোরবানি থাকবে, তাকে তো খুশি খুশি আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় তথা জিহাদ, দাওয়াত ও তাবলীগের রাস্তায়

www.BANGLAKITAB.com


তার জানমাল, সময়, দিল দিমাগ, হিকমত, কৌশল যা কিছু আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন তা লাগানোর জন্য সব সময় তৈরি থাকতে হবে।

## যুবকের মৃত্যু

হযরত ওমর (রা.)-এর যামানায় এক যুবক মসজিদে বসে ইবাদত করত এবং বেশি বেশি হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে যাতায়াত করতো। এক পরমা সুন্দরী মহিলা তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ফুসলাতে থাকে। এক পর্যায়ে যুবকটিকে আকৃষ্ট করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রবেলায় যুবকটি মহিলার বাড়িতে এসে পড়ে। মহিলা প্রথমে নিজে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যুবকটিকেও ঘরে প্রবেশ করতে বলে। যুবকটি ঘরে প্রবেশ করার সময় যখন সে এক পা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এবং এক পা দরজার বাইরে রয়েছে এমন সময় সাথে সাথে তার এই আয়াতটি মনে পড়ে যায়-

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ.

অর্থাৎ যারা মুত্তাক্বী ( আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে) শয়তান যখন তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তাঁরা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়।

(সূরা আরাফঃ আয়াত ২০১)

তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বহুক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে না আসার কারণে মহিলাটি মনে করলো যে, যুবকটি বোধ হয় মারা গেছে। মহিলাটি চিন্তা করলো, ভোর হলে তো লাশটি কেউ দেখে ফেললে আসল ব্যাপারটা হয় তো সকলে জেনে যাবে তাই তার দাসী এবং নিজে মিলে দু'জনে ঘাড়ে করে যুবকের বাড়ির দরজায় রেখে আসলো। অনেক্ষণ পর যুবকের জ্ঞান ফিরে এলে তার পিতা আয়াতটি শুনতে চাইলে যুবক পুণরায় আয়াতটি তেলাওয়াত করে একটি চিৎকার দিয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং ইন্তেকাল করেন। রাত্রিকালেই তাকে দাফন করা হয়।

সকাল বেলায় হযরত ওমর (রা.) তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে উপস্থিত হন এবং তার পিতার নিকট সকল ঘটনা জানতে পেরে

www.BANGLAKITAB.com


তিনি সমবেদনা প্রকাশ করেন। হযরত ওমর (রা.) তার কয়েকজন সাথিকে নিয়ে যুবকের কবরের কাছে গমন করেন এবং তার জানাযা আদায় করেন। তারপর তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেন- হে যুবক!

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ۔

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করলো, তার জন্য (পুরস্কার রয়েছে) দুটি জান্নাত। (সূরা আররহমান ঃ আয়াত ৪৬ পারা ২৭)

হযরত ওমর (রা.)-এর মুখে এই আয়াতটি শুনে যুবকটি কবরের মধ্য থেকে উত্তর দিলঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দুটি জান্নাত দান করেছেন।

(হায়াতুস সাহাবাঃ তাফসীরে ইবনে কাছির, ৪৮৬-৪৮৭ পৃষ্ঠা।)

এ ঘটনা দ্বারা কি বুঝা গেল? এ ঘটনার অল্প কথায়, তথা এক কথায় বুঝা গেল যে, গায়েব সত্য, কুরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যত মতবাদ আর যে, যা কিছু বলেছে তা সব ভ্রান্ত, সব মিথ্যা, সব কাল্পনিক, সব মানুষের মনগড়া, তার একটাও বিশ্বাস করা যাবে না। সকলকে কুর'আন হাদিস অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে, যার পুরস্কার হলো জান্নাত বা বেহেশত। ঐ জান্নাত বা বেহেশত হলো এমন জীবন যৌবন আরাম আয়েশ ভোগ বিলাস শান্তি সুখ সফলতার জায়গা যা কোনদিন চক্ষু দর্শন করেনি। যার বর্ণনা কোনদিন কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কখনো কোনো দিন কোনো অন্তর কল্পনা করেনি। পক্ষান্তরে যারা কোরআন হাদিস বিশ্বাস করবে না, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে এবং কোরআন-হাদিস অনুযায়ী জীবন গঠন করবে না, তাদের আর কোন উপায় নাই। জাহান্নাম তথা দোযখ হবে তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা, যা আগুন আর সাপ বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ আর হাজারও রকমের শাস্তি কষ্ট। যার কথা কোরআন হাদিস খুলে খুলে বর্ণনা করেছে, তার প্রতিটি আযাব শাস্তি সেখানে রয়েছে। তার থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ফলে সকলকে তাওবা এস্তেগফার করে বাঁচার রাস্তা ধরতে হবে তথা কোরআন হাদীসের রাস্তা ধরতে হবে।

**বিশ্বনবীর লাশ চুরির ইয়াহুদি চক্রান্ত**

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর এন্তেকালের পর ৫৫৫ হিজরি সনে বাগদাদের সুলতান নূরউদ্দিন জঙ্গী এক রাতে ঈশার নামাজান্তে দীর্ঘ সময় কোরআন তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করেন এবং রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত

www.BANGLAKITAB.com


হয়ে গেলে তিনি না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ আরম্ভ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার নবীকে স্বপ্নযোগে দেখতে পান। তিনি সামনে এসে বলেছেন যে, হে নূরউদ্দিন! দীর্ঘদিন যাবত তিনজন ইয়াহুদি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আর চরম বেয়াদবীতে লিপ্ত আছে।

এই তিনজন বেয়াদবকে ধরে সত্বর তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান কর। এই তিনজন লোকের চেহারাও তাকে দেখানো হল। বাদশা নূরুদ্দিন এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তার বড় চিন্তা এই ছিল যে, আল্লাহ তা'য়ালার নবীর সাথে কুচক্রী ইহুদিরা এমন কি বেয়াদবী করতে পারে? তিনি তো এখন কবর জীবনে? তবে কেন তিনি ইয়াহুদিদের কবল হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন? তিনজন ইয়াহুদির চেহারা আমাকে দেখানো হল কেন? এরা আল্লাহ তা'য়ালার নবীর উপর এমন কি বিপদ আনতে পারে ও বেয়াদবী করতে পারে? তাদেরকে পাকড়াও করার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। শয়তান তো আল্লাহ তা'য়ালার নবীর অবয়বে আসতে পারে না। চিন্তায় বিভোর বাদশা নূরউদ্দিন বিচলিত অবস্থায় গোসল ও অযু করলেন এবং তাড়াতাড়ি দুই রাকাত নামাজ আদায় করে দীর্ঘ সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় মোনাজাত করলেন।

পার্শ্বে এমন কেউ নেই যে, তার সাথে কিছু পরামর্শ করবেন, আর এ স্বপ্ন এমন নয় যে, কারোর কাছে ব্যক্ত করবেন। তিনি ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ সময় পর যখন তার একটু ঘুমের ভান এলো, সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার নবী পিছনে তিনটি গোল চেহারাবিশিষ্ট লোকসহ উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, নূরউদ্দিন তুমি এই তিনজন চরম বেয়াদবকে ধর, আর তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান কর। বাদশা নূরউদ্দিন উচ্চস্বরে আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে কোথায় যাবেন, কী করবেন, কোন পথ না পেয়ে তাড়াতাড়ি গোসল করলেন, ওজু করলেন এবং দ্রুত গতিতে মুসাল্লায় অত্যধিক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করে দীর্ঘ সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে মোনাজাত করলেন। দুই বার আল্লাহ তা'য়ালার নবীর আগমন এবং লম্বা জামা, পাগড়ীধারী, তাসবীহ হাতে, গোল চেহারাবিশিষ্ট তিন চরম বেয়াদবের কবল হতে উদ্ধারের আবেদন? তিনি কিছু স্থির করতে পারলেন না। রাত্রী এখনও কিছু বাকি আছে। সারা দুনিয়া

www.BANGLAKITAB.com


যেন কি এক বিপদের সম্মুখিন হয়ে নিঝুম হয়ে আছে। কোথাও কারও কোন প্রকার সাড়া শব্দ নেই। আকাশ পানে চেয়ে দেখছেন, সেখানে মনে হল যে, ঐ তিন জন লোক তাকে ধরবার জন্য আসছে। সেই তিনটি চেহারা তার মনের মণিকোঠায় এমনিভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে, তা আর কোন মতে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে বাদশা নূরউদ্দিন চোখ মুখ বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কি হবে, সেই তিনটি চেহারা লেপের ভিতরে তার সামনে যেন হাজির হয়ে গেছে।

তিনি নিরুপায় হয়ে বিপদ আসন্ন দেখে তিন বার উচ্চস্বরে আস্তাগফিরুল্লাহ ও দশ বার আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে করতে তন্দ্রাবিভোর হয়ে পড়েন। এমন সময় তিনি দেখলেন, অতি নিকট হতে আল্লাহ তা'য়ালার নবীর আগমন। তিনি বলেন, নূরউদ্দিন! এই তিন জন লোককে আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে এখনি গজবের কঠোর ধাক্কায় নিপাত করে দিতে পারেন, কিন্তু বিশ্ববাসী তাদের নিপাতের মূল কারণ কি, কিছুই অবগত হবে না। আমি চাচ্ছি, তাদের এই চরম বেয়াদবীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে বিশ্ববাসীর সামনে একটা নজির রেখে দাও। দীর্ঘ দিন যাবত এরা আমার সাথে চরম বেয়াদবী করছে। বাদশা নূরুদ্দিন ক্রন্দনরত অবস্থায় বিছানা পরিত্যাগ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালার নবী কোন না কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি তড়িৎ গতিতে গোসল ও ওজু সেরে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জালালুদ্দিন মৌশুলির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন জালালুদ্দীন মৌশুরী সেখানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে গিয়ে এক জামে মসজিদে ইমাম হয়ে নামাজ পড়া অবস্থায় পেলেন। নামাজ শেষ হলে সাক্ষাৎ করে তাকে অশ্বের উপর সওয়ার করিয়ে রাজ দরবারে ফিরে এলেন। তারপর গোপন কক্ষে দরজা বন্ধ করে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বপ্নের বিবরণ ব্যক্ত করলেন এবং কি করা উচিত, এ ব্যাপারে সুপরামর্শ চাইলেন। জালালুদ্দিন মৌশুলী স্বপ্নের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বললেন, নবী (সাঃ) বিপদে পড়েছেন এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আপনাকে বারবার স্বরণ করছেন। অতএব, কালবিলম্ব না করে অতিসত্ত্বর মদিনার পথে অগ্রসর হোন।

পূর্বাকাশে লালে লাল রবি উদিত হল। বাদশা নূরুদ্দীন ১৬ হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে বাগদাদ হতে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ ১৬ দিন পর মদিনার দ্বারদেশে উপনীত

www.BANGLAKITAB.com


হয়ে বাদশাহর সৈন্য দলসহ গোসল ও ওজু করে দু'রাকাত নফল নামাজান্তে দীর্ঘ সময় ধরে মুনাজাত করলেন। তারপর সৈন্যবাহিনী দ্বারা মদিনাকে ঘেরাও করে ফেললেন এবং সাথে সাথে আদেশ জারি করে দিলেন যে, কোন লোক "বাইরে যেতে পারবে না" বাদশা নূরুদ্দীন জুমার খুৎবা দান করলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি মদিনাবাসিকে একবেলা অন্নদান করতে চাই। আমার অভিলাষ, কেউ যেন আমার দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়।

তিনি কয়েক হাজার ভেড়া দুম্বা, উট জবেহ করে মদিনা এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্তের সব শ্রেণির লোককে দাওয়াত দিয়ে অন্নদান করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ করলেন যে, মদিনা এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী কোন লোক যেন দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়। সপ্তাহ কালব্যাপী শত শত ভেড়া, দুম্বা জবেহ করে হাজার হাজার লোককে খাদ্য দান করতে থাকেন আর অনুরোধের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে এবং পরে এইভাবে প্রচার করা হল। যারা দূর-দূরান্ত এলাকা থেকে আসতে পারেন না, তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত ঘোড়া ও গাধার পিঠে চড়িয়ে আনা হল। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত অগণিত লোক শাহী দাওয়াতে শরীক হওয়ার পর তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেন যে, আর কোন লোক দাওয়াতে আসতে বাকি নেই। কিন্তু সব সময় অস্থির চঞ্চল, বিরামহীন চিন্তায় বিভোর, তাঁর বিচলিত আত্মার উপর দিয়ে ঝড়-তুফান যাচ্ছিল। আর তার মনের মনিকোঠায় মাত্র ঐ একই চিন্তা যে, যদি আর কোন লোক দাওয়াতে শরিক হতে বাকি না থাকে তাহলে সে তিনজন লোক গেল কোথায়? তাদের অনুসন্ধান কিভাবে করা যায়? আর কিভাবে তাদের পাকড়াও করা সম্ভব হবে?

তারপর তিনি নতুন করে ঘোষণা করলেন, মদিনার লোকদের দাওয়াত খাওয়া এখনও শেষ হয় নাই। বহুলোক আমার এ দাওয়াতে শরিক হতে বাকি আছে। অতএব, মদিনার মুসাল্লীগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তাঁরা যেন অতিসত্বর অনুসন্ধান করে ঐ সমস্ত লোকদের সংবাদ দিয়ে দাওয়াতে হাজির করেন। একথা শ্রবণে মদিনাবাসী সকলে এক বাক্যে বলে উঠলেন, মহারাজ! মদিনার আশে পাশে এমন কোন লোক বাকি নেই, যারা আপনার দাওয়াতে শরিক হয় নাই। তখন বাদশা নূরুদ্দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, আমি

www.BANGLAKITAB.com



বলছি, আপনারা ভালভাবে অনুসন্ধান করুন। এখনও কিছু লোক দাওয়াত খেতে বাকি রয়ে গেছে। তারা আমার এ দাওয়াতে শরিক হল না? তারা কোথায় এবং তারা কে? আপনাদের খোঁজ করে আনতে হবে। বাদশা নূরুদ্দীনের ঘোষণায় মদিনার আকাশ-বাতাশকে যেন প্রকম্পিত করে দিয়েছিল।

একদিকে তাঁর পবিত্র চেহারায় অনুতাপের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আর একদিকে দয়া ধর্মের সুরও কণ্ঠস্বরে বাজতেছিল। লক্ষাধিক জনতার ভরা মজলিসে হঠাৎ একজন লোক বলে উঠলেন, হুজুর! আমার মনে হয় তিন জন মাত্র লোক বাকি আছে, যারা জীবনে কারো কিছু হাদিয়া দান তোহফা গ্রহণ করে না, এমনকি তারা কারোর দাওয়াতে শরিক হয় না। আমার মনে হয়, সেই তিনজন লোক আপনার দাওয়াতে শরিক হতে বিরত আছে।

বাদশা নূরুদ্দীন অস্ফুট হাশি ও আনন্দের চেহারা নিয়ে অত্যধিক আগ্রহ সহকারে কালবিলম্ব না করে কয়েকজন লোকসহকারে ঐ তিনজন লোককে দাওয়াত দিতে তাদের আবাসস্থলে উপস্থিত হলেন। দরজা বন্ধ, অনেক্ষণ ডাকাডাকি করার পর প্রহরী দরজা খুলে দিলো এবং বললো যে, আপনারা দাঁড়ান। তারা সকলে নামাজ, দু'আ আর কুর'আন তিলাওয়াতে রত আছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রহরীর কোন সাড়া না পেয়ে বাদশা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। আর কে যেন তাকে পিছন থেকে বলছে, তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ কর আর তাদের ভালভাবে অবলোকন কর। তারা কে? এরা কি সেই তিন জন? যাদেরকে তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে? না-এরা অন্য কেউ? প্রহরী ও বাড়িওয়ালার অনুমতি না নিয়েই তিনি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন একজন নামাজে, একজন কোরআন তিলাওয়াতে। তিনি নামাজ ও দু'য়া শেষ করতে আদেশ দিলেন। নামাজ শেষে তিনজনই বাদশা নূরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? এবং কোথা থেকে এসেছো? তোমরা বাদশাহের দাওয়াতে শরিক হলে না কেন? তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে বললো, আমরা মুসাফির। দীর্ঘদিন যাবত আমরা এখানে আছি। আমরা কারও দাওয়াত গ্রহণ করি না। এক আল্লাহ তা'য়ালার উপর নির্ভরশীল আমরা সব সময় এবাদাত, রিয়াজাত, পরকালের চিন্তা নিয়ে বিভোর থাকি। কুরআন তিলাওয়াত আর নফল নামাজে আমাদের সময় শেষ হয়ে যায়। দাওয়াত খাওয়ার সময় কোথায়?

www.BANGLAKITAB.com


উপস্থিত জনগণ তাদের পক্ষ হয়ে একইভাবে কথা বললো যে, হুযুর! এরা দীর্ঘদিন যাবত এখানে অবস্থান করছে, এরা খুব ভাল লোক। সব সময় দরিদ্র, গরীব শ্রেণির লোককে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করে থাকে। তাদের দানের উপর অত্র অঞ্চলের অনেক লোকের জীবিকা নির্ভর করে। বাদশা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হলেন, এরাই সেই তিন জন, যাদেরকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছো? তোমরা কী কাজে ব্যস্ত? আমাকে সঠিকভাবে বল।

তারা এবার বললো, "আমরা পশ্চিম দেশ থেকে হজ্জব্রত পালনের জন্য এখানে এসেছি এবং পবিত্র রওজা মুবারকের নৈকট্য লাভের জন্য এখানে অবস্থান করছি। ন্যায় পরায়ণ বাদশা ধৈর্য সহকারে প্রশান্ত চেহারা নিয়ে তাদেরকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাদের বসবাসের ঘরটিকেও ভলভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মদিনার গণ্যমান্য লোকেরা সেই তিন জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আর বলছিলেন যে, এরা খুবই ভাল লোক, এদের আচরণে মদিনাবাসি মুগ্ধ এবং তাদের সাহায্য সহানুভুতিতে বহু লোক উপকৃত। গত কয়েক মাস আগে মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় বহু লোক অর্ধাহারে, আনাহারে দিন অতিবাহিত করছিল। সেই কঠিন সময় এই তিন দরবেশের অবদানে অনেক লোকের উপকার হয়েছে। তারা দিনের বেলায় রোজা রাখেন আর রাত্রির বেশির ভাগ সময় এবাদাতে অতিবাহিত করেন। বাদশা ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে নীরবে সব কথা শ্রবণের পর বললেন, আমি তোমাদের কারো কথা শুনতে রাজি নই। তাদের এই বৈঠকখানা বাদ দিয়ে আসল কর্মক্ষেত্র কোথায়? আমাকে বল। একটি পর্দা উঠিয়ে নতুন এক কক্ষে দু'খানা কুরআন তার সাথে স্বল্প মূল্যের কিছু পোশাক পরিচ্ছদ দেখতে পান। তারপর তিনি সেই কক্ষে পদচারণ করতে করতে পদতলের বিছানা উঠিয়ে দেখতে পান একটি গর্ত এবং সেই গর্ত থেকে নবীজীর রওজা মোবারকের দিকে একটি সুঁড়ঙ্গ। তৎক্ষণাত তিনি তাদেরকে আটকে ফেললেন। বাক্যালাপ না করে তিনজনকে তাদের আসবাবপত্রসহ মসজিদে নববীর সামনে এক চত্তরে হাজির করলেন। তারপর সৈন্যদের মদীনার পাহারা থেকে নিস্কৃতি প্রদান করেন।

লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে বাদশা সেই তিন জনকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কে? কোথা হতে তোমাদের আগমন এবং তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

www.BANGLAKITAB.com


পরিষ্কার ভাষায় বল। এহেন অবস্থায় তারা কঠিন বিপদ সামনে দেখে তারা সঠিক পরিচয় দিল। বললো, আমরা ইয়াহুদি। দীর্ঘদিন যাবত আমাদেরকে মুসেল শহরের সুদক্ষ কর্মী দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচুর অর্থ সহকারে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের এই জন্য পাঠানো হয়েছে যে, আমরা মদিনায় অবস্থান করে যে কোন কৌশলেই হোক না কেন, নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর লাশ বের করে ইউরুপীয় ইয়াহুদীদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। তাহলে তারা আমাদেরকে এক বিরাট অংকের পুরস্কার দান করবেন।

তাই আমরা রওজা মোবারকের কাছে অবস্থান করে রাতে সুঁড়ঙ্গ খনন করে তার মাটিগুলো মদিনার বাইরে নিক্ষেপ করে আসি। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ এ মহা পরিকল্পনার কাজে অনবরত ব্যস্ত আছি। যে রাত্রিতে আমরা রওজা মোবারকের পৌঁছে গেলাম। আর আমাদের পরিকল্পনা যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বনবীর লাশ বের করে নিব। ঠিক এমনি সময় অনুভব করলাম যে, আকাশ পাতাল বিদীর্ণ হচ্ছে, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেছে। সুঁড়ঙ্গের ভিতর যেন আমরা সমাধিস্থ হয়ে পড়ব। এ ধরনের অবস্থা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাজ বন্ধ রাখছি। সেই প্রভাতেই বাগদাদের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আগমন।

বাদশা তাদেরকে মসজিদ হতে অর্ধ মাইল দূরে বিরাট ময়দানে ২০ (বিশ) হাত উঁচু একটি কাঠের মঞ্চ তৈরি করে তাদেরকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে মঞ্চের উপর বসালেন, তারপর মদিনা এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকার দূর-দূরান্তের লোকজনদের সংবাদ দিয়ে বাদশা নূরউদ্দীন তাদের হীন মনোভাবের এ চক্রান্তের কথা জনসমূদ্রে পেশ করেন। তারপর জনগনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে আদেশ প্রদান করেন। বিপুল পরিমাণে কাষ্ঠ সংগ্রহ হয়ে গেল। লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে সেই ইয়াহুদীদেরকে ২০ (বিশ) হাত উঁচু মঞ্চে বসিয়ে নিম্নভাগে আগুন লাগিয়ে দেন। সে আগুন দীর্ঘ ১১ (এগারো) দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে এবং তাদেরকে সেখানে ভস্ম করে ফেলা হয়।

তারপর তিনি বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে কয়েক প্রকারের ধাতু গলিয়ে রওজা মোবারকের চতুষ্পার্শে মোটা রড সহ এক হাজার মণ শিশা লাগিয়ে মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নবীর রওজা মুবারকের রক্ষণাবেক্ষণের এই মহান কাজ সম্পাদন করেন। তারপর তিনি

www.BANGLAKITAB.com


সপ্তাহ কালব্যাপি দরবারে এলাহিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে শুকরিয়া আদায় করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, বাদশা নূরউদ্দীন ইন্তেকাল করলে তার অছিয়ত মত তার লাশকে মদিনার রওজা মুবারকের অতি নিকটে দাফন করা হয়। (তাফসীরে জাওহরী-ইয়াহুদ-৩৯০ পৃষ্ঠা, ৫৫৫ হিজরী)।

এ ঘটনার আগেও বহুবার বিশ্বনবীর লাশ চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। গভীর রাত্রের অন্ধকারে শত্রুরা যখন মসজিদে নববীতে কোদাল ইত্যাদিসহ প্রবেশ করেছে এবং কবরের দিকে অগ্রসর হয়েছে তখন হঠাৎ মসজিদের মাটি ফেটে যেয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে আর সাথে সাথে শত্রুরা মাটির ভিতর জীবন্ত প্রথিত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় আল্লাহ তা'য়ালা এদেরকেও মাটির তলায় সুঁড়ঙ্গের মধ্য প্রথিত করে দিতে পারতেন কিন্তু তাতে বিশ্ববাসি কিছুই জানতে পারতো না। ফলে বিশ্ববাসী যাতে জানতে পারে এজন্য এদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা মাটির নিচে প্রথিত না করে ধরিয়ে দিয়েছেন, যাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল জিন ইনসান যেন কেউ আর হুজুরে পাক (সা.)-এর কবর মুবারকের সাথে কোন প্রকার বেয়াদবী করতে সাহস না পায়।

এ ছাড়া এই বিশেষ মু'জিযার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুর'আন হাদিসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রাসুল (সা.) জীবদ্দশায় থাকতে যে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। যার প্রতিটি মু'জিযার কথা হাদিছের কিতাবে হুবহু উল্লেখ রয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় তা হলো, এই ঘটনা ঘটেছে ৫৫৫ হিজরী সনে অর্থাৎ হুজুর (সা.) ইন্তেকালের ৫৪৫ বছর পর, যেহেতু তিনি হিজরতের ১০ বছর কাল পরে ইন্তেকাল করেছেন। এতো দীর্ঘদিন সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কবরে হুজুরে পাক (সা.)-এর লাশ যেমন প্রথম দিন রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনই রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐ রূপ থাকবে।

এ ছাড়া শয়তান কখনও নবীর আকৃতি ধরতে পারেনি সুতরাং যাঁরা হুজুরে পাক (সা.)-কে স্বপ্ন দেখলো তাঁরা ঠিকই হুজুরে পাক (সা.) কে স্বপ্ন দেখলো। এভাবে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ উম্মত তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে তো সত্যই দেখেছে। কিতাবের মধ্যে তথা ইতিহাসে এ কথা উল্লেখ আছে যে, উম্মতের মধ্যে বড় বড় হাস্তিগণ কবরের পাশে সালাম দিয়ে দাবি

www.BANGLAKITAB.com



জানিয়েছেন যে, তাঁরা কবর থেকে তাঁদের সালামের জবাব শুনতে চান। সে ক্ষেত্রে অনেকেরই সালামের জবাব দান করেছেন। যেমন হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর প্রশিদ্ধ ঘটনা। তিনি বিশিষ্ট শাগরেদগণের বিরাট এক জামাতসহ কবরের কাছে এসে আবদার জানিয়েছেন যে, দূর থেকে জীবনে বহু সালাম পাঠিয়েছি আজ আপনার মেহমান হয়ে কবরের কাছে এসে সালাম পাঠাচ্ছি সুতরাং আমি আমার সালামের জবাব চাই। এই বলে যেই সালাম দিয়েছেন অমনি কবর থেকে সাথে সাথে সালামের জবাব চলে এসেছে যা সকলেই শুনেছেন। ফলে এসব কিছু সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, তিনি সত্য নবী তিনি যা বলেছেন সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য! ফলে আমাদের সকলকে কুরআন হাদিসের নির্দেশ মত জীবন গড়তে হবে এবং শুধু একা একা গড়লে হবে না, গোটা বিশ্ববাসী যাতে গড়তে পারে তথা জাহান্নামের রাস্তা ছেড়ে জান্নাতের রাস্তায় চলে সরাসরি জান্নাতে পৌছাতে পারে তার জন্য সকলকে জান মাল সময় দিল দেমাগ হিম্মত কৌশল সব কিছু দিয়ে চেষ্টার মত চেষ্টা পরিশ্রম মেহনত করতে হবে। আমিন!

## হযরত ছালেহ (আঃ)-এর মু'জিযা

হযরত ছালেহ (আঃ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এ কাজেই তিনি বার্ধ্যক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারংবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করলো যে, তার কাছে এমন একটা দাবি করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে জয় লাভ করবো। সে মতে তারা দাবী করলো যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ তা'য়ালার পয়গাম্বর হন তবে আমাদের "কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবর্তী ও স্বাস্থ্যবর্তী উষ্ট্রী বের করে দেখান"।

হযরত ছালেহ (আঃ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমার আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের দাবী পূরণ করে দেন, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? তারা যখন সবাই এই মর্মে অঙ্গীকার করলো যে, আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো, তখন হযরত ছালেহ (আঃ) দু'রাকাত ছালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দুয়া করলেন, হে পরওয়ার দেগার! আপনার জন্য কোন

www.BANGLAKITAB.com


কাজই কঠিন না। মেহেরবানী করে তাদের দাবী পূরণ করে দিন"। দু'য়া করার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে দাবী অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এলো।

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ঈমান এনে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু দেবদেবীর বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দিল। হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গাম্বর সুলভ দয়া প্রকাশ করে বলেছেন- এ উষ্ট্রির দেখাশুনা কর। একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়তো তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। সে জনপদের সব মানুষ এবং জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করতো উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলতো। ছালেহ (আঃ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামুদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করতো। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না। যে সর্ববৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমা সুন্দরী নারী বাজী রাখলো যে, যে ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করতে পারবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা ও কাছার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইলো। উষ্ট্রী সামনে আসতেই মিছদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং কাছার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করলো। উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত ছালেহ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আযাবের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি আযাবের লক্ষণ বলে দিলেন, তাহলো এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট

www.BANGLAKITAB.com



রয়েছে। আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। তারপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। তারপর শনিবার দিন। হতভাগ্য জাতি এ কথা শুনে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা হযরত ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। যার কথা আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন।

যাইহোক, তিন দিনের মধ্যে সব লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কোন দিন থেকে কিভাবে আযাব আসে। রবিবার ভোরে ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ আওয়াজ শুনা গেল। ফলে সকলে একযোগে বসা অবস্থায় অর্ধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাঈল, এবং হযরত আযরাঈল (আঃ) এই তিন ফেরেস্তাকে প্রেরণ করেন। শুধু জিবরাঈল (আঃ) একাই আওয়াজ দিলেন। যে আওয়াজ এক সাথে হাজার হাজার বজ্র গর্জনের ন্যায় ছিল। ফলে সকলে এক সাথে কলিজা ফেটে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ মু'জিযা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবীগণ যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন বিশেষকরে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত এবং গায়েবের যত জিনিস, গায়েবের যত বর্ণনা তা সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুরআনুল কারীমে অবাধ্য লোকদের উপর যত প্রকার আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব লোকদের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন পাকে আরবদেরকে বারবার হুশিয়ারি করা হয়েছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন-(হযরত ছালেহ (আঃ)-এর কওম) ছামুদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও

www.BANGLAKITAB.com


পতিত হয়। রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবরের চিহ্ন দেখান এবং বলেন, তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কবর খনন করলে ছড়িটা পাওয়া যায়।

(বাংলা তাফসীর, মা'আরেফুল কুর'আন, পৃ. ৪৫৭-৪৬০)

## হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত হল হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির মত। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির ঘটনার মাধ্যমে রাসুল (সা.)এর উম্মতদের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করণেওয়ালাদেরকে দু'টি জিনিস শিক্ষা দান করেছেন। এক হল ছাড় আর ধর, দুই হল ধর আর ছাড়। হযরত মুসা (আঃ)কে যখন আল্লাহ তা'য়ালা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে মুসা তোমার ডান হাতে ওটা কি?

জিজ্ঞাসা করার পর হযরত মুসা (আঃ) লাঠির সম্পর্ক ও গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। সম্পর্ক হল নিজের সাথে আর এর দ্বারা তিনি কি কি কাজ করেন অর্থাৎ লাঠিটি তার কি কি উপকারে আসে তা বললেন। বলার পর যখন লাঠিটাকে ছাড়তে বললেন। তখন ছাড়ার পর বড় আকার সর্পে পরিণত হয়ে গেল। তখন হযরত মুসা (আঃ) আগে যে উত্তর দান করেছিলেন এখন দেখলেন যে, তার সব উল্টা হয়ে গেছে। লাঠির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং লাঠির মধ্যে পূর্বের কোনো গুণাগুণ বাকি নেই বরং আগের উপকারের লাঠি এখন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনার সময় সেখানে আর কেউ ছিল না, ফিরাউন বা তার দল বল কেউ ছিল না। আবার হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমেরও কেউ ছিল না। হালত পরিবর্তনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। শুধু আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে হালত বা অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, এটাই শিক্ষা দান করেছেন। নিজের জিনিসকে, লাভের জিনিসকে, সব সময়ে যে জিনিস উপকার পৌছে থাকে, এ পর্যন্ত অতীতে যে জিনিস সব সময়ে উপকারে এসেছে এখন হুকুম হলো, ওটাকে ছাড় এবং ছেড়ে দাও।

আবার পরক্ষণে হুকুম হল, ধর অর্থাৎ ছাড় আর ধর! ধর আর ছাড় এটাই শিক্ষা দান করলেন। আমাদেরকেও আল্লাহ তা'য়ালা যে লাঠি দান করেছেন, যে লাঠির সম্পর্ক নিজেদের সাথে করে রেখেছি সেটা ভুলে যেতে হবে এবং লাঠির মধ্যে যে ফায়দা, লাভ আল্লাহ তা'য়ালার এক গায়েবী

www.BANGLAKITAB.com


হুকুম লুকানো রয়েছে তা ভুলে যেতে হবে। ঐ সম্পর্ক আর উপকার বা লাভের ইয়াকিন দিল থেকে বের করতে হবে। আমাদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর দোকানো-পাট, কাজ কারবার, বিবি-বাচ্চা এসব হল ঐ লাঠির মত। এসব কিছু আল্লাহ্ তা'য়ালারই দান। আমরা এসবের মধ্যে যা কিছু ফায়দা নজরে দেখছি তা সব আল্লাহ্ তা'য়ালাই রেখেছেন। এখন এসব কিছু আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই ছাড়া লাগবে। দুনিয়াতে দ্বীনের জন্য ছাড়া লাগবে। এখন ছাড়তে গেলে আমাদের ভয় লাগে, ক্ষতি হয়ে যায় নাকি এই ভয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার স্থান কোথায়, সে বললো, বেহেশতে। তারা জিজ্ঞাসা করলো, কি কর্মের ফলে তোমার বেহেশত লাভ হল? তিনি বললেন, আমার ঈমান দৃঢ় ছিল, আমি তাহাজ্জুদ পড়তাম ও রোযা রাখতাম। পুণরায় তারা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কবর হতে কিসের খোসবু বের হচ্ছিলো? তিনি বললেন, কুরআন পাঠ ও তাহাজ্জুদের খোশবু।

**শহিদ হবার পরও হাতে ধরে আছেন রিভালবার**

কয়েক বছর পূর্বে আফগানিস্থানে রুশদের সাথে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে মোসলমানদের খোদায়ী মদদ লাভের কথা মোটামুটি সকলেরই জানা আছে। তখন অনেক মুজাহিদের শাহাদাতের পরও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। শাহাদাত লাভের পর অনেকের রক্ত হতে সুঘ্রাণ বের হয়েছে। বহুদিন লাশ অক্ষত রয়েছে।

তেমনি এক শহীদের ঘটনা এমন ঘটেছে যে, তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন, তারপরও আল্লাহর দ্বীন জমিনে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের অস্ত্র হাত থেকে ছাড়েননি। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন নাছরুল্লাহ মনসুর। তিনি বলেন, যুবায়ের মীর আমাকে বলেছেন, মীর আগা নামক এক মুজাহিদ সাথী রুশ বাহিনী কর্তৃক "লাওর" নামক স্থানে মারাত্মকভাবে আহত হন। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শহীদ হয়ে যান। কিন্তু কি অবাক ব্যাপার! শহীদ হবার পরও তিনি রিভালবারে হাতে ধরে ছিলেন।

মুজাহিদগণ এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ভেবেছিলেন যে, হয়তো জীবিত রয়েছেন। তাই তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে শিরা দেখা হল। পরিক্ষা করে মুজাহিদগণ নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন, তিনি জীবিত নেই। মুজাহিদরা তাঁর হাত হতে রিভালবারটি নিতে চাইলেন,

www.BANGLAKITAB.com


কিন্তু সেই শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদ অস্ত্র ধরেই আছেন। হাত থেকে অস্ত্র ছাড়ছেন না। সবাই অবাক! মুজাহিদগণ সেই শহীদের বাড়িতে সংবাদ পাঠালেন। সাথে সাথে উপস্থিত হলেন তার পিতা কাজী মীর সুলতান। তিনি মুজাহিদদের কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা শুনে আশ্চর্য হলেন।

তারপর শহীদের পিতা শাহাদাতবরণকারী ছেলের নিকট উপস্থিত হয়ে আদরের সাথে বলে উঠলেন-আব্বু! তোমাকে আল্লাহ্ শাহাদাতের জন্য কবুল করেছেন। তুমি জান্নাতে চলে যাবে, আর যে সমস্ত মুজাহিদ জীবিত রয়েছেন, এখন রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বেন। বিরোধিতা করবেন খোদা বিরোধি সকল শক্তিকে। আফগানিস্থানে হবে ইসলামী শাসন। তাই আব্বু! মুজাহীদদের জন্য অস্ত্র ছেড়ে দাও।

কী অবাক ব্যাপার, তখন শাহাদাতবরণকারী "মীর আগা" আর বিলম্ব করলেন না, সাথে সাথে মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র ছেড়ে দিলেন।

## শহীদ হবার পরও দুশমনকে হত্যা করলেন

ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধের একটি ঘটনা। সৈয়দ আহমাদ বেরেলভী (রা.)-এর বিশেষ খলিফা সৈয়দ ইসমাইল শহীদ (রা.) ছিলেন একজন আশেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)।

একবার তাঁর সম্মুখে একজন শিখ নবীজী (সা.)-কে গালি দিলে তিনি বলে উঠলেন- "খোদার কসম, আমি তোমার গর্দান উড়ানো ছাড়া এ জগত ত্যাগ করবো না।" আল্লাহু আকবার, হযরত শাহ ঈসমাইল (রা.) কিরূপ কসম মুখ দিয়ে বের করে ফেললেন! হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন-আল্লাহ্ তা'য়ালার এরূপ কিছু বিশিষ্ট বান্দা আছে, যারা আল্লাহর উপর কসম খেলে তিনি তাদের কসম পূরণ করার ব্যবস্থা করেন। তারা যদি বলে ফেলে খোদার কসম! আজ সকালে বৃষ্টি হবে, তাহলে উক্ত দিনে নির্ধারিত সময়েই আল্লাহ তা'য়ালা বারি বর্ষণ করেন।

আল্লাহর প্রেমিক শাহ ইসমাইল (রা.) শপথ করেছেন যে, উক্ত বেয়াদব শিখের গর্দান উড়ানো ব্যতিত মাটির নিচে যাবেন না। এ কথা শুনে পিয়ারা নবীর দুশমন পিছন দিক হতে তার গর্দান মুবারকের উপর তলোয়ার চালিয়ে দিল। ফলে সাথে সাথে ইসমাঈল শহীদ (রা.)-এর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর মস্তকবিহীন শির পড়ে রইলো।

www.BANGLAKITAB.com


তখন তাঁর হাতে একটি তলোয়ার ছিল। পূর্বেই কসম খেয়ে ছিলেন যে, উক্ত শিখকে হত্যা না করে তিনি এ দুনিয়া ত্যাগ করবেন না। এ কারণেই শরীর মুবারক থেকে মাথা পৃথক হওয়ার পরও হযরত ইসমাঈল শহীদ (রা.)-এর মুখ হতে বের হল-খোদার কসম! আমি তোকে হত্যা করা ব্যতীত মাটির নিচে যাব না।

ইসমাঈল শহীদ (রা.)-এর গর্দান উড়িয়ে ঐ কাফের পলায়ন করছিল। এ দিকে ইসমাঈল শহীদ (রা.) ২২০ গজ দূর থেকে উক্ত শিখের উপর খঞ্জর ছুঁড়ে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ খঞ্জরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেই শিখ মৃত্যু বরণ করলো। এরপর হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রা.) নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং শাহাদাতবরণ করেন।

## শহীদের মুচকি হাসি

এ ঘটনাটি আফগানিস্থানে ঘটেছে-যেখানে হাজার হাজার মোসলমান রুশ বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত লাভ করেছেন। নাসরুল্লাহ মনসুর একজন মুজাহিদ। তিনি বললেন, আরছালান বলেছেন, আফগানিস্থানে আব্দুল জলীল নামে মদ্রাসা পড়ুয়া একজন ছাত্র ছিল। সে অত্যন্ত নেককার-খোদাভীরু ছিল। ঘটনাক্রমে রুশ বাহিনী কর্তৃক নিক্ষেপিত বিমানের একটি গোলা তার শরীরে এসে লাগে। তখন সে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাত লাভ করে। মুজাহীদগণ আসরের নামাজের পর তাঁর জানাযা নামাজ আদায় করেন। তারপর তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করেন। সকাল পর্যন্ত তার লাশের কাছে পাহারায় ছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, শহীদ আব্দুল জলীল তার দু' চোখ খুলে কেবল মুচকি হাসছিল। মুজাহিদগণ মনে করলেন- হয়তো আব্দুল জলীল এখনও মৃত্যুবরণ করেনি, তাই তারা আরসালান সাহেবকে সংবাদ দিলেন যে, স্যার! আব্দুল জলীল তো এখনও মৃত্যুবরণ করেনি। সে জীবিত আছে। কারণ, সে তার চক্ষু খুলে হাসছে।

আরসালান সাহেব উত্তর দিলেন-আব্দুল জলীল যে শহীদ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুজাহীদগণ বললেন, না আমরা যেহেতু এখনও নিশ্চিতরূপে জানতে পারিনি তার শাহাদাতের ব্যাপার, তাই তাকে সমাধিস্থ করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। পুনরায় তার জানাযা নামাজ আদায় করতে হবে।

www.BANGLAKITAB.com


আরসালান সাহেব বললেন, কোন সন্দেহ নেই, আব্দুল জলীল তো কালকেই শহীদ হয়ে গিয়েছে। তবে তোমরা যে তার মুখে হাসি দেখেছো, তা হল শহীদের কারামত। দাফন করার ব্যবস্থা কর। নিশ্চয় আল্লাহর অশেষ নিয়ামত তার জন্য অপেক্ষা করছে। (সূরাতুর রহমান)

## শহীদের লাশ খোশবু ছড়ায়

আফগানিস্থানের নাসরুল্লাহ মানসুর সূত্রে ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেন যে, হাবিবুল্লাহ একদা আমাকে বললেন-ভাই একটি ঘটনা শুনবে কি? আব্দুল্লাহ আযযাম বলেন, হ্যাঁ ভাই বলো। হাবীবুল্লাহ বলেন, আরে ভাই আফগান শহীদদের আল্লাহ্ আখেরাতে তো উচ্চমর্যাদা দিবেনই, দুনিয়াতেও তিনি তাঁদেরকে অনেক মান-মর্যাদা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ আযযাম প্রশ্ন করলেন, তুমি তা কেমন করে জানলে? হাবীবুল্লাহ বললেন, 'আমার ভাইয়ের শাহাদাতের তিন মাস পর আমার আম্মা স্বপ্নে তাকে দেখলেন, সে বলছে-আমার সব যখমই ভাল হয়ে গেছে; তবে শুধু মাথার যখমটি এখনও ভাল হয়নি। উক্ত স্বপ্ন দেখে আমার আম্মা বার বার কবর খুলে দেখতে বললেন।

আমার ভাইয়ের কবরের পাশে ছিল আর একটি কবর। সেখানে একটি গর্ত খুলে গিয়েছিল। তার পাশে ছিল আরো কবর। সে কবরে আমরা দেখলাম-মৃত্যু ব্যক্তির গায়ের উপর একটি অজগর সাপ। এত বড় সাপ দেখে আমার আম্মা বললেন, না, কবর খুলতে হবে না। আমি বললাম, আমার ভাই শহীদ। তার কবরে সাপ থাকতে পারে না। তারপর আমার ভাইয়ের লাশ পর্যন্ত যখন পৌছালাম, তখন সুঘ্রাণ নাকে প্রবেশ করার ফলে আমাদের নেশাগ্র হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। আমরা তার মাথায় দেখলাম, একটি যখম থেকে রক্ত ঝরছে। তা দেখে আমার আম্মা সেই রক্তের মধ্যে আঙ্গুল রাখেন, ফলে আঙ্গুলটি সুঘ্রাণে সুবাসিত হয়ে যায়। তিন মাস অতিক্রম করেছে, আজও সে আঙ্গুলে সুঘ্রাণ সুবাস রয়ে গেছে; খোশবু ছড়াচ্ছে।

## শহীদের কবর থেকে মেশকের সুগন্ধ

মুহাম্মাদ শিরীন বলেন, ওরদাগ প্রদেশে চারজন মুজাহিদ সাথী শহীদ হওয়ার চার মাস পরও আমরা তাঁদের কবর থেকে মেশকের ন্যায় সুঘ্রাণ অনুভব করছি। (সূরাতুর রহমান)

www.BANGLAKITAB.com


## শহীদগণের সমাধি এবং উজ্জ্বল আলোকছটা

আফগানিস্থানের হেলমান্দ প্রদেশের মুজাহিদ আব্দুর মান্নান বলেছেন, এক যুদ্ধে মুজাহিদ ছ'শত আর শত্রু ছ'হাজার এবং তাদের ছয়টা ছিল ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটা ফাইটার প্লেন। তাদের সমস্ত সমর শক্তি ব্যয় করে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং একাধারে আঠারো দিন যুদ্ধ চলতেছিল। শেষ পর্যন্ত শত্রু পক্ষের চারশত পঁচিশ জন নিহত হয়েছে এবং ছত্রিশজন বন্দি হয়েছে, আর মুজাহিদ মাত্র ত্রিশজন শহীদ হয়েছেন।

তখন প্রচন্ড গরমের মৌসুম ছিল। তা সত্ত্বেও শহীদদের লাশগুলো অপরিবর্তিত এবং অবিকৃত ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মুজাহিদ আব্দুল গফুর বিন মুহাম্মাদ। প্রত্যহ রাতের আঁধারে শরীর থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকছটায় আকাশ আলোকিত হয়ে যেত এবং সেটা প্রায় তিন মিনিট পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হত। উক্ত বিস্ময়কর ঘটনা সকল মুজাহিদগণই অবলোকন করেছেন। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ১০০)

কান্দাহারের উরগুন্দ-আর নামক জায়গায় কবরস্থানে একবার মুজাহিদগণ প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুর উপর হামলা করতে যেয়ে দেখে কিছু নেই। বরং ওখানে এক শহীদের কবর থেকে আলো বের হচ্ছে। পরে সেটা থেমে গেল।

## শহীদের রক্তে লেখা কালেমা

আফগানিস্থানে জনাব আব্দুল জব্বার সাহেব (উরগুন) বর্ণনা করেন, পহেলা জুলাই ১৯৮৬ সনে আমরা কমিউনিষ্ট সৈন্যের উপর আক্রমণ করলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি তাঁর রক্ত দ্বারা কে যেন চাদরের গায়ে কালেমা ত্যাইয়েবা লিপিবদ্ধ করেছে। আমরা সকলে তা দেখেছি।

## শাহাদাতের পর প্রকৃতির আলৌকিক অবস্থা

মুজাহীদ নকীবুল্লাহ লওনরী বর্ননা করেন, ১৯৮৪ সনের ৯ই জিলহজ্ব আরাফার দিন আমরা শত্রুর উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছি এবং শতাধিক গাড়ি, ট্যাংক ইত্যাদি অসংখ্য গনীমত লাভ করেছি। আমাদের মধ্যে হতে শুধু একজন মুহাম্মাদ নাঈম শহীদ হয়েছেন।

ঈদুল আযহার রাতে যখন আমি তার লাশকে পাহারা দিচ্ছিলাম। তখন আশ-পাশের সমস্ত গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, পানি এবং সব কিছুকে যিকির-

www.BANGLAKITAB.com


তেলাওয়াত করতে শুনেছি। আমি মনে করেছি, স্বপ্নের মধ্যে এটা দেখেছি। কিন্তু আসলে তো আমি জাগ্রত ছিলাম। পরে জানতে পারলাম শহীদ (রা.) শাহাদাতের পূর্বে তাঁর সাথীবর্গের নিকট বলেছিল যে, তোমরা তো কাবুলেই ঈদের নামাজ পড়বে, কিন্তু আমি ইনশা-আল্লাহ্ জান্নাতে পড়বো। তাঁর শাহাদাতের পর সেখানের পাহাড়, গাছ-পালা এমন সুগন্ধিযুক্ত হয়েছে। যেন সব কিছুই আতর মাখার মধ্যে লিপ্ত।

## সাত মাস পরেও অক্ষত লাশ

মুজাহীদ ফাতহুল্লাহ হাকিম নামক একজন মুজাহিদ বর্ণনা করেন, তিনি শহীদ তামিয খানের কবর থেকে তাকে সাত মাস পরে উঠিয়েছেন এবং ঐ অবস্থায় তাকে দাফন করা হয়েছিল। তার শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরছে এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি বের হচ্ছে।

## শহীদের দাড়ি লম্বা হয়েছে

আফগানিস্থানের ওমর হানিফ বর্ণনা করেন, সাইয়্যেদ শাহ নামক একজন হাফেজে কুরআন মুজাহিদ আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে অত্যন্ত পারদর্শী এবং তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল।

তিনি এক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলেন। আমি এবং কমান্ডার নূরুল হকসহ আড়াই বছর পর তাঁর কবরের নিকটে গেলাম এবং তাঁর কবর খুলে দেখলাম, আড়াই বছর পূর্বে আমি নিজ হাতে যে রকম দাফন করেছিলাম ঠিক তদ্রূপ রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর দাড়ি পূর্বের থেকে একটু লম্বা হয়েছে। আরো বিস্ময়কর ঘটনা হল, তাঁর শরীরের উপর কালো রেশমী জুব্বা দেখলাম এবং জুব্বা স্পর্শ করলে সাথে সাথে তাঁর থেকে আসছে মেশক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধি। (সূরা আর-রহমান)

## শহীদের তরুতাজা ওষ্ঠ

১৭২ হিজরীর এক ঘটনা হযরত মাওলানা হাফের আবুল ফরয ইবনুল জাওযী লিখেন, ইরাকের বসরা শহরে একটি সুপ্রশিদ্ধ টিলা ছিল। টিলাটির এক পার্শ্বে ছিল কিঞ্চিত ভাঙ্গা। টিলার সেই ভাঙ্গনের কারণে টিলার ভিতরে ৭ টি কবর হাউজের মত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কবরবাসী প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি সহীহ-সালামতে ছিল। তাদের প্রত্যেকের পরনে ছিল নতুন নতুন কাফন। এ টিলা হতে তখন মেশকের ন্যায় সুগন্ধি নির্গত হচ্ছিল।

www.BANGLAKITAB.com


এ সাত-কবরের মাঝে এক কবরে জনৈক নওজোয়ানকে দেখা যাচ্ছিল। তার মাথার চুল ছিল খুবই কাল। তার ওষ্ঠদ্বয় এতো তরুতাজা ছিল যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র তাকে যেন কেউ পানি পান করিয়েছে। তার চোখ দুটি ছিল সুরমা মাখানো। তখনও তাঁর কোমরে তরবারির আঘাতের রক্তাক্ত ক্ষত পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরী ১৭২ সালে।

## শহীদের রক্তে সুঘ্রাণ

মুজাহিদগণের নিকট শহীদের রক্তের সুঘ্রাণের ঘটনা প্রশিদ্ধ। তারা কোনো এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথেই শহীদের রক্তের সুঘ্রাণ পেতে পারতেন যে, এখানে নিকটবর্তী কোন স্থানে শহীদ রয়েছেন।

মাওলানা আরসালান সাহেব যিনি আফগানিস্থানের পাকতিয়া প্রদেশের প্রশিদ্ধ কমান্ডার, তিনি বলেছেন, আমাদের একজন ছাত্র আব্দুল বাছির শহীদ হয়ে গিয়েছে। আমি এবং মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ রাতের আঁধারে তাঁকে খুঁজতে বের হয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ফাতহুল্লাহ বললো, আমরা শহীদের নিকটে এসে গিয়েছি। কারণ, আমি ভীষণ সুগন্ধী অনুভব করছি। একটু পরে আমি মোহিত হলাম এবং শহীদকে পেয়ে গেলাম। তাঁর শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত রাতের আঁধারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত এবং চমকপ্রদ দেখা যাচ্ছিল। (আয়াতুর রহমান, শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ (র.) পৃঃ ৭৪)

## হিংস্র জন্তুও শহীদের লাশকে সম্মান করে

আফগানিস্থানের মুজাহিদ ওমর হানিফ বলেন, আমি জিহাদের সময় রণক্ষেত্রে কোন শহীদকে এমন দেখিনি যার শরীর পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে এবং কোন শহীদের লাশকে এমন দেখিনি যে, কোন হিংস্র জন্তু স্পর্শ করেছে। অথচ কমিনিউষ্টদের লাশকে কুকুর এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু টানা-হেঁচড়া করেছে তা দেখেছি। অনেক শহীদের লাশ এক বছর পরও এমন দেখেছি, যেন এইমাত্র শাহাদাতবরণ করেছে এবং অঝোরে রক্ত ঝরছে।

মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব বর্ণনা করেন, আমার প্রায় বারশত শহীদের লাশ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু একটা লাশও পরিবর্তিত দেখিনি এবং একটা লাশের সাথেও কুকুরকে অসদাচারণ করতে দেখিনি। অথচ কমিউনিষ্টদের লাশের অহরহ এরকম দেখা গিয়েছে। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ১০০)

www.BANGLAKITAB.com


পাকতিয়ার মাওলানা জলীলুদ্দিন বলেন, আমি একজন শহীদের লাশও কুকুরকে স্পর্শ করতে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আমি একজন শহীদের লাশ এরকম দেখেছি যে, পঁচিশ দিন পর্যন্ত উপরে রয়েছে এবং তাঁর সাথে কমিউনিষ্টদের লাশও ছিল, যার সবগুলো কুকুরে খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, অথচ শহীদের লাশ স্পর্শ করেনি। (আয়াতুর রহমান, পৃ. ১০১)

## জ্বলন্ত তেলে নিক্ষেপিত শহীদের কাহিনী

আল্লামা ইবনে জাওযী (রা.) "উয়ূনুল হেকায়েত" গ্রন্থে আবু আলী যরীর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, শাম দেশে এক পরিবারে তিন ভাই ছিল। তাঁদের সময় তাঁরা বড় বাহাদুর ও বীর বলে খ্যাত ছিল। সর্বদা কাফেরদের সাথে সংগ্রাম করতো। এক যুদ্ধে রোমের বাদশাহ্ তাঁদেরকে বন্দি করে বললো, তোমরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে আমার রাজত্ব তোমাদের দান করবো এবং আমার কন্যাদেরকে তোমাদের সাথে বিবাহ দিবো। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলো এবং চিৎকার করে বলে উঠলো- হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহায্য করুন। এটা শুনে বাদশা তিনটি প্রকাণ্ড ডেগ তৈলপূর্ণ করে আগুনের উপর চাপালেন। একাধারে তিন দিন পর্যন্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল।

এদিকে প্রত্যহ তাদেরকে ডেগের নিকট নিয়ে বলতে লাগলো, তোমরা নাসারাদের ধর্ম গ্রহণ কর, নচেৎ এই ডেগে নিক্ষেপ করবো। তাঁরাও সব সময় অস্বীকার করতে লাগলো। চতুর্থ দিন পালাক্রমে প্রথমে বড় ভাই ও পরে দ্বিতীয় ভাইকে ডেগে নিক্ষেপ করা হল। তারপর তৃতীয় ভাইকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো এবং অনেক চেষ্টা করতে লাগলো, যেন নাছারার ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সে কিছুতেই গ্রহণ করলো না; অস্বীকার করলো।

ইত্যবসরে একজন অগ্নিপূজক এসে বললো, বাদশা নামদার! আমি তাকে ধর্মান্তরিত করতে পারবো। সে বললো, আরববাসীরা নারীজাতিকে অতিশয় ভালবাসে। আমার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, তাকে এই কন্যা দান করলে সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে। এ কথা বলে সে চল্লিশ দিন সময় নিল।

সে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার মেয়ের হাওয়ালা করে দিয়ে মেয়েকে বললো, এই লোকটিকে তোমার বশে এনে ধর্মান্তরিত করে দিবে। মেয়ে বললো, নিশ্চয় আমি এ কাজ সম্পন্ন করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যুবক

www.BANGLAKITAB.com


সারা দিন রোজা রাখে এবং সারা রাত ইবাদাত করে কাটাতে লাগলো। এরূপে এক মাস অতিবাহিত হল। কিন্তু সে রমনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না।

একদিন তার পিতা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে? মেয়ে বললো, তার দুই ভাই প্রাণ ত্যাগ করায় সে চিন্তিত। সে জন্য আমার দিকে আকৃষ্ট হয় না। আমাকে তার সাথে অন্য শহরে পাঠিয়ে দিন এবং বাদশাহর নিকট হতে আরো সময় নিন। তদানুসারে তাদেরকে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানেও যুবক পুরা দিন রোজা রাখে এবং সমস্ত রাত্রি ইবাদত করে কাটাতে লাগলো, রমনীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করলো না। নির্ধারিত সময়ের শেষ রাত্রে ঐ রমনী তাকে বললো, হে যুবক! তুমি তোমার প্রভুর আদেশ পালনে ও তাবেদারীতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছো। তোমার প্রতিপালক আল্লাহই সত্য। আমিও তোমার ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং পূর্ব পুরুষের বাতিল ধর্ম ছাড়লাম।

যুবক বললো, কি কৌশলে আমরা এই স্থান হতে পলায়ন করতে পারি?

রমণী একটি বলিষ্ঠ অশ্ব নিল। উভয়ে অশ্বে আরোহন করে পুরো রাত্রি পথ চলত এবং পুরা দিন লুকিয়ে থাকতো। একরাত্রে পথ চলছে, এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহীর আওয়াজ শুনতে পেল। একটু পরেই সেই যুবক দেখতে পেল, অশ্বারোহীরা তাঁর ঐ দুই নিহত ভাই। তাঁদের সাথে ফেরেশতাও ছিল। যুবক সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা তো নিহত হয়েছিলে, এখন কি করে এখানে এলে? তাঁরা বললো, আমাদের মৃত্যু এরূপ ছিল যে, আমরা ডেগে ডুব দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে উপনীত হলাম। এখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে তোমার সাথে এই রমণীর বিবাহ দিবার জন্য প্রেরণ করেছেন। অনন্তর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে তাঁরা যেখান হতে এসেছিল সেখানে চলে গেলো। যুবক নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশে পৌছালো। সাথে সাথে এই ঘটনা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

## আল্লাহ্পাক শহীদদেরকে জিন্দা রেখেছেন

ইবনে আসাকের ওমায়ের ইবনে হাব্বাব সোলামী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ওমায়ের (রা.) বলেন, বনি উমাইয়া যুদ্ধের সময় আমাদের নয়জন লোককে রোমের বাদশাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। বাদশা সকলেরই শিরোচ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। আট জনকে হত্যা করার পর নবম ব্যক্তির সময়

www.BANGLAKITAB.com


আমার পালা এলো। এ সময় একজন সুবেদার বাদশার মস্তক ও পদচুম্বন করে আরয করলো, এই ব্যক্তিকে আমায় দান করুন। বাদশা আমাকে তার হাতে ছেড়ে দিলেন। সে আমাকে তার গৃহে নিয়ে গেল। তার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাকে ডেকে এনে আমাকে বললো, তুমি জান, বাদশাহের দরবারে আমার মর্যাদা কত বড়? যদি তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ কর, তবে আমার এই কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব এবং আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তি তোমাকে দান করবো। আমি বললাম, নারীর লোভে আমার ধর্ম পরিবর্তন করবো না অথবা ধন সম্পদের লোভেও আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবো না।

দিন যেতে লাগলো, সে প্রত্যহ আমাকে বুঝাতে লাগলো। একদিন কন্যা আমাকে তার বাগানে নিয়ে গিয়ে বললো, কেন তুমি আমার পিতার কথা শুনছো না? আমি বললাম, স্ত্রী ও অর্থের বিনিময়ে স্বীয় ধর্ম কখনই পরিত্যাগ করতে পারি না আমি। সেই রমণী বললো, তুমি এখানে থাকা পছন্দ কর, নাকি, নিজ শহরে যেতে ইচ্ছা কর? আমি বললাম, নিজ শহরে যেতে পছন্দ করি।

আমার শহর এখান হতে অনেক দিনের পথ ছিল। সে আমাকে বললো, আকাশের ঐ নক্ষত্র ঠিক রেখে যেতে থাকবে। ভোর হলে কোন এক স্থানে লুকিয়ে থেকো, রাত্রি হলে পুণরায় যাত্রা করো। এরূপে তুমি নিজ শহরে পৌছতে পারবে।

আমি এখান হতে রওয়ানা হলাম। সমস্ত রাত্রি পথ চলে ভোরে এক স্থানে লুকিয়ে থাকতাম, চতুর্থ দিন এক স্থানে লুকিয়ে আছি, এমন সময় দেখলাম, কয়েকজন আশ্বারোহী আগমন করছে। আমার ভয় হল, হয়তো শত্রু আমার সন্ধানে এসে এখানে পৌছেছে। তারা অধিক নিকটবর্তী হলে দেখলাম, তারা ঐ সকল সাথী যাদেরকে রোমের বাদশাহ্ হত্যা করেছিল। তাদের সাথে আরো কয়েকজন শ্বেত অশ্বের আরোহী ছিল। তারা আমাকে ডেকে বললো, কে, ওমায়ের নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ওমায়ের। আমি বললাম, তোমাদেরকে তো হত্যা করা হয়েছিল। পুণরায় কি করে এলে? তারা বললো, আমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ঠিক কিন্তু শহীদ মৃত নয়।

www.BANGLAKITAB.com



**ঈমানদারের পুলসিরাত**

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (র.) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, অন্য একজনকে বলেছে, আমার এবং তোমার মধ্যে পুলসিরাত ফায়সালা করবে। তখন আমি ভবলাম, এ ব্যক্তি পুলসিরাত ও পুলসিরাতের হাকিকত সম্পর্কে জানে না। যদি সে পুলসিরাত সম্পর্কে জানতো তাহলে সে কখনই কারো সাথে উঠাবসা ও মেলা-মেশার মত সম্পর্ক রাখা পছন্দ করতো না । [ইবনে আবিদ দুনিয়া]

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) তাঁর বিবিকে বলতেন, হে উম্মে মুসলিম, নিজের সফরের সামান সংগ্রহ করো অর্থাৎ আখেরাতের প্রস্তুতি নাও-জাহান্নামের পুলসিরাত পার করানোর কেউ নেই।

**আশ্চর্য ঘটনা**

আবুল ইয়ামান বলেন, কালো চুল-দাড়িবিশিষ্ট এক যুবক রাতে ঘুমাল। সে স্বপ্নে দেখলো, সকল মানুষ জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডের পাশে জড়ো হয়েছে। তার উপর একটি পুল। মানুষ পুল অতিক্রম করছে। তারা মানুষদের নাম ধরে ডাকছিল। যাদের কেউ মুক্তিপ্রাপ্ত আর কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। সে বললো, এক ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাকলো। আমিও পুলসিরাতের উপর উঠলাম। তা ছিল তরবারির মত ধারালো। আমার ডান-বাম এর প্রভাবে কাঁপছিল। আবুল ইয়ামান বর্ণনা করেন, যখন সকাল হল সেই লোকের চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেল। শারীরিক এ পরিবর্তন ভয়ঙ্কর স্বপ্নের প্রভাবে ঘটেছে। [ইবনে আবিদ দুনিয়া]

**একটি ঘটনা**

হযরত আসওয়াদ ইবনে সালেম এক লোককে নিম্নবর্ণিত পঙক্তি দুটো আবৃত্তি করতে শোনলেন-

امامي موقف قوام ربي يسئلني وينكشف الغطاء

وحسبي ان امر على صراط كحد السيف اسفله لظاء.

আমার সামনে আল্লাহর দরবার হাশর উপস্থিত, যে হিসাব নিবে এবং গোপন সব উন্মোচন করে দিবে। আমার শিক্ষার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে,

www.BANGLAKITAB.com


আমি পুলসিরাত অতিক্রমকারী, যা তরবারীর ন্যায় ধারালো আর নিচে অগ্নিকুণ্ডের জাহান্নাম। এ পঙক্তি দুটি আবৃতি করে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

**পুলসিরাতের দূরত্ব**

বাশার ইবনে হারেস (র.) বলেন, আমাকে হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (র.) বর্ণনা করেন, হে বাশার পুলসিরাতের দূরত্ব এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোমিটার। চিন্তা কর, তা অতিক্রমকালে তোমার কি অবস্থা হবে?

**পুলসিরাত অতিক্রম ও সময়**

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাম্মাক (র.) বলেন, আমি বসরার কয়েকজন বুযুর্গের নিকট শুনেছি, পুলসিরাতের দূরত্ব তিন হাজার বছরের রাস্তা, এক হাজার বছর উপরের দিকে উঠবে, এক হাজার বছর সমানভাবে চলবে, এবং এক হাজার বছর নিচের দিকে চলবে। হযরত ফয়েজ ইবনে ইসহাক (র.) হযরত ফুযায়েল (র.) থেকে বর্ণনা করেন, পুলসিরাতের দৈর্ঘ্য তিন লাখ বিশ হাজার মাইল।

**নেককারদের জন্য পুলসিরাত**

হযরত সায়িদ ইবনে হেলাল (র.) বলেন, আমি এ হাদিস শুনেছি যে, কারোর জন্য পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন হবে। আর কারোর জন্য অনেক মোটা রাস্তার মত হবে।

হযরত সাহাল তসতুরি (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবন যার খুব সংকটে ছিল তার জন্য পুলসিরাত প্রশস্ত হবে। আর যার দুনিয়ার জীবন খুব প্রসন্নতায় কেটেছে। পুলসিরাত তার জন্য সংকীর্ণ হবে।

**ফায়েদা:** হযরত সাহাল তুসতুরি (র.)-এর বর্ণনার ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজের নফসের বিরুদ্ধাচারণ করে, আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে তার জন্য পুলসিরাত সহজ হবে।

হযরত উতবা বিন আবদিন সালামী (র.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক (সা.) বলেন, জিহাদে নিহত ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। সুতরাং যখন শত্রুদের সাথে মুকাবেলা হয়েছে, তখন এমনভাবে (সাহস এবং বীরত্বের সাথে) যুদ্ধ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে। এ ব্যক্তি এমন শহীদ যাকে জিহাদের সর্ব প্রকার কষ্ট-যাতনা দ্বারা পরিক্ষা করা হয়েছে এবং

www.BANGLAKITAB.com


আখেরাতে তাঁর ঘর হবে আরশের নিচে (আল্লাহর বিশেষ তাবুর মধ্যে)। আর আম্বিয়া (আ.) এবং তাঁর মধ্যে শুধুমাত্র নবুয়াতের স্তরই পার্থক্য থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার-ঐ মুমিন ব্যক্তি যার ভাল খারাপ উভয় প্রকার আমল রয়েছে। যে তাঁর জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। তখন সে এমনভাবে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন, এ ব্যক্তির শাহাদাত ক্ষমার কারণ হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত গোনাহ এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এ কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তরবারী গুনাহসমূহকে অত্যন্ত বেশি মোচন করে। জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে সে ইচ্ছা করবে, তাকে প্রবেশ করানো হবে।

তৃতীয়-মুনাফেক ব্যক্তি সে (যদি) তার জান মাল নিয়ে জিহাদ করেছে এবং শত্রুদের সাথে প্রচণ্ড লড়াইও করেছে, এমনকি নিহত হয়েছে। তবুও সে দোযখে যাবে। কারণ তরবারী মুনাফেকীকে মোচন করে না। অর্থাৎ নেফাকীর গুনাহ ক্ষমা হয় না। (মেশকাত শরিফ দারেমীর বরাত দিয়ে, পৃঃ ৩৩৫)

## শহীদের শেষ চিঠি

গাজী আনোয়ার পাশা তুর্কি উচু স্তরের বীর মুজাহিদ। সারাটি জীবন তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে কাটিয়েছেন। অবশেষে বলশোভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। তাঁর প্রিয় স্ত্রী ছিলেন শাহজাদী নাজীয়া সুলতানা। শাহাদাতের মাত্র এক দিন পূর্বে তিনি প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর নিকট ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন। শাহাজাদী তুর্কী সংবাদপত্রে সে চিঠিটা প্রকাশ ও প্রচার করেন। সেখান থেকে অনুমতি হয়ে ২০শে এপ্রিল ১৯২৩ ইং সালে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। চিঠিটা খুবই গুরত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন-

আমার জীবন সঙ্গিনী, আয়েশ আনন্দের মূলধন প্রিয় নাজিয়া! আল্লাহ তা'য়ালা তোমার রক্ষক। তোমার সর্বশেষ চিঠি এই মূহুর্তে আমার সামনে। দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, তোমার এই পত্র সর্বদা আমার বুকের উপর থাকবে। তোমার রূপ আমি দেখতে পারছি না, কিন্তু দেখছি তোমার গুণাবলী, চিঠির ছত্রে ছত্রে এবং অক্ষরগুলোতে তোমার আঙ্গুলও নড়াচড়া করছে, যে আঙ্গুলগুলো কখনও কখনও আমার চুল নিয়ে খেলা করতো। তাবুর এই

www.BANGLAKITAB.com


অন্ধকারে তোমার চিত্র কখনও কখনও আমার নজরে ভেসে আসে। আহ! তুমি লিখেছ, আমি তোমায় ভুলে গেছি। তোমার নজরে আমি বহু দূর-দূরান্তে আগুন আর খুন নিয়ে খেলছি। সামান্যও আমি পরওয়া করছি না যে, একটি মেয়ে আমার বিচ্ছেদে রাতভর অনিদ্রায় তারকা গুনছে।

তুমি বলেছ, "যুদ্ধের সাথে আমার প্রেম, তলোয়ারের সাথে আমার ভালবাসা।" এসব লেখার সময় তুমি মোটেও ভাবনি যে, তোমার এই শব্দগুলি যেগুলো প্রকৃত প্রেমই লিখতে বাধ্য করেছে। আমার মনকে কিভাবে খুন করে ফেলবে, আমি কিভাবে তোমাকে প্রত্যয় এনে দিতে পারি যে, দুনিয়াতে তোমার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। আমার সমস্ত ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল তুমিই। আমি কখনও কারো সাথে প্রেম করিনি। একমাত্র তোমার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম করেছি। এই প্রেম আমার মন কেড়ে নিয়েছে, তা সত্ত্বেও আমি তোমার হতে বিচ্ছিন্ন কেন? এই প্রশ্ন তুমি যথার্থভাবে করতে পার।

শোন! আমি তোমার হতে এই জন্য বিচ্ছিন্ন হইনি যে, আমি ধন সম্পদের লোভী। এই জন্য পৃথক হইনি যে, আমার জন্য একটা রাজকীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করছি, যেমন আমার শত্রুরা প্রচারণা চালিয়েছে। আমি তোমার নিকট থেকে এই জন্য বিচ্ছিন্ন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমার উপর জিহাদ ফরজ করেছেন, এই দায়িত্ব আমাকে এখানে টেনে এনেছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর চাইতে বড় কোন ফরজ নেই। এই ফরজ আদায়-ই মানুষকে জান্নাতুল ফিরদাউসের যোগ্য বানিয়ে দেয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি সে ফরজ আদায়ের শুধু নিয়ত নয় বরং বাস্তবে আঞ্জাম দিচ্ছি। তোমার বিরহ বেদনা আমার অন্তরে প্রতিটি মূহুর্তে করাত চালায়। তবে বিচ্ছেদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ, তোমার ভালোবাসাই একমাত্র বস্তু যা আমার দৃঢ় সংকল্পের সম্মুখে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার কারণ হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালার হাজারও শোকর, আমি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আল্লাহর প্রেম ও তাঁর হুকুমকে নিজস্ব প্রেম ও স্বীয় সত্তার উপর প্রাধান্য দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমি সফল। তোমারও আনন্দিত হওয়া উচিত, আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

তোমার স্বামী এত মজবুত ঈমানের অধিকারী যে, আল্লাহর মুহাব্বাতের উপর তোমার প্রেম ভালবাসাকে কুরবান করতে পারে। তোমাদের উপর

www.BANGLAKITAB.com


সশস্ত্র জিহাদ ফরজ নয়। তবে তোমরাও জিহাদের ফরয থেকে ব্যতিক্রম নও। নর হোক কিংবা নারী: কোন মুসলমানই জিহাদের হুকুমের বাহিরে নয়। তোমার জিহাদ হল ব্যক্তি স্বার্থ ও নিজস্ব প্রেম ত্যাগ বা আপন স্বামীর সাথে প্রকৃত ভালবাসা প্রাধান্য দেয়া, আপন স্বামীর সাথে প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্ক আরো সদৃঢ় করা। দেখ, কখনো এ দোয়া কর না, যেন তোমার স্বামী জিহাদ থেকে সহীহ সালামতে কোন মতে ফিরে তোমার প্রেমের আশ্রয় নিতে পারে'। এই দোয়া ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক। এটা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট পছন্দনীয় নয়। তুমি দোয়া কর-আল্লাহ তা'য়ালা যেন তোমার স্বামীর জিহাদকে কবুল করে নেন। তাকে সফলতার সাথে ফিরিয়ে আনেন অথবা শাহাদাতের পেয়ালা তার মুখে নসীব করেন, মনে রেখ, এই ঠোঁট কখনও শরাব স্পর্শ করে অপবিত্র হয়নি, বরং সর্বদা তেলাওয়াত ও যিকরে এলাহিতে সোচ্চার ছিল।

আহ! সে মূহূর্তটি কতই না মুবারক, যখন আল্লাহর রাহে সে মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যে মস্তকটিকে তুমি রূপসী বলে আখ্যায়িত করতে। আনোয়ারের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, সে যেন শহীদ হতে পারে, খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে যেন তার হাশর হয়। দুনিয়া কয়েক দিনের। এটি ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু নিশ্চিত। তাহলে মৃত্যুর আবার ভয় কিসের? মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তাহলে বিছানায় গিয়ে মরবো কেন? শাহাদাতের মউত মৃত্যু নয়, অনন্ত জীবন। নাজীয়া! আমার ওসিয়ত শুনে নাও। আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার ভাই নূরী পাশার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার পর নূরীই আমার সবচেয়ে প্রিয়, আমি চাই আমার পরকাল সফরের পর সে যেন জীবন ভর তোমার সেবা করে যায়। আমার দ্বিতীয় ওসিয়ত হলো, তোমার যতগুলো সন্তান হবে, সবাইকে আমার জীবন সম্পর্কে অবহিত করবে। তাদের সবাইকে ইসলাম ও দেশের সেবার উদ্দেশ্যে ময়দানে রণাঙ্গনে পাঠাবে। তুমি যদি তা না কর, তাহলে জান্নাতে আমি তোমার প্রতি রুষ্ট হবো। তৃতীয় ওসিয়ত হল, তুমি সর্বদা মোস্তফা কামাল পাশার শুভ কামনা করবে, সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সহযোগিতা তার করবে। কারণ, বর্তমান দেশের মুক্তি আল্লাহ তা'য়ালা তার হাতে রেখেছেন। (মোস্তফা কামাল এ চিঠি লেখার সময় একজন মুজাহিদ ছিলেন, ইসলাম বিরোধি কোন পদক্ষেপই এ পর্যন্ত তিনি নেননি, পরবর্তিতে যা নিয়েছিলেন।)

www.BANGLAKITAB.com


প্রিয়তমা!
এখানেই ইতি টানছি। জানি না আমার কেন মনে হয়, এই চিঠির পর আর কখনও তোমার নিকট পত্র লিখতে পারবো না। বিচিত্র কিছু নয় যে, আগামী কালই আমি শহীদ হয়ে যাব। দেখ, ধৈর্যধারণ করবে। আমার শাহাদাতে পেরেশান না হয়ে আনন্দিত হবে। কারণ, আল্লাহর পথে শাহাদাত তোমার গর্বের বিষয়।

নাজিয়া! এবার ইতি! কল্পনার জগতে তোমার গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করছি। ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে একত্রিত হবো। আর কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না তোমার আনোয়ার। (তুরাকানে আহবারঃ আঃ মজিদ আতিকি, ১২৭-১৩০) শাহাদাতের পর তাকে তার স্ত্রী জান্নাতের হুর গেলমানের মাঝে আনন্দিত অবস্থায় দেখেছিল। শহীদ মৃত নয়।

## আম্বিয়ায়ে কেরামের বরযখী যিন্দেগী

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরও আলমে বরযখে আছেন। যদিও শহীদগণ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে এসেছে যে, তাদেরকে মৃত বল না। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁরা এ জগত ত্যাগ করার পরও জীবিত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা বাইহাকী (র.) এবং প্রখ্যাত গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক পুস্তক রচনা করেছেন এবং 'নবীগণের হায়াত' প্রমাণিত করেছেন। আল্লামা (র.) স্বীয় ফাতাওয়ায় লিখেছেন, রাসূলে আকরাম (সা.) এবং অন্যান্য আম্বিয়া কেরাম কবরে জীবিত হওয়ার বিষয়টি দলীলসহ অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাওয়াতুরের অকাট্য স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, আম্বিয়া (আ.) জীবিত এবং নিজ নিজ কবরে নামাজ পড়েন। (আবু ইয়ালা) এ নামাজ বাধ্যতামূলক নয়, বরং তৃপ্তির জন্য।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, জুমার দিন আমার প্রতি বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করবে, কেননা এ দিনটা মাশহুদ । এর অর্থ ফেরেশতাগণের এ দিনে অধিক মাত্রায় সমাগম ঘটে। তারপর তিনি বলেন, তোমাদের যে কেউ আমার উপর দুরুদ পাঠ করে, তা আমার নিকট তৎক্ষণাৎ পেশ হয় যতক্ষণ সে এতে লিপ্ত থাকে। জিজ্ঞাসা করা হল,

www.BANGLAKITAB.com


ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার এন্তেকালের পর কি হবে? উত্তর দিলেন, ইন্তেকালের পরও আমার নিকট দুরুদ পেশ করা যেতে পারে; কেননা, আল্লাহর রাসুলগণ পরজগতে গিয়েও জীবিত থাকেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা জমিনের জন্য নবীগণের শরীর ভক্ষণ করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবীগণ জীবিত থাকেন এবং তাঁদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।

(ইবনে মাযাহ)

উক্ত হাদিস শরিফ দ্বারা জানা গেল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ইহজগত ত্যাগ করে জীবিত আছেন এবং রিযিকও প্রাপ্ত হন। এই রিযিক ঐ জগতেই উপযোগী। শহিদগণ সম্পর্কেও রিযিকপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম এর জীবন এবং রিযিকপ্রাপ্তি শহীদগণের চেয়ে পরিপূর্ণ। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আশি'আতুল লামআত শরহে মেশকাত গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের হায়াতের বিষয়টি সর্বসম্মত। এতে কারো দ্বিমত নেই।

**উহুদ যুদ্ধের কোনো শহীদের দেহ বহু বছর পরও নিখুঁত পাওয়া গেছে**

মুয়াত্তা ইমাম মালিক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমর ইবনে জামুহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর কবর পানির স্রোতে ভেঙ্গে গেল। তাঁরা উভয়েই আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের উভয়কে এক কবরে দাফন করা হয়েছিল। যখন পানিতে কবর ভেঙ্গে গেল, তখন অন্য স্থানে দাফন করার জন্য তাঁদের কবর খোদাই করা হলে দেখা গেল, তাঁদের দেহে সামান্য পরিবর্তনও আসে নাই। মনে হচ্ছিল, যেন কালই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধে সংঘটিত হওয়ার ছিচল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) স্বীয় রাজত্বকালে মদীনা শরিফে যখন নহর খনন করতে মনস্থ করলেন, তখন এ প্রবাহ পথে উহুদের কবরস্থান পড়ল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ঘোষণা করে দিলেন, যেন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের লাশ স্থানান্তরিত করে ফেলে। এ লক্ষ্যে যখন বের করা হল, তখন লাশগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত ও তরু-তাজা মনে হচ্ছিল। ঠিক তখনই আরেকটি ঘটনা ঘটলো। তাহলো, খননকার্য চলাকালে অলক্ষ্যে হযরত হামযা (রা.) এর কদম মুবারকে কোদাল লেগে গিয়ে তৎক্ষণাৎ রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এ ঘটনা উহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরের। (মুখতাছার তাযকিরাতুল কুরতুবি)

www.BANGLAKITAB.com


হযরত আমিরে মু'আবিয়ার শাসনামলে উহুদ প্রান্তরের তলদেশে যখন নহর খনন করা হয়, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আমর ইবনে জামুহ (রা.)-এর লাশ সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া গেছে। লাশ উত্তোলনকালে তাঁদেরকে স্বীয় ক্ষতস্থানের উপর হাত চেপে ধরে রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। কেউ ক্ষতস্থান থেকে তাঁদের সেই হাতগুলো সরিয়ে দিলে তৎক্ষণাত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহ শুরু হয় এবং কালবিলম্ব না করে সেই হাত গুলো আবারো সেই ক্ষতস্থানটি সজোরে চেপে ধরে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ছাড়া আরো কতিপয় আকাবিরে উম্মত সম্পর্কে জীবন চরিত্র ও ইতিহাসের গ্রন্থাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, দাফনের বহু বছর পর দেখা গেছে, তাঁদের দেহে কোন বিকৃতি ঘটে নাই।

আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে তো হাদিসের অকাট্য সিদ্ধান্ত আছে যে, তাদের দেহকে মাটি ভক্ষণ করতে পারবে না। তবে কোন উম্মতকেও যদি আল্লাহ তা'য়ালা এই মর্যাদায় ভূষিত করেন, তবে তাও তাঁর রহমত ও কুদরতের পক্ষে অসম্ভবের কিছু নয়। প্রখ্যাত কুর'আন ব্যাখ্যাকার, নামকরা হাদিস বিশারদ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ ও অনুবাদগ্রন্থ 'আল্ মুনতাজাম' নামক কিতাবে আলোচ্য বিষয়ের অনেকগুলো বিরল ঘটনা সংকলন করেছেন। তাঁর সংকলিত ঘটনারাজি থেকে দুটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হল–

## কবর দেওয়ার পর পূণর্জীবন লাভ

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া নামক জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তাকে যথাস্থানে দাফন করা হয়। এদিকে রাতের বেলা কাফন চোরেরা কাফন চুরির জন্য তার কবরটি সম্পূর্ণ খুলে ফেলে। দুস্কৃতিকারীরা কবর খোলা মাত্রই উক্ত কবরে সমাধীস্থ ব্যক্তি উঠে বসে এবং তৎক্ষনাৎ সে দ্রুত দৌড়ে এসে নিজের বাড়িতে পৌছে যায়। এভাবে কবর থেকে উঠে আসার পর সে দীর্ঘদিন যাবত জীবিত ছিল। তাকে কাফনওয়ালা বা নিজের কাফন বাহক বলে ডাকা হত।

এমনিভাবে আরেকজন লোককে সমাধিস্থ করা হলে কাফন চুরির জন্য কাফন চোরেরা যখন কবর খুললো, তখন সে জীবিত হয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো। এ ঘটনার পর বহুদিন জীবিত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ঔরশে একটি পুত-পবিত্র সন্তানও দান করেছিলেন, যার নাম ছিল আব্দুল মালেক।

www.BANGLAKITAB.com


### দাফনের ৭০ বছর পরেও অক্ষত লাশ

দালায়িলুল খায়রাত গ্রন্থের প্রখ্যাত গ্রন্থকার হযরত মাওলানা সুলাইমান (র.) ৮০০ হিজরী সনে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। বলাবাহুল্য, দাফনের সুদীর্ঘ ৭০ বছর পর তাঁর লাশ কে মরক্কো স্থানান্তর করার জন্যে কবর খোলা হলে তার শবদেহ এবং কাফন-সামগ্রী সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া যায়।

### শুহাদায়ে উহুদের কবর যিয়ারত

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী পাক (সা.) উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করে বলেছিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার নবী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এঁরা শহীদ। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে যিয়ারত করবে ও তাঁদের প্রতি সালাম করবে, তারা তাঁদের সালামের জওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবে।

আতাফ (রা.) বলেন, আমার খালা উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করেছিলেন। তার সাথে সওয়ারী জন্তুর জন্য দুটি গোলাম ছিল। তিনি দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে সালাম করার পর তিনি স্পষ্টভাবে সালামের জওয়াব শুনেছিলেন। এও বলতে শুনেছিলেন যে, আমরা তোমাদেরকেও চিনে থাকি যেরূপ তোমরা পরস্পরকে চিনে থাক।

বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) প্রত্যেক বছর উহুদের শহিদদেরকে যিয়ারত করতে যেতেন। কবরের নিকটবর্তী হলে তিনি উচ্চস্বরে বলতেন-

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান (রা.) প্রত্যেক বছর উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। হযরত ফাতেমা (রা.) ও সা'য়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসও সেখানে যেতেন।

### হামযা (রা.)-এর কবর হতে জবাব এলো

ফাতেমা খোজাই (রা.) বলেন, আমি আমার ভগ্নির সাথে উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করতে গিয়েছিলাম।

হযরত হামযা (রা.)-এর কবরের নিকট গিয়ে বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আম্মা রাসূলিল্লাহ' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূলের চাচা,

www.BANGLAKITAB.com


আপনার প্রতি সালাম। কবর হতে জওয়াব এলো, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাতি ওয়া বারাকাতুহু।

## খুবাব (রা.)-এর অক্ষত লাশ

ক'জন ধোঁকাবাজ কাফের একদা হুজুর (সা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বলল- হুজুর! আমরা মুসলমান হয়েছি। আমরা ওমুক এলাকা থেকে এসেছি। আমাদের এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলামী শিক্ষার জন্য ক'জন শিক্ষক প্রয়োজন। যেন আমাদের এলাকার লোকেরা দ্বীন শিখতে পারে। হুজুর (সা.) বললেন- আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি তোমাদের সাথে দ্বীনের মুবাল্লেগ পাঠাচ্ছি, যাঁরা তোমাদেরকে পূর্ণ দ্বীন শিক্ষা দিবে।

হুজুর (সা.) ১০ জন সাহাবী নির্বাচিত করলেন, যাঁরা সবাই ছিলেন হাফেজ ও ক্বারী। হুজুরের নির্দেশ মতে, সবাই রওয়ানা হলেন ঘাতকদের সাথে। কেউ বুঝতে পারছিলেন না যে, ওরা ধোঁকাবাজি করছে।

কা'বার প্রতিপালকের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি।' (মদিনা শরিফে এ সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর) রাসুল (সা.) সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভাই শহীদ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেছে, আমরা যে তোমার সান্নিধ্য লাভ করেছি এমতাবস্থায় যে, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট আবার তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট।

(মুসলিম শরিফ ২ ঃ ১৩৯)

## সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ উত্তোলন

পাকিস্থান নিবাসী ডা. নুর আহমাদ নূর বলেনঃ ১৯৬৮ সালের ঘটনা। আমি তখন সৌদি আরবের বারিদা নামক স্থানে একটি উচ্চপদে কর্মরত ছিলাম। একবার জুমার দিন রাসুলে করীম (সা.)-এর রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ গেলাম। সেখানে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে অবস্থান করলাম-ডাক্তার বন্ধুটি ছিলেন তখন অত্যন্ত অসুস্থ। এদিকে অসংখ্য রুগী তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। বাসায় প্রচন্ড ভিড় জমে গেলো রোগীদের। শেষে বন্ধুবর আমাকে রোগী দেখার জন্য অনুরোধ জানালেন।

বন্ধুর অনুরোধে আমি রোগী দেখা শুরু করলাম। একেক করে সবাইকে প্রেসক্রিপশন করে দিলাম। ইতিমধ্যে এক যাযাবর রোগী দেখার জন্য আমাকে উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে নিয়ে গেলেন। শুহাদায়ে ওহুদের (উহুদ

www.BANGLAKITAB.com


যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীগণ) কবরের পাশেই একটি অনাড়ম্বর তাবুর মাঝে সেই রুগী বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলো। আমি তাকে দেখে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। তারপর সেই বয়োবৃদ্ধ বেদুঈন আমাকে হযরত হামযা (রা.) কবরের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে হযরত হামযা (রা.) কে পাহাড়ের উপত্যকায় কবর দেওয়া হয়েছিল। একদা প্রচন্ড ঝড় ও প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হলে তাঁর কবর পানিতে ডুবে যায়। হেযাযের (মক্কা-মদিনার) শাসনকর্তা ছিলেন তখন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ঘটনাক্রমে তিনি তখন স্বপ্নযোগে হযরত হামযা (রা.) কবর যিয়ারত করলেন। কবর যিয়ারতকালে হযরত হামযা (রা.) কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন, 'হে মক্কার অধিপতি! বৃষ্টির পানি আমাকে সংকুচিত করে রেখেছে। আপনি অতিসত্বর এর একটা সুষ্ঠ সুরাহা বের করুন। আমাকে পানির গ্রাস থেকে উদ্ধারের সুব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হওয়ার পর হেযাযের শাসনকর্তা তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরামদের নিয়ে এ ব্যাপারে একটা পরামর্শ সভা ডাকলেন। যথাসময়ে দীনদার-বুদ্ধিজীবিদের এ শীর্ষ বৈঠক বসলো। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, হযরত হামযা (রা.) কবরকে খুলে দেখতে হবে, তাতে লাশ সুসংরক্ষণের ব্যাপারে প্রতিকূলতা সৃষ্টিকারী বা প্রতিবন্ধক কোন বস্তু আছে কি না। যদি এমন কোন বস্তু থাকে, তাহলে লাশকে এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র দাফন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবর খোলা হল। দেখা গেল যে, সত্যিই তাঁর কবরে পানি ঢুকে পড়েছে। পরিশেষে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর লাশকে উঁচু ও নিরাপদ ভূমিতে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হল।

বৃদ্ধ যাযাবর আরো জানানঃ হযরত হামযা (রা.)-এর সেই পুরাতন কবর খোলার কাজে অন্যান্য লোকদের সাথে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। কবর খোলার সময় অসতর্কতাবশতঃ হঠাৎ তাঁর হাঁটুতে কোদালের মৃদু আঁচড় লাগলে সেখান থেকে সাথে সাথে খুন প্রবাহিত হতে থাকে। সাথে সাথে তাতে পট্টি (ব্যাণ্ডেজ) বেঁধে দেওয়া হল। অবস্থাদৃষ্টে উপস্থিত সকলে একেবারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। হযরত হামযা (রা.) কাফনাবৃত দেহকে খোলা হলে দেখা গেল যে, তাঁর শরীরের নিম্নভাগে বিছানো কাফন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। ক্ষতস্থানসমূহ হতে অনবরত তপ্ত রক্ত ঝরছে।

www.BANGLAKITAB.com


চোখের কুঠুরি বহির্ভূত দু' টো চক্ষু, কর্তিত কর্ণদয় আর বিদীর্ণ উদর নিয়ে সুমহান আত্মতৃপ্তি সহকারে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখলেন। তারপর তাকে এই অবস্থায়ই পুরাতন কবর থেকে উত্তোলন করতঃ উঁচু ও নিরাপদ স্থানে পূর্বাবস্থাতেই পুনঃ দাফন করা হল।' (সুবহানাল্লাহ্)।

বুড়ো যাযাবার হযরত হামযা (রা.) লাশ উত্তোলন সংক্রান্ত ঘটনাটি এ জন্য আমাকে বিস্তারিতভাবে শুনালেন, যাতে আমার ঈমান অধিকতর তাজা ও পরিপক্ক হয়, পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার আকিদা-বিশ্বাস যেন আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হয়, মৃত্যুর পর অনন্তকালীন জীবনকে আমি যেন পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। কেননা, মৃত্যুর পর যদি আমাদের পুনরুত্থান না-ই হত, তাহলে শাহাদাতবরণের সুদীর্ঘ ১৪ শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মাটি-গর্ভে দাফনকৃত হযরত হামযার (রা.)-এর লাশ এভাবে সুরক্ষিত থাকতো না।

## সাহাবায়ে কিরামের তরুতাজা লাশ

পাকিস্তান নিবাসি ডাক্তার নূর আহমদ নূর বলেনঃ বিগত কয়েক বছর আগে মসজিদে নববীকে 'জান্নাতুল বাকী' (মদিনার সুপ্রসিদ্ধ কবরস্থান)-এর দিকে অনেকটা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্য সম্পাদনকালে পথিমধ্যে কয়েকজন সাহাবার (রা.) কবর পাওয়া গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সালে আমি যখন 'মদিনা সফরে' গিয়েছিলাম, তখন নিজ চোখে এ মহা মনীষীদের কবরসমূহ দেখে এসেছিলাম। কবরগুলো শত শত বছর পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও তাতে সেই কাঁচা দেয়ালের চিহ্নাদি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মসজিদে নববীর সম্প্রসারণকল্পে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) সেই কবরগুলোকে খুলে তাদের লাশগুলোকে জান্নাতুল বাকিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ বছরেই তৎকালীন নাওয়ায়ে ওয়াক্ত পত্রিকা এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো।

তখন ছিল হজ্জের মৌসুম। সমগ্র পৃথিবী থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পবিত্র হজ্বব্রত পালন করতে এসেছেন। তাই লক্ষ-লক্ষ মানুষের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে মক্কা ও মদিনায়। সাহাবাদের (রা.) কবর খোলার কাজটি রাতের বেলা সম্পাদন করা হল। যাতে এ ঘটনা জানতে পেরে সকল হাজী সাহেবানরা এক সাথে এসে ভীড় করলে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের পক্ষে এ দুরূহ কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

www.BANGLAKITAB.com


সাহাবাদের (রা.) কবর খুলে যথা সময়ে তাঁদের লাশ বের করা হল। দেখা গেল যে, তাঁদের দেহাবয়ব সম্পূর্ণ অক্ষত ও সতেজ-সজীব অবস্থায় রয়েছে। লাশ বিনষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের কবরে কোন একটা পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে কবর খুলে সাহাবাদের (রা.) লাশ উত্তোলনের কথা জানতে পেরে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক হাজী সাহেবানরা এসে ঘটনাস্থলে হাজির হন এবং নয়নভরে তাঁদের দীদার লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আমার কয়েকজন বন্ধুও সেই বছর হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদিনা সফর করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তারাও স্বচক্ষে সাহাবাদের (রা.) সেই তরু-তাজা লাশগুলো দেখেছিলেন।

## শত বছরের পুরাতন শহীদের লাশ ও তার বিস্ময়কর খাদ্য

পাকিস্তানের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ নূর আহমাদ বলেন, আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। আমার এক বন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের নৌ-বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী। তার এক ছেলে ছিল পাগল। যাকে অধিকাংশ সময় দড়ি বা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। অন্যথায় একটু ছাড়া পেলেই সে ঘরের সকল আসবাবপত্র ভেঙ্গে প্রায় কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি-সাধন করে ফেলে। পরিশেষে বন্ধুবর তার ছেলেটিকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং অশ্রুশিক্ত নয়নে আমার নিকট এই মর্মে অভিযোগ করতে থাকেন যে, ডাক্তার সাহেব! সে আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। তার রোগারোগের জন্য অতি শীঘ্রই একটা সফল চিকিৎসা করুন। নইলে এক্ষুণি আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করবো।

তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠের অভিযোগ শুনে প্রতিউত্তরে আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, জনাব, কখনো এমন কথা বলবেন না, যা রোজ হাশরে আপনার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন।

আমার কথাগুলো শুনে বন্ধুবর অনেকটা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেনঃ- মৃত্যুর পর কে আবার আমাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন? কার কাছে আমাদের এ ব্যাপারে জবাবদেহী করতে হবে? (নাউজুবিল্লাহ....) এবার আমি তাঁর উদ্যত কণ্ঠের কথাগুলো শুনে এই জন্য নিরব ও নিরোত্তর হয়ে গেলাম যে, তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে আমি তাকে কিছু বললে তিনি হয়তো আরো জঘন্যতম কুফরি কথা বলে ফেলতে পারেন। আমাদের দুই জনের মধ্যে কথোপকথন সে দিনকার মত মোটামুটি এখানেই শেষ।

www.BANGLAKITAB.com


কিছুদিন পর সেই বন্ধু পাকিস্তানের ডেরাগাজী খাল এর খননকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে সহযোগিতা করার জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হন। কর্তব্যের ডাকে সাড়া দেওয়ার লক্ষ্যে 'ডেরাগাজী খালে' উপস্থিত হলে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের তিনি এক জায়গায় একত্রিত হয়ে সজোরে চিৎকার করতে দেখেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে (বন্ধুকে) আসতে দেখে শ্রমিকরা তাঁর কাছে দৌড়ে এসে বলতে লাগলো- স্যার! নহরের তলদেশে একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে মানবদেহের বিশেষ একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকদের এই আশ্চর্য কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন, সত্যিই সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে মানব দেহের একটি বিশেষ অঙ্গ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে তিনি সুড়ঙ্গের উপর থেকে মাটিগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য শ্রমিকদের নির্দেশ দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খানিকটা এগিয়ে সুড়ঙ্গের কাছে চলে গেলেন। দেখা গেল, নহরের তলদেশে পড়ে আছে মানুষের একটি অখণ্ড লাশ। তাতে দুটি বস্তু রয়েছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যে, উক্ত মরহুমের শরীরে পরনের কাপড়গুলো (কাফনের কাপড়) তাজা রক্ত মাখা অবস্থায় রয়েছে। যার দ্বারা মনে প্রবল ধারণা হচ্ছিল যে, এটা নিশ্চয় কোন শহীদের লাশ হবে।

আরও বিস্ময়কর অপর বস্তুটি হচ্ছে যে, কুদরতী কায়দায় সুস্বাদু ফলসদৃশ একটি সুদর্শন বস্তুকে তাঁর মুখের উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। যার নির্যাস থেকে নিঃসৃত ফোঁটা ফোঁটা রস কিচুক্ষণ পর পর মৃতের মুখে পড়ছে...... (সুবহানাল্লাহ্)

নহরটির গভীরতা ছিল প্রায় ২০ ফুট। উক্ত শবদেহটি নহরের গভীরতার সীমা পেরিয়ে আরো অনেক মাটির নিচে সংরক্ষিত ছিল। এই অখণ্ড দেহের অধিকারী যে শতাব্দিকাল পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন-এ থেকে সহজে বুঝা যায়।

শতাব্দী প্রবীণ শহীদের এই লাশ এবং তাঁর বিস্ময়কর খাদ্য প্রত্যক্ষ করে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভুল ভাঙ্গলো। পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁর মনের সন্দেহ-সংশয় কেটে গেল। এ ঘটনা দেখে তিনি পরম মনোতৃপ্তি লাভ করলেন। ফলে, তিনি ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাসায় এসে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে বিস্তারিত ঘটনা জানালেন।

www.BANGLAKITAB.com


তিনি পরম আবেগ ভরা কণ্ঠে এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, পবিত্র কুরআনে শহীদগণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, (অর্থাৎ আল্লাহপাক তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করে থাকেন ইত্যাদি) আমি তার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও জ্বলন্ত প্রমাণ দেখে এসেছি। এবার আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও আরেকটি অনন্ত জীবন রয়েছে। যাতে শেষ বিচার দিবস প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা, যদি তা না হতো, তাহলে শত শত বছর যাবত মাটির গর্ভে প্রোথিত ও সংরক্ষিত শহীদের এ লাশকে এতদিন মাটি অবশ্যই গ্রাস করে ফেলতো।

তিনি আরো বলেন, আমার মনে হচ্ছে যে, মৃত্যু ব্যক্তিরা যেন পুনরুত্থান, শবদেহে রূহের প্রত্যাগমন ও বিচার দিবস প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় সব সময় প্রহর গুনেছে। হযরত ইসরাফিল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা যেন হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়ে ছুটবে।

বন্ধুর মুখে এ কথাগুলো শুনে আমি সবিনয়ে আরজ করলামঃ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! আসলে আপনার ঈমান আর আমাদের ঈমানের মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। আমরা ঈমান এনেছি শুনে শুনে, আপনি ঈমান এনেছেন স্বচক্ষে খোদার কুদরতকে প্রত্যক্ষ করে। আমাদের ঈমান থেকে আপনার ঈমান অনেক পরিপক্ক, অনেক বলিষ্ঠ। আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী।

এ ঘটনার পর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার পাগল ছেলের প্রতি জিজ্ঞাসা থেকে ফিরে আসেন এবং পুনরুত্থান ও আখেরাত সম্বন্ধে অতীত জীবনে পোষণকৃত আযাদী চিন্তাধারা ও যথেচ্ছা মন্তব্য করা থেকে খালেছভাবে তাওবা করেন।

## উহুদের গুহা থেকে জান্নাতের সুবাস

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমার চাচা, যার নামে আমার নামকরণ করা হয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে শরীক হতে পারেননি। যার দরুণ অতি অত্যন্ত আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, এটা প্রথম যুদ্ধ যার মধ্যে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত অথচ আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম না। তারপর তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর সাথে যদি ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাই, তাহলে আল্লাহ দেখবেন

www.BANGLAKITAB.com


যে, আমি কিভাবে যুদ্ধ করি। এর থেকে আরো বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না (কারণ, কোন নির্ধারিত কাজের অঙ্গিকার করে তা যেন ভঙ্গ না হয় তার ভয় রয়েছে)। তারপর তিনি উহুদের যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর সাথে শরীক হলেন।

ঘটনাক্রমে হযরত সা'য়াদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত হলে আনাস (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? ঐ দেখ! আমি উহুদের গুহা থেকে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি শত্রুদের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হন এবং সে অবস্থায় শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। যুদ্ধের পর তার শরীরে আশিরও বেশি তীর, বল্লম এবং তরবারীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তারপর তাঁর বোন অর্থাৎ আমার ফুফু রবী বিনতে নাযার বলেন, আমার ভাইকে শুধুমাত্র তাঁর আঙ্গুল দ্বারাই চিনেছি এবং সে প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

মু'মিনদের কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। কেউ কেউ আবার তার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। সাহাবাগণ বলেন, এ আয়াত হযরত আনাস (রা.) এবং তাঁর সাথীবর্গের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৯)

## গাজীর কবর যেন সুবিশাল ময়দান

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক কোন এক জিহাদে প্রেরিত সৈন্যদলভুক্ত ছিলাম। জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে আমার এক সাথির মৃত্যু হয়। তাকে তথায় দাফন করার পর এক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ এখানকার মাটি মৃত্যুকে কিছুতেই গ্রহণ করছে না। মাটি তাকে বার বার ঠেলে বের করে দিচ্ছে। আমার মনে হয় এখান থেকে অন্তত:পক্ষে এক মাইল দূরে অন্য কোনো স্থানে নিয়ে দাফন করলে ভাল হবে।

তার কথা শুনে আমরা তৎক্ষণাত উক্ত কবর খুলে তথা হতে তক্তা অপসারণ করে দেখলাম, সদ্য দাফনকৃত লাশটি আর উক্ত কবরে নেই। সেখানে তখন জ্যোতির্ময় দিগন্ত বিস্তৃত অতি মনোরম এক সুবিশাল ময়দান পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সুবহানাল্লাহ)

www.BANGLAKITAB.com


**শহীদগণ জীবিত আছেন**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারীম (সা.) বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের সাথী ভাইয়েরা শাহাদাতবরণ করেছেন, তখন তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজ বর্ণের পাখির পেটের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তারপর সে আত্মাসমূহ জান্নাতের নদীমালার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল আহরণ করে পুনরায় আরশে ঝুলন্ত স্বর্ণের প্রদীপে অবস্থান করে। সুতরাং তাঁরা জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত, মনোরম পরিবেশে গিয়ে আনন্দিত হয়ে বলে–

এমন কে আছে, আমাদের ভাইদের নিকট সংবাদ পৌছাবে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি এবং আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে তারা জিহাদে যেতে অনিহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ঘোষণা শুনে যেন লুকিয়ে না থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এই (আহব্বান শুনে) বলেন, আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের নিকট এ সংবাদ পৌছে দিব। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ. بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

অর্থ : সে (জান্নাতের নেয়ামতরাজি দেখে) বললো, আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত- আল্লাহ কিভাবে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সূরা ইয়াসিন)

হাদিসে আছে রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, ভোগ বিলাস বিনাশকারী মৃত্যুকে তোমরা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

সারকথা, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করার ফলে মানুষের মনে লোভ লালসা কমে যায়, অস্থায়ী দুনিয়া থেকে দূরত্ব নছীব হয়। মৃত্যুর স্মরণ ও এর প্রস্তুতি মানুষকে ধন-সম্পদের প্রচণ্ড লোভ থেকে বিরত রাখে। ধোঁকা-প্রতারণা, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, ধূর্তামি ইত্যাদি থেকে মানুষ দূরে থাকতে পারে। এসব গুনাহের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে ওয়ারিশদের হাতে সোপর্দ করে পরকালে নিজে অভিযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যারা মওতকে অধিক স্মরণ করে, এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, তারা গুনাহের কাজ ও

www.BANGLAKITAB.com


বদ আমলি থেকে পরিত্রাণ পায়। তাঁদের ধন-সম্পদ পরকালে মুক্তির উপকরণ হয়, ছওয়াবের কারণ হয়। মৃত্যুর স্মরণ ব্যক্তিকে তওবার জন্য প্রস্তুত করে, অন্যদের হক আদায় করতে ও তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক কথায়, এর ফলে মানুষ হাজারো গুনাহ ও আত্মিক রোগ-বিমার থেকে নিষ্কৃতি অর্জন করে।

## মৃত্যুর যন্ত্রণা

হযরত ইমাম গাযালী (র.) বলেন, মানুষের উপর যদি কোন বালা মুসিবত, দুর্ঘটনা, চিন্তা-পেরেশানী, কষ্ট, তাকলিফ, ভয়-ভীতি জীবনে কখনও নাও আসে তবুও মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং জান বের হওয়ার তিক্ততা উভয়টাই এরূপ বিষয় যা তার সমুদয় ভোগ বিলাস, আরাম আনন্দ খতম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, সমস্ত খুশিকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মওত এরূপ কঠিন বিপদ যে, প্রতিটি মানুষের উচিৎ, সদা সর্বদা এর ফিকির ও প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য রত থাকা। মৃত্যুর সময়টাও অজানা। যে কোন সময় এসে হানা দিতে পারে।

মানুষ দুনিয়া ও পার্থিব সাজ সরঞ্জাম, রং তামাশা আর উদাসীনতায় বিভোর। রাত দিন ধন-সম্পদ সঞ্চয় ও পার্থিব উন্নয়নের ফিকিরে মত্ত। অথচ আকাশে তাকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট জারী করা হয়ে গেছে। এতে কারো সুপারিশ চলবে না, হবে না ১/২ মিনিটের সুযোগ। মৃত্যু যখন এসে পড়বে, তখন কিছু বলা বা শুনার কোন ফুরসত দেওয়া হবে না। কথা তো দূরে থাক জিহ্বাটা নড়াচড়ারও সুযোগ থাকবে না। চোখের পলকের টাইমও সে পাবে না।

এত কিছু সত্ত্বেও মানুষ কি পরিমাণ ধোঁকায় পড়ে আছে, দুনিয়ার পাকে আঁটকে পড়ে আছে। বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ তৈরি করেছে, কোথাও বানাচ্ছে দোকানপাট। কারখানা তৈরি করছে, বাড়ি-ঘরে বাহ্যিক চাকচিক্য, টিপটপ, উন্নতমানের গালিচা, বিছানা, বিলাস দ্রব্য ইত্যাদির ফিকিরে মত্ত। মৃত্যুকে, মওতের বিপদকে ভুলেও কখনও স্মরণ করে না। অথচ তার নাম জীবিতদের তালিকা থেকে কেটে মৃত্যুদের ফিরিস্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এমনকি কাফনের কাপড়ও তার জন্য দোকানে এসে গেছে। কত বড় বিস্ময়ের ব্যাপার! মৃত্যুর সময় একেবারেই অজানা, যে কোন মুহূর্তে হানা দিতে পারে। তারপরও রাত দিন সুখ-সম্ভোগ আর উদাসীনতায় পড়ে

www.BANGLAKITAB.com


থাকবে? কত বড় আফসোসের কথা! কারো যদি জানা থাকে যে, কোন সিপাহী বা পুলিশ তাকে খুঁজতেছে অপরাধের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য, তাহলে সব সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশই তো মাটি হয়ে যাবে। অথবা কেউ যদি জানতে পারে আজকে তার নামে ওয়ারেন্ট জারী হবে, এ কথাটুকু শোনার সাথে সাথেই তো হুঁশ হারিয়ে ফেলবে, ঘুম নিদ্রা হারাম হয়ে যাবে, আরাম আর ভোগ-বিলাস তো দূরের কথা। তাহলে সে যখন অবহিত হয়ে গেল, মালাকুল মউত হযরত আজরাইল (আঃ) তার অপেক্ষায় আছে, আর মহা শাস্তি অপেক্ষা বড় মৃত্যুযন্ত্রণা তার সম্মুখে আসছে। তা সত্ত্বেও একেবারে উদাসীন থাকা এবং মৃত্যু সম্পর্কে কখনও একটু ফিকির না করা কত বড় আহমকি, মুর্খতা, আর ধৃষ্টতা? এর কি কোন সীমা আছে?

বস্তুতঃ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানুষটির যেন এই বিশ্বাসই নেই যে, সত্যি সত্যিই আগামি কাল সে এরূপ একটি ঘটনার সম্মুখিন হতে যাচ্ছে। এ জন্য সে ভয় করছে না এবং এ সম্পর্কে আলোচনাও করছে না। অবশ্য অবশ্যই এরূপ একটি দিন অত্যাসন্ন। এ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।

যারা বেঁচে আছে তাদের সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, তো আমাদের যেতে হবে না? অবশ্যই।

## আত্মা বের হওয়ার কষ্ট

মৃত্যুর যন্ত্রণা যে কিরূপ তা ভুক্তভুগিরাই কেবল অনুভব করতে পেরেছে। যার মৃত্যু এসেছে সেই অনুভব করেছে মৃত্যুর কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা। অন্যরা এটা অনুভব করতে পারবে না। আমরা কেবল এর একটা অনুমানই করতে পারি। শরীরের কোন অংশ যদি মরে যায় সে অংশটুকু কেটে গেলে কোন যন্ত্রণা অনুভব হয় না। কিন্তু দেহের যে অংশে রুহ আছে তাতে একটি সুঁইও যদি প্রবিষ্ট হয় তাতেও কষ্ট অনুভুত হয়। কারণ, আত্মার সাথে দেহের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে শরীরের যে অংশে রুহ্ আছে সে অংশ কাটলে কষ্ট অনুভুত হয়। যেহেতু আত্মা শরীরে বিদ্যমান, আপাদ মস্তক শরীরের প্রতিটি অংশে রূহ আছে, ফলে যখন রুহ বের করা হবে, তখন কিরূপ কষ্ট হওয়ার কথা এমনিই বোধ হতে পারে। কোন জীবন্ত মানুষের শরীরের কোন অংশ যদি কর্তন করা হয়, তাহলে কিরূপ কষ্ট হয়? কিন্তু কোন অংশে রুহ না থাকলে সেটা কাটলে মোটেও কষ্ট হয় না। মৃত্যুর

www.BANGLAKITAB.com


সময় গোটা শরীরের সর্বাংশ থেকে রূহ বের করা হয়। তাই তখন কি পরিমাণ কষ্ট হবে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। শরীরের কোন একটা অংশ কাটলে অন্য অংশ জীবিত ও মজবুত থাকে বলে মানুষ কান্নাকাটি করে, চিল্লাচিল্লি করে তাপড়াতে থাকে। কিন্তু দেহ থেকে পুরো রুহ্ বের করা হলে মানুষের মধ্যে কোন শক্তি থাকে না বলে কোন কান্নাকাটি করে না। শরীরের যে অংশ থেকে বের করা হয়, সে অংশ ক্রমশ: ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কারণ, সর্ব প্রথম পায়ের দিক থেকে রুহ বের করা আরম্ভ হয়। তারপর শীতল হয়ে আসে পায়ের গোছা, তারপর উরু। এমনিভাবে গোটা শরীর নিথর-নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরীরের প্রতিটি অংশ কাটলে যে রুপ কষ্ট হয় এরূপ কষ্ট হয় মৃত্যুর সময়। রুহ যখন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে, তখন চোখের জ্যোতি শেষ হয়ে যায়। মালাকুল মাউত যখন অন্তরের শিরা স্পর্শ করে, তখন আর কাউকে চেনার ক্ষমতা থাকে না। তখন দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যায়। যবান বন্ধ হয়ে যায়। তখন যদি মউতের চিত্র চোখের সামনে না আসতো, তাহলে মৃত্যুর যন্ত্রণার কারণে আশপাশের লোকজনদের তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হত।

কোন কোন হাদিসে আছে, শ্বাস যখন কণ্ঠনালীতে এসে পৌছে, তখন শয়তান সেই মাইয়্যেতকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালায়।

হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) অনেক দোয়ার মধ্যে এ দোয়াও করেছেন: হায় আল্লাহ! মৃত্যু এবং রুহ বের করার সময়ের যন্ত্রণা আমার জন্য লাঘব করে দাও।

হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) ছিলেন নিষ্পাপ-মাছুম, এমনিভাবে অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ) ছিলেন বেগুণাহ। তাঁরা মৃত্যুর কষ্ট লাঘব করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন, মৃত্যুযন্ত্রণাকে ভীষণ ভয় করতেন, মৃত্যুর কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠতেন। হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় বিশেষ সাথী হাওয়ারীদের বলতেন: তোমরা আমার জন্য দোয়া কর, যেন মউতের সময় আমার মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হয়। কারণ, মৃত্যুর ভয় আমাকে মৃত্যুর নিকট পৌছে দিয়েছে। অথচ আমরা গোনাহের ভারে ন্যুজ হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর কথা চিন্তা করি না, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হয় না। আশ্চর্যই বটে।

www.BANGLAKITAB.com


## বিস্ময়কর কয়েকটি ঘটনা

বনী ইসরাইলের কিছু আবেদ লোক এক কবরস্থানে পৌঁছে পরস্পর পরামর্শ করলেন, আমরা আল্লাহর দরবারে দু'য়া করব, যেন কবরস্থান থেকে কোন মৃত্যু ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে, ফলে আমরা তাদের নিকট মৃত্যুর হাল হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কি অবস্থা তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করলো। পরামর্শ মোতাবেক তারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হল। অধিক সিজদার চিহ্ন তার ললাটে প্রস্ফুটিত ছিল। সে বললো, তোমরা আমার নিকট কি জিজ্ঞাসা করতে চাও? মৃত্যুর পর আজ আমার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হল; কিন্তু মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা এখনও আমার শরীর থেকে যায়নি।

হযরত হাসান (রা.) বলেন, একবার হযরত রাসুলে কারিম (সা.) মৃত্যুর যন্ত্রণার কথা আলোচনা করলেন। তিনি এরশাদ করলেন- মৃত্যুর এত কষ্ট হয় যেরুপ ৩০০ স্থানে তলোয়ারের আঘাতে কাটলে কষ্ট হয়।

হাদিস শরীফে আছে, প্রিয়নবী (সা.) এরশাদ করেছেন- আয় আল্লাহ! তুমি শিরা, হাড় এবং আঙ্গুলসমূহ থেকে বের কর। মৃত্যুর কষ্ট তুমি আমার জন্য লাঘব কর। অন্যত্র এরশাদ করেন- সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার আত্মা, সহস্র স্থানে তলোয়ারের আঘাতের অপেক্ষাও মৃত্যুর কষ্ট বেশি মারাত্মক।

হযরত ইমাম আওযাঈ (র.) বলেন- আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে, ক্বিয়ামতের পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মৃতদের মৃত্যুর কষ্টের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হতে থাকবে।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস বলেন- মউত দুনিয়া আখিরাতের সব কষ্ট অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। করাত দিয়ে চিরার চেয়েও এর কষ্ট বেশি, কাঁচি দিয়ে কর্তন করার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক, পাত্রে পাকানোর চেয়ে মারাত্মক। মৃতরা যদি কবর থেকে উঠে মৃত্যুর যন্ত্রণার কথা আলোচনা করতো, তাহলে কেউ সুখ এবং আরামে সময় কাটাতে পারতো না, সুখ নিদ্রা যেতে পারতো না

## হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা

হযরত মুসা (আঃ)-এর যখন ওফাত হল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- মুসা! তুমি মৃত্যুকে কেমন পেলে? প্রতিউত্তরে তিনি

www.BANGLAKITAB.com


আরজ করলেন, ইলাহী! আমি আমার জানটাকে এমন দেখলাম যেন একটি জীবন্ত চড়ুই পাখিকে এমনভাবে আগুনে ভুনা করা হচ্ছে যে, সেটি মরছেও না আবার উড়তেও পারছে না। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, অবস্থা এরূপ গেল যেন একটি জীবন্ত বকরীর চামড়া ছিলে ফেলা হচ্ছে।

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় হল, তখন তাঁর নিকট পানি ভর্তি একটি পাত্র রাখা হল। প্রিয়নবী বার বার পেয়ালার মধ্যে হাত রেখে (ভেজা হাত) চেহারায় মলছিলেন এবং বলছিলেন- হে আল্লাহ্! মৃত্যুর যন্ত্রণায় তুমি আমাকে সাহায্য কর।

হযরত ওমর (রা.) একবার হযরত কা'ব (রা.) কে বললেন, তুমি আমার নিকট মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা কর। তিনি আরয করলেন, আমিরুল মু'মিনিন! যেমন একটি কাঁটাবিশিষ্ট ডাল একটি মানুষের পুরা শরীরে প্রবিষ্ট করা হল, আর সেটাকে আবার টেনে বের করা হল। এরূপভাবে জান বের করা হয়।

استغفر الله. فى امان الله ـ اللهم اعنى على غمرات الموت وسكرات الموت.امين يارب العالمين.

### আযরাঈলের নিজস্ব রূপ

জান বের করার মূহুর্তে ভয়াবহ তিক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাছাড়া হযরত আযরাঈল (আঃ)-এর যে ভয়ংকর রূপ প্রকাশ পাবে সেটিই স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়। সেই ভয়ানকরূপে হাজির হয়ে হযরত আযরাঈল (আঃ) গুনাহগারদের রূহ কবজ করবেন। এটি এমন ভীতিপ্রদ হবে যে, মহাশক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব নয় তাকে দেখা। অথচ সবাইকে আযরাঈলের সাথে সাক্ষাত করতে হবে অব্যশ্যম্ভাবীরূপে। এ সত্ত্বেও আমরা গাফেল উদাসীন, পার্থিব আরাম আয়েশে মত্ত। অন্যদের রূহ কবজ করতে দেখেও বিষয়টি আমাদের মনে থাকে না।

### হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনা

একদিন হযরত ইবরাহিম (আ.) মালাকুল মউত হযরত আযরাঈল (আ.) কে বললেন, আচ্ছা, আপনি যে অবস্থায় নাফরমান অপরাধীদের জান বের করেন সে রূপটি আমাকে একটু দেখিয়ে দিন না। মালাকুল মাউত আরজ

www.BANGLAKITAB.com


করলেন, হযরত, আপনার এরূপটি দেখার শক্তি নেই। আপনি সহ্য করতে পারবেন না। হযরত ইবরাহিম (আঃ) বললেন, না, আমি পারব। হযরত আযরাঈল (আঃ) বললেন, ঠিক আছে তাহলে আপনি অন্য দিকে মুখ ফিরান। হযরত ইবরাহিম (আঃ) তাই করলেন। তারপর হযরত আযরাঈল (আঃ) বললেন, এবার তাকিয়ে দেখুন। হযরত ইবরাহিম (আঃ) যখন তাকিয়ে দেখলেন (দানবরূপী) এক বিশালাকার কৃষাঙ্গ। চুলগুলো তার লম্বা লম্বা, খুব দূর্গন্ধযুক্ত তার পোষাক। তার নাক মুখ থেকে আগুনের গোলা বের হচ্ছে। হযরত ইবরাহিম (আঃ) আযরাঈল (আঃ)-এর এই ভয়াবহ রূপ দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এলো। তখন দেখলেন, হযরত আযরাঈল (আঃ) তাঁর নিজস্ব রূপে ফিরে গেছেন।

হযরত ইবরাহিম (আঃ) বললেন, যদি গোনাহগার নাফরমানদের জন্য অন্য কোন বিপদ মুছিবত না হত, তাহলেও আযরাঈলের এই ভয়ংকর আকৃতিই তার মুসিবতের জন্য যথেষ্ট হত। এ হচ্ছে ফাসেক-ফাজের গোনাহগার-নাফরমানদের অবস্থা।

এবার শুনুন, আল্লাহ তা'য়ালার ফরমাবরদার বান্দাদের অবস্থা। নেককার লোকদের রূহ কবজ করার জন্য হযরত আযরাঈল (আঃ) অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে উত্তমরূপে উপস্থিত হন। হযরত ইবরাহিম (আঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আযরাইল (আঃ) কে বললেন, আপনি যে অবস্থায় নেককার বান্দাদের রূহ কবজ করেন, আপনার সে রূপটিও একটু প্রদর্শন করুন। (এতদশ্রবণে হযরত আযরাইল (আঃ) তার সে রূপ প্রদর্শন করলেন)। হযরত ইবরাহিম (আঃ) দেখলেন, এক সুদর্শন যুবক, পোষাক তার উন্নত মানের। সুগন্ধ তাকে মোহিত করে ফেলছে। সামনেই বিদ্যমান সে যুবক। তখন ইবরাহিম (আঃ) বললেন– ফরমাবরদার বান্দার জন্য যদি আযরাঈলের এই সুদর্শন রূপ ছাড়া অন্য কোন আনন্দদায়ক জিনিস নাও হয় তাহলেও যথেষ্ট।

## নেককারদের মৃত্যুকালে সুসংবাদ

হাদিস শরীফে আছে, হযরত রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন যখন কোন বান্দার উপর খুশি হন, তখন তিনি মালাকুল মউতকে বলেন, হে মালাকুল মউত! (আযরাইল) অমুক বান্দার রূহ কবজ করে নিয়ে এসো। আমি তাকে আরাম ও শান্তি দিব। তার পরিক্ষা হয়ে গেছে। আমি

www.BANGLAKITAB.com


যেমন চাইতাম তেমনই সে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে আমার সব বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। এই নির্দেশের পর মালাকুল মাউত আল্লাহর সেই বান্দার নিকট উপস্থিত হন। পাঁচশত ফেরেস্তা থাকে তাঁর সাথে। তাদের প্রত্যেকেই সে বান্দাকে এরূপ নতুন সুখবর দেন যা এর পূর্বে কেউ শুনেনি। তাঁদের নিকট খোশবুদার রাইহানের ডাল এবং জাফরানের মূল থাকে। সেসব ফেরেস্তা লাইন ধরে পাশে দাঁড়িয়ে যান।

## শয়তানের কান্না

এই নেক বান্দাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার এরূপ দয়া ও মেহেরবানি দেখে ইবলিস তার মাথায় হাত দিয়ে সজোরে কান্না আরম্ভ করে। ইবলিসের কান্নার আওয়াজ শুনে তার চেলা চামুন্ডা ও চাকর-বাকররা দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, নেতাজী! আপনার কি হল? প্রতি উত্তরে সে বলে, দেখ না কি হচ্ছে? তোমরা কোথায় মরেছিলে? জবাবে তারা বলে, নেতা! আমরা তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছি, ধোঁকা-প্রতারণার অনেক কোশেশ করেছি; কিন্তু সে সফল হয়েছে, গোনাহ থেকে হেফাজতে রয়েছে, আমাদের জালে আটকা পড়েনি।

## জান্নাতের নাজ-নেয়ামত প্রদর্শন

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত তামিমে দারী বলেন- আল্লাহ তা'য়ালা মালাকুল মাউতকে বলেন, তুমি আমার অমুক অলির (বন্ধুর) নিকট যাও। তার রূহ নিয়ে এস। আনন্দ নিরানন্দ সর্বাবস্থায় আমি তার পরিক্ষা নিয়েছি। আমি যেমনই চেয়েছি সে তেমনই কৃতকার্য হয়েছে। যাও তাকে নিয়ে এস, যেন সে দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে আরাম হাসিল করতে পারে। মালাকুল মাউত ৫০০ ফেরেস্তার একটি দল নিয়ে তার নিকট আসেন। এসব ফেরেস্তার সবার নিকট জান্নাতি কাফন থাকে। তাদের হাতে থাকে রাইহান ফুলের তোড়া। প্রতিটি ফুলের তোড়ায় ২০ টি রং থাকে। প্রতিটি কালারের মধ্যে থাকে নতুন নতুন খোশবু। একটি সাদা রেশমি রুমাল থেকে মেশকের ঘ্রাণ মৌ মৌ করতে থাকে। মালাকুল মউত আল্লাহর সেই অলির শিয়রের নিকট বসেন। অন্যান্য ফেরেস্তারা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে। তার শরিরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তারা হাত রাখে মিশকবিশিষ্ট রুমালটি রাখে তার থুতনির নিচে। জান্নাতের দরজা তার নজরের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বেহেস্তের নতুন নতুন দ্রব্য

www.BANGLAKITAB.com


সামগ্রীর কথা বলে তার মন ভুলানো হয়। যেমন শিশুদের কান্নার সময় পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তার মন ভুলিয়ে থাকে। কোন সময় তার সামনে তার হুরগুলোকে পেশ করা হয়, কখনও জান্নাতি ফল, কখনও বেহেশতি পোশাক। সারকথা, বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী তার সামনে হাজির করা হয়। তার হুরগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে, যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে পিঞ্জিরার ভেতর থেকে পাখি বের হওয়ার জন্য।

## মালাকুল মাউতের আলোচনা

মালাকুল মাউত কাকে বলে, চলুন কন্টকহীন কুল বৃক্ষের দিকে, কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষের দিকে, সম্প্রসারিত ছায়া, সদ্য প্রবাহমান পানির দিকে এবং প্রচুর ফল মুলের দিকে যা শেষ হবে না, হবে না নিষিদ্ধ।

(সুরা ওয়াকিয়া: আয়াত: ২৮-৩৩)

হযরত অযরাইল (আঃ) তার সাথে এমন নম্রভাবে কথা বলেন, যে রূপ মা তার শিশুর সাথে বলে থাকে। কারণ, হযরত আযরাইল (আঃ) জানেন, এই রূহ আল্লাহ্ তা'য়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত, এর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। অতএব, তার সাথে বিনম্রভাবে মহব্বতের সাথে কথা বলতে হবে, যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি খুশি। ফলশ্রুতিতে সে আত্মা দেহ থেকে এত সহজে বের হয়ে যায়, যেমন বের হয়ে আসে আটা থেকে চুল।

## রূহ বের হওয়ার পর

যখন রূহ বেরিয়ে আসে, তখন সব ফেরেস্তা তাকে সালাম করে জান্নাতে প্রবেশের শুভ সংবাদ শুনায়। রূহ শরীর থেকে বের হওয়ার সময় দেহকে বলে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম বাস্তবায়ন করতে, তাঁর ইবাদতে দ্রুত এগিয়ে যেতে, তাঁর অবাধ্যতায় ছিলে অলস। অতএব, আজকের দিনটি তোমার জন্য মোবারক। তুমি নিজেও যা থেকে নিষ্কৃতি পেলে, আমাকে তা থেকে মুক্তি দিলে। এমনিভাবে দেহ রূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ও অনুরূপ বলে থাকে। যমিনের যেসব অংশে সে আল্লাহর অলী অধিকাংশ সময় ইবাদত করতেন, সেগুলো তাঁর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে। আকাশের সেসব দরজাও কাঁদতে আরম্ভ করে যেগুলো দিয়ে তাঁর আমল আকাশে উত্থিত হত এবং তাঁর রিযিক অবতীর্ণ হত।

www.BANGLAKITAB.com


## ফেরেস্তাদের খোশবু মাখানো

মৃত্যুর পর ৫০০ ফেরেস্তা মাইয়্যেতের নিকট সমবেত হয়। গোসলদাতারা যখন গোসলের পর কাফন পরাতে যায়, তখন ফেরেস্তারা তাদের আনিত কাফন তাকে তৎক্ষণাত পরিধান করায়। যখন তারা সুগন্ধি লাগায়, তখন ফেরেস্তারা তাদের আনীত খোশবু তার গায়ে মাখায়। তারপর তাঁর দরজা থেকে কবর পর্যন্ত ফেরেস্তারা দু'দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাঁর জানাযা দোয়া ও ইসতেগফারের পর তাকে স্বাগতম জানায়।

এসব দৃশ্য অবলোকন করে শয়তান এত জোরে চিৎকার করে উঠে যে, তার হাড্ডি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে তার বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলে, তোদের সর্বনাশ হোক, কিভাবে সে তোদের হাত থেকে ছুটে গেল? প্রতি উত্তরে তারা বলে: মহারাজ! এতো বেগুনাহ ছিলো।

এত কিছু জানার পরও দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে কর্মে বিভোর হয়ে থাকি। মনে হয় যেন, যারা মরেছে, মৃত্যু কেবল তাদের নিকট এসেছে। আমাদের মৃত্যু কি হবে? দুনিয়াটা মস্তবড় ভোগের জায়গা। যে যত পার ভোগ কর। তবে স্মরণ রাখবেন, যখন এসব বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হবেন তখন টের পাবেন। সে দিনের আফসোস কোন ফল দিবে না।

## জিবরাইল (আঃ) ও ৭০,০০০ ফেরেশতার স্বাগতম

তারপর হযরত আযরাইল (আঃ) যখন রূহ নিয়ে উর্ধাকাশের দিকে যান, তখন হযরত জিবরাইল (আঃ) ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়ে তাকে স্বাগতম জানান। এসব ফেরেশতা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে তাকে সুসংবাদ শুনায়। তখন সে রুহ সিজদায় পতিত হয়, আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আমার এ বান্দাকে سدر مخضود, طلع منضود এ পৌঁছে দাও।

যখন বান্দার লাশ কবরে রাখা হয়, তখন তার নামাজ ডান দিকে, রোজা বাম দিকে, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির শিয়রের দিকে, জামাতে নামাজ আদায়ের পদক্ষেপ পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর আযাব সে কবরে গর্দান বের করে মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে উদ্যত হয়। সে ডান দিকে যখন যায়, তখন নামাজ বলে, আরে দূর হও এখান থেকে। আল্লাহর শপথ, তিনি দুনিয়াতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এখন একটু আরামে

www.BANGLAKITAB.com


চেয়েছেন। তারপর আযাব (এর ফেরেশতা) বাম দিক থেকে আসতে চাইবে। তখন রোজা তাকে এমনিভাবে হটিয়ে দিবে। তারপর সে মাথার দিক থেকে আসতে চাইবে। তখন তেলাওয়াত আল্লাহর যিকির তাকে থামিয়ে দিবে। বলবে, এদিক দিয়ে তোমার কোন পথ নাই। মোটকথা, যে দিক দিয়েই আযাব আসতে চাইবে সে পথ রুদ্ধ হবে। কারণ, দুনিয়াতে যেসব ইবাদত তিনি করেছিলেন সেসব ইবাদত তাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। অতএব, আযাব (এর ফেরেশতা) ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে যাবে। সবর এক কোণে দাঁড়িয়ে সে ইবাদতসমূহকে লক্ষ্য করে বলে, আমি তো অপেক্ষায় ছিলাম, কোনো ইবাদতের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে আমি সে দিক দিয়ে যেয়ে তাঁর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ, তোমরা সবাই মিলে তার থেকে আযাব প্রতিরোধ করেছো। অতএব, তার আমলসমূহকে পাল্লায় ওজন দেওয়ার সময় আমি কাজে আসব।

## কবরে মুনকার-নাকীর

কবরে দু'জন ফেরেশতার আগমন হয়। একজনের নাম মুনকার, আরেক জনের নাম নাকীর। চক্ষু তাদের বিদ্যুতের ন্যায় চমকায়। তাদের আওয়াজ মেঘের গর্জনের ন্যায়। তাদের দাঁত গাভীর শিং এর ন্যায় বেরিয়ে থাকে। মুখ থেকে তাদের আগুনের গোলা বের হয়। তাদের চুলগুলো কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তাদের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব অনেক, কয়েক দিনের সফরে তা সমাপ্ত হতে পারে। নম্রতা-মেহেরবানী তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। অবশ্য মুমিনদের সাথে তারা কখন কঠোরতা আরোপ করে না। তা সত্ত্বেও এরকম ভয়ানক আকৃতিই কম কিসে? তাদের দু'জনের হাতে থাকে ভারী লোহার বিরাট হাতুড়ি। সারা পৃথিবীর মানুষ মিলে যদি এটা উঠাতে চায়, তাহলে উঠানো তো দূরের কথা নড়াতেও পারবে না। তারা এসে মুর্দাকে বলে, বসে যাও। তৎক্ষণাৎ মুর্দা উঠে বসে পড়ে। কাফন তার মাথার নিচে সরে যায়।

## মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন

তারা প্রশ্ন করে, তোমার রব (পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিধান দাতা) কে? তোমার দ্বীন (জীবন বিধান) কি? তোমার নবী কে? মৃত্যু ব্যক্তি নেককার হলে বলে, আমার রব এক, অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহ তা'য়ালা। আমার দ্বীন ইসলাম। আমার নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)। এতদশ্রবণে

www.BANGLAKITAB.com


তারা বলে তুমি সত্য বলেছ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন- হে লোক সকল! তোমরা নিম্নোক্ত কথাগুলো বেশি বেশি পাঠ কর। কথাগুলো এই-

لا اله الا الله محمد رسول الله والله ربنا والاسلام ديننا ومحمد نبينا.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই। হযরত মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তা'য়ালার রাসুল। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের রব। ইসলাম আমাদের দ্বীন বা জীবন বিধান। মোহাম্মাদ (সা.) আমাদের নবী।

আল্লাহর বান্দা যদি সঠিক জবাব দেয় তাহলে ফেরেশতারা বলে আপনি সত্যি বলেছেন। তারপর তার কবরের দেয়াল উঠিয়ে দেয়া হয়।
ফলে অনেক প্রশস্ত হয়ে যায় তার কবর। তারপর ফেরেশতারা বলে, উপর দিকে মাথা উত্তোলন করুন। তখন তার নজরে আসে একটি দরজা। সে দ্বার থেকে জান্নাত দেখা যায়। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর বন্ধু! এই (দৃশ্যমান জান্নাত) আপনার আবাস। কারণ, আপনি আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করেছেন। হযরত রাসুলে মাকবুল এরশাদ করেছেন-সেই সত্তার শপথ, যাঁর পবিত্র কব্জায় আমার অত্মা, তখন মৃত ব্যক্তি এমন আনন্দিত হয়, যা কখনও শেষ হবে না।
তারপর ফেরেশতারা বলে, আপনার পায়ের দিকে তাকান। যখন মৃত ব্যক্তি পায়ের দিকে তাকায় তখন নজর পড়ে জাহান্নামের দরজা। ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহর বন্ধু (ওলী)! আপনি এ দরজা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। তখনও মৃত্যু ব্যক্তি এরুপ আনন্দিত হন যে, তা কখনও শেষ হবার নয়। তারপর জান্নাতের সত্তরটি দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে দ্বারগুলো দিয়ে জান্নাতের শীতল হাওয়া, সুঘ্রাণ আসতে থাকে। বসন্তের এই বাসন্তি পরিবেশে তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাটাবেন। কত সৌভাগ্যবান সেই রূহ যার সাথে আল্লাহ তা'য়ালা এরূপ দয়া প্রদর্শন করবেন। আয় আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে সন্তুষ্ট ও জান্নাত কামনা করি। আমিন।

## বদকারের মৃত্যু

যখন আল্লাহ তা'য়ালার কোন নাফারমান-অবাধ্য বান্দার মৃত্যুর সময় আসে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা মালাকুল মউত হযরত আযরাইল (আঃ) কে বলেন, আমার দুশমনের নিকট যাও। তার জান বের করে আন। আমি তাকে সব

www.BANGLAKITAB.com


সব ধরনের সুযোগ দান করেছি, চতুর্দিক থেকে নেয়ামতের বৃষ্টি তার জন্য বর্ষণ করেছি, কিন্তু সে আমার অবাধ্যতা থেকে ফিরেও আসেনি। অতএব, আজকে তাকে ধরে নিয়ে এস। আমি তাকে শাস্তি দিব, নাফরমানীর অবসাদ গ্রহণ করাবো। এতদশ্রবণে মৃত্যুদূত হযরত আযরাইল (আঃ) অত্যন্ত কুশ্রী কদাকার অবস্থায় তার সামনে উপস্থিত হন। তখন তার চক্ষু থাকে ১২টি। তার কাছে একটি মোটা লোহার ডান্ডা থাকে যেটি জাহান্নামের আগুনের তৈরী। তাঁর সাথে থাকে ৫০০ ফেরেশতা। তাঁদের সাথে থাকে তামার টুকরা, হাতে থাকে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের উত্তপ্ত বেত।

মালাকুল মউত এসেই সে বান্দার উপর তার গুর্য দ্বারা মারতে আরম্ভ করে। গুর্যের কাটাগুলো তার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় বিদ্ধ হয়। তারপর সে গুর্য হযরত আযরাইল (আঃ) টেনে বের করেন। অন্যান্য ফেরেশতারা তাদের বেত দ্বারা তার মুখে ও নিচে এবং অন্যান্য অংশে আঘাত করতে আরম্ভ করে। ফলে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আযরাইল (আঃ) তার রূহকে তার পায়ের আঙ্গুল থেকে বের করে পায়ের গোড়ালীতে আটকে রাখে এবং পেটাতে থাকে। তারপর রূহকে পায়ের গোড়ালী থেকে বের করে হাঁটুতে আটকে ধরে। সেখান থেকে বের করে স্থানে স্থানে আটকে রাখে। তারপর তার রূহকে নিয়ে ছিনার মধ্যে চেপে ধরে।

তারপর ফেরেশতারা সে তামা এবং জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলোকে থুতনির নিচে রেখে দেয়। তারপর মালাকুল মউত তাকে সম্বোধন করে বলেঃ হে অভিশাপ্ত আত্মা! বেরিয়ে আস এবং জাহান্নামের দিকে চল, যার সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

**অর্থ:** সে দিন নাফরমানরা আগুনে এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং এরূপ কালো ধোঁয়ার ছায়ায় থাকবে যেটি ঠাণ্ডাও হবে না। হবে না আরামদায়ক (বরং মারাত্মক কষ্টদায়ক হবে)। যখন তার রূহ শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আত্মা দেহকে বলে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে নিকৃষ্ট বদলা দিন।

কারণ, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে দ্রুত অগ্রসর হতে, আর বাধ্যতার কাজে অলসতা করতে। তুমি নিজেও ধ্বংস হলে আমাকেও ধ্বংস করলে। এরূপভাবে দেহ রূহকে বলে থাকে। যমিনের যে অংশে সে নাফরমানী

www.BANGLAKITAB.com


করতো সেগুলো তার প্রতি অভিশম্পাত করে। শয়তানের চেলারা দৌড়ে যেয়ে ইবলিসকে সুসংবাদ জানায় যে, একজনকে জাহান্নামে পৌছিয়েছি।

اعاذنا الله من عذاب جهنم

## মৃত্যুর রহস্য

জীবনের মূলে রয়েছে আত্মা। আত্মার সাথে রয়েছে দেহের সম্পর্ক। আত্মা পুরাতন জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহের সাথে যোগসুত্র স্থাপন করে, দেহে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুনিয়াতে মানুষটির রয়েছে জ্ঞান গৌরব, মান সম্মান, সমাজ তথা সে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। দেহ থেকে বিদায় হলে মৃত্যু।

## খ্রিস্টধর্মের নিয়ম

তিন হাজার বছর আগেই মৃতদেহকে মমি করে কবরে পাঠানো হত। এ ব্যাপারে গ্রীকরা ছিল সর্বাগ্রে। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত, যে আত্মা বের হয়ে যায়, তা আবার দেহে ভর করতে পারে। সে জন্য তারা মৃতদেহকে অন্তত: তিন দিন ফেলে রাখত। যদি তিন দিনের মধ্যে আত্মা ফিরে না আসতো তবে কবর দেওয়া হত। এ ব্যাপারে নাকি তাদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার ভরপুর। একবার নাকি মৃত বলে ঘোষিত এক ব্যক্তি এভাবে বেঁচে উঠে।

ভিন্ন ভিন্ন মতও এসেছে এই মৃত্যুর রহস্যকে নিয়ে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লিনি। মধ্যযুগে এই নিয়ে বিতর্ক বাড়তেই থাকে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক মৃত্যু সম্পর্কে নানা তথ্য প্রদান করলেও তখন কেউ কেউ এই ভ্রান্ত ধারণায় বদ্ধমুল ছিল যে, আত্মার পুনর্জন্ম বা ফিরে আসার ঘটনা বাস্তবসম্মত। এই ধারণার উপর ভর করে মৃত ব্যক্তির হাতে দড়ি বেঁধে তাকে কবর দেওয়া হত। দড়ির অপর প্রান্ত কবরের বাইরে রেখে তার সাথে ঘন্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হত, যাতে কবরে মৃত ব্যক্তির আত্মা ফিরে এলে বা নড়ে উঠলে বাইরের লোকজন জানতে পারে। মৃত্যুর রহস্য নিয়ে বৈজ্ঞানীক ধারণা মূলত: বিংশ শতাব্দিতেই আলোচনা ও সমালোচনাতে আসে। নানা বিচার বিশ্লেষণ, পরিক্ষা নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করে যে, মানবদেহে অক্সিজেন চলাচল বন্ধ হলেই আত্মা হারায়। আবার অনেক বিজ্ঞানী বিরোধিতা করে বলেন, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধই হল মৃত্যুর মূল কারণ। বিতর্কের পাল্লা শেষ হতে না

www.BANGLAKITAB.com


হতেই এ ধারণার উপরও কুঠারাঘাত, কুণ্ঠাবোধ করেনি। শ্বাস প্রতিক্রিয়া চালু রাখার জন্য আবিষ্কৃত হল রেসমিটার এবং হৃদযন্ত্রের পাম্প। এর অনেক অর্ধমৃত, মৃতপ্রায় ব্যক্তি মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এসেছে।

আত্মাকে সনাক্তকরণও জটিল ব্যাপার। এ ব্যাপারে অনেকেই চেষ্টা চালিয়েছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এমন ব্যক্তিকে নিশ্চিদ্র কাঁচের বক্সে রাখা হল। মৃত্যুর পর এই বক্সে আত্মার কোন আলামত পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর আগে ও পরে বক্সের মধ্যে বিদ্যমান উপাদানগুলোকে পরিক্ষা করেও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

মৃত্যুর রহস্য মোটামোটি বিংশ শতাব্দির ষাট এর দশকে ব্যাপক আলোচনা আসে। মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা, অনুসন্ধান চালিয়ে 'জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন' ১৯৬৮ সালে এই ধারণায় একমত পোষণ করে যে, "মস্তিস্ক অকেজোই হল মৃত্যুর কারণ"। ১৯৭৩ সালে দুই মার্কিন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে উপণীত হলেন যে, মস্তিস্কের যে অংশ দ্বারা চেতনা জাগে সে অংশটুকু (ব্রেনষ্টেন) অকেজো হলেই মানুষের জীবনের যাবতীয় কাজ ব্যহত হয়। তখনই হয় সেই মানুষের মৃত্যু। এসব হল মানব মস্তিষ্কের প্রসুত বিভিন্ন প্রকার ধারণা।

"জন্মিলে মরতে হয়"। এটা চির সত্য, মৃত্যুর স্বাদ প্রতিটি প্রাণিকে আস্বাদন করতে হয়। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যু রহস্য সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ বা ভ্রান্ত ধারণার স্বীকার। পৃথিবীর অনেকেরই ধারণা হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটে। একটি মৃত জীব যেভাবে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। একটি জবাইকৃত পশুর গোশত যেমন পাকস্থলিতে হযম হয়ে যায়, পরবর্তিতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক তেমনি একজন মানুষের অবস্থাও তাই। একজন মানুষের মৃত্যু হওয়া মানে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। আগেই বলেছি, কেউ কেউ মনে করেন, মৃত্যুর পর পুণরায় মানুষ দুনিয়াতে ফিরে আসে, তার পুনর্জন্ম হয়। পার্থিব জগতে মানুষ যদি ভাল কাজ করে, তাহলে পুনর্জন্মে সে ভাল মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করে। অন্যথায় শৃগাল কুকুর ইত্যাদির সুরতে তার পুনর্জন্ম হয়। আসলে এসবই মানুষের ভ্রান্ত ধারণা বা অনুমানভিত্তিক বিশ্বাস। নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃত ধারণাটি হল, মৃত্যু

www.BANGLAKITAB.com


একটি দীর্ঘ নিদ্রা, যেমন নিদ্রা একটি সংক্ষিপ্ত মৃত্যু। আর কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

**অর্থ ঃ** আল্লাহ তা'য়ালাই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ রেখে দেন। এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। (সুরা যুমার: আয়াত ৪২)

দেহ আত্মার জন্য একটি পোষাকের ন্যায়। পোষাক কখনও গায়ে থাকে কখনও থাকে না। তাই কিছু সময়ের জন্য আত্মা থেকে যদি দেহ পৃথক হয়ে যায়, তাহলে মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। মৃত্যুর মাধ্যমেও মানুষের দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়ে পড়ে। মউতের কারণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। বস্তুজগত থেকে মানুষ অন্য আরেকটা জগতে কদম রাখে। সে জগতে পা রেখে মানুষ বস্তুত: সঠিক চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠে। এটাই হচ্ছে মৃত্যু সম্পর্কে যথাযথ বাস্তব ধারণা। তাফসিরে মাজহারিতে আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাণ হরণ করার অর্থ হচ্ছে, তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, কখনো আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকি থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে আলমে মিছাল অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগত থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রীয় করে দেওয়া হয়। যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। (তাফসীরে মাআরেফুল কুর'আন: ৭/৫৫৩)

www.BANGLAKITAB.com


## শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীর ইসলাম গ্রহণ

নিদ্রা এবং মৃত্যু সম্পর্কে আল-কুরআনুল কারীম উপরে যে বৈজ্ঞানিক চমৎকার ও নির্ভুল তথ্য পেশ করেছে তাতে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন একজন শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ বিজ্ঞানী। নাম তার ড. আর্থার জে. এলিসন আব্দুল্লাহ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান। ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক কোম্পানীর তিনি উপদেষ্টা। ১৯৮৬ এর ডিসেম্বর মাসে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত পবিত্র কুরআন চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত এক সেমিনারে যোগ দিয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিদ্রা ও মৃত্যু সম্পর্কীয় কুর'আন তত্ত্বটিকে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের আলোকে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। তারপর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কুর'আন মৃত্যু ও নিদ্রা সংক্রান্ত বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপন করেছে আধুনিক বৈজ্ঞানীক বিশ্লেষণও একেবারে তাই প্রমাণ করেছে। তিনি বলেন–

কায়রো সম্মেলন-এর জন্য নিবন্ধন তৈরি করার সময় আমি কুর'আন পাকের চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মানব দেহের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আয়াত গুলো পর্যালোচনা করার পর স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কুর'আনে উল্লেখিত মৃত্যু এবং নিদ্রা সম্পর্কিত বর্ণনা পাঠ করার মধ্য দিয়েই প্রকৃত প্রস্তাবে আমি ইসলামকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি। 'সূরা যুমার (৪২১)-এর সে আয়াতটিতে এসে আমার দু'চোখ একবারে আটকে গেছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালাই মৃত্যুর সময়ে মানুষের আত্মা বের করে নেন। আর যাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয় না, তাদের আত্মাও নিদ্রার সময়ে নিয়ে নেন. কিন্তু মৃত্যুর নির্দেশ যেহেতু তাদের উপর পতিত হয় না, তাই নিদ্রা শেষে আবার তাদের মধ্যে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে সে সমস্ত লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ডা. এলিসন বলেন. তারপর আমি ডা. আল-মোশাররফির সহযোগীতায় আয়াতটির পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করার পর বৈজ্ঞানিকভাবে তা বিশ্লেষণ করতে নিবিষ্ট হই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে, তখন তার ভিতর থেকে একটা কিছু বের হয়ে যায়; যা আর ফিরে আসে না। আমি ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে গত জীবনে মানবাত্মার মৃত্যু এবং নিদ্রা রহস্য নিয়ে যত চিন্তা-ভাবনা করেছি, সেগুলোর মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com


পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত এ তথ্যের চাইতে সঠিক এবং সুস্পষ্ট তথ্য আর কোথাও পাইনি।

তিনি বলেনঃ একথা ভেবে আমার দুঃখ হয় যে, কুর'আনের বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও পর্যন্ত মোসলমানগণ পাশ্চাত্যে তুলে ধরতে পারলো না। পাশ্চাত্যের মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করেছে। তাদের সামনে যে ধর্মীয় তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে, সেগুলো তাদের উন্নত বৃত্তিকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারছে না।

দৃষ্টান্তপূর্বক তিনি বৃটেনসহ কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দু ধর্মের প্রচারকদের কর্মতৎপরতার কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, পবিত্র কুর'আন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে যেভাবে সমর্থন করে, অন্য কথায় আজকের উন্নত বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুততার সাথে কুর'আনে উল্লেখিত তথ্যাদির সত্যায়ন করে যাচ্ছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন ধর্মের বই পুস্তকে এরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তত; আমি পাইনি। আধুনিক পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখতার এটিও একটি অন্যতম কারণ। হিন্দু প্রচারকরা বৃটেন এবং আমেরিকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু তাদের বক্তব্য যেহেতু বুদ্ধিকে মোটেও প্রভাবিত করে না। তাই তাদের ধর্ম প্রচার বিজ্ঞান মনস্ক পাশ্চাত্যবাসীকে ধর্ম থেকে আরো এক ধাপ সরিয়ে দেওয়ার কাজটাই শুধু করতে পারছে।

ডা. এলিসনের বক্তব্যঃ মুসলমানদের সাথে এখন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত লোকের অভাব নাই, কিন্তু বেদনার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তারা কুর'আন পাঠ করে তা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রিয় জনগনের কাছে ব্যক্ত করতে মোটেও উৎসাহী নয়। অথচ তাদের অনুধাবন করা উচিত ছিলো যে, পাশ্চাত্যের জগত আজ আত্মিক দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

তাদের সামনে যদি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা তুলে ধরা হয়, তবে তারা আগ্রহ করে কুর'আনকে বুকে তুলে নিবে। আর এর দ্বারা মুসলিম জাহানই বিপুল ভাবে উপকৃত হবে। (সূত্র ঃ ইসলাম ও সমকালীন কয়েকটি ঘটনা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

## কবর জগত সম্পর্কে আল কুরআন

মানুষ এই পার্থিব জগৎ পাড়ি দিয়ে সরাসরি আখেরাতের জগতে চলে যায় না। আখিরাতের জগতের পূর্বে রয়েছে আরেকটি জগৎ। মৃত্যুর পর হিসাব নিকাশ যাজা সাজা দেওয়ার অর্থ বরযখ জগতের হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তি। তাই কেউ মরে গেলে তাকে কবরস্থ না করলেও তাকে

www.BANGLAKITAB.com


পুড়িয়ে ফেললে, সাগরে ভেসে গেলে, পশু ও জীব জন্তুর পেটে চলে গেলেও আলমে বরযখে তার হিসাব নিকাশ হবে। তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। পরকালের প্রথম ঘাটি আলমে বরযখে মানুষ কি পরিস্থিতির সম্মুখিন হয় তার বিবরণ দেখুন কুর'আন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

"জাহান্নামের আগুনের উপর ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে সকাল সন্ধ্যায় পেশ করা হবে, (সে দিন হুকুম হবে) ফিরাউনের দলবর্গকে কঠোরতম আযাবে নিক্ষেপ কর"। (সূরা মুমিনঃ ৪১)

এখানে সকাল বিকাল জাহান্নামের অগ্নিতে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পেশ করার যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা ঘটেছে বরযখ জগতে। কারণ, আখিরাতের আযাবের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

"হায়! তুমি যদি জালিমদের মৃত্যু যাতনায় হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা দেখতে! ফেরেশতারা তখন হাত বের করে বলতে থাকে- তোমাদের জান বের করে দাও। আজ তোমাদের অপরাধের প্রতিফল হিসাবে অপমানের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি অন্যায়ভাবে মিথ্যা দোষারোপ করতে, অহংকার প্রদর্শন করতে তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

www.BANGLAKITAB.com


অর্থঃ তুমি যদি সে পরিস্থিতি দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমণ্ডল ও দেহের পশ্চাদভাগের উপর আঘাত করেছিল আর বলেছিলো, এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ কর। এটা সেই শাস্তি যার আয়োজন হাতগুলো আগেই করেছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। (সূরা আনফালঃ ৫০,৫১)

মানুষ যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয় তখন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের চিত্র তার সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। ঈমানদার হলে জান্নাত ও তার নাজ-নিয়ামতের শুভ সংবাদ শুনানো হয়। বিভিন্ন রকমের শান্তনাবাণী শুনায় ফেরেশতারা। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টিকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۔ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۔

অর্থ- নিশ্চয়ই যাঁরা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাঁদের কাছে (মৃত্যুর সময় কবরে এবং ক্বিয়ামতে রহমত এবং সুসংবাদের) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদেরকে বলে, তোমরা ভয় কর না, চিন্তা কর না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন, ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল, দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।" (সূরা হামিম সাজদাহঃ ৩১-৩৩)

www.BANGLAKITAB.com


# হাদিসের আলোকে কবর জীবন

## মুমিনের জন্য রয়েছে জান্নাতি কাফন ও সুগন্ধি

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে একজন আনসারীকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে যাই। গিয়ে দেখি কবর তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। প্রিয়নবী (সা.) কবরস্থানের এক জায়গায় বসে পড়লেন। নবীজী (সা.)-এর চার পাশে আমরা এরূপভাবে বসে পড়লাম যেন মাথার উপর বাজ পাখি বসে আছে। প্রিয়নবী (সা.) এর হাতে ছিল এক খণ্ড কাঠের টুকরা। এটি দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। (গভীর চিন্তায় মগ্ন ব্যক্তি এমন করে থাকেন)। কতক্ষণ পর রাসুল (সা.) মাথা তুললেন, বললেন, আমার সাহাবীরা! তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে মুক্তির দরখাস্ত কর" দুই কি তিন বার এ কথাটি উচ্চারণ করার পর তিনি ইরশাদ করলেন: "আমার সাহাবীরা! আল্লাহর কোনো মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় এলে আকাশ থেকে তাঁর নিকট ফেরেশতার আগমন ঘটে। চেহারা তাঁদের সূর্যের ন্যায় উজ্জল। তাঁরা জান্নাতী কাফন ও বেহেশতী সুগন্ধি নিয়ে আসে। মুমূর্ষ ব্যক্তির চোখ যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত তারা সুশৃংখলভাবে বসে পড়ে। তারপর হযরত আযরাইল (আঃ)-এর শুভাগমন হয়। তিনি এসে ঐ ব্যক্তির শিয়রের নিকট বসে পড়েন এবং বলেন, "হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তা'য়ালার মাগফিরাত এবং সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এস"। এ নির্দেশ পেয়ে সে মুমূর্ষ ব্যক্তির আত্মা এরূপ সহজে বেরিয়ে আসে যেমন মশক্ (চামড়ার তৈরি পানির পাত্র) থেকে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে। মৃত্যুদূত তখন তাঁর আত্মাটিকে তাঁর হাতে নিয়ে নেন। ক্ষণিকের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত উপবেশন কারী অপেক্ষমাণ ফেরেশতারা তাঁর হাত থেকে রূহটিকে নিয়ে (জান্নাতী) কাফনের মধ্যে জড়িয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে আকাশের দিকে ছুটে চলে যায়।

প্রিয়নবী (সা.) এরশাদ করেন- ফেরেশতারা এই আত্মাটিকে নিয়ে যাওয়ার সময় যে কোন ফেরেশতা দলের সাথে সাক্ষাতে তারা জিজ্ঞাসা করে, এটা কোন পবিত্র আত্মা? উত্তরে ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তির নাম এবং তার পিতার নাম উল্লেখ করে। তারপর প্রথম আসমানে পৌছার পর দরজায় আঘাত করলে দায়িত্বশীল ফেরেশতারা দরজা খুলে দেয়। এমনিভাবে সাত আকাশ অতিক্রম করা হয়। প্রতিটি আসমানের ফেরেশতা তাকে পরবর্তী আসমানে

www.BANGLAKITAB.com


পৌঁছে দেয়। সপ্তম আকাশে পৌঁছার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, আমার এ বান্দার নাম ইল্লিয়্যীনে (আকাশের নিচে একটি রক্ষিত দফতরে) লিপিবদ্ধ করে তাকে জমিনে ফিরিয়ে দাও। কারণ, মানবগোষ্ঠিকে আমি মাটি থেকে তৈরি করেছি। তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব, পূণরায় সেখান থেকেই বের করব। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশে তখন তার আত্মাকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা কবরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করে বলে, তোমার প্রতিপালক (রব) কে? উত্তরে সে বলে, আমার রব আল্লাহ তা'য়ালা। আবার প্রশ্ন করে তোমার দ্বীন কি? প্রতিউত্তরে সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম।

তারপর জিজ্ঞাসা করা হয়, দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে যাকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? প্রতিউত্তরে সে বলে, তিনি রাসুল (সা.)। তারপর প্রশ্ন করা হয়, তুমি দুনিয়া থেকে কি আমল করে এসেছো? ঈমানদার ব্যক্তি হলে সে বলে, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব পাঠ করে তার উপর ঈমান এনেছি, বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারপর একজন ঘোষক আকাশ থেকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, আমার বান্দা যা বলেছে সত্যই বলেছে। তোমরা তাঁর জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাঁকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও। তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও জান্নাতের দিকে। তখন জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তাঁর নিকট জান্নাতের খুশবু ও শান্তি আসতে থাকে এবং তাঁর চোখ যত দূরে যায় সে পরিমাণ তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

তারপর সুন্দর চেহারার অধিকারী উত্তম পোষাক পরিহিত, মোহিনী সুগন্ধি মাখানো এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলে, তুমি শুভসংবাদ গ্রহণ কর, এটা তোমার সেদিন যেদিন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এটা শুনার পর ঈমানদার লোকটি জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? এত সুন্দর ও অপরূপ তোমার চেহারা। সু-সংবাদ প্রদান প্রকৃতপক্ষে তোমাকেই সাজে। তুমি একটু আমাকে পরিচয়টা প্রকাশ কর না! প্রতিউত্তরে সে বলবে, আমি তোমার নেক আমল। তারপর খুশিতে মাতোয়ারা, আনন্দে আত্মাহারা হয়ে লোকটি বলতে থাকবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! অতি শীঘ্রই ক্বিয়ামত কায়েম কর। আমি আমার আপনজন পরিবার-পরিজন (জান্নাতী হুর) ও সম্পদের অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামতরাজির কাছে চলে যাব।

www.BANGLAKITAB.com


## মৃত্যুর সময় কাফেরদের লাঞ্ছনা

একজন কাফিরের যখন মৃত্যুর সময় হয় তখন আকাশ হতে কালো কুশ্রী, কদাকার চেহারার কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তার নিকট আসে। তাদের সাথে থাকে ছালার চট। তারা মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট থেকে শুরু করে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়। ততদূর পর্যন্ত স্থানে বসে যায়। তারপর মৃত্যুদূত হযরত আযরাইল (আঃ) তার শিয়রে এসে বসে তাকে বলেন, ওরে দূরাত্মা! আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আস। আজরাইল (আঃ) এর এই আদেশ শুনে তার রুহ দেহের অভ্যন্তরে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করে। এর ফলে তার শরীর থেকে রূহটিকে এমনভাবে বের করে আনেন। যেমনি ভাবে কন্টকযুক্ত শলাকায় জড়ানো ভেজা পশমী সুতাকে জোরে টেনে পৃথক করা হয়। হযরত আযরাইল (আঃ) রুহটিকে বের করে আনার সাথে সাথে অন্য ফেরেশতারা এটিকে নিয়ে চটের মধ্যে পেঁচিয়ে নেয়। সে চট থেকে এরুপ মারাত্মক দূর্গন্ধ ছড়াতে থাকে যেরূপ দুনিয়াতে পঁচা-গলা লাশ থেকে বেরুতে থাকে। ফেরেশতারা আত্মাটিকে নিয়ে আসমানের দিকে চলে যায়। যাওয়ার সময় যে কোন ফেরেশতাদলের সাথেই সাক্ষাত হোক তারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এ কোন অপবিত্র আত্মাটিকে নিয়ে এসেছো? উত্তরে তারা বলে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।

এরপর তাকে নিয়ে ফেরেশতারা নিয়ে প্রথম আকাশে পৌছে যায়। দরজা খুলতে বলে। কিন্তু তার জন্য দরজা উন্মুক্ত করা হয় না।

মহান রব্বুল আলামীন তাইতো কুর'আন কারীমে ইরশাদ করেছেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ـ

**অর্থ:** তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। (তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব)।" (সূরা আরাফ: আয়াত ৪)

তারপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, সিজ্জিনে (যেখানে কাফেরদের আত্মা ও আমলনামা সংরক্ষিত রাখা হয়।) রক্ষিত দফতরে এর নাম রেজিষ্ট্রি কর যা ভূগর্ভে অবস্থিত। তখন তার রূহকে সেখান থেকে ভূগর্ভে নিক্ষেপ করা হবে।

www.BANGLAKITAB.com


তারপর প্রিয়নবী (সা.) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

অর্থঃ "আর যে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে অন্যকে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে পড়লো, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।"

(সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩১)

এরপর তার আত্মা তাকে ফেরত দেওয়া হয়। দু'জন ফেরেশতা তার নিকট এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব কে? আফসোস! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমার দ্বীন কি? প্রতিউত্তরে সে বলে, আফসোস! আমি বলতে পারি না। তারপর জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের যাকে (প্রিয়নবী (সা.) কে) প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হলে আকাশ থেকে একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয় যে, এই লোকটি মিথ্যা বলেছে। সে সবই জানতো। আযাবের ভয়ে এখন স্বীকার করছে না। তার নিচে আগুন বিছিয়ে দাও।

তার জন্য জাহান্নামের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। তখন তার জন্য দোযখের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জাহান্নামের উত্তপ্ত তাপ এবং হাওয়া তার কবরে আসতে থাকে। বরং তার কবরটি এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার এক পার্শ্বের হাড় ভেঙ্গে অপর পার্শ্বে চলে যায়। তারপর ঘৃণ্য পোষাক ধারী, কুশ্রী, কদাকার এক লোক তার নিকট আসে, যার দেহ থেকে অসহণীয় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। সে তাকে এসে বলে, আরে দূর্ভাগা! বিপদের দুঃসংবাদ শুনে নাও।

এটাই তোর সেদিন যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোকে দেওয়া হয়েছিল। এতদশ্রবণে সে বলবে, তুমি কে? তোমার যে চেহারা, তা দৃষ্টে মনে হয় এরূপ দুঃসংবাদ পৌছানের জন্যই তোমার সৃষ্টি। তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? প্রতি উত্তরে আগন্তুক বলবে, আমি তোমার বদআমল। এ কথা শুনে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! দয়া করে তুমি কখনো কিয়ামত কায়েম কর না। (আরো ভয়াবহ আযাব হবে বলে তার ধারণা হবে।) আল্লাহ তা'য়লা আমাদেরকে আযাব থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

(মেশকাত শরীফঃ ১ম খন্ড।)

www.BANGLAKITAB.com


## কবরের কঠোরতা স্মরণ করে ওসমান (রা.)-এর কান্না

মিশকাত শরীফে আছে, হযরত ওসমান (রা.) কবরের কাছে যেয়ে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, চোখের অশ্রুতে দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করলেও এত বেশি কাঁদতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) কে এরশাদ করতে শুনেছি, কবর আখিরাতের সর্বপ্রথম মনযিল। যে এই ঘাঁটি সহজে পেরিয়ে যেতে পারবে, তার পরবর্তী ঘাঁটিগুলোও তার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে এই প্রথম মনযিলে বিপদমুক্ত হবে না, তার জন্য অন্যান্য ঘাঁটিগুলোও পার হওয়া আরো বিপদসঙ্কুল হবে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ কবরের দৃশ্য অপেক্ষা অধিক ভয়ংকর আর কোন দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি।

## কবরে আরামদায়ক বিশ্রাম

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন, মুরদাকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করে, শরীর তাদের কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু তাদের নীল বর্ণ, তাদের একজনের নাম মুনকার, অপর জনের নাম নাকীর। তারা এসে মৃতব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি (যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন) মুমিন সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। হযরত মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। ফেরেশতাদ্বয় বলবে, আমরা জানতাম তুমি এই উত্তর দিবে। এরপর তাঁর কবর চতুর্দিকে ৭০ হাত করে প্রশস্ত করে তাকে আলোকিত করা হবে। তারপর তাকে বলা হয় এবার তুমি শুয়ে পড়, বিশ্রাম নাও। মৃত্যু ব্যক্তি বলে এখন আমি বিশ্রাম নিব না, আগে আত্মীয় স্বজনদের সংবাদটা জেনে আসি। একথা শুনে ফেরেশতারা বলে, এখানে আসার পর দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার কোন নিয়ম নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়, যেভাবে নববধু ঘুমিয়ে পড়ে, যাকে স্বামী ছাড়া অন্য কেউ জাগাতে পারে না। তখন সে মৃতব্যক্তি খুব আরাম ও শান্তিতে অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা সময়মত তাকে কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠাবেন।

www.BANGLAKITAB.com


পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তি যদি মুনাফিক (বা কাফির হয়) তাহলে মুনকার নাকীর ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে বলে, তাঁর [প্রিয়নবী (সা.)] সম্পর্কে অন্যদের মুখে যা শুনেছি তাই বলেছি, এর অধিক কিছু আমার জানা নাই। এই উত্তর শুনে মুনকার নাকীর বলে, আমরা ইতিপূর্বেই জানতাম, তুমি এইরূপ উত্তর দিবে। এরপর মাটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, একে (সজোরে) চাপ দাও। মাটি তখন তাকে এমন জোরে চেপে ধরে যে, তার এক পার্শ্বের হাড় ভেঙ্গে অপর পার্শ্বে চলে যায়। এ থেকে সে কবরের মধ্যে শাস্তি ভোগ করতে থাকে। পরে সময়মত কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কবর থেকে উঠিয়ে নিবেন।

হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদেরকেও কবর চাপ দেয়, তবে সেটা আযাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয় স্নেহ মমতার ভিত্তিতে।

হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) সূত্রে বর্ণিত, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে দিন মুনকার নাকীরের (ভয়ংকর) গর্জন ও মৃত ব্যক্তিকে কবরে চাপ দেওয়ার কথা বলেছেন, সেদিন থেকে আমি কোনো শান্তনা খুঁজে পাচ্ছি না। এতদশ্রবণে প্রিয়নবী (সা.) এরশাদ করলেন, আয়েশা! শোন, মুনকার নাকীরের আওয়াজ একজন ঈমানদার ব্যক্তির কাছে এমন সুমধুর হবে যেমন আনন্দ অনুভুত হয় চোখে সুরমা ব্যবহার করলে তা দেখে।

আর একজন মুমিনকে কবরে চাপ দেওয়া এমন, যেমন কারো মাথা ব্যথা হলে তার স্নেহময়ী মাতা আস্তে আস্তে ছেলের মাথা টিপে দেয়, আর সন্তান তাতে আরাম বোধ করে। আয়েশা! মনে রেখ, যারা আল্লাহর ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ রাখে তাদের কপাল খুবই খারাপ। কবরে তাদেরকে এরূপ ভাবে চাপ দেওয়া হবে যেমন ডিমের উপর পাথর রেখে চাপ দেওয়া হয়। (শাওকে ওয়াতানঃ হযরত থানবী (র.))

## লোহার আঘাতে মৃতব্যক্তির চিৎকার

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হুজুরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছেন, কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে একজন কাফির যখন বলে, হা, হা, লা-আদরী, তথা হায়! হায়! আমি কিছু জানি না, তখন আসমানে কোন এক ঘোষক উচ্চস্বরে বলে, সে মিথ্যা বলেছে, তার নিচে অগ্নি বিছিয়ে দাও, আগুনের তৈরি পোষাক তাকে পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। উক্ত নির্দেশের পর সাথে সাথেই তার

www.BANGLAKITAB.com


জন্য জাহান্নামের একটি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তার মাধ্যমে জাহান্নামের উত্তাপ ভয়াবহ প্রচন্ড বায়ু আসতে থাকে। তার কবর এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার এক পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে অপর পাঁজরে অনুপ্রবেশ করে। তারপর তাকে আযাব দেওয়ার জন্য একজন অন্ধ বধির ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়। তার সাথে একটি লোহার গুর্য থাকে, যদি তা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তাহলে সেটি মূহূর্তের মধ্যে মাটির সাথে মিশে যাবে। ফেরেশতা সেই গুর্য দ্বারা সে ব্যক্তিকে এমনভাবে মারে যার আওয়াজ জিন ও ইনসান জাতি ব্যতিত মাশরিক মাগরেবের সব মাখলুকই শোনে। একবার মারার পর লোকটি মাটির সাথে মিশে যায়, পুণরায় তাকে পূর্বের ন্যায় জীবিত করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়াতে আছে, উক্ত গুর্যের আঘাতে লোকটি এত জোরে চিৎকার করে উঠে, যার আওয়াজ মানব ও জীন জাতি ব্যতিত প্রতিটি বস্তুই শুনতে পায়। মৃত্যুর পর মানব ও জীন জাতীর হিসাব হবে বলে পরিক্ষার নিমিত্তে এই চিৎকার শোনানো হয় না।

## কবরে মুমিনের সাক্ষ্য

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেনঃ মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। এটা আল্লাহর এই কালামের অর্থ:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা পার্থিব জীবনে ও আখিরাতের (বরযখে) 'কাওলে সাবেত'-এর উপর অটল রাখেন।"

অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন-

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থ: এই আয়াত আযাবে কবর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মুর্দাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার রব কে? সে উত্তর করে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)। (বুখারী, মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com


মিশকাতুল মাসাবীহ্-এর পূর্ণ বিবরণে এরূপ আছে, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার রব কে? এবং তোমার নবী কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নবী মোহাম্মাদ (সা.)।

উল্লেখ্য, 'কাওলেসাবেত'-এর আভিধানিক অর্থ 'অটল কথা'। কোরআন ব্যাখ্যাতাদের এ শব্দের অর্থ হচ্ছে কালিমায়ে শাহাদাত। প্রিয়নবী (সা.) এরশাদ করেছেন: এই আয়াত আযাবে কবর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, 'আখিরাত' এখানে 'বরযখ' অর্থেই ব্যবহার হয়েছে।

## নাফরমানের চিৎকার

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথিরা সেখান থেকে ফিরতে থাকে আর তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় (অর্থাৎ তারা ফিরতে না ফিরতেই) তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে পৌছেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? মুমিন বান্দা তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসুল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখ দেখে নাও, দোযখে তোমার স্থান কিরূপ (জঘন্য) ছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা তোমার সে স্থানকে বেহেশতের স্থান দ্বারা বদলিয়ে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে (এবং পার্থক্য দেখে খুশি হয়।) কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরদেরকে যখন বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, আমি বলতে পারি না। প্রকৃত সত্য ছিলো, মানুষ যা বলতো আমি তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয় (বুঝলাম) তুমি তোমার বিবেক দ্বারাও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর কিতাব পড়েও জানতে চেষ্টা করনি। তারপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হতে থাকে। এতে সে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে, যা জীন ও ইনসান ব্যতিত সকলেই শুনতে পায়। (বুখারী, মুসলিম) এখানে বুখারীর পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা.) সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। এ জন্য তাঁর অনুপস্থিতেই তাঁর প্রতি ইংগিত করা হয়। সে জগতের উপযোগী কোন আকৃতিতে তাকে সেখানে পেশ করা হয়। আল্লাহ ও রাসূলের সংবাদ অনুসারে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ও ঈমানের পরিক্ষা; জানা কথা বিশ্বাস করলে পরিক্ষা কোথায়? এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কবর আযাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং জীনদের জানতে দেন না।

www.BANGLAKITAB.com


## সকাল সন্ধ্যা বেহেশত-দোযখ দেখা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরে যায়, (কবরে) প্রতি সকাল সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যৎ স্থান তার নিকট হাজির করা হয়। সে যদি বেহেশতের অন্তর্ভূক্ত হয়, তাহলে বেহেশতীদের স্থান, আর দোযখীদের অন্তর্গত হলে দোযখীদের স্থান। এবং বলা হয় যে, এটা তোমার আসল স্থান। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে কিয়ামতের দিন সেখানে পাঠাবেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

## কবরের আযাব থেকে রক্ষার দোয়া কর

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক তার নিকট এসে কবরের আযাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে পানাহ দিন। তারপর হযরত আয়েশা (রা.) রাসুল (সা.)-কে কবরের আযাব সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তারপর আমি কখনও এরূপ দেখিনি যে, রাসুল (সা.) কোনো নামাজ পড়ছেন আর কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাননি। হযরত আয়েশা (রা.) ও আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা.) এরূপ করতেন। (বুখারী ও মুসলীম শরীফ)

## নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে কবরের আযাব

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, আমি এবং রাসূল (সা.) এক সময় নাজ্জার গোত্রের নিকট একটি বাগানে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠলো এবং নবীজী (সা.)-কে প্রায় মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করলো। দেখা গেল, সেখানে পাঁচ ছয়টি কবর রয়েছে। তখন প্রিয়নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কবে মরেছে? সে বললো শিরকের যামানায়। তখন প্রিয়নবী (সা.) বললেন, এই উম্মত তথা মানুষ তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় পড়ে। (এবং শাস্তি ভোগ করে) ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেওয়া ত্যাগ করবে এ আশংকা না হলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান, যা আমি শুনতে পাই। তারপর নবী করীম (সা.) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা সবাই জাহান্নামের আযাব থেকে পানাহ চাও।

www.BANGLAKITAB.com


সবাই বলে উঠলো, আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। নবীজী (সা.) বলেন, তোমরা কবর আযাব থেকে পানাহ চাও। সবাই বললো, আমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেছি। নবীজি (সা.) বলেন, আবার তোমরা সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।

সকলে বলে উঠলো, আমরা সমস্ত ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই- যা প্রকাশ্যে আছে ও যা গোপন রয়েছে। পুনঃ নবীজি (সা.) বলেন, এবার তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সবাই বললো, আমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেছি।

(মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য যে, "ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেওয়া ত্যাগ করবে" এটার অর্থ এই যে, প্রকৃতিগত ভয়ে তোমরা মুর্দার নিকট যেতে ও দাফনকার্য সমাধান করতে পারবে না।

## কবরে মুমিনের সুখ নিদ্রা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, যখন মুর্দাকে কবরে রাখা হয়, তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট দুইজন কালো ফেরেশতা এসে হাজির হন। তার একজনকে বলা হয় 'মুনকার' আর অপরজনকে বলা হয় 'নাকীর' তাঁরা (আমার প্রতি ইশারা করে) মুর্দাকে জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে (দুনিয়াতে) তুমি কি বলতে? (মুর্দা মুমিন হলে) সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল (সা.)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসুল (সা.)। তখন তাঁরা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম তুমি এ কথা বলবে। তারপর তার কবরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সত্তর (৭০×৭০) হাত (অর্থাৎ অনেক) প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, (না) আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। ফেরেশতাগণ বলবেন, (তা আল্লাহর হুকুম নেই) তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় (আনন্দে) ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতিত আর কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না। সে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে থাকবে।

www.BANGLAKITAB.com


যদি মুর্দা মুনাফিক হয়, তাহলে সে বলে, লোকজন তাঁর সম্পর্কে একটা কথা বলত শুনতাম, আমিও তাই বলতাম, কিন্তু প্রকৃত বিষয় জানি না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা পূর্বেই বুঝতে পারছিলাম যে, তুমি এ কথা বলবে। তারপর জমিনকে বলা হবে মিলিয়ে যাও তার উপর। সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে মিলিয়ে যাবে, যাতে তার একদিকের হাড় অপরদিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত। (তিরমিজী)

### কবরবাসীর জন্য দু'য়া

হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসুল (সা.) যখন মুর্দাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাও এবং দুয়া কর যেন আল্লাহ এখন তাকে (ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে) ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

(আবু দাউদ শরীফ)

স্মর্তব্যঃ وقف عليه, (তখন সেখানে দাঁড়াতেন।) বাক্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত কবরস্থানে অবস্থান করা চাই। তারপর মুর্দার জন্য এরূপ দুয়া করা– "আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও এবং এসময় মুনকার নাকীরের প্রশ্নে তাকে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখ।" এটা রাসুলের তরীকা এবং মুর্দারের পক্ষে উপকারী। এছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু কোরআন পাঠ করাও ভাল।

অপর হাদিসে সূরা বাকারার

الٓمٓ * ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ * اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ * وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ * اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

পর্যন্ত এবং সূরার শেষের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়ার কথাও আছে।

www.BANGLAKITAB.com


آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

সেখানে পূর্ণ কুরআন পড়া গেলে আরো ভালো।

এতদব্যতীত অনেকের মতে দাফনের পর মুর্দাকে নিম্নরূপ তালকীন করাও মুস্তাহাব। মুর্দার শিয়রে দাঁড়িয়ে তার মাতার নাম করে বলবে–

হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি যে অঙ্গিকার ও কালেমায় শাহাদাতসহ দুনিয়া হতে গিয়াছ তা স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। এবং হযরত মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। কিয়ামত নিশ্চয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে পুণরায় উঠাবেন। তুমি বল, আল্লাহকে রব হিসাবে, হযরত মোহাম্মাদ (সা.) কে নবী ও রসুল হিসাবে, কাবাকে কেবলা হিসাবে, কুরআনকে ইমাম হিসাবে এবং মোসলমানদেরকে ভাই হিসাবে পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আল্লাহ আমার রব, তিনি ব্যতিত কোন মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশেরও রব।" (আশি'য়া ও তালীকুস সাবীহ)।

## কাফিরের কবরে নিরানব্বইটি সাপ

হযরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন- কাফেরের জন্য নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে, যদি কবর থেকে একটা সাপ জমিনে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে জমিনে কখনও তৃণ জন্মাবে না। (দারামী শরীফ) তিরমিযীও এ অর্থের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি নিরানব্বই এর পরিবর্তে সত্তর বলেছেন।

'নিরানব্বই' 'সত্তর' এখানে বহু অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর কেউ কেউ এর অন্যরূপ অর্থও করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com



## কবরে সংকীর্ণতা

হযরত যাবের (রা.) বলেন, হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। রাসূল (সা.) তথায় (দীর্ঘ সময়) আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। তারপর তিনি তাকবির বললেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে তাকবির বললাম। এ সময় রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আপনি এরূপ তাসবিহ এবং তাকবীর বললেন? নবী করীম (সা.) বললেন- এই নেককার ব্যক্তির উপর তাঁর কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। (অতএব আমি এরূপ করলাম) এতে আল্লাহ তা'য়ালা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।

(মুসনাদে আহমাদ।)

উল্লেখ্য 'তাসবীহ' অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। তাকবীর অর্থ মহত্ব প্রকাশ করা। আল্লাহর দরবারে কোন না কোন ত্রুটি থাকার দরুনই তাঁর প্রতি এরূপ করা হয়েছিল। অথবা সকলের প্রতি আল্লাহর এই বিধান রয়েছে। এটা হতে এ কথা বুঝা গেল যে, কবরের সংকোচন বড় নেককার ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হতে পারে। হযরত সায়াদ (রা.) নেককার ব্যক্তি ছিলেন, তা পরবর্তী হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

## নেককারের মৃত্যুতে আরশে কম্পন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, এই সায়াদ সে ব্যক্তি, যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিলো। তাঁর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিলো এবং যাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা হাজির হয়েছিল কিন্তু তাঁর কবর অতিশয় সংকীর্ণ করা হয়েছিল; অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়। (নাসাঈ শরীফ)

**স্মর্তব্য:** আরশ কেঁপেছিল এটার অর্থ এও হতে পারে যে, আরশের ফেরেশতাগণ হযরত সায়াদের মোলাকাতের খুশিতে নেচে উঠেছিলেন।

## মৃত্যুর কষ্ট

১. হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, একদিন হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন- মউতের সময় মানুষের এত অধিক কষ্ট হয় যেন শরীরে তিন শত স্থানে আঘাত করা হচ্ছে।

www.BANGLAKITAB.com


২. হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমরা যদি জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ না কর তবুও ঘরে বসে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সে পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জান, তলোয়ারের শহস্র আঘাত অপেক্ষা মৃত্যুর কষ্ট আরও ভয়াবহ।

৩. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) বর্ণনা করেন, মৃত্যুকষ্ট ইহ-পরকালের সব ধরনের কষ্ট হতে অধিক কষ্টদায়ক। যদি কাউকে কাঁচি দ্বারা কাটা হয়, করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়, অথবা পাতিলে আগুন দিয়ে উৎরানো হয় তাতে যা কষ্ট হবে মৃত্যুকালীন কষ্ট এর চেয়েও ভয়াবহ। যদি কোন মৃতব্যক্তি কবর থেকে উঠে মউতের কষ্টের কথা বর্ণনা করে, তাহলে কোন আদম সন্তান মুহূর্তের জন্যও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। সুখ নিদ্রা হবে না কারো ক্ষণিকের জন্যও।

৪. কথিত আছে, হযরত মুসা (আঃ)-কে ইন্তেকালের পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুকে আপনি কেমন পেলেন? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, মনে হচ্ছিল যেন একটি পাখিকে আগুনে ভুনা করা হচ্ছে, অথচ তার জানও বের হচ্ছে না আবার উড়তেও সক্ষম হচ্ছে না। আরেক বর্ণনা মতে, হযরত মূসা (আঃ) বর্ণনা করেন, আমার এরূপ অবস্থা হয়েছিল যেন একটি জীবন্ত বকরীরর গোশত থেকে চামড়া ছিলে নেওয়া হচ্ছে। (মউত কি ইয়াদঃ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)।

কবরের সফরে হযরত সালমান ফারসী (রা.) মৃত্যুর সময় খুব কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কেউ তাঁকে বললো, মৃত্যুর মাধ্যমে আপনি প্রিয়নবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। প্রিয়নবী (সা.)ও তাঁর ওফাতের সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তা সত্ত্বেও আপনি কেন কাঁদতেছেন? হযরত সালমান (রা.) বললেন, আমি মৃত্যুর জন্য কাঁদছি না। বরং এ জন্য কাঁদি যে, হযরত রাসুলে আকরাম (সা.)-এর সাথে আমর ওয়াদা ছিলো যেন দুনিয়া দ্বারা আমি একজন মুসাফিরের ন্যায় উপকৃত হই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি নাই। তারপর তিনি তার অর্ধাঙ্গীনীকে বললেন, মশক (চর্ম নির্মিত পানির পাত্র) থেকে কিছু পানি ছিটিয়ে দাও। আজ আমার সান্নিধ্যে এমন একটি দল আসছে যারা জীনও নয় মানুষও নয়।

বস্তুতঃ হযরত সালমান (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর সম্পদের মূল্য ছিল ১০ দেরহাম। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এর কি হিসাব দিবেন, প্রিয় নবী (সা.)-এর নিকট কিভাবে মুখ দেখাবেন এই চিন্তায় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে কাঁদছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত হোযায়ফা (রা.) মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে তিনি বলেন, প্রিয় বন্ধু অর্থাৎ মৃত্যু পাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে এলে, যে অনুতপ্ত হয়, সে সফলকাম হতে পারে না। আয় আল্লাহ! তুমি জান আমি সব সময়েই দারিদ্রতাকে সম্পদশালী হওয়ার থেকেও অধিক পছন্দ করতাম। অসুস্থ থাকা সুস্থতা অপেক্ষা ছিলো বেশি প্রিয়। আর জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে আমি বেশি ভালবাসি। শীঘ্রই তুমি আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। তোমার মাধ্যমেই আমি তোমার সান্নিধ্যে যেতে চাই। এই বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## হযরত বেলাল (রা.)

রাসুল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত বেলাল (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তাঁর স্ত্রী বললেন, আফসোস! আপনি চলে যাচ্ছেন। হযরত বিলাল (রা.) বললেন, আফসোসের কোন কারণ নেই, এতো ভারি মজার ব্যাপার। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত হবে। মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।

## হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইন্তেকালের পূর্বে রোগ বৃদ্ধি পেল। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তিনি বলতেন, আল-হামদুলিল্লাহ! ভাল আছি। ওফাতের পূর্বে তিনি ওসিয়ত করেছেন, আমাকে রাসুল (সা.)-এর হুজরা মুবারকে দাফন করবে।

## কবর থেকে ফিরে আসা এক যুবতীর কিছু কথা

করাচীর গুলশান ইকবাল এলাকায় বাইতুল করম জামে মসজিদে মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ ওয়াজ করার সময়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের গিলগিট অঞ্চলে।

একজন লোক একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কানে নারী কণ্ঠে চিৎকার ভেসে এলো-আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি। আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি। একাধিকবার এ আওয়াজ শুনার পর লোকটি লোকালয়ে গিয়ে লোকদের জানালেন। অনেকে কবরের পাশে গিয়ে একই আওয়াজ শোনার পর স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের মতামত জানার জন্য গেল। ইমাম সাহেব কবর খুঁড়ে মেয়েটিকে বের করার সিদ্ধান্ত জানালেন।

www.BANGLAKITAB.com


কবরের উপরের মাটি সরিয়ে একখানি তক্তা সরিয়ে দেখা গেল কবরের ভিতর বসা মেয়েটি উলঙ্গ। তার গায়ে কাফন নাই। মেয়েটি বললো, আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার জন্য পোষাক নিয়ে আসো। দ্রুত গিয়ে এক জন পোষাক নিয়ে এসে কবরের ভিতর ছুঁড়ে দিল। পোষাক পরিধান করে কবর থেকে আপাদমস্তক ঢেকে বের হয়ে মেয়েটি দ্রুত নিজের বাড়িতে গেল এবং একটি কামরায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তাকে দরজা খুলে দিতে বলা হলে সে বললো, দরজা খুলে দিচ্ছি, তবে খুব সাহসী লোক ব্যতীত কেউ আমার কামরায় আসবেন না। কারণ, আমাকে দেখে হার্টফেল করতে পারে।

কয়েকজন সাহসী লোক ভিতরে প্রবেশ করলো। মেয়েটি প্রথমে তার মাথার কাপড় সরালো। দেখা গেল, তার মাথার চুল তো নেই, চুলের নিচে মাথার চামড়াও নেই। এরকম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বললো, বেঁচে থাকার সময় আমি মাথার চুল খোলা রেখে পথেঘাটে চলাফেরা করতাম। বেগানা পুরুষদেরকে আমার চুলের সৌন্দর্য দেখাতাম। এ কারণে আমার মাথার চামড়াসহ সব চুল টেনে টেনে তুলে ফেলা হয়েছে। তারপর মেয়েটি চেহারা দেখালো। দেখা গেল তার উপরের ঠোঁট কেটে ফেলা হয়েছে। চেহারায় শুধু দুই পাটি দাঁত ছাড়া আর কিছু নাই। ঠোঁট কেন নাই জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বেঁচে থাকা অবস্থায় দুই ঠোঁটে লিপিস্টিক লাগিয়ে বেপর্দা অবস্থায় ঘরের বাইরে বেগানা পুরুষদের মধ্যে বিচরণ করতাম, এ কারণে আমার ঠোঁট কেটে ফেলা হয়েছে।

মেয়েটি তারপর তার হাত পায়ের নখবিহীন আঙ্গুল দেখালো। তার একটি নখও নেই। নখের কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বললো, আমি হাত পায়ের আঙ্গুলে নেলপালিশ লাগাতাম, এজন্য আমার হাত পায়ের নখ তুলে ফেলা হয়েছে।

মাথা, ঠোঁট এবং নখ দেখানোর পর মেয়েটি আর কোন কথা বলল না। বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়লো। দেখা গেল, তার প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। আত্মীয়-স্বজন কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটিকে পুনরায় তার কবরে দাফন করে এলো।

**বেনামাজী ফ্যাশনেবল এক মিসরীয় নারীর মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা**

কুয়েত ইরাক যুদ্ধের সময় মিসরে চলে যাওয়া আমার এক বন্ধু আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা জানিয়েছে। সে বললো, আমি লাশদের গোসল এবং কাফন দাফনের কাজ করতাম। মিসরে যাওয়ার পর আমার পরিচয়

www.BANGLAKITAB.com


জেনে এক মিসরীয় নারীর গোসল এবং কাফন দাফনের কাজে সহায়তা করার জন্য আমাকে ডাকা হল। কবর স্থানের এক নির্দিষ্ট জায়গায় মৃতনারীকে গোসলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি দেখলাম ভয়ার্ত চার জন নারী বের হয়ে এলো এবং আমাকে ভিতরে যেতে বললো। আমি বললাম, একজন পুরুষের পক্ষে মৃতনারীকে গোসল দেওয়া জায়েয নয়, আমি যেতে পারবো না। যে চারজন নারী দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল তারা বললো, মৃতের চেহারা অসম্ভব রকমের কালো এবং কুৎসিত হয়ে গেছে, আর তার দেহ এতো ভারী হয়ে গেছে যে, নাড়ানো যাচ্ছে না। এ সময় ভিতরে গোসলের কাজে নিয়োজিত অন্য একজন নারী বেরিয়ে এসে একই কথা জানালেন। আমি বললাম, যেভাবেই হোক গোসল দেওয়ার কাজ আপনিই করুন।

গোসল দেওয়ার এবং কাফন পরিধান করানোর পর মহিলা বের হয়ে এসে বললেন, এবার আপনারা লাশ কবরস্থানে নিয়ে যান। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মহিলার লাশ এত ভারি ছিল যে, আমরা ১১ জন পুরুষ খাটিয়ায় তুলে সেই মহিলার লাশ কবরস্থানে নিয়ে গেলাম। মিসরে কবর করা হয় কামরার মত। সে কবর হয় অনেক গভীর। সিঁড়ি দিয়ে সে কবরের লাশ নামানো হয়। লাশের উপরে মাটি চাপা দেওয়া হয় না। কবরের কামরার বাইরের দিকে দরজা লাগানো হয়। সিঁড়ি বেয়ে কবরে নেমে আমরা কবরে লাশ রাখলাম। হঠাৎ লাশের আকৃতি বড় হয়ে গেল। সেই মৃত নারীর হাড় কড় কড় শব্দে ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ শুনতে পারলাম। লাশের কাফন সরে যাওয়ায় আমি কাফন ঢেকে দিয়ে কেবলামুখি করে দিলাম। চেহারা থেকে কাফন সরে যাওয়ায় দেখতে পেলাম তার দুই চোখ যেন ঠিকরে বের হয়ে আসছে। পুরো চেহারা আগেই কুৎসিত হয়ে গিয়েছিলো। নিয়ম মাফিক দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমিই কবরে শেষ পর্যন্ত ছিলাম এ কারণে মহিলার সন্তানরা আমাকে ঘিরে ধরে জানতে চাইলো আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখেছি কি না। জবাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারলাম না। যা যা দেখেছি সবই তাদের জানালাম। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মা কেমন ছিলেন?

গোসলের সময় দ্রুত বের হয়ে আসা চারজন নারী ছিল মৃত মহিলার মেয়ে। তারা বললো, আমার মায়ের কালো, কুৎসিত চেহারা দেখে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আসলে জীবদ্দশায় আমার মা কখনও নামাজ আদায় করে নাই। আমাদের মা ছিল ফ্যাশনেবল মহিলা। তার লজ্জাশরম কিছুই ছিলো না। তার কথাবার্তা চালচলন ছিলো পুরুষের মত।

www.BANGLAKITAB.com


## পঞ্চাশ ষাটটি সাপের উপরই কবর দেওয়া হল মেয়েটিকে

১৯৮৬ সালে করাচীর 'দৈনিক জং' পত্রিকায় এক দুঃখিনী মায়ের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিঠিতে মহিলা লিখেছেন, আমার বড় মেয়ে কিছু দিন আগে মারা গেছে। তাকে কবর দেওয়ার জন্য কবর খনন করা হলে দেখা গেল, পঞ্চাশ ষাটটি সাপ কিলবিল করছে। এ অবস্থা দেখে দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় জায়গায় কবর খনন করা হল। যেখানেই কবর খনন করা হচ্ছিলো সেখানেই ওসব সাপ দেখা যাচ্ছিলো। পরামর্শ করে আত্মীয়-স্বজন সেই সাপের উপরেই আমার মেয়ের লাশ রেখে মাটি চাপা দিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

মেয়েকে কবর দিয়ে ঘরে ফিরার পর মেয়েটির পিতা আমার স্বামী মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। আমার দুঃখিনী মেয়েটি নামাজ রোযা নিয়মিত আদায় করতো কিন্তু তার দোষ ছিল একটাই, সে ছিলো অত্যন্ত ফ্যাশনপ্রিয়। সব সময় সেজে থাকতো। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় উগ্র সাজগোজ করতো। আমি নিষেধ করলে আমাকে অপমান করতো। মুখে যা আসে তাই বলতো। আমার কোন কথাই সে শুনতো না।

## কবর দেওয়ার পর পিতা দেখলেন, তার মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ধনুকের মত বেঁকে আছে আর তার চুল দিয়ে দুই পা বাঁধা

১৪১৪ হিজরীর শাবান মাসের শেষ শুক্রবার। আমার এক বন্ধু করাচীর কুরুঙ্গি এলাকার একটি ঘটনা আমাকে জানালো। সে শপথ করে বললো, আমি যা বলছি একটি শব্দও মিথ্যা নয়। আমার এক আত্মীয়ের যুবতী মেয়ে হঠাৎ মারা গেল। সে মেয়েটি কবর দেওয়ার সময় কবরে তার পিতাও নেমেছিলেন। ঘরে ফেরার পর তার মনে পড়লো, তার হ্যান্ডব্যাগ কবরে রয়ে গেছে। ব্যাগে জরুরি কাগজপত্র থাকায় পুণরায় কবর খনন করা হল। উপরের মাটি সরিয়ে একখানা তক্তা সরিয়ে ভিতরে তাকিয়ে মেয়েটির পিতা চিৎকার দিয়ে দূরে সরে এলেন।

কি হয়েছে? কি দেখলেন? চিৎকার দিচ্ছেন কেন? এসব কথার জবাবে মেয়েটির পিতা জানালো, সাদা ধবধবে কাফনে জড়িয়ে মেয়েকে কবর দিলাম। তাকিয়ে দেখি গায়ে কাফন নেই। আমার মেয়ে ধনুকের মত বেঁকে আছে, তার মাথার চুল দিয়ে তার দুই পা বাঁধা দেখতে ভয়ানক ছোট বিচ্ছুর

www.BANGLAKITAB.com


মত প্রাণী মেয়েটির সারা দেহ লেপটে আছে। মেয়েটির পিতা তার হ্যান্ডব্যাগের কথা ভুলে গেলেন, দ্রুত মাটি চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলেন। মেয়েটির জীবনযাপন সম্পর্কে আমি খোঁজ নিলাম। মেয়েটির মা বাবা বললো, তার মধ্যে আপত্তিকর কোন দোষ আমাদের চোখে ধরা পড়ে নাই। তবে অন্য মেয়েদের মত ছিল সে ফ্যাশনপ্রিয়। ফ্যাশনেবল ছিল তার চালচলন। সে কখনও পর্দা করেনি। বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা করতো। কয়েকদিন আগে উগ্র সাজে সেজে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল।

**দাফনের পর তিন রাত মেয়েটি ডেকে বললো, মা কবর থেকে আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি**

ভারতের আহমদাবাদ শহরের একটি ঘটনা। শিল্প শহর আহমদাবাদকে বলা হয় ভারতের ম্যানচেষ্টার । আহমদাবাদ শহরের জামাল পুরা মহল্লায় এক মুসলিম পরিবারের একটি কুমারী মেয়ে হঠাৎ কয়েক দিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হল। বিত্তশালী পরিবারের এই মেয়েটি ছিলো সবার আদরের। তার সখ ছিলো ফ্যাশনপ্রিয়তা। ফ্যাশন ডিজাইনের নানা রকম পোষাক সব সময় পরিধান করে বেপর্দা অবস্থায় সেজেগুজে বাইরে যেত। এখনও মেয়েটির বিবাহ হয়নি।

হঠাৎ মৃত্যুর পর মেয়েটির মা পর পর তিন রাত মেয়ের লাশ স্বপ্নে দেখলেন। স্পষ্ট কণ্ঠে মেয়েটি বলছিলো, মা আমাকে কবর থেকে বের কর, আমি বেঁচে আছি।

পর্যায়ক্রমে তিন রাত স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর এলাকার লোকদের এবং পুলিশকে জানানো হল। তারপর পুলিশের উপস্থিতিতে কবর খনন করা হল। দেখা গেল, মেয়েটির মাথার চুলে দুটি সাপ। চেহারায় হাতে পায়ে অসংখ্য কাকলাশ এবং বিচ্ছু কামড়ে ধরে আছে। আসরের পর দেখা গেল সাপ কাকলাশ বিচ্ছু নেই। অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটিকে কবর থেকে বের করে পুলিশ আহমদাবাদের উয়ারি এলাকার চ্যারিটেবল হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে ভর্তি করলেন। সেখানে তার চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তার উপর নিচের ঠোঁট ছিলো না। জ্ঞান ফেরার পর মেয়েটি বললো, আমি দুই সপ্তাহের জন্য পুনারয় এসেছি। তোমরা নামাজ পড়, রোযা রাখো। এ কথা বলে মেয়েটি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে ১২ দিন যাবত আইসিইউ ওয়ার্ডে রাখার পর পুনরায় কবরে দাফন করা হল।

www.BANGLAKITAB.com


বহুলোক মেয়েটিকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতালে ভীড় করতো। সবাই আলোচনা করেছিলো ব্যতিক্রম এ ঘটনা মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটেছে। মহান আল্লাহ চান, মোসলমানগণ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন যাপন করুক। ইসলাম মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম। অন্য কোন ধর্মের অনুসরণ করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে না। কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। বরং ইসলাম ব্যতিত অন্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনন্তকাল দোযখের আগুনের অচিন্তনীয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

## লেবাননের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী নাহাদ ফুতুহ সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন

নাহাদ ফুতুহ ছিলেন লেবাননের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। তিনি উগ্র আধুনিক ফ্যাশনেবল জীবন কাটাতেন। তবে তার কন্যা হাব্বাকে শৈশব থেকে তিনি ইসলামী আদব কায়দা এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছিলেন। হাব্বা নিয়মিত পর্দা করতো। বোরকা পরিধান করে স্কুলে যেত। তার বয়স ছিল সতের বছর।

ম্যাট্রিক পরিক্ষার তিন মাস আগে বোরকা পরিধানের অভিযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষ হাব্বাকে স্কুল থেকে বের করে দিল। হাব্বার পিতা প্রধান শিক্ষককে অনেক অনুরোধ করলেন। তার এক কথা, যদি এ স্কুলে আপনার মেয়ে পড়াতে চান তাহলে তাকে হিজাব ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু হাব্বা কিছুতেই হিজাব ত্যাগ করতে সম্মত নয়। হাব্বার মা মেয়েকে বুঝালেন, মাত্র তো তিন মাসের ব্যাপার। তুমি তিন মাস পর পুনরায় হেজাব পরিধান করিও, এখন হেজাব ত্যাগ করে পরিক্ষাটা দিয়ে দাও। কিন্তু হাব্বা মায়ের অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। মেয়ে বললো, পড়া লেখা ছাড়তে পারবো কিন্তু হেজাব ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মেয়ের দৃঢ়তায় মা অবাক হলেন। মেয়ে তার মাকে বললো, মা তুমি আমাকে শিখিয়েছ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ জীবনের সত্যিকার অর্থ জানে না। জীবনের সার্থকতা হচ্ছে, পারলৌকিক জীবনের সফলতায়। মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুসরণেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা। অন্য কোন ধর্ম বিশ্বাস মেনে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর পরে মুক্তির আশা সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করানোর মত অসম্ভব। তুমি আমাকে

www.BANGLAKITAB.com


নামাজ আদায়, রোযা পালন, পবিত্রতা অর্জনের ফরজ গোসল, বেগানা পুরুষদের সাথে হিজাব পালনের শিক্ষা দিয়েছ। এসব শিক্ষা যখন দিয়েছিলে তখন তুমি কিন্তু হিজাব পালন করতে না। সিনেমার জন্য, টেলিভিশনের জন্য তখনো তুমি গান গেয়েছ। তোমার উপদেশ মেনে আমি জীবন কাটাচ্ছি। তোমার স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করি নাই।। তুমি কেন আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে? শোন মা! উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও জীবন চলবে, না করলেও জীবন চলবে। আমি কিছুতেই ঘরের বাইরে হেজাব ব্যতীত পা বাড়াতে পারবো না। ফ্যাশনেবল জীবন যাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নবী নন্দিনি ফাতেমা, নবী সহধর্মীনী আয়েশার আদর্শ মেনে জীবন কাটাবো। তুমিও ইচ্ছা করলে আমার আদর্শ মেনে চলতে পার। মনে রাখবে, এসব আদর্শ তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।

মেয়ে হাব্বার কথা শুনে মা নাহাদ ফুতুহ সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করে সঙ্গীত চর্চা ত্যাগ করলেন। পর্দা মেনে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবন কাটাতে শুরু করলেন।

হাব্বার নানী ছিলেন উগ্র আধুনিক নারী। মেয়ের সিদ্ধান্তের কথা জেনে তিনি মেয়ের কাছে ছুটে এলেন। মেয়েকে বললেন, দেখ তোমার সুরেলা কণ্ঠের সুধা থেকে কেন তুমি দেশের মানুষকে বঞ্চিত করবে? তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নাও।

নাহাদ ফুতুহ তার মাকে বললেন, মা তুমি এসব কি বলছো? তুমি মুসলিম পরিবারের নারী। কত দিন আর বেঁচে থাকবে? বয়স তো কম হল না। তুমিও হিজাব পরিধান কর। হাব্বার পথে চল, ফ্যাশনের জীবন ছাড়। কবরের কঠিন সময়ের কথা চিন্তা কর। কবরের অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি নাও। বরযখ জগতের কথা ভাব। সেখানে যাওয়ার পর কেউ ফিরে আসতে পারে না, আর তুমিও ফিরে আসেত পারবে না।

**আযানের সময় টেলিভিশন বন্ধ না করায় শাস্তি হল এক মহিলার**

তাবলীগে যাওয়া এক বন্ধু ভারতের এক এলাকার একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনালেন। তিনি বলেন, তাবলীগ জামাতের সাথে আমরা এক মসজিদে গেলাম। মসজিদে অবস্থানের পর আমাদের কাজে আমরা নিয়োজিত ছিলাম। এমন সময় মহল্লার কয়েকজন লোক এসে বললো, আপনারা দয়া করে আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতে চলুন, আমরা ভীষণ বিপদের

www.BANGLAKITAB.com


সম্মুখিন। আমাদের ঘরের একজন মেয়ে মারা গেছে। তার লাশ ঘিরে রেখেছে 'বিষাক্ত বিচ্ছুর মত দেখতে এক দল কাঁখজোর।

ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম লাশের চারদিকে মুখ খোলা কাঁখজোর অবস্থান নিয়েছে। এরা কাউকে লাশের পাশে যেতে দিচ্ছে না। মেয়েটিকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবর দেয়া দরকার, কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। মেয়ের আত্মীয়-স্বজন অনুরোধ করলো, আপনারা নেককার মানুষ, আপনারা দুয়া করুন, যেন মেয়েটিকে দাফন করতে পারি।

আমরা জায়গায় বসে পড়লাম এবং দুয়া দুরুদ পাঠ করে মোনাজাত করলাম। বললাম, হে মহান আল্লাহ! আপনার ঐ মাখলুককে সরিয়ে নিন যেন মহিলার গোসল এবং কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা যায়। দুয়া এবং কান্নাকাটির ফলে কাঁখজোর সরে এক পাশে গিয়ে জড়ো হল। আমরা চলে এলাম। মহিলাকে গোসল দেওয়া হলো। কাফন পরিয়ে কবরে নামানো হল। কবরে নামানের সময় দেখা গেল ওসব কাঁখজোর কবরের এক কোণে জড়ো হয়ে আছে।

মহিলাকে কবর দেওয়ার পর আমরা তার আত্মীয়-স্বজনকে মহিলার জীবন যাপন এবং আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমাদের বলা হল যে, সে নামাজ আদায় করতো না। সব সময় টেলিভিশন নিয়ে মগ্ন থাকতো। টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতো। একদিন টেলিভিশনে গানের অনুষ্ঠান চলছিলো। এ সময় মসজিদে আযান হচ্ছিল। মেয়েটির মা বললেন, ঐ মেয়ে! টেলিভিশন বন্ধ কর, মসজিদে আযান হচ্ছে। মেয়েটি বললো, আযান তো রোজই হয় কিন্তু এমন গান সব সময় প্রচারিত হয় না। মেয়েটি টেলিভিশন বন্ধ করেনি। এসব কথা শোনার পর আমাদের মনে হল, মহান আল্লাহর নামের উপর গানকে প্রাধান্য দেওয়ায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আযানের সময় টেলিভিশন বন্ধ না করায় বেনামাযী এই মেয়েটি কিছুদিন পর মারা যায় এবং তারপর এই ঘটনা ঘটে।

## সন্তানদের জন্য টেলিভিশন কেনার কারণে কবরে সন্তানের পিতাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল

দুইজন লোকের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। একজন থাকতো জেদ্দায়, অন্যজন থাকতো রিয়াদে। রিয়াদের বন্ধু সন্তানদের অনুরোধে একটি টেলিভিশন কিনে আনে। কিছুদিন পর এই লোকটি মারা যায়। দুই বন্ধু ছিল পুন্যবান।

www.BANGLAKITAB.com


তারা নিয়মিত নামাজ রোযা পালন করতো। রিয়াদের বন্ধুকে কবর দেওয়ার পর কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। সন্তানদের টেলিভিশন কিনে দেওয়ার কারণে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। রিয়াদের বন্ধু রাতে জিদ্দার বন্ধুকে বলল, তুমি রিয়াদে যাও, আমাদের বাড়িতে যাও, আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের আমার দুঃখকষ্ট এবং অবর্ণনীয় শাস্তির কথা জানাও। পর দিন ব্যস্ততার কারণে জেদ্দার বন্ধু রাতের স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনও তিনি রিয়াদে যেতে পারেননি। তৃতীয় রাতে রিয়াদের বন্ধু পুনরায় স্বপ্নে বললেন, তুমি কেন রিয়াদে যাচ্ছ না, আমার অবস্থার কথা চিন্তা করে একটু দয়া করো।

তৃতীয় রাতে স্বপ্ন দেখার পর চতুর্থ দিন জেদ্দার বন্ধু বিমানের টিকিট কেটে রিয়াদে চলে গেল এবং রিয়াদের বন্ধুর স্ত্রী এবং সন্তানদের স্বপ্নের কথা জানালেন। মৃত বন্ধুর বড় ছেলে এসব কথা শোনার পর আছাড় দিয়ে টেলিভিশন ভেঙ্গে ফেললো। চতুর্থ রাতে জেদ্দার বন্ধু স্বপ্নে দেখলো, তার রিয়াদের বন্ধু বেশ হাসি খুশি। তিনি বলেন শোন, আমার সন্তান আছাড় দিয়ে টেলিভিশন ভেঙ্গে ফেলার পর থেকে আমার উপর শাস্তি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এখন ভাল আছি।

## মেয়েটিকে টি. ভি. সহ কবরে দাফন করা হয়

খতমে নবুয়ত নামক ম্যাগাজিনের ১৮০ তম সংখ্যায় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এত বলা হয়েছে, এক রমজান মাসে এক মা ইফতার তৈরি করছিল। মা মেয়েকে বললো, তুমি রান্না ঘরে আসো, বাসায় মেহমান আসবে, আমাদের এখানে ইফতার করবে, তুমিও আসো ইফতার তৈরীর কাজে আমাকে সাহায্য কর। মেয়ে টেলিভিশন দেখছিল। সে মাকে বললো, টেলিভিশনে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে। এটি দেখার পর তোমাকে সাহায্য করবো। ইফতারের সময় হতে বেশি বাকি নেই, তুমি টেলিভিশন দেখা ছাড়। আমার সাথে রান্না ঘরে আসো। মেয়ে মায়ের কথা শুনল না। ছোট টেলিভিশন সেট তুলে নিয়ে বাসার দোতলায় চলে গেল এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে টেলিভিশন দেখতে লাগলো।

মাগরিবের আযান দেওয়া হল। বাসায় মেহমানরা এসে পড়েছেন, মা মেয়েকে ডাকার জন্য তাড়াতাড়ি দোতলায় গেলেন। দেখছেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মা অনেক ডাকাডাকি করলেন কিন্তু মেয়ে

www.BANGLAKITAB.com


সাড়া দিল না। সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখলো, মেয়েটি টেলিভিশনের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার দেহে প্রাণ নেই। সে মরে গেছে।

তাড়াতাড়ি কোন রকমে ইফতার করে মেয়ের পিতা এবং ভাইয়েরা তার লাশ নিচে নামিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করলো। কিন্তু লাশ এত ভারি হয়ে গেছে যে, নাড়ানো যাচ্ছিল না। একজন লোক টেলিভিশন সেট উপরে উঠালো। এতে মৃতদেহ হালকা হয়ে এলো। টেলিভিশন সেটসহ তাকে নিচে নামিয়ে আনা হল এবং গোসল দেওয়া হল। গোসল দেওয়ার সময় টেলিভিশন সেট ছিল সামনে। গোসলের পর লাশ খাটিয়ায় রাখা হল। জানাযা নামাজ আদায় করা হল। কিন্তু বেশ কয়েকজন চেষ্টা করেও খাটিয়া তুলতে পারলো না। অবশেষে একজন টেলিভিশন সেট ধরে থাকলো, অন্যরা খাটিয়া তোলার চেষ্টা করলে সফল হল। টেলিভিশন সেটসহ লাশ কবরস্থানে নেওয়া হল। লাশ কবরে নামানের জন্য কিছুতেই খাটিয়া থেকে উঠানো যাচ্ছিল না। কিন্তু টেলিভিশন সেট যখন কবরে নামানো হল তখন লাশ কবরে নামানো সহজ হল। লাশে মাটি চাপা দেওয়ার পর টেলিভিশন সেট বের করে আনার চেষ্টা করতেই লাশ উঠে আসছিলো। পর পর তিন বার একই ঘটনা ঘটার কারণে অবশেষে টেলিভিশন সেটসহ লাশের উপর মাটি চাপা দিয়ে তাকে দাফন করা হল।

## কুর'আন তেলাওয়াত বাদ দিয়ে টেলিভিশন দেখার ভয়াবহ পরিণতি

এক দুপুরে এক বাসায় টেলিভিশনে, পরিবারের সবাই বসে সিনেমা দেখছিলো। এক যুবতী মেয়ে অন্য কামরায় বসে কুর'আন তিলাওয়াত করছিলো। ঘরের ছোট মেয়েটি এসে তার বোনকে বললো, আপু টেলিভিশনে কি সুন্দর সিনেমা হচ্ছে, চল দেখবে? মেয়েটি কুর'আনের ভিতর নিশা লাগিয়ে কুর'আন বন্ধ করে সিনেমা দেখার জন্য গেল। বেশ কিছুক্ষণ সিনেমা দেখার পর ওজু না করে পুনরায় কুর'আন তিলাওয়াত করতে এলো। কিন্তু সে কুরআনের কাছেই যেতে পারলো না। সে দেখলো, কোরআনের চার দিকে ছয় ইঞ্চি লম্বা ভয়ানক চেহারার কয়েকটি বিচ্ছু বসে ঘিরে আছে। ওসব বিচ্ছু মেয়েটির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার দেহে লাফিয়ে পড়লো। বিচ্ছুদের দংশনে মেয়েটি প্রচন্ড চিৎকার করতে লাগলো। পরিবারের সবাই আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়লো। বিচ্ছুর দংশনে চিৎকার দিতে দিতে মেয়েটি মরে গেল।

www.BANGLAKITAB.com


পরিবারের সদস্যরা একজন আলেমকে খবর দিলেন। তিনি সব দেখে শুনে বললেন, কোরআনের প্রতি অমর্যাদার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। তোমরা মেয়েটির লাশের পাশে টেলিভিশন রেখে দাও। টেলিভিশন এত খারাপ জিনিস যে, ওসব বিচ্ছু টেলিভিশনের কাছে থাকতে চায় না। লাশের কাছে টেলিভিশন রাখার পর সব বিচ্ছু লাশ ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। মেয়েটিকে গোসল করে জানাযার পর বুজুর্গের পরামর্শে টেলিভিশন সেটসহ কবরে নামানো হল। লাশ কবরে রাখার পর ওসব বিচ্ছু পুনরায় এসে লাশের সাথে মিলে গেল।

দাফন করার পর দু'য়া দুরুদ পাঠ করে আত্মীয়-স্বজন কিছুদূর যাওয়ার পর বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হল, তারা দেখতে পেল, কবর ফেঁটে মেয়েটির লাশ টুকরো টুকরো হয়ে উপরে বিস্ফোরিত হল।

## লোভী নারীর ভয়াবহ অবস্থা

সারগোদায় এক ধনী পরিবারে দুই সন্তান রেখে মারা যান তাদের পিতা মাতা। দুই সন্তানের একটি মেয়ে অন্যটি ছেলে। দুই সন্তান মায়ের বোন খালার সংসারে বড় হয়। মেয়েটি ছিল অসাধারণ সুন্দরী এবং অসম্ভব মেধাবী। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে বিএ পাশ করে। তার ছোট ভাই ছিল সহজ সরল বোকা টাইপের। মেয়েটি বিএ পাশ করার পর ঝং এর এক জমিদারকে ভালবেসে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ছোট ভাই খালার সংসারে থেকে যায়। বিয়ের পর জমিদার স্বামীর অঢেল ধন সম্পদ থাকার পরও মেয়েটি তার বোকা ছোট ভাইকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে পিতার কোটি টাকার সম্পত্তি তার নিজের নামে লিখে নেয়। ফলে সারগোদার উর্বর কৃষি জমি এবং শহরের মূল্যবান জমির মালিকানা সে লাভ করে। খালা তাকে বুঝাতে থাকে। দেখ, ছোট ভাইকে এভাবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা ঠিক হচ্ছে না। এর ফল ভাল হবে না। কিন্তু রূপের, শিক্ষার ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিনী নারী কোন কথাই কানে নেয় না। ছোট ভাই ধূর্ত বড় বোনের সাথে পেরে উঠেনি। ১৯৪৭ সালে ছোট ভাই পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যে আনাহারে, অর্ধাহারে, হতাশায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

সারগোদার শাহজাদী ঝং এর জমিদার মহলে এসে সংসার সাজায়। তার গর্ভ থেকে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। যতই অর্থ

www.BANGLAKITAB.com


সম্পদ পাচ্ছিল, কিছুতেই তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। অল্প দিনের মধ্যে সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে তার হৃদপিণ্ডে সমস্যা দেখা দেয়। অল্প বয়সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এ লোভী নারী। ছেলে মেয়েরা কলেজে পড়ার সময় জমিদার স্বামী অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করে। এবং নববধুকে নিয়ে মারী এলাকায় চলে যায়।

শাহজাদীর খালার সাথে আমার পরিচয় ছিল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে সারগোদার পুরাতন ভবন এলাকায় স্থাপিত পি.এ.এফ. হাসপাতালে আমি শাহজাদীর চিকিৎসার জন্য গমন করি। তার জীবনের সব ঘটনা আমি জানতাম। তার খালা শাহজাদী বিছানার এক পাশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। শাহজাদীর খালা আমাদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শাহজাদীর রূপ লাবণ্য তখনও ছিল চোখে পড়ার মত। তার গভীর কালো চোখ, গোলগাল চেহারা, ফর্সা গয়ের রং, সুন্দর দাঁত, পাতলা ঠোঁট তখনও ছিল অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয়। কেন জানি না তার পরিধানে সে দিন লাল রং এর পোষাক দেখেছিলাম। হাতে কানে নাকে ছিল সোনার অলঙ্কার। বিছানায় শাহাজাদী ছটফট করছিল। হঠাৎ করে কখনও উঠে বসছিল।

একবার উঠে বসে স্বামী এবং সন্তানদের ডাকলো। পরক্ষণে শুয়ে পড়লো। তার অস্থির অবস্থা দেখে তার খালা কেঁদে ফেললেন এবং তাকে শান্তনা দিলেন। এয়ারকন্ডিশন থাকা রুমের মধ্যেও শাহজাদী ক্রমাগত ঘামাচ্ছিল। তার চোখে মুখে ছিল আতঙ্ক। হঠাৎ ছাদের দিকে তাকিয়ে শাহজাদী বললো, দেখ খালা! আমার ভাই আমাকে নিতে এসেছে। তার সাথে ভয়ানক চেহারার একজন লোক রয়েছে। খালা আমার চুরি, ঝুমকা সব সোনার অলঙ্কার আমার ভাইকে দিয়ে বলো, আমাকে যেন না নিয়ে যায়। দেখো, আমার ভাই আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

একথা বলে শাহাজাদী নিজের সোনার অলঙ্কার খুলতে লাগলো। খালা তার হাত চেপে ধরলেন। চরম অস্থিরতার মধ্যে এক সময় শাহজাদী বেহুঁশ হয়ে পড়লো। পনের মিনিট পর কর্তব্যরত নার্স জানালো, শাহাজাদী মারা গেছে। অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ ভাই এবং ভয়ানক চেহারা লোকটির সাথে সে অন্য জগতে আলমে বরযখের অধিবাসী হয়ে গেল।

www.BANGLAKITAB.com


## ধনী গৃহবধু সাপ সাপ বলে মৃত্যুবরণ করলো

১৯৬৮ সালের ঘটনা। সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল এক গৃহবধূ। তার অসুস্থতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। কর্তব্যরত ডাক্তার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। সংজ্ঞাহীন বেহুঁশ মেয়েটি হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আতংক কণ্ঠে বলতে লাগলো, সাপ সাপ সাপ। তার চোখে দেখা সাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে হাত পা ছুড়ছিল। চরম অস্থিরতার মধ্যে এক সময় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

ডাক্তারের সাথে মেয়েটির শেষ দিকের তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এরকম ঘটনা আমার চিকিৎসা জীবনে আমিও দেখিনি। বেহুঁশ অবস্থায় এভাবে সাপ সাপ বলে চিৎকার করার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

সে ছিল পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। উত্তরধিকার সূত্রে প্রচুর সোনার অলঙ্কার এবং নগদ টাকার মালিক হয়েছিল। স্বামী সন্তানের প্রতি ভালবাসা ছিল নামমাত্র। তার আসল ভালবাসা ছিল সোনা অলঙ্কার এবং নগদ টাকার প্রতি। তার সিন্দুকে রেখেছিল লাখ লাখ টাকা। সে সময় ব্যাংকের তেমন প্রচলন না হওয়ায় ঘরের সিন্দুকে সে টাকা জমা করতো।

প্রতিদিন তিনবার সে ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিত। ঘরের লোকদের সে বুঝাত পোষাক পাল্টাচ্ছে। আসলে সে সিন্দুক খুলে টাকা গুনতো। নতুন টাকার ঘ্রাণ তাকে মাতোয়ারা করে তুলতো। টাকা পুরাতন হয়ে গেলে সে নির্দিষ্ট একজন লোককে দিয়ে সে টাকাটা বদলে নতুন টাকা আনতো। সে সময়ের বিত্তশালীদের মধ্যে এই গৃহবধূও ছিল অন্যতম।

টাকা খরচ করতে এ মহিলা ভীষণ কষ্ট পেত। পারতপক্ষে সে এক টাকাও খরচ করতে চাইতো না। পূণ্যবতী নারী যদি তাকে বলতো, তুমি তো অনেক টাকার মালিক। তোমার নামে একটা মসজিদ তৈরি করাও, পুকুর খনন করাও, বিধবা এতিমদের সাহায্য কর। এসব কথা বলা হলে তার মুখ কালো হয়ে যেত। তার সঞ্চিত টাকা খরচ হয়ে কমে যাবে এটা সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারতো না। এ কারণে যে কোন সৎ পরামর্শ তার কাছে তিক্ত মনে হত। তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তাকে কেউ টাকা খরচ

www.BANGLAKITAB.com


করার জন্য বলতে সাহস পেত না। অল্প বয়সে এ গৃহবধূ অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হলো এবং বেহুঁশ থাকার সময় সাপ সাপ সাপ বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার সঞ্চিত সোনার অলঙ্কার টাকা পয়সা সব সিন্দুকেই পড়ে থাকলো।

**ইসলামের হুকুমকে অপছন্দ করে খৃষ্টধর্মের প্রশংসা করায় কঠিন পরিণতি**

মক্কায় একজন আলেম মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর তাকে দাফন করা হল। কিছু দিন পর অন্য একজনকে সেই আলেমের কবরে দাফনের জন্য কবর খনন করা হল। দেখা গেল, আলেমের লাশের পরিবর্তে একটি যুবতীর লাশ পড়ে আছে। একই কবরে একাধিক ব্যক্তি দাফন করা সাউদি আরবের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। ঘটনাক্রমে একজন ইউরোপিয় মুসলিম সে সময় কবরের লাশের পাশে ছিলেন। তিনি মেয়েটির লাশ দেখে শনাক্ত করলেন। বললেন, আমি তাকে চিনি, তার বাড়ি ফ্রান্সে। তার পিতা মাতা খৃষ্টান কিন্তু সে গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আমার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বই সে চেয়ে নিয়ে পাঠ করেছে একবার। অল্পদিনের অসুস্থতায় মেয়েটির মৃত্যু হয় এবং তাকে ফ্রান্সে কবর দেওয়া হয়।

মক্কার কবরস্থানে মেয়েটিকে দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে, মোসলমান হওয়ার কারণে সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। এজন্য তার লাশ সাউদি আরবের মাটিতে আল্লাহর আদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মক্কার আলেমের লাশ কোথায়? কেউ কেউ বললেন, মনে হয় ফ্রান্সে যে কবরে এই মেয়েটিকে দাফন করা হয়েছে সেই কবরে মক্কার আলেমের লাশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

হজ্বের সফরে আসা ফ্রান্সের সে মোসলমানকে বলা হলো, আপনি মক্কার মরহুম আলেমকে চিনে এরকম একজন লোককে দেশে ফিরার সময় সাথে নিয়ে যাবেন। তারপর ফ্রান্সের মেয়েটির কবর খনন করে দেখা হলো, সেই কবরে মক্কার আলেম রয়েছেন কি না। ইউরোপিয় মুসলিম তাই করলেন। মেয়েটির পিতাকে সব কথা জানিয়ে তার মেয়ের কবর খনন করা হল। দেখা গেল, মেয়েটিকে যেখানে দাফন করা হয়েছে সেই কবরে রয়েছে মক্কার মরহুম আলেমের লাশ।

মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা অভিমত ব্যক্ত করলেন, একজন মানুষ ভাল মন্দ হওয়া সম্পর্কে তার স্ত্রীর মতামতই চূড়ান্ত। কাজেই মক্কার মরহুম আলেমের

www.BANGLAKITAB.com


স্ত্রীকে তার স্বামীর জীবনযাপন এবং আমল আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক। মহিলাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় মহিলা বললেন, তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। আমিও তো তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখি নাই। মহিলাকে বলা হল ভেবে চিন্তে বলুন, তার মধ্যে নিশ্চয় ভীষণ খারাপ কিছু ছিল, তা না হলে কাফেরদের দেশে তার লাশ যাবে কেন, মহিলা বললেন, তার একটি দোষ ছিল। আমি তার এ দোষের উপর বিরক্ত ছিলাম। আমার সাথে যৌন সহবাসের পর ফরজ গোসল করতে তার ভাল লাগতো না। তিনি বলতেন, খৃষ্টান ধর্মের একটা জিনিস আমার ভাল লাগে, সেটি হচ্ছে। স্ত্রী সহবাসের পর গোসল ফরজ নয়। মহিলাকে তার স্বামী সম্পর্কে যারা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, তারা বললেন, ব্যস! আমরা বুঝে গেছি। কাফেরদের কোন কিছু পছন্দ করাও কুফরি। আপনার স্বামী যতই নামাজ রোযা করুন না কেন তিনি বেইমান হয়ে মারা গেছেন। একারণেই তিনি কাফেরদের ধর্ম পছন্দ করতেন, তাদের দেশে তার লাশ সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

## কবর আযাবের তিনটি ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ

**এক.**

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। পাঁচ দিন আগে দাফন করা এক ব্যক্তির লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। একজন মেডিক্যাল অফিসারের সহকারী হিসাবে আমিও সেখানে গেলাম। কোর্ট মিঠুন এলাকার বাইরের দিকে এক কবরস্থানে লোকটিকে দাফন করা হয়েছিল। আমাদের সাথে পুলিশ ছিল এবং কবর খনন করার জন্য দুইজন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল।

লোকটির কবর খনন করার পর দেখা গেল, বড় বড় পিঁপড়ার মত বহু পোঁকা কবরটিতে পরিপূর্ণ। নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে, সাপ এবং বিচ্ছু। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে একজন শ্রমিক বেহুঁশ হয়ে পড়ল এবং সন্ধ্যায় সে মৃত্যু বরণ করলো। বহুক্ষণ চেষ্টার পর নিচে আংটাযুক্ত রশি ফেলে লাশ কবর থেকে বাইরে বের করা হল।

সে দৃশ্যের কথা মনে পড়লে চিন্তা করি, কবরে আমার সাথে কেমন আচরণ করা হবে। কবরে যাওয়ার আগেই কবরের প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

www.BANGLAKITAB.com


দুই.

ফরেনসিক মেডিসিনের একজন ডাক্তার ছিলেন আমার বন্ধু। নানা কারণে কবর থেকে লাশ উত্তোলনের জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন, এক জায়গায় একটি লাশ উঠিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় কবর খনন করা হল। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে কবর খনন করা হল, কবর খনন করার পর কবর থেকে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ আসতে লাগলো যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ছুটে পালিয়ে গেল। তাছাড়া কবরে এমন কয়েকটি সাপ দেখা গেল যেসব সাপ দুনিয়ায় দেখা যায় না। সারাদিন অপেক্ষা করার পরও দুর্গন্ধ কমলো না। অবশেষে লাশ উত্তোলনের চিন্তা বাদ দিয়ে কবরে মাটি চাপা দেওয়া হল।

তিন.

পাকিস্তানের মংলা বাঁধ নির্মাণের সময় মাটি খনন করা হচ্ছিল। এক জায়গায় দেখা গেল, একজন মানুষের লাশ। সে লাশের মুখে একটি সাপ বসে লাশের মুখে দংশন করছে। ভয়াবহ এই দৃশ্য উপস্থিত সবাই দেখেছে। একজন লোক ওজু করে মহান আল্লাহর যিকির করলো এবং দোয়া দুরুদ পাঠ করলো। সেই লাশের শাস্তি মাফ করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন। কিছুক্ষণ পর সাপটি উধাও হয়ে গেল। মংলা বাঁধ নির্মাণের কাজে দায়িত্ব পালনকারী ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়েছেন।

## এক স্টেশন মাস্টার কবরের সুবাসিত পানির স্বাদ পেলেন

মোহাম্মাদ হুসাইন এমএ লিখেছেন, মুলতানের কাছে শেরশাহ নামে একটি স্টেশন আছে। কয়েক বছর আগে সেখানে এক স্টেশন মাস্টার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি তার ডান হাতের তালুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতেন। প্রতিদিন দুই তিন বার সেই ব্যান্ডেজ খুলে হাতের তালু জিহ্বা দিয়ে চাটতেন।

স্টেশন মাস্টারের একজন ঘনিষ্ট বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তিনি হাতের তালুর ব্যান্ডেজ এবং চেটে খাওয়ার রহস্য জানালেন। তিনি বললেন, এখানে চাকরি নেওয়ার আগে আমি ছিলাম একজন পেশাদার কাফনের কাপড় চোর। যেসব লাশকে সকালে মাটি দেওয়া হত রাতে তাদের কবর খুঁড়ে আমি কাফন চুরি করতাম। তারপর সেই কাফন ধুয়ে ইস্ত্রী করে বিক্রি করে দিতাম।

www.BANGLAKITAB.com


এক রাতে একটি কবর খননের পর টর্চ জ্বালিয়ে অবাক হয়ে দেখি লাশের মুখ খোলা। কবরের ছাদ থেকে টপ টপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি সেই লাশের মুখে পড়ছে। অথচ কবরের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকায় কোথাও পানি ছিল না। কবরের ছাদে যে জায়গা থেকে পানি পড়ছিল আমি সেখানে হাত পেতে দিলাম। কয়েক ফোঁটা পানি আমার হাতে পড়লো। আমি চেটে খেলাম। এমন সুস্বাদু সুবাসিত জিনিস জীবনে খাইনি। বাম হাতে কবরের মাটি চাপা দিয়ে আমি ঘরে ফিরে এলাম এবং খাঁটি মনে তাওবা করলাম। আমার ডান হাতের তালুতে এখনও সেই পানির স্বাদ এবং সুবাস লেগে আছে। এ কারণে আমি হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছি। প্রতিদিন দুই তিন বার ব্যান্ডেজ খুলে জিব্বা দিয়ে হাত চেটে সে পানির স্বাদ গ্রহণ করি।

## কবরের আগুনে হাত পুড়ে যাওয়ার ঘটনা

ভারতের উত্তর প্রদেশের এক শহরের প্রশস্ত এক কবরস্থানে একটি ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোককে সেই কবরস্থানের একটি কবরে দাফন করা হল। লাশ কবরে রাখার পর তক্তা দিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার সময়ে কবরে অবতরণ করা একজন লোক বললেন, একটু রাখুন! আমার কিছু জরুরি কাগজ কবরে পড়ে গেছে। কাগজগুলো তুলে নেই। এ কথা বলে তক্তা সরানোর পর তিনি কাগজ নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি মাথার পাশে ছিলেন, একারণেই সে দিকে হাত বাড়িয়ে কাগজ নিতে যাচ্ছিলেন। কবরে হাত বাড়ানোর সাথে সাথেই তিনি তীব্র চিৎকার করে হাত সরিয়ে নিলেন। বলছিলেন, জ্বলে গেল, হাত পুড়ে গেল, আগুন লেগে গেল।

উপস্থিত লোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের মাটি চাপা দিয়ে উঠে এলো। যে ব্যক্তি বলছিল হাত পুড়ে গেল তার হাত পরিক্ষায় পুড়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন তো নেই। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে, কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

সেই ব্যক্তির চিৎকারে সবার কানে আঙ্গুল দেয়ার অবস্থা হল। সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন ডাক্তার পরিক্ষা করেও হাতের যন্ত্রণার কোনো কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না।

তিন দিন তিন রাত চিৎকার করে অবশেষে লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

www.BANGLAKITAB.com


**ভারতের মুম্বাইয়ের এক দানশীল শেঠ এর কবরে একটি ভয়ানক সাপ, শেঠ এর জিহ্বা কামড়ে বাইরে বের করার জন্য টানছিল**

ভারতের মুম্বাই শহরে একজন শ্রদ্ধেয় শেঠ ছিলেন। তার ব্যবসা ছিল বেশ ব্যাপক। অর্থসম্পদ ছিল অঢেল অফুরন্ত। তিনি যে ব্যবসা শুরু করতেন তাতেই লাভবান হতেন। তিনি ছিলেন বেশ দানশীল। এতিমদের, বিধবাদের অর্থ সাহায্য দিতেন। অনেকের জন্য মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারের বিভিন্ন খয়রাতি কর্মসুচি বাস্তবায়নেও তার আর্থিক সহায়তা ছিল।

হঠাৎ একদিন এই শেঠ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। হাজার হাজার মানুষ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। বহুলোক তার জন্য বিলাপ করে কাঁদছিল। আমিও সেই শেঠ এর জানাযায় অংশ নিয়েছিলাম। তার জানাযায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ দেখে আমি তার প্রতি ঈর্ষাবোধ করছিলাম।

জানাযা নামাজ শুরুর যখন আয়োজন করা হচ্ছিল হঠাৎ দেখা গেল, অসম্ভব সুন্দর চেহারায় দীর্ঘাঙ্গি একজন লোক গেরুয়া রং-এর পোষাক পরিধান করে জানাযার নামাজে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হল। মরহুম শেঠ এর জন্য তার বিলাপধ্বনি অন্য সবার বিলাপকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে কেউ আগে কখনও দেখেনি। সবাই মনে করলো, হয়তো শেঠ এর বিশেষ কোন বন্ধু হবে।

অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি মৃত শেঠকে দাফনের জন্য কবরে নেমেছিলেন। কবরে মাটি চাপা দেওয়ার কাজ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ অচেনা লোকটি চিৎকার করে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার একটি ব্যাগ কবরে পড়ে গেছে। সেই ব্যাগে আছে ১০ হাজার টাকা। আপনারা কবরের মাটি সরিয়ে আমার ব্যাগটি উদ্ধার করে দিন। জানাযা পড়ার সময়ও ব্যাগটি আমার পকেটে ছিল।

এইমাত্র কবর দেওয়া শেষ হয়েছে, এখন কবর খননে অসুবিধা নেই। তাছাড়া ১০ হাজার টাকা তো অনেক টাকা। এসব ভেবে কয়েকজন কবরের মাটি সরালেন। আমি কবরের খুব কাছে ছিলাম এবং সবার তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছিলাম। মাটি সরানোর কাজেও অংশ নিয়েছিলাম। কবরের মাটি

www.BANGLAKITAB.com


সরিয়ে একটি তক্তা সরাতেই ভিতর থেকে লেলিহান আগুনের শিখা বের হল। যারা কবরের মাটি সরাচ্ছিল তারা চিৎকার দিয়ে দূরে সরে গেল। কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে গেল। কবরের ভিতর তাকিয়ে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল, সে দৃশ্য দেখে স্থির থাকা কারো প্রতি সম্ভব ছিল না। আমি নিজের চোখে কবরের ভিতর যে দৃশ্য দেখেছি আল্লাহ যেন কোন শত্রুকেও ওরকম ভয়ানক দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য না দেন। আমি দেখলাম, একটি বিরাট সাপ শেঠ এর দেহের নিম্নাংশে পেঁচিয়ে আছে। শেঠ বসে আছেন। তার জিহ্বা বেরিয়ে আছে। দেহের নিম্নাংশে পেঁচিয়ে থাকা সাপ শেঠ এর জিহ্বা কামড়ে ধরে বাইরের দিকে টানছে। আর হুংকার দিচ্ছে। সাপটি হুংকার দেওয়ার সময় তার মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে। সেই আগুনের শিখায় শেঠ এর মুখমন্ডল কালো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কিছুক্ষণ পর পর কবরে আগুন জ্বলে উঠছে, সেই আগুনে শেঠ এর পুরা দেহ ঝলসে যাচ্ছে। চিন্তা করলাম, এরকম ভয়াবহ দৃশ্য চোখে দেখে সাহায্য করা যাচ্ছে না। যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তার কেমন লাগছে। কি কঠিন অবস্থা।

কবর কি এভাবে খোলা রাখা যাবে? কয়েকজন সাহসী লোক এগিয়ে গিয়ে তক্তা দিয়ে লাশ ঢেকে দিল। তারপর তড়িঘড়ি মাটি চাপা দিয়ে দিল। ঘরে ফেরার পর আমি কয়েকদিন যাবত কথা বলতে পারিনি, খেতে পারিনি, ঘুমাতে পারিনি। কবরের আযাবের ভয়াবহতা নিজের চোখে দেখেছিলাম। একজন বুজুর্গের কাছ থেকে পানি পড়া পান করে আমি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছিলাম। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, শেঠ এর জন্য বিলাপ করা সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গি লোকটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কি রকম পাপের কারণে শেঠকে ওরকম শাস্তি দেয়া হচ্ছিল সেটা মহান আল্লাহ জানেন। অন্য কেউ জানে না। পরে জানা গেল, সে হারাম কামাই করে দান খয়রাত করতো।

## ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে ১০০ মানুষকে মরতে দেখেছি, কালেমা পড়েছেন ৩ জন

পৃথিবীতে সব মানুষই মৃত্যুকে বিশ্বাস করে। সবাই মনে করে মৃত্যু অবধারিত সত্য। যেসব প্রাণীর প্রাণ রয়েছে, সেসব কি হবে, কবরে কেমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হবে, ক্বিয়ামতের দিন কিভাবে সব মানুষ পুনরায় কিভাবে জীবিত হবে? এসব কিছুই আমাদের কারোর দেখার কোন সুযোগ

www.BANGLAKITAB.com


নাই। কিন্তু মহান আল্লাহ যেসব নবী রসুল প্রেরণ করেছেন, সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-সহ তাঁরা সবাই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব কথা বলে গেছেন। কুর'আনে বার বার সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং রোজ কিয়ামতের হিসাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মোসলমানের জন্য আবশ্যক। বর্তমান সমাজে কবরের কথা, হাশরের কথা বলা হলে শুনতে চাইবে না, শুনলেও মনোযোগ দেয় না। এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে যেন কবর, হাশরের ঘটনা অন্য কারো সাথে ঘটবে, তার সাথে ঘটবে না।

একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি ১০০ জন মানুষকে চোখের সামনে মরতে দেখেছি। তাদের শেষ কথা কি হয় আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৩ জনকে কালেমা পড়তে শুনেছি। অন্য ৯৭ জন দুনিয়াবি কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যেমন কেউ কিছু খেতে চেয়েছে, কেউ গান গেয়েছে, কেউ সাংসারিক কোন কথা বলেছে।

বিগত ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে আমি যাদের চিকিৎসার সাথে জড়িত ছিলাম তাদের এমন কিছু বিষয় আমি দেখেছি, শুনেছি সেসব লেখা জরুরি মনে করছি। যারা এসব ঘটনা পাঠ করবেন তারা উপকৃত হবেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের আখিরাতের, শেষ না হওয়া জীবনের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দিন।

## কবরের সুবাস সুগন্ধি

কয়েক বছর আগের কথা। রাজেনপুর কবরস্থানে একটি লাশকে দাফন করার জন্য একটি কবর তৈরি করা হল। লাশকে নিয়ে আসার আগেই সমগ্র কবর মিষ্টি সুবাসে ভরে গেল। উপস্থিত সবাই অবাক হলো যে, সে সুবাস কোথা থেকে আসছে। কবরস্থানের আশপাশে তেমন গাছও ছিল না যে, সেই গাছ থেকে সুগন্ধি আসবে। অনুসন্ধান করে দেখা গেল, কবরের একটি ছিদ্র দিয়ে এই সুগন্ধি আসছে। খননকারীরা ছিদ্রটি বড় করে দেখতে পেলো, নিচে আরেকটি কবর রয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, সেই লাশের মুখের উপরও একটি ফুল ঝুলে আছে এবং সেই ফুল থেকে গন্ধ আসছে। শহরের সব মানুষ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো।

www.BANGLAKITAB.com


## দেওবন্দী আলেমের কবর থেকে সুগন্ধি বের হল

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। দাফনের পর তাঁর কবর থেকেও সুগন্ধি বের হচ্ছিল। ভক্তরা কিছু কিছু মাটি সংগ্রহ করার জন্য তুলে নিয়েছিলেন। তার পর অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে কবরে চাপা দেওয়া হয়েছিল। কবরে মাটি রাখার পর সেই মাটিও সুবাসিত হয়ে যাচ্ছিল। ৪০ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় আমি কর্মরত ছিলাম সাউদি আরবে। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর এক মুরিদ আমাকে কবরের মাটি দেখালেন, দেখি সেই মাটি থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে।

## ডাক্তার ভাটটা কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন

ডাক্তার নওয়াজেশ আলী ভাটটা ভাওয়ালপুর ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। হৃদ রোগের কারণে তিনি জন্ডিসে আক্রান্ত হন। রোগ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। আমি তাঁর শিয়রে ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখের মনি প্রসারিত হয়ে গেছে, নিঃশ্বাসও নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী পাশে ছিলেন, তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁর বড় ভাই এবং স্ত্রীকে বললাম, ডাক্তার ভাটটা দুনিয়া থেকে এখন বিদায় নিচ্ছেন। এ সময় কান্নাকাটি না করে কালেমা পড়াই উচিত। আমার কথা শুনে তারা জোরে জোরে কালেমা পড়তে লাগলেন। হঠাৎ ডাক্তার ভাটটা চোখ মেলে তাকালেন এবং বিছানায় উঠে বসলেন এবং কালেমা পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন, ডাক্তার নূর তুমি সাক্ষী থাকো, আমি কালেমা পাঠ করে মহান আল্লাহর দরবারে যাচ্ছি। এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়লেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

## নিরক্ষর ব্যক্তির আরবী ভাষায় কথা বলা

কয়েক বছর আগে আমি একজন পঙ্গু রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। রোগীর অবস্থা ছিল খুব খারাপ। মনে হচ্ছিল কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে। যাই হোক, আমি তাকে পরিক্ষা করলাম। মাতৃভাষা উর্দুতে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু রোগী কোন জবাব দিল না। আমি তখন আরবী ভাষায় তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, রোগী তার নাম বললো। আমি আরবী ভাষায় তাকে মুখ খুলতে বললাম, সে মুখ খুললো। আরবী ভাষায় চোখ খুলতে বললাম,

www.BANGLAKITAB.com


সে চোখ খুললো। কিছুক্ষণ পর রোগী মৃত্যুবরণ করলো। রোগীর আত্মীয়স্বজন জানালো, সে তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আরবী দূরে থাক সে তো বাংলাতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারে না। আলেমদের নিকট শুনেছি, বরযখ এবং আখিরাতের ভাষা হবে আরবী। কবরে আরবী ভাষায় সওয়াল জওয়াব হবে। সম্ভবত সেটাই মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন।

## কবর আযাবের একটি বাস্তব ঘটনা

কয়েক বছর আগে আমি একবার তাবলীগ জামাতে গিয়েছিলাম। মানচেরার কিছু সামনে একটি গ্রামে আমরা পৌছলাম। মসজিদে সামান রেখে তালীম শুরু করলাম। মসজিদের বাইরে বেশ কিছু লোক এখানে ওখানে বসেছিলেন। আমাদের কয়েকজন তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে মসজিদে এসে তালিমে অংশগ্রহণে, অনুরোধ জানালাম। কয়েকজন তখনি মসজিদে আসতে তৈরি হল। একজন বললো, আমি জোহরের নামাজের সময় যাবো এবং কবর আযাবের একটি ঘটনা শুনাবো।

যোহরের নামাজের সময় তিনি এলেন। পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় একটি কবরস্থানে অস্ত্রসস্ত্রের একটি সামরিক সংরক্ষণশালা গড়ে তোলা হয়েছিল। অন্য কয়েকজনের সাথে আমিও সেখানে পাহারার ডিউটিতে ছিলাম। কাজের তেমন চাপ না থাকায় কবরস্থান ঘুরে দেখতে লাগলাম। হাতে বন্দুক ছিল। একটি কবরের পাশে যাওয়ার পর হাড় ভাঙ্গা শব্দ শুনতে পেলাম। বন্দুকের বাঁট দিয়ে কবরের ইট মাটি সরিয়ে ভিতরে তাকালাম। ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠলো। দেখি ভিতরে একটি কঙ্কাল পড়ে আছে। কঙ্কালের উপর ইঁদুরের মত একটি প্রাণী বসে আছে এবং কিছুক্ষণ পর পর কঙ্কালে ঠোকর দিচ্ছে। তার ঠোকর দেওয়ার সাথে সাথে কঙ্কাল নড়ে উঠছে এবং হাড় ভাঙ্গার মত শব্দ হচ্ছে। আমি ইঁদুরের মত প্রাণীটিকে আঘাত করতে চাইলে সে একদিকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পর সেটি কবরের বাইরে বের হয়ে আমার দিকে ছুটে এলো। প্রচন্ড ভয়ে আমি তীব্র গতিতে দৌড়াতে লাগলাম। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর পিছনে তাকিয়ে দেখি সেই প্রাণী তখনও আমাকে তাড়া করছে। কাছে দেখি একটা জলাশয়। আমি সেই জলাশয়ে নেমে পড়লাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি সেই

www.BANGLAKITAB.com


প্রাণী জলাশয়ের কিনারায় এসেছে এবং কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জলাশয়ের পানিতে মুখ লাগিয়েছে। সাথে সাথে জলাশয়ের পানি আগুনের মত গরম হয়ে গেল। আমি জলাশয়ের বাইরে চলে এলাম। আমার দুই পা জ্বলছিল। হাঁটা সম্ভব হচ্ছিল না। দুই পা লাল হয়ে গেল। চিৎকার করে সাথিদের ডাকলাম। আমাকে এটোবাবাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডির কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হল। আমার দুই পায়ের গোশত পঁচে গেল। সব সময় গোশত থেকে রক্ত এবং পুঁজ বের হত। সেসবে ছিল তীব্র দুর্গন্ধ। চিকিৎসায় কোন কাজ হল না। উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকে আমেরিকায় পাঠানো হল। কিন্তু কোন ঔষধে কাজ হল না। দুই পায়ের গোশত খসে পড়তে লাগলো। পা থেকে সব সময় মরে পঁচে যাওয়া মানুষের দুর্গন্ধ বের হত। দুই পায়ের গোশত খসে পড়ে শুধু হাড় অবশিষ্ট রইলো। এ কথা বলে সেই জওয়ান আমাদেরকে ব্যান্ডেজ বাঁধা তার দুই পা দেখালো।

**কবরের আগুন**

১৯৫৩ সালের কথা। আমি তখন এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এনাটমি বিষয়ে পড়ানোর জন্য আমাদের একটা কঙ্কাল দরকার ছিল। কলেজ ছিল নতুন। কঙ্কালের সংগ্রহ ছিল খুব কম। আমরা কয়েক বন্ধু নিশতার কলেজ সংলগ্ন কবরস্থানে গেলাম। সেই কবরস্থানকে বলা হত কিল্লাওয়ালা কবরস্থান। কবরস্থানের তত্ত্বাবধায়ককে একটি কঙ্কাল দেওয়ার অনুরোধ করা হল। সে কিছুতেই রাজি হল না। অনেক অনুরোধের পর বাইশ টাকায় একটি কঙ্কাল আমাদের দিতে রাজি হল। রাতের বেলা বাইশ টাকা নিয়ে চটে ঢাকা একটি কঙ্কাল আমাদের দিতে রাজি হল। তত্ত্বাবধায়ক এভাবে বেশ কিছু কঙ্কাল বিক্রি করেছিল।

কিছুদিন পর আমার একটি কঙ্কালের প্রয়োজন হল। আমি কবরের তত্ত্বাবধায়কের সাথে দেখা করলাম। সে মসজিদে বসেছিল। আমি অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু সে অস্বীকার করলো। তার অস্বীকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে অমাকে বললো, কিছু দিন আগে একটি কঙ্কাল তোলার জন্য কবর খুঁড়ছিলাম। সেই কবর থেকে একটি অগ্নিশিখা আমাকে তাড়া করলো। আমি প্রাণপণ ছুটতে লাগলাম। কিন্তু সেই অগ্নিশিখা আমাকে তাড়া করছিল। ভয় পেয়ে আমি মসজিদে এসে প্রবেশ করলাম। মসজিদে প্রবেশ করার পর সেই অগ্নিশিখা ফিরে গেল। আমি তাওবা করছি আর কোনো দিন কবর থেকে কঙ্কাল চুরি করবো না।

www.BANGLAKITAB.com


আমি আরো কিছু জানতে চাইলে সে আমাকে বললো, টাকার লোভে কঙ্কাল চুরির জন্য একবার একটি কবর খুঁড়ে দেখি অনেক প্রশস্ত। কবর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে। একজন বুজুর্গ ব্যক্তি কবরের ভিতর বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি কবরের মাটি চাপা দিয়ে দিলাম।

## মুলতানের একটি ভয়াবহ ঘটনা

নিশতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমি মেডিক্যাল ওয়ার্ডে রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত থাকার সময়ের একটি ঘটনা। আমাদের খবর দেওয়া হল যে, আমার ওয়ার্ডে দুই জন শ্রমিককে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। জ্ঞান ফিরার পর তারা ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগলো। চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হল। তারা জানালো, মুলতানের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির লাশ দাফনের কিছু দিন পর তার লাশ স্থানান্তরের জন্য তার কবর খনন করা হল। কবর খনন করার পর লাশের বিকটদর্শন, কিম্ভূত-কিমাকার চোহারা দেখে আমরা সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তার আত্মীয়-স্বজনও তার চোহারা দেখলো। তারা সাথে সাথে মাটি চাপা দিয়ে কবর বন্ধ করে দিল। লাশ নতুন করে স্থানান্তর করার চিন্তা বাদ দেয়া হল। সে সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ খবর ছাপা হয়েছিল।

## হাজী সাহেব বললেন, নামাজ ছেড়ে দেওয়া এবং প্রসাবে অসতর্কতার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল

আহমদপুর শারকিয়ায় একজন পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি একটি দ্বীনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। ভাওয়ালপুর হাসপাতালে তাকে আমার তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হল। কিছু দিন চিকিৎসা চললো, কিন্তু তিনি সুস্থ হলেন না, মারা গেলেন। তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতেন করাচীর একজন হাজী সাহেব। সেই হাজী সাহেবকে জানানো হল, তিনি এলেন। ইতিমধ্যে মহিলাকে দাফন করা হয়েছিল। হাজী সাহেব মহিলার কবরের সামনে এসে বললেন, মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত মহিলার কবরে বর্ষিত হচ্ছে। কবরে মহিলা খুব ভাল আছেন। হাজী সাহেবকে খুশি মনে হল।

পর দিন সেই কবরস্থানে হাজী সাহেব পুনরায় গেলেন। ফিরে আসার পর ছিলেন বেশ গম্ভীর। সারাক্ষণ কাঁদতেন। খানা পিনা বন্ধ করে দিলেন। সব সময় দোয়া ইসতেগফার করতেন। তিন দিন তিনি কিছু পানাহার না করায়

www.BANGLAKITAB.com


বেশ দুর্বল হয়ে গেলেন। হাজী সাহেবের ডাক্তার জামাতা আমাকে শ্বশুরের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি গিয়ে দেখি হাজী সাহেব সিজদায় পড়ে দোয়া এসতেগফার করছেন আর শুধু কাঁদছেন। তার কান্না ছিল মন তোলপাড় করা আহাজারী। যারা সে হৃদয় বিদারক কান্না শুনতো তাদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে যেত। আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তার এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ জানতে চাইলাম। বললাম, হাজী সাহেব আমাকে বলুন, আপনার কি হয়েছে?

হাজী সাহেব আমার প্রতি তাকালেন। তারপর বললেন, হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী আমাকে কালকে কবরের অজিফা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথম দিন আমি আমার পরিচিত মহিলার কবরে গিয়ে কাশফে কবরের ওজিফা পাঠ করলাম। মহিলার কবর থেকে খবর পাওয়া গেল যে, তিনি ভাল আছেন। পর দিন একই ওজিফা অন্য কবরের পাশে পড়ে দেখি পুরো কবরস্থানে মাত্র তিনটি স্থান বাদে অন্য সব কবরে আগুন জ্বলছে। কবরের লাশগণ চিৎকার করছে, ছটফট করছে। কোনো কবরে আগুনের তীব্রতা বেশি, কোনো কবরে আগুনের তীব্রতা কম।

হাজী সাহেব বললেন, এমন দৃশ্য দেখার পর কাঁদবো না তো কি করবো?

ওসব লাশের কবরের শাস্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দো'য়া করছি। এত ভয়াবহ শাস্তি যে, যদি আপনারা দেখতেন তবে হয় তো পাগল হয়ে যাবেন অথবা ভয়ে আতঙ্কে মরে যাবেন। তারপর হাজী সাহেব রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিস শুনালেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, কবরের আযাব এত ভয়াবহ যে, মানুষ যদি সেই আযাব দেখে অথবা সেই আযাবের শব্দ শোনে তাহলে তারা পাগল হয়ে জঙ্গলে চলে যাবে। লাশদের দাফন করা বন্ধ করে দিবে।

আমি হাজী সাহেবকে কবরে এতো ভয়াবহ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, নামাজ ছেড়ে দেওয়া এবং প্রসাবে অসতর্কতার কারণেই মুর্দারের এত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কবরের সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর হাজী সাহেব সারাক্ষণ কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি একদিন মৃত্যুবরণ করেন।

www.BANGLAKITAB.com


## মৃত্যুর সাথে সাথে একটি সাপ লাশ পেঁচিয়ে ধরলো

সারগোদার ঘটনা। তাবলীগ জামায়াত একটি এলাকায় অবস্থান করছিল। জামাতের কিছু সাথী এলাকায় গাশতের জন্য গেলেন। তারা লক্ষ্য করলেন, একটি বাড়ি থেকে পুরুষ নারী শিশু সবাই আতঙ্কিতভাবে বাইরে বেরিয়ে আসছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সেই বাড়িতে একজন মানুষ মারা গেছেন। মুর্দার আত্মীয়-স্বজন কান্নাকাটি করছিল আর মৃত্যুকে গোসল করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা ইয়া বড় সাপ লাশ পেঁচিয়ে ধরলো। এ দৃশ্য দেখে মৃত্যুর আত্মীয়-স্বজন ভয়ে লাশ রেখে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। তাবলীগ জামাতের সাথীগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, সত্যিই একটি বড় সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। তারা মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে বললেন, এই সাপ হচ্ছে, মৃতের মন্দ কাজের প্রতিচ্ছবি। তার মন্দ কাজসমূহ সাপের আকৃতিতে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। মহান আল্লাহর নিকট দো'য়া ইস্তেগফার করা হলে এই সাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তারপর তাবলীগের সাথীগণ এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজন মৃতের জন্য দু'য়া ইস্তেগফার করলেন। মহান আল্লাহর যিকির করলেন, কুরআন তিলাওয়াত করলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সাপ নেই, চলে গেছে।

তারপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হল, কাফন পরানো হল। জানাযার পর কবরে লাশ নেওয়ার পর দেখা গেল, সেই সাপ কবরের মধ্যে কুন্ডলি পাকিয়ে অপেক্ষা করছে। কবর খননের পর সেখানে কোন সাপ ছিল না। অনেক কষ্টে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে উপর থেকে সাপের পাশে লাশটি রেখে দেওয়া হল। লাশ রাখার সাথে সাথে পুনরায় সাপ মৃতের লাশ পেঁচিয়ে ধরলো। ভীত আতংকিত উপস্থিত লোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এলো।

## যেখানেই খনন করা হচ্ছিল, সেখানেই দেখা যাচ্ছিল কবর ভরা বিচ্ছু

দশ বছর আগের কথা। আমি সে সময় কায়েদে আজম মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছিলাম। একটি ওষুধের দোকানের মালিক তার এক নিকটাত্মীয়ের রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য আমার কাছে আসতেন। একদিন তিনি বললেন, তাদের এলাকায় একজন মোসলমান নাপিত মারা গেছে। মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর তার আত্মীয় স্বজন তাকে ডেকে কালেমা পাঠ করতে অনুরোধ জানালেন। মৃত্যুর অসহ্য

www.BANGLAKITAB.com


যন্ত্রণায় সে কালেমা পড়লো না বরং সে কালেমাকে গালি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

তাকে দাফন করার জন্য কবর খনন করা হল। কবরে লাশ নামানের সময় দেখা গেল বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। এদৃশ্য দেখার পর অন্য জায়গায় কবর খনন করা হল। সেখানেও লাশ কবরে নামানোর সময় কবর বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। আত্মীয়-স্বজন সেই বিচ্ছুর মধ্যেই উপর থেকে লাশ কবরে নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে চলে এলো।

আলেমদের মুখে শুনেছি, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে মৃত্যুর পথযাত্রীকে কালেমা পাঠ করতে বলা ঠিক নয়। বরং তার পাশে জোরে জোরে কালেমা পাঠ করতে হবে, সেই কালেমা শুনে হয়ত সে কালেমা পাঠ করতে পারে।

**একজন ডাক্তার স্বপ্নে দেখেন ব্যভিচারীর পুরুষাঙ্গে চাবুক ঢুকানো হচ্ছে**

একজন ডাক্তারের জীবনীতে তার দেখা এক ভয়ানক স্বপ্নের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯৬১ সালে আমি হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে রেজিস্ট্রারার হিসাবে কাজ করছিলাম। এক রাতে ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। সেই স্বপ্ন দেখার পর আমি ৬ মাস অসুস্থ ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, আমাকে এক কবরস্থানে নেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখি, এক কবরে লাশ ছটফট করছে। মনে হচ্ছিল, তাকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। লাশের মুখ ছিল খোলা কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। দুই হাতের বাহু এবং উরু যন্ত্রণায় নড়ে উঠছিল। দীর্ঘ সময় এ অবস্থা চলার পর লাশের নড়াচড়া বন্ধ হলো। এ সময় দেখি অন্য একজন লোক এলো। তার হাতে দেখি একটি সরু শলাকার মত চকচকে চাবুক। সে ব্যক্তি চাবুকটি লাশের পুরুষাঙ্গ দিয়ে ঢুকাচ্ছিল আর লাশ অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। লাশের কষ্ট দেখে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। লোকটিকে বললাম, তাকে এত শাস্তি কেন দিচ্ছেন? লোকটি বললো, দুনিয়ার জীবনে সে ব্যভিচার করতো। মৃত্যুর পর থেকে তাকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় যাবত আমি লাশকে শাস্তি দেওয়ার দৃশ্য দেখলাম। লাশের জন্য আমার মনে করুণার উদ্রেক হল। হঠাৎ দেখি অন্য একজন লোক এলো এবং আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে সেই চাবুক আমার পুরুষাঙ্গে ঢুকিয়ে দিল। আমি দুঃসহ যন্ত্রণায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ছটফট করতে লাগলাম। সেই স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো আমার পশম খাড়া হয়ে

www.BANGLAKITAB.com


যায়। যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার বিছানা ভিজে গেল। আমি মনে করলাম হয়তো ঘুমের ঘোরে পেশাব করায় আমার বিছানা ভিজে গেছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, আমার বালিশও ভিজা। তারপর যখনই পেশাব করছি দেখেছি পেশাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে। ছয় মাস পর্যন্ত এই অবস্থা চললো। এ সময় আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। নানা রকম ল্যাবরেটরী টেস্ট এক্সরে করলাম। অনেক বড় বড় ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলাম। কিন্তু এ অদ্ভূত রোগের কারণ কেউ নির্ণয় করতে পারলো না। আমার রোগও নিরাময় হল না। এ সময় আমি হাসপাতাল থেকে দীর্ঘ মেয়াদি ছুটি নিলাম। তারপর তাওবা এবং দোয়া ইস্তেগফারের দিকে মনোযোগী হলাম। অবশেষে মহান আল্লাহ আমাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দিলেন।

## ষাট বছর আগে মারা যাওয়া মহিলার কবর থেকে বিকট চিৎকার

কয়েক বছর আগে তাবলীগ জামাতের সাথে আমি এটোবাবাদ গেলাম। শহরের উপকণ্ঠে এক লোকালয়ের মসজিদে আমরা অবস্থান করলাম। মসজিদের পাশেই ছিল কবরস্থান। কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা গাশত করে স্থায়ী কিছু লোককে মসজিদে সমবেত করলাম। কবর ও হাশরের আলোচনা শুরু করতেই উপস্থিত লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। আমরা অবাক হলাম। কারণ, কবর ও হাশরের আলোচনায় এরকম প্রতিক্রিয়া ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি।

স্থানীয় এক সাথী জানালেন, আসলে এই এলাকার লোকেরা কবর আযাবের নমুনা দেখেছে। একটি কবরের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, ঐ কবর হচ্ছে এক মহিলার। মহিলা ৬০ বছর আগে মারা গেছে। এক দিন ফজরের নামাজের পর কবর থেকে ভয়ঙ্করময় চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো। চিৎকারের শব্দ কোথা থেকে আসছে অনুসন্ধান করে দেখা গেলো, সেই মহিলার কবর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কবরটি ছিল অনেক পুরাতন এবং পাকা করা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে চিৎকারের তীব্রতা এবং ভয়াবহতা বাড়তে লাগলো। জনমনে আতঙ্ক বেড়ে গেল। লোকালয়ের নারী শিশু সবাই সেই আর্তচিৎকার শুনে কাঁদতে লাগলো। একজন আলেমকে ডাকা হল। তিনি শুনে বলেন, ঐ কবরের ভিতর মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ আপনাদেরকে আখিরাতের

www.BANGLAKITAB.com


প্রতি মনোযোগী করার উদ্দেশ্য এই চিৎকার শুনাচ্ছেন। দুনিয়ায় যত ধর্মবিশ্বাস রয়েছে সব মিথ্যা। কোরআনে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ও পছন্দনীয় গ্রহণযোগ্য ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম। মহান আল্লাহ এই মহিলার শাস্তির নমুনা শুনিয়ে বুঝাতে চান যে, তোমরা পাঠ কর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যদি আপনারা এই কালেমার দাবী পূরণ করেন, যদি মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথার্থভাবে আদায় করেন। তবে এরকম ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন। মনে রাখবেন, কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, এই কালেমা হচ্ছে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র মূল সম্পদ।

আলেমে দ্বীনের কথা শোনার পর সব মানুষ কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ পাঠ করলেন। যিকির করলো, দুরূদ পাঠ করলো, কোরআন তিলাওয়াত করলো। তারপর চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে সেই মহিলার শাস্তি মাফ করে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর শাহী দরবারে মোনাজাত করলো। আসরের নামাজের পর কবর থেকে ভয়াবহ চিৎকার আসা বন্ধ হলো।

আমরা যখনই কবর এবং আখিরাতের জীবনের কথা আলোচনা করতাম লোকালয়ের মানুষ হু হু করে করে কাঁদতে শুরু করতো।

## মৃত্যুর সময় আযরাঈলকে দেখে বললেন, আমার মেয়েটির কি হবে?

আমার এক প্রতিবেশির জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এলো। আমাকে খবর দেওয়া হল। আমি গেলাম। দেখলাম, রোগীর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি একদিকে ইশারা করে বললেন, উনিতো আমাকে নিতে এসেছেন, নিয়েও যাবেন কিন্তু আমার মেয়েটির কি হবে? তিনি একথা তিন বার বললেন, তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

## আমাকে ঘরে পৌঁছে দাও, দুনিয়া থেকে আমার বিদায়ের সময় হয়েছে

আমার একজন আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য মুলতানে আমার নিকট এসেছিলেন। একদিন তিনি আমার সামনে বসেছিলেন। হঠাৎ এক দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি কে এসেছেন? তারপর আমাকে বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে দাও। আমার দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় হয়েছে। তাকে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

www.BANGLAKITAB.com


## ড্রাইভার কন্টাক্টারকে বললো, ঐ প্যাসেঞ্জারকে তুলে নাও

রওজাহান রোডে একটি বাস তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ি থামালো। কন্টাক্টরকে বললো, ঐ প্যাসেঞ্জারকে তুলে নাও। কন্টাক্টর গেইট খুলে দেখে বাইরে কেউ নাই। কন্টাক্টর ড্রাইভারকে বললো ওস্তাদ, চলেন এখানে কেউ নেই। কিন্তু বাস তো চলে না। কন্টাক্টর এবং বাসের যাত্রীরা তাকিয়ে দেখে ড্রাইভার স্টিয়ারিং এর উপর মাথা নুয়ে পড়ে আছে। তার দেহে প্রাণ নেই। সেই বাসের সফরকারী একজন যাত্রী আমাকে এ ঘটনা জানিয়েছেন।

## আমার এক আত্মীয় মৃত্যুকালে পাকুড়া, বরফি দুধ খেতে চাইলো

আমার এক আত্মীয়ের ভালো ভালো জিনিস খাওয়ার ভীষণ শখ ছিল। ফলে জীবনের এক পর্যায়ে এসে তিনি ডায়াবেটিস জনিত হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। তার অবস্থার অবনতি হলো। মৃত্যুকালে তিনি পাকুড়া বরফি দুধ খেতে চাইলেন। খুব দ্রুত এসব সংগ্রহ করে তার শয্যাপাশে দেওয়া হল। কিন্তু প্রথম লোকমা মুখে তোলার আগেই তার দেহ প্রাণহীন হয়ে গেল।

## একজন বুজুর্গের মৃত্যুর ৮ মিনিট পর নবজীবন লাভ

আমার পরিচিত একজন বুজুর্গ ব্যক্তির পাকস্থলিতে আলসার হওয়ায় পায়খানার রাস্তায় রক্ত আসতে লাগলো। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে গেল। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। এ কারণে হাসপাতালের সার্জন অপারেশন করতে রাজী হলেন না। আত্মীয়স্বজন এবং চিকিৎসক তাঁর বাঁচার আশা ত্যাগ করলেন। আমি তাঁর শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম, শুনলাম, তিনি ৬ মিনিট কালেমা পাঠ করছেন তারপর নীরব হয়ে গেছেন। তার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আট মিনিট কেটে গেল। তারপর তিনি পুনরায় কালেমা পাঠ করতে লাগলেন। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থা দেখছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর তার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হল। তার দেহে অপারেশন করা হল। অপারেশন ছিল সাকসেসফুল। অপারেশনের পঞ্চম দিন তিনি হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে এক পাশে ডেকে মৃত্যুরূপি সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দুইজন ফেরেশতা আমাকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে নিয়ে গেছে এবং আমাকে আমার কবরের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে। এ সময়

www.BANGLAKITAB.com


তৃতীয় একজন ফেরেশতা এসে বললো, মহান আল্লাহ তাকে আরো কিছু সময় মঞ্জুর করেছেন। তারপর আমাকে নিশতার মেডিকেল হলে ফিরিয়ে আনা হল।

## ডাক্তার বাকার সাহেব কালেমা তাইয়্যেবা এবং দুরূদ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেন

ডাক্তার বাকার সাহেব কলেজ অব টেকনোলজিতে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন খুবই ভাল একজন মানুষ। তার হৃদরোগ দেখা দিলে তাকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হল। আমি তার শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলাম। তার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হলে তিনি দুরুদ শরিফ পাঠ করলেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

## চৌদ্দশত বছর পরও তিনজন সাহাবার মরদেহ ছিল তরুতাজা

মসজিদে নববী সম্প্রসারণের কাজে তিনজন সাহাবার কবর স্থানান্তর করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৬৮ সালে আমি মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁদের কবর দেখেছিলাম। শত শত বছরের পুরাতন কবরে কাঁচা দেয়ালের চিহ্ন বিদ্যমান দেখেছি। পরবর্তীকালে মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ৩ জন সাহাবার কবর খনন করে তাঁদের পবিত্র লাশ জান্নাতুল বাকিতে স্থানান্তর করা হয়। নওয়ায়ে ওয়াক্ত উর্দু দৈনিক পত্রিকায় এ সম্পর্কিত খবর ছাপা হয়েছিল।

সাহাবাদের কবর স্থানান্তরের প্রয়োজনে যখন কবর খনন করা হয়েছিল। সে সময় ছিল হজ্জের মৌসুম। জনগণের ভীড় এড়ানোর জন্য রাত্রিকালে কবর খনন করা হয়। আমার কয়েকজন আত্মীয়স্বজন সে বছর হজ্জ পালন করতে গিয়েছিল। তারা উক্ত ৩ জন সাহাবার মরদেহ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কবর খনন করার পর দেখা গেল, সাহাবাদের লাশ তাজা। কবর দেওয়ার সময় যেমনি ছিল তেমনি আছে। পোঁকা-মাকড় তাঁদের লাশ কোন ক্ষতি করে নাই। অসংখ্য মানুষ তাঁদের লাশ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com


## শেষ যামানায় আল্লাহভীরুদের দুনিয়ায় বসবাস করা কঠিন হবে

রাসুল (সা.)-এর প্রতি দরুদ পড়া অত্যন্ত ভাল আমল। মহান আল্লাহ নিজে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ রাসুল (সা.)-এর প্রতি দুরুদ পাঠ করে থাকেন। মহান আল্লাহ জাকেরীনদের জন্য বেহেশতের একটি বিশেষ দরজা নির্ধারিত করে রেখেছেন।

আলেমগণ বলেন, ক্বিয়ামতের আগে এমন যামানা আসবে যখন আল্লাহ ওয়ালাদের দুনিয়ায় বসবাস করা কঠিন হবে। তারা বনে জঙ্গলে চলে যাবেন। সে সময় তাদের খাদ্য হবে মহান আল্লাহর যিকির। আমি নিজে পরিক্ষা করে দেখেছি, মহান আল্লাহর যিকির ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিয়ে দেয়।

## আমরা চারজন ৮ দিন পর্যন্ত আল্লাহর যিকির এবং দুরুদ পড়ায় আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হয়

মাওলানা মোহাম্মাদ আসলাম নিশতার মেডিক্যাল কলেজ জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। তিনি একাধিকবার তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমরা এক কাফেলায় শামিল হয়ে ভারত থেকে পাকিস্তানে আসছিলাম। কাফেলা অমৃত সাগরের কাছাকাছি পৌছার পর শিখরা হামলা করে প্রায় সকল মোসলমানকে শহীদ করে ফেললো। আমি এবং আমার তিনজন সাথী পালিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘরের গোসলখানায় ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেই গোসল খানায় আমরা ১৩ দিন কাটালাম। এ সময় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমরা কাতর হতাম কিন্তু মহান আল্লাহর যিকির করতাম এবং দুরুদ শরিফ পড়তাম তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট দূর হয়ে যেত। প্রতি মুহুর্তে ছিলাম মৃত্যুর ভয়ে ভীত। শিখরা গৃহতল্লাশী করেনি।

১৩ দিন পর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আমরা চারজন গোসলখানা থেকে বের হয়ে বহু কষ্টে পাকিস্তানে প্রবেশ করলাম। দীর্ঘ ১৩ দিন ১৩ রাত আমরা মহান আল্লাহর যিকির করে ক্ষুধার কষ্ট নিবারণ করেছিলাম।

## যিকির এবং দুরুদের বরকতে পিপাসার কষ্ট নিবারণ

একবার রমজান মাসে তাবলীগ জামাতের সাথে এক কাফেলায় আমি পাহাড়ী এলাকায় গিয়েছিলাম। পাহাড়ী এলাকায় এক দিনের পথ অতিক্রম

www.BANGLAKITAB.com


করতে হবে। ফজরের নামাজের পর আমরা সামান মাথায় করে নিয়ে রওয়ানা হলাম। অন্য পাহাড়ের দূরত্ব ছিল ১০ মাইল। শুকনো পাহাড়ের রোদের তেজ ছিল প্রচন্ড। সকাল নয়টায় এক জায়গায় পৌছে পিপাসায় আমরা সবাই কাতর হয়ে পড়লাম। সামনে এক পাও অগ্রসর হতে ইচ্ছা করছিল না। জামাতের আমিরকে আমাদের দূরাবস্থার কথা জানালাম। জামাতের আমিরের সাথে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত থাকে । আমিরকে জানানোর পর আমাদের সবাইকে এক জায়গায় বসিয়ে যিকির এবং দুরূদ পাঠের তালিম দিলেন। ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষের কি অবস্থা হবে, সেসব জানালেন। আমরা সবাই যিকির শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তৃষ্ণার কষ্ট দূর হয়ে গেল। আমরা সবাই সতেজতা অনুভব করলাম। পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।

যিকির আযকারের সাথে থাকা অবস্থায় আমরা বিকেল ৫টা পর্যন্ত সফর করলাম। গন্তব্যস্থলে পৌছার পর সেখানে প্রচুর ঠান্ডা পানি দেখতে পেলাম। ইফতারের পর প্রাণ ভরে পানি পান করলাম।

## দু'য়া দুরুদের বরকতে এক বিষাক্ত অজগরের স্বেচ্ছায় মৃত্যু

দুই বছর আগের কথা। পাতুকি শহরে আমি তাবলীগ জামাতে শরীক হলাম। শহরের তিন মাইল পশ্চিমের এক গ্রামে দেখি এক জায়গায় বিরাট এলাকা জুড়ে বড় বড় ঘাস রয়েছে। সেই ঘাসের ভিতরে বাস করতো একটি অজগর। সেই অজগর বেশ কয়েকটি পশু মেরে তার ক্ষুধা মিটিয়েছে। কয়েকজন মানুষেরও ক্ষতি করেছিল। গ্রামের মানুষ সেই অজগরের ভয়ে ছিল ভীষণ ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত। গুলি করেও সেই অজগরকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল না। গ্রামের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

তাবলীগ জামাত সেই বড় বড় ঘাসের জঙ্গলের কাছাকাছি পৌছালে অজগর বেরিয়ে এসে ফেনা তুলে দাঁড়াল। জামাতের লোকেরা মহান আল্লাহর যিকির শুরু করে দিলেন এবং দু'য়া দুরূদ পড়তে লাগলেন। এতে অজগরের মাথা নিচু হয়ে গেল। একজন সাথি অজরের প্রতি ইট নিক্ষেপ করলেন কিন্তু অজগর চুপচাপ থাকলো। অন্য সাথীগণ গ্রামের লোকজনদের সহযোগিতায় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অজগরকে মেরে ফেললো। যিকির এবং দুরুদের বরকতে অজগরের অত্যাচার থেকে গ্রামের মানুষ রেহাই পেলেন। এ ঘটনা দীর্ঘদিন যাবত গ্রামের মানুষের মুখে মুখে আলোচিত ছিল।

www.BANGLAKITAB.com


## মহান আল্লাহর নামের বরকতে ৬ মাসে নির্বাপনযোগ্য আগুন ১১ দিনে নিয়ন্ত্রণের ঘটনা

পাকিস্তানের সব মানুষ জানেন উজড়ি ক্যাম্পের আগুন কেমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। সেই আগুনে পুড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার আগুন নেভানোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বিদেশী টিমের সাহায্য চাইলো। বিদেশী টিম ছয় মাস সময় চাইলো। তারা শর্ত আরোপ করলো যে, আগুন নেভানোর সময় রাওয়াল পিন্ডি এবং ইসলামাবাদ উভয় শহর থেকে সব মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া অগ্নিনির্বাপণ কাজে নিয়োজিতদের পরিধানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত কে আইটি পোষাক আমদানী করতে হবে।

এসব কথা শোনার পর পাকিস্তানের একজন ঈমানদার আর্মি জেনারেল একটি বিশেষ টিম তৈরি করলেন। সেই টিমের সদস্যদের সব সময় মহান আল্লাহর যিকির করতে বলা হল। জেনারেল সাহেব আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছিলেন এবং আগুন নিভানোর কাজ করছিলেন। এতো বিরাট অগ্নিকুন্ড মাত্র ১১ দিনে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল। আল-হামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

আয়াতুল কুরসির বরকতে আমি জ্বীনের হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। অনেকবার শুনেছি চোরের চুরি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আয়াতুল কুরসি পড়া বিশেষ উপকারী। সাউদি আরবের বারিদায় চাকরি করার সময়ে দোতলা ফ্লাটের মত একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। নতুন তৈরী এ বিল্ডিং ছিল খালি। বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত এর নিচ তালায় আমি ক্লিনিক স্থাপন করলাম এবং দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করলাম।

বিল্ডিং এর নিচ তলায় ৩ টি, দোতলায় ৩ টি কামরা ছিল। একটি কামরা দরজার বাইরের থেকে খোলা যেত। সেখানে ছিল একটি বাবুর্চী খানা এবং গোসল খানা। এ ছাড়া যে কামরা বাইরে খোলা যেত সে কামরা খালি পড়ে থাকতো। মাঝখানের কামরায় আমি থাকতাম। আর শেষ দিকের কামরাকে ড্রয়িং রুম হিসাবে ব্যবহার করতাম।

একদিন মাছ রান্না করলাম। প্লেটে মাছ রেখে বাজারে রুটি কিনতে গেলাম। রুটি নিয়ে এসে দেখি প্লেটে মাছ নেই। গোসলখানার গায়ে সাবান

www.BANGLAKITAB.com


মাখানোর সময় হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগলো যে, আমি ছাড়াও এই ভবনে অদৃশ্য কেউ বসবাস করে। আমি সব সময় যিকির করতাম এবং দুরুদ পড়তাম। এ কারণে আমার মনে কোন প্রকার ভয়ের উদ্রেক হতো না। মন থাকতো শান্তি। কোন টেনশন অনুভব করতাম না। এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে বাইরে থেকে বন্ধ কামরার দরজা খুলে গেল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বছর দশেকের একটি বালক ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি জোরে জোরে আয়াতুল কুরছি পাঠ করতে লাগলাম।

আমার নিকট থেকে দুই গজ দূরে এসে বালক হঠাৎ বাম দিকে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরার জন্য দ্রুত এগুলাম। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই। দরজা বন্ধ ছিল এবং তালার চাবি ছিল আমার কাছে। এ ঘটনার পর আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। আয়াতুল কুরছি পড়ে ছাদের উপর শুয়ে থাকতাম। আমার কোন ক্ষতি হত না। কয়েক মাস পর হাসপাতালের কোয়ার্টারে চলে গেলাম।

আমি চলে আসার পর একজন সিরীয় ডাক্তার সেই ভবন ভাড়া নিলেন। একদিন সেই ডাক্তার ডিউটিতে এলেন না। হাসপাতালের বেয়ারাকে খবর নেওয়ার জন্য পাঠালাম। দেখা গেল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ডাক্তার ভিতরে কাতরাচ্ছেন। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ডাক্তার আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে চিৎকার করছেন। তার সব জিনিস পত্র ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে।

সিরীয় ডাক্তার বললেন, একটি বালক তাকে প্রচন্ড মেরেছে। বালক ছিল তার চেয়ে শক্তিশালী। পরবর্তীকালে সেই ভবন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল।

## মুসলমান যুবকের মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ

আমার এক বন্ধুর ভাইয়ের সম্পর্কে শোনা যাচ্ছিল, সে হিন্দু ধর্ম পছন্দ করে। সে হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক পড়ে সময় কাটাতো। সে ছিল উচ্চ রক্তচাপের রুগী। এ কারণে প্রায় তার সাথে দেখা হত। মৃত্যুর আগে সে বার বার বলছিল, মৃত্যুর পর আমাকে যেন কবর দেওয়া না হয়। আমাকে যেন হিন্দু ধর্মের মত আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

www.BANGLAKITAB.com


তার আত্মীয়-স্বজন আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন তাকে একটু বুঝাই। আমি বললাম, কিন্তু কোন কাজ হল না। মৃত্যুকালে সে আমাকে বলেছিল, হিন্দু ধর্ম আমার পছন্দ। একথা বলে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে মোসলমানের মৃত্যুবরণের তাওফিক দান করুন। মোসলমানের মৃত্যু নসিব দান করুন। কারণ, কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী অন্য যে কোন ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরিণামে রয়েছে অবধারিত জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফের রূপে মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ধর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সুরা বাকারা: ২১৭)

## জমিদারের কবর সাপ বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ

তালাম্বার জমিদার মারা যাওয়ার পর তার কবর খননের সময় দেখা গেল, যতই খনন করা হচ্ছে ততই পোকা-মাকড় এবং সাপ কিলবিল করছিল। যারা কবর খননের কাজ করছিল এসব পোকামাকড় তাদের কোন ক্ষতি করে নাই। তারপর সেই পোকা-মাকড় এবং কিলবিল করা সাপের মধ্যেই তালাম্বার জমিদারকে দাফন করা হয়েছিল।

## নামাযের জন্য হাত বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ ও দাফন

একজন নেককার তাবলীগের সাথী সম্পর্কে লিখেছেন, মৃত্যুর আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। মৃত্যুর আগে তিনি নামাজ আদায়ের কথা বললেন। তারপর তায়াম্মুম করে তিনি নামাজ আদায় করলেন। নামাজ আদায় করার পর নামাজ আদায়ের হাত বাঁধা অবস্থায় তিনি শেষে নিঃশ্বাষ ত্যাগ করলেন। গোসল করার সময় তার হাত একইভাবে বাঁধা ছিল। দাফনের সময়ে নামাজের জন্য হাত বাঁধা অবস্থায় তাকে দাফন করা হয়েছিল।

## ভয়ংকর ফেরেশতা দেখে কবরস্থান ছেড়ে পলায়ন করলো পিতা

তাবলীগ জামাতের একজন আমীরের বাড়ি ছিল আজাদ কাশ্মীরে। তিনি বলেছেন, তাদের এলাকার লোকের একটিমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। পিতা এই সন্তানকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসতো। দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং মৃত্যুবরণ করলো। মর্মাহত পিতা সবাইকে জানিয়ে

www.BANGLAKITAB.com


দিল যে, সে তার সন্তানকে ছাড়া থাকতে পারবে না। এ কারণে সে দাফন করতে দিবে না।

তিন দিন পর্যন্ত পিতা পুত্রের লাশ আগলে রাখলো। লাশ পঁচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করলে মহল্লার লোকেরা মৃত পুত্রের লাশ দাফন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। পিতা বললো, লাশ দাফন করতে চাও আমি রাজি আছি। কবর ডবল করে খনন করবে। আমিও কবরে আমার পুত্রের সাথে একত্রে থাকবো। মহল্লার লোকেরা সারাদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হল। শেষ পর্যন্ত সেই শোকার্ত পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী কবর ডবল করে খনন করা হল। পিতাকে জানানোর পর তিনি আগে কবরে নেমে শুয়ে পড়লেন। তারপর পুত্রের লাশ কবরে নামানো হল এবং লাশের উপর তক্তা এবং ইটের আচ্ছাদন দেওয়া হল। যাইহোক, পিতা পুত্রকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একত্রে রেখেছিল। তারা কবরে মাটি চাপা না দিয়ে কবর এভাবেই রেখে দিল। শোকার্ত পিতা কবরের তক্তা ইট সরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। ভীষণ ভয়ে তার সারাদেহ কাঁপছিল। তখন সে বললো, ছেলেকে কবরে শোয়ানোর পরপরই দুইজন ফেরেশতা এলেন এবং মৃত পুত্রের পা ধরে নাড়া দিলেন। আমার পুত্র সাথে সাথে উঠে বসলো। ফেরেশতাদের বিকট, ভয়ানক চেহারা দেখে আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

## পুরোপুরি যাকাত না দেওয়ায় আমার ঘরে চুরি হল

১৯৭৪ সালে আমার ঘরে চুরি হল। চোর মাত্র নগদ দুইশত টাকা চুরি করেছিল। আমি ভীষণ চিন্তিত হলাম। কারণ, চুরি তো হওয়ার কথা নয়। অনেক ভেবে চিন্তে আমি আমার যাকাতের হিসাব যাচাই করলাম। জানা গেল যে, ভুলক্রমে দুইশত টাকা কম যাকাত আদায় করেছি। এ কারণে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করেছি নিয়মিত যথাযথ পরিমাণ যাকাত যেন প্রতি বছর আদায় করা হয়।

## যাকাত আদায়ে অলসতার চরম শাস্তি

আমার এক হিতাকাঙ্ক্ষীর ঘরে বড় রকমের চুরির ঘটনা ঘটলো। চুরি যাওয়া সোনার অলঙ্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক। আমি তাকে যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ, আমি ইতিপূর্বে শাস্তি পেয়েছিলাম। আমার সেই হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি স্বীকার করলেন যে, তিনি যাকাত আদায়ে অলসতা করতেন।

www.BANGLAKITAB.com


## একজন বিশিষ্ট জমিদার নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল পেলেন

নেহারী সাহেব মুলতানের একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। বললেন, কার্পাস চাষ করার সময় আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এপাশের অর্ধেক জমির উশর আদায় করবো না, ওপাশের অর্ধেক জমির ফসলের উশর শরীয়ত অনুযায়ী আদায় করবো। কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর কার্পাসের ফসলের সময় হলে দেখা গেল, যে পাশের জমির ফসলের উশর আদায় করার নিয়ত করেছেন সেই অংশে চমৎকার ফলন হয়েছে। আর যে পাশের জমির উশর আদায় না করার চিন্তা করেছেন সেপাশে ফলন ভাল হয়নি।

আমরা যদি জমির উশর যথাযথ নিয়মে আদায় করি তবে মহান আল্লাহ আমাদের অবশ্যই পুরোপুরি নিয়ামত দান করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বাস থাকতে হবে পরিপূর্ণভাবে।

## মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের সমালোচনাকারিনী মহিলার আত্মহত্যা

আমার পরিচিত এক মহিলা ধর্ম নিয়ে প্রায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো । কেউ অসুস্থ হলে তাকে উলটা পালটা কথা বলতো। ঘটনাক্রমে এই মহিলার ভাই অসুস্থ হল এবং মৃত্যুবরণ করলো। কিছু দিনের ব্যবধানে তার মা মারা গেল। মহিলা এই রকম পর পর মৃত্যু নিয়ে আপত্তিকর ভাষায় সমালোচনা করলো। এই মহিলা ছিল শিক্ষিতা এবং চাকুরিজীবি। চাকুরিতে তার একটি প্রমোশন পাওয়ার কথা ছিল, নিশ্চিত সেই প্রমোশন তার হলো না। মহিলার মন রাগে দুঃখে হতাশায় ভরে গেল। ক্রুদ্ধ হয়ে মহিলা আত্মহত্যা করে নশ্বর জীবনের অবসান ঘটালো।

আমি মনে করি, মহান আল্লাহর প্রতি দুর্বল ঈমানের কারণেই এসব ঘটনা ঘটে। মানুষ চায় যেভাবে চায় মহান আল্লাহ যেন সেভাবে তার ইচ্ছা পুরণ করেন। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন করাই হচ্ছে প্রকৃত বন্দেগী। প্রকৃত ইবাদত। মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি মেনে না নেওয়া হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সময় ঈমান নছীব হয় না । বেঈমান হয়ে কবরে যেতে হয়।

www.BANGLAKITAB.com


## নামায রোজা সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পরিণাম

আমার চেনা পরিচিত একজন লোক যৌবনে নামাজ আদায় করতো কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর নামাজ ত্যাগ করলো। আমি তাকে অনেক বুঝালাম কিন্তু কোন লাভ হল না। তিনি উল্টো আমাকে বলতেন, ভোর বেলা ফজরের নামাজের জন্য ছেলে মেয়েদের ঘুম থেকে জাগানো বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু না। নামাজের কথা শুনলে তিনি ক্ষেপে যেতেন। হঠাৎ তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন। দেহের অর্ধাংশ অবশ হয়ে গেল। চলাফেরা বন্ধ। এমনকি পেশাব করার জন্য অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলেন। দেখলেন! খোদার গজব।

## আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার বরকত

আমাদের মাওলানা সাহেব দ্বীনের দাওয়াতের কাজে এক বছরের জন্য একটি জামাতের সাথে আফ্রিকায় গেলেন। তার অনুপুস্থিতিতে তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেলেন। তার রোগ নিরাময় হওয়ার মতো ছিল না। মৃত্যু ছিল অনিবার্য। আফ্রিকায় মাওলানা সাহেবকে চিঠি লিখে স্ত্রীর অসুখের কথা জানানো হল এবং দু'য়া করতে বলা হল। চিঠি পাওয়ার পর মাওলানা সাহেব স্ত্রীর সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। দোয়ার বরকতে চিঠি লেখার এক সপ্তাহ পর মহিলা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন। এক বছর পর ফিরে এসে মাওলানা সাহেব দেখলেন, তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি জানি, মাওলানা সাহেবের স্ত্রী সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সাহায্যেই সুস্থ হয়েছেন। তার রোগ চিকিৎসায় ভালো হওয়ার মত ছিল না। কেউ যদি সে রোগে বেঁচেও যায় তবে তাকে সারা জীবনের জন্য তাকে পঙ্গুত্বের সাথে বাঁচতে হয়। অথচ মাওলানা সাহেবের স্ত্রী পঙ্গু হননি। দু'য়া কবুল হওয়ার কারণেই এরকম অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

## জেনারেল ওয়াজেদ আলী বারকি কবরের প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে জেনে নিলেন

জেনারেল বারকির নাম পাকিস্তানের সবাই জানেন। মরহুম আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাকিস্তানে কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার সাথে

www.BANGLAKITAB.com


বিশ বছরের সম্পর্ক। এই দীর্ঘ সময়ে তাকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কখনো কোন আলোচনা করতে শোনিনি। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তিনি কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন-এর কাউন্সিল মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করছিলেন। সভাপতির চেয়ারে বসে হঠাৎ তিনি চেহারায় দাড়ি রয়েছে এরকম একজন ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কবরে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে সেই প্রশ্ন এবং প্রশ্নের জবাব কি কি আমাকে বলুন। ডাক্তার সেই প্রশ্ন এবং উত্তর জানিয়ে দিলেন। জেনারেল সাহেব বললেন, ঠিক আছে। এত গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মধ্যে এরকম বিষয়ে তার আগ্রহে সবাই বিস্মিত হলেন।

মিটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে জেনারেল বারকির শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

## মৃত্যু ও আধুনিক বিজ্ঞান

মৃত্যু এক অটল অবিচল বাস্তবতা। দুনিয়ার যত মানুষ বসবাস করে তার প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্ম বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। এমন মানুষও রয়েছে যারা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সা.) কে বিশ্বাস করে না। আবার অনেকে আখিরাতকে সামনে রেখে জীবনের সকল কাজ পরিচালনা করে। নিজেদের মধ্যে মৃত্যুকষ্ট কেমন। মৃত্যুর পর কি হবে, আখিরাতে কি হবে এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য বিষয়ে আলোচনা করে।

মৃত্যুর কষ্ট কেমন। মৃত্যুর পর কি হবে আখিরাতে কি হবে এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্পর্কে কি বলে? আসুন দেখা যাক।

## মৃত্যুর সময় কেমন মনে হয়?

মৃত্যু অমোঘ বিধান অনিবার্য। এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু সবার মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, মৃত্যুর সময় মানুষের কেমন লাগে। মৃত্যুর পরে কি হয়? উন্নত বিশ্বের বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ মৃত্যু নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তারা বহু সংখ্যক মৃত্যু পথযাত্রির বক্তব্য লিখে রেখেছেন। ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক রেমন্ড মেডি তার লেখা 'লাইফ আফটার লাইফ' গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রকাশিত হওয়ার পর অল্প দিনের মধ্যে গ্রন্থটির কয়েক লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, এতে দেহবিহীন অস্থিত্বের অনুভূতি বর্ণনা

www.BANGLAKITAB.com


করা হয়েছে। কারণ, বর্তমান বিশ্বে বস্তুবাদী লোকদের নিকট দেহবিহীন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

এ গ্রন্থের আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, সকল মৃত্যু পথযাত্রিই চমৎকার তীব্র আলোর কথা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে আলোর উত্তাপ এবং কোমলতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেননি। তবে এ কথা বলেছেন যে, সেই উজ্জল আলো সহজে তাদের অস্তিত্বকে ঘিরে ফেলেছে।

## টমাস এডিসনের মৃত্যুর ঘটনা

এ বিষয়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসনের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৪৭ সালে জন্মগ্রহণকারী এই বৈজ্ঞানিক ১৯১৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে দাবি করেন, তিনি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন। তার স্ত্রী তার হাত ধরে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তার হৃদস্পন্দন তীব্র হয়েছিল। কামরায় পূর্ণ নিরবতা বিরাজ করছিল। হঠাৎ এডিসন কারো সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন, চোখ মেলে তাকালেন এবং দেয়ালের প্রতি এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, ওখানে কি চমৎকার দৃশ্য। এডিসন কি দেখেছেন সেটা বলেননি, অন্য কেউ বলতে পারে না।

হেনরি ওয়ার্ড বিছার ছিলেন একজন প্রখ্যাত বক্তা। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে অবগত করতেন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা হৃদয় বিদারকভাবে বর্ণনা করতেন। তার মৃত্যুকালে তিনি তার চিকিৎসককে ডেকে দৃঢ়ভাষায় বললেন, ডাক্তার অন্য জগতের রহস্য তো এখন উন্মোচিত হয়েছে। কি উম্মোচিত হয়েছে তা বলেননি। তার কথার মধ্যে ছিল রহস্যের প্রকাশ।

## অস্ট্রেলিয়ান গবেষণায়

১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার ছোট শহর এলিন মার্গে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এক হাজার বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ববিদ, বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসক সমবেত হন। তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে এক সপ্তাহ যাবত আলোচনা করেন। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল, মৃত্যুর সময় মানুষ যা কিছু প্রত্যক্ষ করে তার বাস্তবতা কতটুকু। প্রকাশ্য মৃত্যুর পর চিকিৎসার মাধ্যমে যাদেরকে জীবিত করা হয়েছে চিকিৎসকগণ তাদের বক্তব্য লিখে রেখেছেন। তাদের সকলের

www.BANGLAKITAB.com


বক্তব্য ছিল একই রকম। সেই সম্মেলন শেষে সম্মেলনের মুখপাত্র জানান যে, মৃত্যুতেই মানব জীবন শেষ হয়ে যায় না বরং জীবনের ধারা বদলাতে থাকে। আগে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের মধ্যে সংশয় ছিল। এখন আর কোন সংশয় নেই। তারা আরো বলেছেন, তাদের গবেষণার এবং আলোচনার ফলাফল সন্তোষজনক।

ডাক্তার কার্লেস উলস এ রকম এক হাজার ব্যক্তির বক্তব্য পর্যালোচনা করেছেন যাদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞান মৃত্যু ঘোষণা করেছেন কিন্তু পরে তাদের দেহে প্রাণস্পন্দন পাওয়া গেছে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রাথমিক মৃত্যুর পর তারা কি দেখেছেন? কেমন অনুভব করেছেন? সবাই বলেছেন, মৃত্যুর পর তারা মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছেন। নিজেদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তারা বলেছেন যে, আমরা তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের সুসংবাদ বহন করে এনেছি। অনেক মনস্তাত্ত্বিকের ধারণা, যারা মৃত্যুর পর জীবন ফিরে পেয়েছেন। এদের সামাজিক পরিবেশ, জীবনাচরণ আলাদা দেখেছেন এবং আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করেছেন। অনেক মৃত্যু পথযাত্রী তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনের দেখা পেয়েছেন।

## ইউরোপ আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতাদর্শ

চোখে দেখা যায় না এরকম বিষয়ও আমরা বিশ্বাস করি। যেমন এটম। কেউ কি এটমকে চোখে দেখেছে? অথচ এটম বা অণু পরমাণু একটি বাস্তব সত্য। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে রোগীকে যে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর এসব কথা মনে হয়। কয়েক জন চিকিৎসক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্কে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ কারণেই তারা নানা কিছু দেখতে পায়। ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্যের এটাই হচ্ছে সারমর্ম।

যাইহোক, গবেষণা আলোচনা সত্ত্বেও বিশ্বের কোন বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তত্ত্ববিদ একথা জানাতে পারেননি যে, মৃত্যু কি? মৃত্যুকালীন অবস্থা কেমন? এটা একটা রহস্যময়তা। এ রহস্য সম্পর্কে তিনিই জানেন যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, আত্মা হচ্ছে মহান আল্লাহর আদেশ।

www.BANGLAKITAB.com


## লাইফ আফটার লাইফ গ্রন্থের মিরাকল

ডিউস ছিল এক কারখানার কর্মচারি। একদিন সে একটি বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মারা যায়। মৃত্যুকালে ডিউস কয়েকটি শব্দ বার বার উচ্চারণ করেছিল। সেসব শব্দের অর্থ কেউ বুঝতে পারছিল না। একজন বললো, কথাগুলো হচ্ছে আরবী ভাষার শব্দ। সে ব্যক্তি আরবী জানতো না। পরে আরবী জানা একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, সে বলছিল যে, হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করো। আমাকে হযরত ঈসার পায়ে জায়গা দাও।

## মৃত্যুর কষ্ট

হযরত ঈসা (আঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি একটি কবর দেখে বললেন, এটা নুহ (আঃ)-এর ছেলে সাম এর কবর। যখন তুফান আসল সবাই মৃত্যুর কবলে পড়ল। এরপর নূহ (আঃ)-এর তিন সন্তান থেকে আবার পৃথিবী আবাদ হয়েছে। তিন সন্তান হলেন সাম, হাম, ইয়াফেস। আমরা সবাই সাম এর সন্তান। ইউরোপবাসী ইয়াফেসের সন্তান। সমস্ত আফ্রিকাবাসী হাম এর সন্তান।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথীরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী ঈসা! আপনি তাকে জিন্দা করেন। কেননা, আপনি বললে আল্লাহপাক মৃতকে জিন্দা করে দেন। ঈসা (আঃ) হুকুম দিলেন, সাম জিন্দা হয়ে কবর থেকে বের হলেন এবং কিছু কথাবার্তা হল। ঈসা (আঃ) বললেন, যাও কবরে চলে যাও।

সাম বললেন, যাব এই শর্তে—দ্বিতীয়বার যেন আমার মৃত্যুর কষ্ট না হয়। কেননা মৃত্যুর সময় আমার যে কষ্ট হয়েছিল এর ব্যাথা আজও আমার হাড্ডিতে বিদ্যমান। এর জন্য কোন ব্যাথানাশক ঔষধ নেই। তাকওয়া এবং পরহেজগারী ছাড়া এর কোন উপশমও নেই।

দেখুন, কত বড় প্রমাণ, মৃত্যু আমাদের প্রত্যেক পুরুষ মহিলার উপর আসবে। অথচ আমাদের কত বড় গাফলতি! এ মৃত্যুর জন্য আমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছি? কবরের সম্বল আমাদের যোগাড় হয়েছে কি?

কবর হল সাপ বিচ্ছুর ঘর। কবর নির্জন আতংকের ঘর। কবর একা থাকার ঘর। কবর পোঁকা-মাকড়ের ঘর।

www.BANGLAKITAB.com



একবার হযরত ঈসা (আঃ) এক মহল্লা অতিক্রম করার সময় দেখলেন, সব কিছু বরবাদ হয়ে বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঈসা (আঃ) বললেন, এদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছে। এসব আল্লাহর নাফারমানির দরুণই হয়েছে।

ঈসা (আঃ) মৃতদের সাথে কথা বলতেন। ঈসা (আঃ) আওয়াজ দিলেন–

হে বস্তিওয়ালারা। জবাব এলো–

আমরা হাজির, হে আল্লাহর নবী।

ঈসা (আঃ) বললেন–

তোমাদের কি গুনাহ ছিল? কিভাবে ধ্বংস করা হল?

আওয়াজ এলো–

আমাদের দুটি কাজ ছিল, (এক) দুনিয়ার প্রতি মহব্বত, (দ্বিতীয়) তাওয়াগীতের সাথে মোহাব্বাত ছিল।

ঈসা (আঃ) বললেন–তাওয়াগীতের সাথে মহব্বতের উদ্দেশ্য কি?

আওয়াজ এলো–নিকৃষ্ট মন্দ প্রকৃতির লোকদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। আর নিকৃষ্ট লোকদের সাথে উঠা-বসা করতাম।

ঈসা (আ.) বললেন, দুনিয়ার মহব্বত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আওয়াজ এলো, আমাদের ভালবাসা দুনিয়ার সাথে এমন ছিল, যেমন মা তার নিজ সন্তান কে ভালবাসে। যখন আমরা ধনদৌলত হাতে পেতাম খুবই আনন্দিত হতাম। যখন তা হাত ছাড়া হয়ে যেত, তখন আমরা অস্থির হয়ে যেতাম। হালাল-হারাম চিন্তা না করেই কামাই করতাম। জায়েজ-নাজায়েজ পরওয়া না করেই সম্পদ ব্যয় করতাম। এর মধ্যেই আমরা ধারাশায়ী হলাম। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে?

আওয়াজ এলো। রাতে আমরা সবাই ঘরে শুয়েছিলাম, কিন্তু সকাল হলেই দেখি আমরা সবাই হাওয়িয়াতে পৌঁছে গেছি। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হাওয়িয়াহ কি? আওয়াজ এলো, সেটা সিজ্জিন। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন–

সিজ্জিন কি? আওয়াজ এলো–

www.BANGLAKITAB.com


'হে আল্লাহর নবী! সিজ্জিন এমন এক কয়েদখানা যার একেকটি আঙ্গার (জ্বলন্ত কয়লা) সাতটি দুনিয়ার সমান এবং আমাদের রুহকে সেখানে দাফন করে দেওয়া হয়েছে।

ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একা কথা বলছ, আর কি কেউ নেই কথা বলার মত?

আওয়াজ এলো, হে আল্লাহর নবী! সবাইকে মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া হয়েছে, এ জন্য তারা কথা বলতে পারে না। তাদের মুখ বন্ধ। আমার মুখ বন্ধ নাই। লাগামও দেওয়া হয় নাই। তাই আমি বলতে পারছি।

ঈসা (আঃ) বললেন, তুমি কিভাবে বাঁচলে?

আওয়াজ এলো, আমি সিজ্জিনের কিনারায় বসা আছি। এ শাস্তি আমাকে এজন্য দেওয়া হয় নাই যে, আমি তাদের সাথে থাকতাম ঠিকই, কিন্তু তাদের মত চলাফেরা করতাম না। কিন্তু তাদের সাথে থাকার কারণে আমাকেও পাকড়াও করা হয়েছে। এখন আমি সিজ্জিনের কিনারায় এমন স্থানে বসা আছি, ঠিক নাই কোন সময় নিচে পড়ে যাই। নাকি আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করে দেন। তা আমি জানি না।

## মৃত্যুর ঘোষণা

মৃত্যু এলান করছে– আমি সেই মৃত্যু, অনেক বড় সম্পদওয়ালাকেও কবরে নিয়ে যাই।

আমি সেই মৃত্যু! যে সন্তান এবং পিতা–মাতাকে আলাদা করে দেই।

আমি সেই মৃত্যু! যে ভাই থেকে বোনকে চিরতরে আলাদা করে দেই।

আমি সেই মৃত্যু! যে বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেই।

আমি সেই মৃত্যু! যে স্বামী থেকে স্ত্রীকে আলাদা করে দেই।

আমি সেই মৃত্যু! যে সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ করে দেই।

আমি সেই মৃত্যু! যে কবরস্থানকে আবাদ করি।

আমি সেই মৃত্যু! যে নেককারদের জন্য ফুলের বাগান এবং বদকারদের জন্য কঠিন সাপ বিচ্ছুর কসাইখানা। হুশিয়ার! আমার মাঝে প্রস্তুতি নিয়ে এসো।

www.BANGLAKITAB.com


আমি সেই মৃত্যু! যে তোমাদের খুঁজি এবং তোমরা যতই নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাক, আমি তোমার জান কবজ করি এবং কোন সৃষ্টি আমার কবজ থেকে বাঁচতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধুরা– দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বানিয়েছেন। এখানে যে আসে, সে যাওয়ার অগ্রিম টিকিট নিয়েই আসে। এখানে চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য নয়। চাই সে বড় শক্তিশালী বাদশা হোক, চাই মালদার হোক, চাই ফকির হোক। মৃত্যু সবারই কপালের লিখন।

মৃত্যু যখন আসে, তখন দুনিয়ার সব কামাই করা সম্পদ ওয়ারিশদের কাছে পড়ে থাকে। শুধু শূন্য হাতে সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে শুয়ে থাকে। যদি হাতে দামি আংটি থাকে, তাও খুলে রাখা হয়।

হযরত মালেক বিন দিনার (র.) বলেন, আমি এক কবরস্থান অতিক্রম করছিলাম, আমি কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিলাম। কোথায় সম্মানিত ব্যক্তিরা?

-কোথায় গরীব মিসকিনরা?

-কোথায় শক্তিশালী বাদশারা?

-কোথায় তারা, যারা নিজেদের সম্পদ, নিজেদের স্বাস্থ্য, নিজেদের শরীর নিয়ে গর্ব করত?

মালেক বিন দিনার (র.) বলেন, কবর থেকে আওয়াজ এল, কেউ নেই, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কেউ খবর দেওয়ার মত নেই। সব মরে গেছে এবং কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।

হযরত সায়্যেদুনা ইবনে মুতি (র.) একদিন খুব সুন্দর একটি ঘর দেখলেন, ঘরটি দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন, পরক্ষণেই তিনি কাঁদতে শুরু করে বললেন, হে সুন্দর ঘর! আল্লাহর কসম! যদি মৃত্যু না আসতো, তাহলে আমি তোমার উপরে অনেক খুশি হতাম। যদি কবরের সংকীর্ণ ঘরে না যেতে হত, তাহলে দুনিয়ার এ চাকচিক্যময় অবস্থা দেখে আমার নয়ন যুগল শীতল করতাম। এরপর তিনি এতই কাঁদলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে হেচকি এসে গেলো।

www.BANGLAKITAB.com


## কবর আযাব ও কবরের ধমকী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দা (রা.) বর্ণনা করেন–রাসূল (সা.) বলেছেন–মৃত ব্যক্তিকে যখন কবর দেওয়া হয় তখন সে কবরে বসে এবং সেসব লোকদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। যারা তাকে এইমাত্র কবরস্থ করে যাচ্ছে। তখন লাশকে কবর বলে, হে আদম সন্তান! তোর ধ্বংস হোক, তুই দুনিয়াতে আমাকে ভয় করতি না। আমার ভিতর এ সংকীর্ণ স্থান, সাপ বিচ্ছু আর পোকা-মাকড়কে তুই ভয় করতি না। যার কারণে তুই এ ভয়ংকর আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রস্তুতিও নিয়ে আসতে পারিসনি।–(ইবনে আবিদ দুনিয়া)

ইবনে আবিদ্দুনিয়া (র.) আরো বলেন, যখন চোর এবং যেনাকারীকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কবরে দুটি সাপ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, যে তার গোশত চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

বন্ধুগণ, এ ঘটনা তো আমাদের জন্য অনেক বড় নসিহত। আমরা এ পঞ্চাশ ষাট বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আখেরাতের প্রস্তুতি না নিয়ে নিজের উপর এরচেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে? দুনিয়ার সামান্য আরাম আয়েশ ভোগ করার জন্য জান্নাতের মত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া। সব চেয়ে বড় কথা হল, যিনি আমাদের পালনকর্তা সে মহান আল্লাহর নাফরমানী করছি। তা কত বড় অবাধ্যতা? যে ব্যক্তি গুনাহ করে অন্তরকে খুশি করে, আর আল্লাহকে নারাজ করে। যে জানে না, সে কত বড় মালিককে নারাজ করছে। যিনি এক মুহূর্তের মধ্যে কত প্রকারের বিপদ চাপিয়ে দিতে পারেন।

এ জন্য ভাই, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিন। আপনার উপর জানাযা পড়ার পূর্বেই নামাজ পড়ুন।

## অদৃশ্য আযাব

একবার ইমাম গাযালী (র.)–এর কাছে প্রশ্ন করা হল, হযরত! আমরা উলামায়ে কিরামের কাছে কবরের আযাব সম্পর্কে শুনি যে, মৃত্যুর পর তার গুনাহের জন্য কবরে আযাব হয়। মাঝে মধ্যে এমন হয় যে, কোন কারণ বশত: কবর থেকে আবার দ্বিতীয় বার লাশ তুলতে হয়। তখন তো কবরের ভিতর কোন ভয়ংকর জিনিস যেমন সাপ, বিচ্ছু, আগুন কিছুই নজরে আসে না?

www.BANGLAKITAB.com


প্রশ্ন শুনে ইমাম গাযালী (র.) কিছুক্ষণ নিরব থাকলেন, চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, মনে করেন- আপনি ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে দেখছেন, আপনাকে খুন করার জন্য খুনি নাঙ্গা তরবারি হাতে ঘুরছে, সাপ, বিচ্ছু আপনাকে আক্রমণ করছে, বা কখনও স্বপ্নে দেখলেন আগুন লেগেছে, আপনি আগুন থেকে বাঁচতে পালাচ্ছেন, চিৎকার করছেন কিন্তু আপনার সাথের লোক এ ব্যাপারে কিছুই জানে না যে, তার ঘুমন্ত সাথী স্বপ্নে কি দেখছে। মাঝে মধ্যে কেউ ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠে, তখন তার চেহারায় ভীতির ছাপ দেখা যায়। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, শরীর ঘেমে যায়। হে ভাই! এ ঘুম মৃত্যুর ছোট ভাই। কবরের ঘুম তো বড়। কবরে সাপের শাস্তি অবশ্যই হয়, মৃত্যু ব্যক্তির যা অনুভব হয়। যদিও আমাদের চর্ম চক্ষু দেখুক বা না দেখুক।

মানুষ এবং জীন ব্যতীত সব সৃষ্টিই মৃত ব্যক্তির উপর কবরে যে আযাব হয় তা শুনতে পায়।-(বোখারী শরীফ - ২য় পৃ. ৯৪২)

**কবরের আযাব অস্বীকারকারীদের জন্য দলিল**

**প্রথম দলিল:** হে আমার ভাই ও বোনেরা! নেক কাজ থেকে দূরে আছে বলেই কিছু লোক কবর আযাবকে অস্বীকার করে। তাদের এই বিতর্কের দলিল হল এটাই যে, কবরের আযাব যদি সবাই দেখতে পেত তাহলে কেহই পাপ করতো না, তাহলে এই দুনিয়াকেও পরিক্ষার ঘর বলা হত না। ঈমান তো হল অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস আনা ও মানা।

এ জন্য রাসুল (সা.) সাহাবায়ে কিরামগণকে বলেন যে, তোমাদের পরে আমার যেসব উম্মতরা আসবে, তাদের প্রতি সাত বার সালাম। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসুল্লাহ! সাতবার কেন?

রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে নিজ চোখে দেখে ঈমান এনেছো, আর তারা আমাকে না দেখে ঈমান এনেছে। যদি মানুষ কবরের আযাব দেখতো, তাহলে তারা মৃতকে কবর দেওয়া ছেড়ে দিত।

রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, আমার যদি এ আশংকা না হত যে, তোমরা মৃতকে কবর দেওয়া ছেড়ে দিবে, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট বলতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে তা শুনিয়ে দেন, কবরের ভিতর থেকে যা কিছু আমি শুনছি। (কিন্তু আমার আশংকা হয়, যদি একথা তোমরা বুঝে ফেল যে, কবরে কি হচ্ছে? তাহলে মৃতকে কবরে নামাবে না, ভয় পাবে)।

-(মেশকাত, পৃ. ২৫)

www.BANGLAKITAB.com


**দ্বিতীয় দলিল:** ইমাম গাযালী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব এহইয়াউল উলুমুদ্দিনে কবরের আযাব যে সত্য এর দলিল দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন, মনে করুন, একজন ঘুমিয়ে আছে। এ অবস্থায় ভয়ংকর সাপ সে দেখতে পেল। স্বপ্নদ্রষ্টা এতে ভীষণ ভয় পেয়ে কোন কোন সময় পেশাব করেও বিছানা নষ্ট করে ফেলে। অথচ তার সাথে যারা আছে তারা এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, লোকটি কত আরামে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে ভয়ংকর সাপ দেখতে পাচ্ছে। এ উদাহরণ দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, কবরে মৃতের উপর যে মুসিবত আসে, তা দেখা বা বুঝা অসম্ভব। আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার মানুষদের জন্য কবরের আযাব অদৃশ্য করে রেখেছেন। অবশ্যই এটা আল্লাহ তা'য়ালার হিকমত।

**তৃতীয় দলিল:** সারকথা হল, কবরের আযাব বা এর ভয়াবহতা এবং কবরের দুই দিকের মাটি সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, এর রোশনী, সজীবতা এসবই হল দুনিয়ার স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে। এজন্য সেখানের অবস্থা দুনিয়ার অবস্থার সাথে মিলানো যাবে না। কবরের সজীবতা, এর সুঘ্রাণ, অপূর্ব সুন্দর ফুল, জান্নাতী হাওয়া, জান্নাতী পোশাক, বিছানা এবং পাপীর জন্য সাপ বিচ্ছুর আগুনসহ আরো যা কিছু আছে তা দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথেই তুলনা চলে না। এজন্য জীবিতরা এ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। কেননা, আল্লাহর জন্য এটা সম্ভব যে, কবরের মাটিকে দুনিয়ার আগুন ও আঙ্গারের চেয়ে বেশি গরম করে দিবেন এবং এ মাটিকেই নরম বিছানা এবং এর মাঝে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিবেন।

**চতুর্থ দলিল:** মাওলানা তারিক জামিল সাহেব এক বয়ানে বলেন যে, ছোট বেলায় দেখতাম, আমাদের ঘোড়া পাগলামি করত, যে রাখাল ঘোড়ার দেখা শুনা করত সে ঘোড়াকে কবরস্থানে বেঁধে রাখত। এ অবস্থায় কিছু সময় পর পর ঘোড়ার পাগলামী থেমে যেত। এতে আমার মনে কৌতূহল জাগল এ ব্যাপারে। তাই আমি ঘোড়ার রাখালকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ ঘোড়া কবরস্থানে গিয়ে ভাল হয়ে যায় এর কারণ কি? রাখাল বললো, কবরে যে আযাব হয়, এটা জীব জানোয়ার শুনতে পায়। যদিও তা আমরা শুনতে পাই না। এ ভয়ে ঘোড়া ঠিক হয়ে যায়। দেখুন, সে রাখাল কুর'আন, হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞ। এ সম্পর্কে তার কত সূক্ষ্ম ধারণা ছিল।

www.BANGLAKITAB.com


তখন আমি এ হাদিসটি পড়লাম–

মানুষ এবং জীন ছাড়া সমস্ত মাখলুক মুরদারের উপর কবরের আযাব শুনতে পায়। (বোখারী -৯৪২ ২য় খণ্ড)

তখন আমার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, একদিন আমি রাসুল (সা.)-এর সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। রাসুল (সা.) বললেন– এমন একদিন আসবে, যেদিন কবরের যবান খুলে যাবে, সে বলবে, হে আদম সন্তান! তোমরা আমাকে কেন ভুলেছিলে? আমি প্রত্যেকের জন্য–ঘর এবং আমার ভিতরে পোঁকা-মাকড় ভরপুর। কিন্তু সেসব লোকদের ব্যতিত–যাদের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বললেন, কবর জান্নাতের বাগান থেকে একটি অথবা জাহান্নামের গহবরের একটি গহবর।

(তবারানী)

## এই 'ইট' এক বাদশার চোখ

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে বসে তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে বলছিল– এটা আমার ঘর, এটা আমার ঘর। আল্লাহ তা'য়ালা কুদরতীভাবে ঐ ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য চমৎকার একটি ঘটনার সূত্রপাত করে দিলেন। সে ঘরের দেয়ালে একটা ইট লাগানো ছিল। এর মধ্য থেকে আওয়াজ এল, হে আদম সন্তান! ঘরের মালিকানা নিয়ে ঝগড়া করছ? তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো না যে, আমি কে, দুই ভাই প্রথমে ঘাবড়ে গেল। আচ্ছা বল তুমি কে? ইট বলতে লাগলো যে, আমি এক বাদশার চোখ ছিলাম। সে এক দেশের বাদশা ছিল এবং দুনিয়াতে অনেক আরাম আয়েশের মধ্যে দিন যাপন করত। যখন তার মৃত্যু হল, তাকে কবরে দাফন করা হল। আর তাকে পোঁকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলল এবং সে মাটিতে পরিণত হল। আমি মাটির সে অংশ, যার মধ্যে বাদশার চোখ ছিল। অথচ আজ আমার অবস্থা দেখ যে, আমি ইট হয়ে ঘরের দেওয়ালে লাগানো আছি। তুমিও একদিন এভাবেই মাটি হয়ে যাবে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, প্রতিদিন জমিন এ কথাগুলোর এলান করে–

১. হে আদম সন্তান, তুমি আমার পিঠে চলছ, কিন্তু একদিন আমার পেটে আসবে।

www.BANGLAKITAB.com



২. তুমি আমার পিঠে হাঁসছ, একদিন তুমি আমার পেটে এসে কাঁদবে।

৩. আমার পিঠে সম্পদ জমা করছ। একদিন আমার পেটে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে।

৪. আমার পিঠে তুমি হারাম খাও, কিন্তু একদিন আমার পেটে তোমাকে পোঁকা-মাকড়ে খাবে।

হযরত ইমাম গাযালী (র.) বড় আশ্চর্য এক কথা লিখেছেন। হে বন্ধু! তোমার কি জানা আছে, বাজারে কাপড় এসে গেছে, যা তোমার কাফন হবে? আমরা তো মৃত্যুকে ভুলে যাই, কিন্তু মৃত্যু আমাদের ভুলে না। আমাদের জানা নেই কোন সময় আজরাইল এসে আমাদের জান কবজ করে নিবে।

এক ব্যক্তি বাজারে ছোট কয়লা নিয়ে গেল বিক্রি করতে। সে এক কামারের কাছে তা বিক্রি করল। কামার কয়লাগুলো জ্বালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোন অবস্থায় তা জ্বালানো গেল না। কামার যার কাছ থেকে কয়লা কিনেছিল তাকে অনেক খুঁজে বের করল। কামার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই তুমি কয়লাগুলো কোথা থেকে এনেছ? প্রথমে লোকটি বলতে রাজী হল না। অনেক অনুরোধের পর বলল, আমি এক কবর থেকে কয়লাগুলো সংগ্রহ করেছি। সে কবরটি খোলা পড়েছিল, আর সে কবরে কংকালের সাথে এ কয়লাগুলো লাগানো ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও কয়লাগুলো হাড্ডি থেকে আলাদা করতে পারিনি। অবশেষে পাথর দিয়ে হাড্ডি ভেঙ্গে কয়লাগুলো সংগ্রহ করেছি।

রাসূল (সা.) বলেন– কবর হল জান্নাতের বাগিচা, অথবা জাহান্নামের গর্তের মধ্যে একটি গর্ত। (তিরমিযী ২য় ৭৩ পৃ.)

কবরের ভিতর যা কিছু ঘটে তা কোন কোন সময় আল্লাহ পাক প্রকাশ করেন। কিন্তু সব সময় তা প্রকাশিত হয় না।

রাওয়াল পিন্ডিতে এক লোক মারা গেল। তাকে দাফন করার সময় দেখা গেল, তার কবর সাপ বিচ্ছুতে ভরে গেছে। যখন লাশ কবরে রাখা হল তখন একটি সাপ তার হাঁটুর নিচে পেঁচিয়ে ধরলো। আর আরেকটি সাপ ধরলো তার কাঁধে। আর মূহুর্তের মধ্যে লাশ কয়েক ভাগ হয়ে গেল।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– পাপীর জন্য তার কবর হবে বড়ই বিপদ জনক স্থান। গুনাহগার ব্যক্তির কবরে কালো ভয়ানক সাপ তাকে ছোবল মারতে থাকবে। দুই সাপ দুই দিক থেকে অনবরত ছোবল দিতে থাকবে। এ হল কবরের আযাবের ভয়ংকর অবস্থা। যা সত্য। –(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেন– তুমি নিজের কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কবর প্রতিদিন সাত বার ডেকে ডেকে বলে– হে দুর্বল মানুষ! তুমি নিজের জীবনকে আমল দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিজের উপর দয়া কর। যখন তোমার সাথে আমার সাক্ষাত হবে, আমি তোমাকে দয়া করব। (হাদিস)

হে বন্ধুরা, একটা সময় আসবে যখন আমি ও আপনি মাটির নিচে অন্ধকার রাতের চেয়ে আরো বেশি ভয়ংকর অন্ধকার কবরে দাফন হব। সেখানের অন্ধকার আলোময় করার জন্য যে ব্যক্তি আমলকে আলো হিসাবে সাথে নিতে পেরেছে সেই হবে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আরাম আয়েশে থেকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানে নাই, সে সবচেয়ে বড় ফকির, সে দিন তার চেয়ে অসহায় আর কেউ থাকবে না।

## মৃত্যুর পর চেহারা কালো ও ভয়ংকর হয়ে গেল

কয়েকজন যুবক এক স্থানে কাজ করত। সে স্থানে তারা কয়েক বছর অতিবাহিত করল। তারা তাদের আয় জমা করে রাখত। তারা যখনই শুনতো কোন স্থানে আরাম আয়েশ, আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা আছে, সেখানেই চলে যেত।

প্রতিদিনের মত তারা বসে গল্পগুজব করছিল। তারা এমন একটি শহর সম্পর্কে খবর পেল, সেখানে তারা কোন দিন যায়নি। তারা পাক্কা নিয়ত করল, পয়সা জমিয়ে এবার সে শহরে যাবে আনন্দ ফুর্তি করতে।

এক সময় তারা হাওয়াই জাহাজে চড়ে নিজেদের গন্তব্যে রওনা হয়ে গেল। সেখানে তারা এক সপ্তাহ অবস্থান করল। এর মধ্যে তারা জিনা এবং মদের নেশায় মাতাল ছিল এবং এমন সব কাজ করল, যা আল্লাহ পাকের আযাবের জন্য যথেষ্ট ছিল।

একদিন তারা মদ আর নারী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রাতের কিছু সময় মাত্র অতিবাহিত হয়েছে। তারা আল্লাহর নাফারমানিতে মত্ত ছিল। এমন সময়

www.BANGLAKITAB.com


এদের মধ্যে থেকে একজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। বাকি তিন জন বন্ধু তার পাশে এগিয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, সাথীর অবস্থা নাজুক পর্যায়ে। একজন বললো, ভাই কালেমা পড়। সে উত্তরে বলল, ভাগো এখান থেকে বরং আমাকে মদের আরেক পেয়ালা পান করিয়ে দাও। আর বলল, হে অমুক নর্তকী আমার কাছে এসো। এ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে গেল। আল্লাহ আমাদের দয়া করুন, তাঁর আযাব থেকে পানাহ চাই।

এরপর তিন বন্ধু যখন তাদের বন্ধুর করুণ অবস্থা দেখল, তখন তারা কাঁদতে লাগলো আযাবের ভয়ে। তারা তাওবা করে সে পাপের আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল। এয়ারপোর্টে আসার পর কফিন খুলে তারা সাথীর চেহারা দেখল। তার চেহারা এতই কালো আর ভয়ংকর হয়ে গেছে যে, তারা ভয় পেয়ে গেল।

ভাইসব! ভাল আমল করলে আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন চেহারা আলোকিত করে দেবেন এবং পরকালের সফলতার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করা অবশ্যই প্রয়োজন। আসুন, আমরাও সে লোকদের মত হয়ে যাই, আল্লাহপাক যাঁদের সম্পর্কে পাক কোর'আনে বলেছেন–

এবং যাদের চেহারা আলোকিত হবে, তারা আল্লাহর রহমতের ছায়ায় সদা সর্বদা থাকবে। (সূরা: আল ইমরান, আয়াত: ১০৭)

হযরত খীনপুরি (র.) বলেন, আমি কবর থেকে আগুন বের হতে দেখেছি, এর লেলিহান জিহ্বা দেখেছি, আমি কবরের সাপ দেখেছি। কবর থেকে ধোঁয়াও বের হতে দেখেছি।

কবরের আযাব সত্যি, সত্যি। রাসুল (সা.) এক আঙ্গুলের উপর অপর আঙ্গুল রেখে বলেছেন, যেভাবে আমি রাসুল (সা.) আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল রেখেছি। এরকমভাবেই কবরের আযাব একটার পর একটা গুনাহগারদের উপর আছড়ে পড়বে।

হে ভাইয়েরা, ভাবার বিষয়! আমরাও এ মাটির নিচে কবরস্থ হব। এ সম্পদ যার জন্য আমরা হারাম পন্থায় অবলম্বন করছি, এর জন্য কবরে আগুন ভরপুর থাকবে। মৃত্যুর পর সম্পদ কোন কাজেই আসে না। তা স্বজনরা ভাগ করে নিবে। সম্পদ সে জিনিস যা মৃত্যুর পূর্বে আমরা পাঠাই অর্থাৎ নেক আমল।

www.BANGLAKITAB.com


## কবরে দুর্গন্ধযুক্ত সাপ

মাওলানা তারিক জামিল সাহেব বলেন, আমার বন্ধু সরকারী হাসপাতালের বড় অফিসার, একদিন একটি কবর খনন করার জন্য গেল। একটি লাশের ময়নাতদন্ত করার জন্য কবর খনন করতে হয়েছিল।

তারা কবরটি খনন করার পর দেখল যে, কাঠের সিন্দুকের ভিতর অতি যত্নের সাথে লোকটিকে দাফন করা হয়েছে। সিন্দুকের ঢাকনা যখন খোলা হল তখন এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হতে লাগল যে, সেখানে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে গেল এবং কবর থেকে একটি আশ্চর্য ধরণের একটি সাপ বের হল, যা দুনিয়ার কোন সাপের মত নয়। সবাই সারা দিন অপেক্ষা করে দেখল যে, দুর্গন্ধ সেই রকম আছে।

মাওলানা তারিক জামিল সাহেব বলেন, আমার বাড়ির কাছেই এক লোক মারা গেল। তার জন্য কবর খনন করা হল। দেখা গেল পুরা কবর ভয়ংকর বিচ্ছুতে ভরা। সবাই সে কবর বন্ধ করে নতুন কবর খনন করল, দেখা গেল সেখানেও সে কবর বিচ্ছুতে ভরা। এভাবে তিনটি কবর বিচ্ছুতে ভরা ছিল। এরপর বিচ্ছুর সাথেই তাকে দাফন করা হল।

কি কারণে এমন হল আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ বিচ্ছুগুলো দুনিয়ার বিচ্ছু নয়। হতে পারে এগুলো তার বদ আমলেরই পরিণাম। আল্লাহ তা'য়ালা কখনও কখনও কুদরতি পর্দা সরিয়ে মানুষকে এগুলো দেখান।

## মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া ব্যক্তির মৃত্যুকষ্টের স্বীকার

আল্লামা আইনি বলেন, আমি একজন মৃত লোককে আল্লাহর কুদরতে জীবিত হতে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মৃত্যুর সময় তোমার কেমন অনুভব হয়েছে? সে বললো, আমি ৫০ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলাম, এখনও আমার মৃত্যুর কষ্ট অনুভব হয়।

আওযায়ী বলেন, আমি একটি কথা জানতে পেরেছি যে, মৃত্যুর কষ্ট ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনুভব হবে।

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) বলেন, মৃত্যু দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কষ্ট থেকে বেশি কঠিন। করাত দিয়ে জীবন্ত শরীর কাঁটলে যে কষ্ট হবে এর চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। কেঁচি দ্বারা কাঁটলে যেমন কষ্ট অনুভব হয়, এর চেয়েও বেশি কষ্ট। ডেকচির ভিতর গরম পানিতে সিদ্ধ করার চেয়েও

www.BANGLAKITAB.com


কঠিন। যদি মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে মৃত্যুর কষ্ট বর্ণনা করত, তাহলে দুনিয়ার কোন মানুষ আরাম আয়েশের মাঝে থাকত না। মানুষের চোখে ঘুম আসতো না। মৃত্যুর চিন্তায় পেরেশান হয়ে যেত।

### ভয়ংকর চেহারাওয়ালা লাশ

কিতাবুল জাওয়াজিরে বর্ণিত আছে, এক গুনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, মৃত্যুর পর তার শরীর অস্বাভাবিক রকমের ফুলে গেল। আঙ্গুলগুলো অনেক মোটা হয়ে গেল। মাথা বড় পাথরের মত হয়ে গেল। কান গাঁধার কানের মত হয়ে গেল। মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওজন এতই ভারি হল যে, লাশ বহন করার খাট ভেঙ্গে গেল। অনেক কষ্টে তাকে দাফন করা হল।

ভাইয়েরা! বাস্তবে সে মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতেই জাহান্নামের নিদর্শন দেখিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেন, জাহান্নামীর শরীর এতই বড় হবে যে, তার একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। এক কাঁধ থেকে দ্বিতীয় কাঁধের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা হবে। তার চামড়া মোটা হবে ৭০ হাত। জাহান্নামীদের পোষাক হবে আগুনের। তাদের খাদ্য হবে কাঁটা জাতীয় ফল। আর পানি হবে পুঁজ। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত হবে।

হে ভাইয়েরা! এ জীবন একটি আমানত। এক আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করতে হবে। বলাতো যায় না, কখন মৃত্যু এসে যায়। আমাদের জীবন আল্লাহর কুদরতী হাতে, আল্লাহ তা নিয়ে নিবেন। জীবনের কোন ভরসা নেই। এ জন্য বার্ধক্যের অপেক্ষা করে বসে থাকলে চলবে না। এখনই গুনাহ থেকে তাওবা করা উচিত।

### আযাবের ফেরেশতা

বোখারী শরিফের এক বর্ণনায় আছে, গুনাহগারকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন আযাবের ফেরেশতা লোহার হাতুরি নিয়ে আসে। রাসুল (সা.) বলেন, সে ফেরেশতা অন্ধ। তার মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের থেকে বেশি শক্তি থাকে। সে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার পর মৃত ব্যক্তি জোরে চিৎকার করতে থাকে। মানুষ এবং জীন ছাড়া সব প্রাণীই সে আওয়াজ শোনে এবং নিকটবর্তী স্থানে যেগুলো থাকে।

www.BANGLAKITAB.com


মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় আছে, সে চিৎকারের আওয়াজ পূর্ব পশ্চিম দিকে যেসব প্রাণী থাকে সবাই শোনে, শুধু মানুষ এবং জীন ব্যতীত। হাদিসে পাক থেকে প্রমাণিত, গুনাহগার ব্যক্তির শাস্তি অপরিহার্য। তার উপর কোন রহমত করা হবে না। কেননা, যে ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক কবরে শাস্তির জন্য নির্ধারণ করেছেন, সে অন্ধ। সে ফেরেশতা চোখে কিছু দেখে না অর্থাৎ গোনাহগার ব্যক্তির করুণ অবস্থা তার নজরে আসবে না। আর সে কানেও শুনবে না। গুনাহগারের আর্তচিৎকার, অনুনয়-বিনয় কোন কাজেই আসবে না। তাই আযাবের ফেরেশতার অন্তরে মায়া দয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। যেহেতু সে কানে শোনে না, চোখেও দেখে না।

হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর কাছে এমন কাফন চোর তাওবা করেছিল, যে বাইশ শত কবর খুঁড়ে কাফন চুরি করেছিল। হাসান বসরী (র.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কবরের ভিতর মৃতকে কেমন পেয়েছে? সে কাফন চোর তিনটি কবরের অবস্থা বর্ণনা করল।

**ঘটনা-১**

## আগুনের জিঞ্জির

কাফন চোর বলছে, একবার আমি একটি কবর খনন করে দেখলাম, মৃত ব্যক্তির ভয়ংকর কালো চেহারা। তার হাত পায়ে আগুনের শিকল পড়ানো এবং তার মুখ দিয়ে রক্ত এবং পুঁজ বের হচ্ছে, আর তা এতই দুর্গন্ধ যে, বেহুঁশ হবার অবস্থা। এ ভীতিজনক অবস্থা দেখে আমি পালানোর জন্য পা বাড়ালাম। এমন সময় লাশ কথা বলতে শুরু করল। আমাকে বলল, তুমি পালাতে চাও? শোন, আমাকে কোন গুনাহের জন্য এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আমি মুর্দার কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সমস্ত সাহস একত্রিত করে কবরের কাছে গেলাম। যখন কবরের কাছে উঁকি দিলাম, দেখলাম আযাবের ফেরেশতা লাশের ঘাড়ে আগুনের শিকল পড়িয়ে বসিয়ে রেখেছে। আমি লাশকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? সে জবাব দিল আমি ওমুকের ছেলে ওমুক। কিন্তু আফসোস! আমি মদ পান করতাম এবং জেনা করতাম। এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়। আর এখন এর আযাব ভোগ করছি।

www.BANGLAKITAB.com


**ঘটনা–২**

তারপর সে কাফন চোর তার দ্বিতীয় ঘটনা বলল, একবার আমি যখন কাফন চুরি করার জন্য একটি কবর খনন করলাম, দেখলাম ভয়ংকর কুৎসিত এক লাশ। সে কথা বলতে শুরু করল। লাশ দাঁড়িয়ে গেল। তার চারিদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। ফেরেশতা তার গলায় আগুনের শিকল পড়িয়ে রেখেছে। সে লাশ আমাকে দেখেই বলল, ভাই আমি খুব পিপাসার্ত, আমাকে একটু পানি পান করাও। ফেরেশতা ধমক দিয়ে বলল, খবরদার এ বেনামাজিকে পানি দিও না। তারপর আমি সাহস করে লাশকে জিজ্ঞাসা করলাম। তুমি কে? লাশ উত্তর দিল আমি মোসলমান ছিলাম, কিন্তু আফসোস, আল্লাহ পাকের অনেক নাফারমানি করেছি এবং আমার মত আরো বহু লোক এ আযাবের সম্মুখীন।

**ঘটনা–৩**

কাফন চোর তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করল। একদিন আমি একটি কবর খনন করে সে কবরকে ভিতরে অনেক প্রসস্ত দেখলাম। এর ভিতর এমন সুন্দর একটি বাগান দেখলাম, যা আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি। যার মধ্যে ঝর্ণা প্রবাহিত ছিল। আর তাতে এক অপূর্ব সুন্দর যুবক দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন আমলের বিনিময়ে এ পুরস্কার পেয়েছ? সে বলল, আমি এক মাহফিল শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিবেন। এরপর থেকে আমি সর্ব প্রকার গুনাহ ছেড়ে দিলাম। এসব নিয়ামত সেসব কাজেরই উত্তম বিনিময়।

তাইতো কবি বলেন, এ পুরস্কার তার জন্য, যে গুনাহ থেকে বাঁচলো। আর সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিল।

সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি মারা গেল। যখন তার জানাযা দেওয়ার জন্য সবাই তৈরি হল, তখন দেখল কাফনের ভিতর কি যেন নড়াচড়া করছে। তার কাফন খোলা হলে দেখা গেল, এক ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোবল মারছে। লোকজন সাপটি মারতে উদ্যত হল। তখন সাপ কালেমা পড়ে বলল, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে কেন মারতে চাও। আমি এখানে আমার ইচ্ছায়

www.BANGLAKITAB.com


আসিনি। আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা পাঠিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকব। মানুষজন জানতে চাইল। ওরে সাপ তার অপরাধ কি ছিল, যার জন্য তাকে এ আযাব দেয়া হচ্ছে? তখন সাপ আল্লাহর হুকুমে বলল, হে লোক সকল, এর তিনটি অপরাধ ছিল।

১. সে আজান শুনে মসজিদে যেত না।

২. সে যাকাত দিত না।

৩. সে উলামায়ে কেরামগণের কথা শুনতো না।

## এক কাফন চোরের ঘটনা

আবু ইসহাক (র.) বলেন, একজন লোক অধিকাংশ সময় আমাদের মজলিসে বসে থাকত এবং চেহারার অর্ধেক চাদর বা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখত। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাদের সাথে সব সময় বস। আর চেহারার অর্ধেক ঢেকে রাখ, এর কারণ কি?

সে লোকটি আমার কাছে এসে ওয়াদা নিল, যেন আর কাউকে তার কথা না বলি। আমি ওয়াদা করলাম, তার কাহিনী আর কাউকে বলব না। সে লোকটি বলল তার কাহিনী। আমি কাফন চুরি করতাম। একদিন এক মহিলা মারা গেল– আমি সে রাতেই সদ্য কবর দেয়া কবর খনন করলাম। এরপর আমি লাশের কাফন ধরে টানতে লাগলাম। কিন্তু কাফন খুলতে পারছিলাম না। আমি দুই হাঁটু গেড়ে ভালোভাবে বসে কাফন ধরে টানতে থাকলাম। সে মহিলা হাত দিয়ে আমাকে এমন জোরে থাপ্পর মারল যে, আমার গালে তার পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ সুস্পষ্টভাবে বসে গেল, আমি গালে হাত দিয়ে সে দাগ অনুভব করলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি ভীত হয়ে গেলাম। এরপর আমি তার কাফন ঠিকঠাক করে দিলাম। আর কবর পূর্বের মত করে মাটি দিয়ে ভরে দিলাম। এরপর থেকে আমি ওয়াদা করলাম, আর কোন দিন আমি কাফন চুরি করব না।

হযরত আবু ইসহাক বলেন, এরপর আমি ইমাম আওযায়ী (র.)–এর কাছে এ ঘটনাটি লিখে পাঠালাম। তিনি জবাব দিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা কর, কমবখত যেইসব লাশের কাফন চুরি করত, তাদের চেহারা কেবলামুখি ছিল?

www.BANGLAKITAB.com


সে ব্যক্তি বলল, আমি অধিকাংশ লাশকে পেয়েছি, যাদের চেহারা কেবলা মুখি ছিল না। আবু ইসহাক বলেন, আমি তার কথা আওজায়ী (র.)- কে জানালাম। আওযায়ী (র.) জবাব দিলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মনে রেখ, যাদের চেহারা কেবলামুখি ছিল না, তারা বেদ্বীন অবস্থায় মারা গিয়েছে।

## সুদ ও ঘুষখোরের কবর আযাব

২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪১১ হিজরীর ঘটনা। এক পুলিশ অফিসার মারা গেল। তার লাশ কবরে দেওয়ার জন্য নেয়া হল। লাশ যখন কবরে নামানো হল, তখন দেখা গেল সে কবর সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোনভাবেই লাশ কবরে নামানো যাচ্ছে না। মৃতের আত্মীয়-স্বজন মনে করল, কবর খননকারীরা ঠিকমত কবর খনন করেনি। অন্য আরেক স্থানে নতুন কবর খনন করা হল। লাশ যখন দ্বিতীয়বার কবরে নামানো হল, দেখা গেল এটাও সংকীর্ণ হয়ে গেছে। উপস্থিত লোকজন ভয়ে ভীত হয়ে গেল। তৃতীয় কবরেও এ সমস্যা দেখা দিল। কবর সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, লাশ প্রবেশ করানো সম্ভব হচ্ছে না।

অবশেষে জানাযায় শরীক সবাই মিলে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তার গুনাহ মাফির জন্য মুনাজাত করে কান্না-কাটি করল। চতুর্থ কবরে যখন তাকে দাফন করার সিদ্ধান্ত নিল। তাকে কবর দেওয়ার পর কবর সংকীর্ণ তো হলোই সাথে সাথে লাশটি উপরে ফেলে দিল। এরপর উপস্থিত লোকজন তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করল ঘটনা কি? কবর লাশ গ্রহণ করছে না কেন? তাদের কথায় এটা বুঝা গেল যে, পুলিশ অফিসার ঘুষ খেত। যার বাস্তব শাস্তি আল্লাহ পাক সবার সামনে দেখিয়ে দিলেন। তার পরবর্তীতে কি কি শাস্তি হয় তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সমাজের প্রধান এবং বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন পেয়েছে, কিয়ামতের দিন তার হাত দুটি গর্দানের সাথে বাঁধা থাকবে। সে যদি ঘুষখোর না হয় তাহলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। আর যদি মানুষের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে বিচারের রায় দিয়ে থাকে। তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং পাঁচ শত বছরের রাস্তার সমান গর্তের ভিতর গিয়ে পড়বে।

www.BANGLAKITAB.com 

ভারতের হায়দারাবাদ এলাকার একটি ঘটনা। এক ব্যক্তির লাশ কবরস্থানে নেওয়া হল, ইমাম সাহেব যখনই জানাজার নামাজের নিয়ত বাঁধলেন, লাশ উঠে বসে গেল। মানুষ তো ভয়ে হয়রান। ইমাম সাহেব মৃতের স্বজনদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ লোক কি সুদের কারবার করত? স্বজনরা হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব জানাযা পড়াতে অস্বীকার করলেন। এরপর লাশ যখন কবরে রাখা হল, কবর মাটির গভীরে দেবে গেল। ভয়ে মানুষজন কোন মতে কবরে মাটি দিয়ে ফিরে গেল।

## হারাম সম্পদ দ্বারা দান-খয়রাত

এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দির সাথে পড়ত। সে সম্পদওয়ালা ছিল। মনপ্রাণ উজার করে গরীব দুঃখী এবং বিধবা এতিমদের দান করত। এতিম নিঃস্ব অসহায় অনেক ছেলেমেয়ে যাদের বিয়ে করার সামর্থ ছিল না তদের বিয়ের ব্যবস্থা করত। সে ব্যক্তি হজ্জও করেছিল। একদিন তার মৃত্যু হল। সে যেহেতু কথাবার্তা, আচার-আচরণে অমায়িক ছিল। তাই মহল্লার সকলে তাকে ভালবাসত। তাই তার জানাযায় গ্রামের সবাই উপস্থিত হল। কবর তৈরি করা হল, যখনই তাকে কবরে রাখার জন্য নেওয়া হল, তখনই ঘটল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। আপনা আপনি কবর বন্ধ হয়ে গেল। এ কি হল? দ্বিতীয় আরেকটি কবর খনন করা হল। যখন লাশ কবরে নামানোর জন্য নেয়া হল, আবার সে কাণ্ড ঘটল, কবর নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। এরকম আরো কয়েক বার হল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর লাশ কবর দেওয়া হল।

কবর দেওয়ার পর সবাই যখন চলে যাওয়ার জন্য রওনা হল, কয়েক কদম হাঁটার পর তাদের কাছে এমন অনুভব হল, যেন যমিন জোরে জোরে দুলছে। মানুষ কি ভেবে পেছনে কবরের দিকে তাকাল, তারা যা দেখল তাতে ভয়ে সবার বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা। আহ্ সে কি ভয়ানক মর্মান্তিক দৃশ্য! সবাই বিস্ফারিত নয়নে দেখল, কবর মধ্যভাগ ফেঁটে দুই ভাগ হয়ে গেছে। সে ফাঁটল দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা এবং ভয়ংকর কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং কবরের ভিতর থেকে আর্তচিৎকার এবং ভয়ংকর আওয়ায আসছে। যা সবাই শুনছিল। এ ভয়ংকর অবস্থা দেখে সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেল। এ সব অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। এরপর সবাই পেরেশান! এ কি দৃশ্য আজ তারা দেখল? অথচ হাজী সাহেব কত ভাল

www.BANGLAKITAB.com


মানুষ ছিলেন, দয়ালু, বিনয়ী-দানবীর। এ ভাল মানুষটির জীবনে এমন কি ছিল যার কারণে তার কবরে এমন ভয়ংকর আযাব হচ্ছে?

তদন্তের পর মৃত হাজী সাহেবের জীবনের অবস্থা জানা গেল। হাজী সাহেব ছোট বেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। পিতা-মাতা অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন। এরপর অনেক তদবীর আর ঘুষের বিনিময়ে বড় একটি চাকরি জুটিয়ে নিলেন। ব্যাংকে ঘুষের অঢেল টাকা জমা হতে লাগল। এ টাকায় তিনি হজ্জ করে হাজী হয়ে গেলেন। আর সমস্ত দান সদকা সবই করতেন এ ঘুষের টাকায়।

দেখুন, এবার হে বন্ধুগণ, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত সম্পদ পৃথিবীতে পড়ে থাকে। যা সে অনেক কষ্টে উপার্জন করে। হালাল হারাম বাছবিচার না করে অবৈধ পথের উপার্জন তার জন্য ভয়ংকর আযাবের কারণ হল আগামী দিনের জন্য। অথচ দেখুন, মৃত্যু তাকে নিঃস্ব করে দিল। সাথে কিছু নিতে পারল না। আর যদি কবরের সম্পদ সাথে নিতে পারত তাহলে তো সে পরম সৌভাগ্যবান হিসেবে গণ্য হত।

## হারাম সম্পদের কারণে কবর আযাব

মানুষ যদি হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে তাহলে এ কারণে কবরে আযাব হয়। আল্লামা কামাল উদ্দিন দামিরী (র.) হায়াতুল হায়াওয়ান কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হল, এক গ্রামের একটি কাফেলা হজ্জের জন্য সফরে বের হল। তারা হজ্জ করার পর বাড়ির দিকে রওয়ানা করল। তারা মক্কা মুকাররমা থেকে কিছুটা পথ অতিক্রম করেছে। এমন সময় তাদের এক সাথির মৃত্যু হয়ে গেল। কাফেলার সাথীরা দাফন করার জন্য কবর খনন করল। জানাযার নামাজ পড়ে যখন তাকে দাফন করতে গেল, তারা দেখল যে, কবরে ভয়ংকর আকৃতির একটি সাপ ফনা তুলে বসে আছে। সাথীরা তাকে সে কবরে দাফন না করে লাশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হল। কিছু দূর যাওয়ার পর আরেকটি কবর খনন করে যখন লাশ কবরে রাখতে গেল, দেখা গেল সেখানেও একটি সাপ ফেনা তুলে বসে আছে।

সাথীরা ভাবল, যেখানে কবর খনন করি সেখানেই সাপ! মনে হয় এ এলাকাটায় সাপের ব্যাপক বসবাস। তাই তারা লাশ নিয়ে মক্কা মুকাররমায়

www.BANGLAKITAB.com


পৌঁছল। কাফেলার সাথীরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে সমাধান চাইল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তিকে কবরে আযাব দিতে চান। তার ভাগ্য এটাই নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দাফন করতে যাও সেখানেই তার জন্য সাপ অপেক্ষমান দেখতে পাবে। যাও তাকে কবরে নিয়ে দাফন কর। সাথীরা সাপসহই মৃতকে দাফন করে দিল। দাফন করার সময় লোকেরা দেখল যে, সাপটি প্রথমে তার মুখে আঘাত করল এবং তার মুখ দংশন করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। লোকটি ঠোঁট, জিহ্বা সাপের দংশনে খসে পড়ল। সাথীরা জলদি কবরে মাটি দিয়ে চলে এল।

গ্রামে এসে তারা মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের হাজী সাহেব কেমন লোক ছিলেন। সে কি কাজ করত?

স্ত্রী জবাব দিল, সে নামাজী ছিল, যাকাতও দিত। হজ্জের জন্য আপনাদের সাথে গেল। তার সব কাজই ভাল ছিল। হাজী সাহেবগণ মৃতের স্ত্রীকে তার কবরের আযাবের কথা বলল।

এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, আমার স্বামীর একটা ব্যাপার আমার খেয়াল এসেছে, সে যখন মহাজনের জন্য গম কিনত, তখন সে গম থেকে ভালটা রেখে দিত। আর খারাপ গম সেগুলোর সাথে মিশ্রিত করে দিত। স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে সবাই বুঝতে পারল, লোকটি কবরের আযাবের কারণ ছিল এটাই।

কেননা লোকটির এ পন্থাটি ছিল হারাম। সে মহাজনদের জন্য মাল কিনত, তা থেকে নিজের জন্য ব্যবহার করত। অথচ এ গম তার নিজের ছিল না। এ জন্য হারাম পথে উপার্জন এবং তা থেকে ভক্ষণ করার কারণেই তার এ শাস্তি হচ্ছে।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, কবরের আযাব কোন কোন সময় আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেন, যাতে অসতর্ক মানুষ সতর্ক হয়।

আজ সমগ্র পৃথিবীই এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে। আমরা দুনিয়াদারী নিয়ে এতই ব্যস্ত আছি যে, আখিরাতের খবর নেই। কামাই রোজগার নিয়ে এতই ব্যস্ত আছি যে, হালাল হারাম বিচার করি না। আমরা স্বার্থপরতায় এতই অন্ধ হয়ে গেছি যে, নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের হক ছিনিয়ে আনছি।

www.BANGLAKITAB.com


আমাদের মরতে হবে। আর তার পরই আরম্ভ হবে আসল জীবন। সে এক মহা জীবন। যার শুরু আছে শেষ নেই। সে জীবনে কার কি অবস্থা হবে কেউ জানে না। যার যার আমল তার তার স্থান নির্ধারণ করে দিবে। কাউকে প্রবল বেগে ছুড়ে ফেলা হবে সীমাহীন অনন্ত আগুনে। কাউকে পরম যত্নে পৌছে দিবে জান্নাতুল ফেরদাউসে।

সে দিনের কথা ভাবুন, চিন্তা করুন, যে দিন মহা বিপদ থাকবে সবার মাথার উপর। কেউ কাউকে চিনবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। পালাবার পথও থাকবে না। গোপন কিছুই থাকবে না। সবই প্রকাশ পাবে। সেদিন কথা বলার কেউ থাকবে না। জবাব দেওয়ার কেউ থাকবে না। সে দিন আল্লাহ পাক নিজেই জবাব দিবেন।

আল্লাহ পাক সে দিন সবাইকে লক্ষ্য করে বলবেন। কোথায় আজ তোমাদের রাজা বাদশারা? কোথায় দুনিয়ার জালিমরা? আজ কর্তৃত্ব কার?

–(সূরা মুমিনুন ১৬)

আল্লাহ নিজেই জবাব দিবেন–

পরাক্রমশালী এক আল্লাহর।

অর্থাৎ রাজত্ব এবং কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর সাথে কেউ লড়তে পারবে না। তাঁর শক্তিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। তাঁর থেকে কেউ পালাতে পারবে না। ইরশাদ হবে–

আজ পালাবার স্থান কোথায়? (সুরা কিয়ামা- ১০)

আরো ইরশাদ হবে–

তোমাদের কিছু আজ গোপন থাকবে না। (সুরা আল হাক্কা-১৮)

তোমরা কেউ ছাড়পত্র ছাড়া যেতে পারবে না। (সুরা আর রহমান-৩৩)

সে দিন সে স্থানে আমাদের সম্মুখীন হতে হবে কঠিন এক পরিস্থিতির। সেখানে সবাই একাকী হবে। মা অপরিচিত হয়ে যাবে। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না। সঙ্গ ছেড়ে দিবে আদরের সন্তানরা। মুখ ফিরিয়ে নিবে বন্ধু বান্ধবরা। সকলেই নিজেকে নিয়ে ভাববে। আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গও কথা বলবে আমাদের বিপক্ষে। হাত বলবে, আমি হাত দ্বারা যা করছি। পা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার অবাধ্যতায় এ পথে চলছিলাম। পেট বলবে, হে প্রভু

www.BANGLAKITAB.com


আমি তোমার নিষিদ্ধ বস্তু দ্বারা উদর পূর্তি করেছিলাম। সবাই সে দিন আমাকে ছেড়ে যাবে। সে দিন অপরাধীরা আক্ষেপ করে বলবে।

অপরাধী সে দিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততীকে।

(সুরা মা'আরিজ-১১)

নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি গোষ্ঠি যারা তাকে আশ্রয় দিত।

(সুরা মা'আরিজ-১৩)

সে দিন তারা আপনজনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও নিজেকে মুক্ত করতে চাইবে। এও যদি কবুল না হয় তখন বলবে- এবং পৃথিবীর সকলকে।

(সুরা মা'আরিজ-১৪)

অপরাধী সে দিন বলবে, পৃথিবীর সকল মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে হলেও আমাকে বাঁচাও আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ সাফ জবাব দিবেন। না, কখনও না।

-(সুরা মা'য়ারিজ-১৫)

আমার ভায়েরা! মানুষ কত স্বপ্ন দেখে, রঙিন স্বপ্নের জাল বুনছে। সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তার কত সাধনা। কত ত্যাগ-শ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। অথচ মৃত্যু মুহূর্তের মধ্যে সব স্বপ্নের ইতি টেনে দেয়। মৃত্যু সকলকে একটি গর্তে ফেলে দেয়। সে গর্ত কবর। সেখানে সবাই সমান। যে ধনবান দুনিয়াতে মুজাইক করা এসি ফিট করা কক্ষে বসবাস করত, তার জন্যও মাটির বিছানা। গরীব মানুষের বিছানা আর ধনবানের বিছানার মধ্যে কোন তফাত নেই। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

হে মানুষ! নিশ্চই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা ত্বহা- ৫)

এ কবর থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করা হবে। -(সূরা ত্বহা-৫৫)

সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি সত্য। আমরা সকলেই সেই মহান সত্যের দিকে ধাবমান। তাতে এক চুল পরিমাণও ব্যত্যয় ঘটবে না। আমরা কবরে শায়িত হব। সেখান থেকে পূনর্বার উথিত হব। এরপর আমাদের আশ্রয় হবে জান্নাতে, নয়ত জাহান্নাম আমাদের কর্ম ফল অনুযায়ী।

www.BANGLAKITAB.com


## একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের (রা.) বলেন, আমি একবার মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে সফরে ছিলাম। একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম যে, এক ব্যক্তি কবর থেকে শিকল বাঁধা অবস্থায় বেরিয়ে এল। তার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছে। দেখে মনে হচ্ছে, আগুনের কুণ্ডলী। লোকটি আমাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার উপর পানির ছিটা দাও। এমতাবস্থায় তার পিছন থেকে আরেকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! সাবধান! এ ব্যক্তিকে এক ফোঁটা পানিও ছিটাবে না। এ দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। সকাল বেলা দেখি আমার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। সময়টা ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকাল। আমি হযরত উসমান (রা.) কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আর কখনও একা সফর করবে না।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন পাক কুর'আনে বলেন–

অর্থ: যে লোকদের আমার কাছে আসার ইচ্ছা নেই এবং দুনিয়ার জিন্দেগীর প্রতি রাজী খুশি এবং এতে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। এবং যে লোক আমার সতর্ক থেকে উদাসীন। এমন লোকদের ঠিকানা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামে। –(সূরা ইউনুস আয়াত ঃ ৭-৮)

অতএব, আমার মুহতারাম ভাইয়েরা! এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবী ধ্বংস হবে। সূর্য উঠছে ডুবছে। আলো দিচ্ছে। আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্র উঠছে, সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। এক সময় ম্লান হয়ে যাচ্ছে। মানুষ জন্ম নিচ্ছে, শিশু থেকে বালক, তারপর কিশোর, এরপর যৌবন, তারপর পৌঢ়, এরপর বৃদ্ধা, তারপর শেষ ঠিকানা। পৃথিবীর সফর শেষ। এসব আমাদের চোখের সামনে অহরহ ঘটছে।

অথচ এ দুনিয়ার ধনদৌলত বৃদ্ধি করার জন্য এ সম্পদের লোভে মানুষ নেক আমল থেকে উদাসীন। যদিও এ লোভে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। শুধু সম্পদ জমা করতে করতে এক সময় দেখে মৃত্যুর সময় এসে গেছে। শুধু কষ্টই করল। ভোগ করা হল না। এরপর আফসোস নিয়ে চিরবিদায় নেয়। কবরস্থানে একা একা নিঃস্ব অবস্থায় থাকে।

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহ পাক কোর'আনে বলেছেন–

হে মুমিনগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন না করে। যদি কেউ এমন করে তাহলে সে বিপদের সম্মুখিন হবে।–(সূরা মুনাফিকুন- ৯)

অতএব, প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! এ পৃথিবীতে আমরা কেন এসেছি! জিন্দেগীর মাকছাদ কি? খানা-পিনার জন্য, দামি কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য? আমোদ-ফুর্তি করার জন্য? সুন্দর অট্টালিকা তৈরির জন্য? না। এ সব তো ক্ষণস্থায়ী। যদি এটাই হতো জিন্দেগীর মাকছাদ। তাহলে মৃত্যুর কাছে সব নিঃশেষ হয়ে যেত না। এটা কেমন জিন্দেগী? যা মৃত্যুর পর আমার সঙ্গ ছেড়ে দিবে? এটা কেমন আনন্দময় জিন্দেগী? মৃত্যুর পর মূহুর্তেও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না? কবরের নিঃসঙ্গতাই তো আমাদের আখেরী ফয়সালা।

আজ মোসলমানের অবস্থা তো এই যে, তারা জান্নাতের নেয়ামতসমূহের কাথা ভুলে গেছে। কোর'আনের মর্যাদা ভুলে গেছে। তারা নিজেদেরকে পাপ পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। নাচে গানে, আনন্দ–ফুর্তিতে মন উৎফুল্ল! আরে ভাই! আল্লাহর কালাম পাঠ করে দেখ, মন কত উৎফুল্ল হয়। আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলে দেখ কত প্রশান্তি। কিন্তু শয়তান সব বরবাদ করে দিয়েছে।

যতক্ষণ তুমি তোমাকে হারাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে কিভাবে আশা কর সে মহান সত্তার দীদার?

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জান্নাতবাসীদের ডাক দিবেন,

হে জান্নাতবাসীগণ!

জাহান্নামীদের ডাক দিবেন–

হে জাহান্নামবাসীরা!

জান্নাতবাসী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবার ডাক দিবেন, হে জান্নাতবাসী!

দুনিয়াতে কত দিন অতিবাহিত করে এসেছ?

জান্নাতবাসীগণ জবাব দিবেন–

www.BANGLAKITAB.com



ইয়া আল্লাহ! একদিন অথবা তার অর্ধেক দিন। দেখুন, যাট সত্তর বছর নয়, হাজার হাজার বছর নয়। মাত্র অর্ধ দিবস। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলবেন–তোমরা এক দিন বা অর্ধদিনে কত সওদা করেছ!

আল্লাহ পাক আবারও বলবেন–তোমরা অর্ধ দিনের কষ্টের বিনিময়ে আমার জান্নাতকে অর্জন করেছ। আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছ। আমার মেহমানদারী অর্জন করেছ।

অতএব ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহর কাজে মন লাগাই। আল্লাহ পাকের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। আল্লাহ পাকের চেয়ে বড় দয়াশীল কেউ নেই। আল্লাহর চেয়ে ভালবাসা দেওয়ার মত কেউ নেই।

দুনিয়াতে মা–যিনি পেটে ধারণ করেছেন, সে মা সন্তানের কথা শুনতে শুনতে অবশেষে বলে, বেটা এখন শেষ করো। আর শোনার মত ধৈর্য নেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বলেছেন, হে বান্দা! বল, বল সমস্ত জিন্দেগী ভর শোনাও। আমি শুনবো। শুনতেই থাকব। আমি বিরক্ত হব না। আমি দেব। আমার কাছে চাও।

অতএব ভাইয়েরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এর প্রতিশ্রুতি সত্য।

আল্লাহ পাকের ফয়সালার কোন পরিবর্তন হয় না।

তিনি যে ফয়সালা করেন তা পরিবর্তন হয় না।

যাকে দেন তা কেউ আটকাতে পারে না।

তিনি না দিলে কেউ দিতে পারবে না।

তিনি ধরবেন, কেউ রুখতে পারবে না।

তিনি যখন রহমতের দুয়ার খুলে দেন। তা কারো বন্ধ করার সাধ্য নেই।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন, জাহান্নামীদেরকে ডাক দিবেন।

হে জাহান্নামের অধিবাসীগণ! দুনিয়াতে তোমরা কত দিন অতিবাহিত করে এসেছ? কত মন্দ পুঁজি নিয়ে এসেছ। কেবলমাত্র কয় দিনের আনন্দ ফুর্তির জন্য তোমরা ক্রয় করেছ আমার অভিসম্পাদকে। আমার আযাবকে। আমার জাহান্নামকে।

www.BANGLAKITAB.com


যাও, তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তোমাদের জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে। সেখানে ভোগ কর শাস্তি।

যে শাস্তি ভুলিয়ে দিবে তোমাদের আনন্দকে। ভুলিয়ে দিবে তোমাদের যৌবনের উন্মাদনাকে। যাও, সেখানে যাও। চিৎকার করে কাঁদ। আমার দরজা তোমাদের জন্য বন্ধ।

অতএব, ভাই ও বোনেরা! আমাদেরকে মহান প্রভুর দরবারে হাজির হতে হবে। আমাদের কর্মফল সেদিন আমাদের সামনে হাজির করা হবে। কি ভীতিপ্রদ সে দৃশ্য? সেদিন সেখানে বোন ভাইকে ছেড়ে পালাবে। সে দিন মা-কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে পিতা সন্তানকে ভুলে যাবে, সবাই আলাদা আলাদা থাকবে। একে অপরের কাছেও আসতে পারবে না। আসবেও না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। প্রত্যেকটা মানুষের কণ্ঠ থেকে একই আওয়াজ বের হবে। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা জাহান্নামীদের গ্রাস করতে থাকবে।

হিসাব চলতে থাকবে। বিচারকের আসনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তিনি বলতে থাকবেন, তোকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলাম, বল, কি করে এসেছিস? তোকে সম্পদ দিয়ে ছিলাম, খাবার দিয়ে ছিলাম, আর দিয়েছিলাম আকল। বল, কি করে এসেছিস? সমস্ত নারী–পুরুষের অবস্থা হবে সে দিন করুণ।

চিন্তাও ভয়ে কলিজা শুকিয়ে যাবে।

মানুষ ডান দিকে তাকাবে। নিজের আমল সামনে আসবে। বাম দিকে তাকাবে, নিজের আমল নজরে আসবে। সামনে তাকাবে দেখবে জাহান্নামের চিৎকার। অসহায় মানুষ সেদিন বলতে থাকবে, হায়! আজকের জন্য যদি প্রস্তুতি নিয়ে আসতাম! ঘাড়ে মাথায় চাপড়াতে থাকবে। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যাবে। চোখের পানিতে সে জাহান্নামের আগুন নিভাতে পারবে না।

সেদিন মানুষ বলতে থাকবে হায়! কোথায় লুকাব, কোন রাস্তা নেই। কেউ পালাতে চাইলেও পারবে না। কোথায় পালাবে? আল্লাহ পাক বলবেন, আজ তোমার পা বেঁধে দেওয়া হবে। আজ তোমাদের আমি বলে দেব, দুনিয়াতে কি কি পাপ কাজ করেছ।

www.BANGLAKITAB.com


আহ্ দেখুন, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন পৃথিবীতে কত দয়াশীল আমাদের প্রতি। গোনাহ করলে গোপন থাকছে। কেউ জানছে না। চোখ গোনাহ করছে ফেরেশতা পাথর মারছে না। আমাদের পা ভুল পথে চলছে, ফেরেশতাগণ লাঠি মেরে পা ভেঙ্গে দিচ্ছে না। তিনি আল্লাহপাক রাহমানুর রহীম আমাদের সুযোগ দিয়েছেন শোধরানোর। কিন্তু সে তিনি সব প্রকাশ করে দিবেন। আমাদের অপকর্মগুলো একে একে সব আমাদের সামনে মেলে ধরবেন। অস্বীকার করার উপায় থাকবে না। হাত স্বাক্ষী দিবে, পা স্বাক্ষী দিবে, চোখ কান সব অঙ্গ-প্রতঙ্গই সাক্ষী দিবে।

অতএব, ভাই ও বোনেরা! নিশ্চিত আমরা সবাই একদিন কবরবাসী হব। আমাদেরকে কবরে রাখা হবে। সাড়ে তিন হাত সে গর্তই আমাদের শেষ মনজিল। সেখানে আমাকে যখন দাফন করা হবে। আমাকে দাফন করতে আসা লোকগুলোকেও আমি দেখব। যখন তারা মাটি দিবে আমার কবরে। প্রিয়জনের কান্নার আওয়াজও কানে আসবে। কিন্তু কিছুই বলার থাকবে না। দাফন করে যখন স্বজনরা চলে যাবে তাদের পায়ের আওয়াজও কানে আসবে। এরপর ফেরেশতাগণ আসবেন। আমার আমল অনুযায়ী আমার সাথে আচরণ করা হবে।

অতএব ভাইয়েরা! দুনিয়ার জিন্দেগী খুবই সংক্ষিপ্ত। ঠিক নেই কোন সময় শেষ নিঃশ্বাস ফেলি। কখন আমার জানাযা উঠে যায় স্বজনদের কাঁধে। আহ! আমাদের সমস্ত ইচ্ছা সাধনার সমাপ্তি ঘটবে। আমার রক্ত পানি করা সম্পদ আমার সাথে যাবে না। সে সম্পদ আমার কোন কাজেও আসবে না। কবি বলেন–

অর্থ: ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি ভরসা কর না, কারণ তুমি হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হবে। মৃত্যু আসবেই আসবে মনে রেখ! তোমার প্রাণ চলেই যাবে মনে রেখ। দুনিয়াতে শত বছরও যদি বেঁচে থাক কবরের মধ্যে একাকী কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কিমিয়ায়ে সায়াদাত কিতাবে ইমাম গাযালী (র.) লিখেছেন, যখন গুনাহগার ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন থেকেই তার কবরের আযাব শুরু হয়ে যায়। তখন তার প্রতিবেশি কবরবাসী মুরদাগণ বলতে থাকে। হায় হতভাগা, তুমি আমাদের পরে দুনিয়া থেকে এসেছ, তুমি কি আমাদের মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ করনি? আমাদের আসা ছিল, আমাদের মৃত্যু

www.BANGLAKITAB.com


তোমাদের জীবিতদের জন্য উপদেশ গ্রহণের সুযোগ হবে। তাহলে তুমি এমনটি কেন করলে? খালি হাতে করে কেন এলে? মৃত্যু আমাদের আমল বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তোমাদের আমল করার সুযোগ ছিল। আমরা যে নেকি করতে পারিনি, তুমি কেন তা ছেড়ে এলে?

## দুটি ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, আমি একবার ভ্রমণে বের হলাম। পথে জহেলী যুগের কবরস্থানগুলো থেকে কোন একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এক লোক হঠাৎ করে কবর থেকে বের হল। তার সমস্ত শরীর জুড়ে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আর কাঁধে ছিল আগুনের শিকল। আমার কাছে পানি ভর্তি একটি পাত্র ছিল। সে আমাকে দেখে ডাকতে লাগল। হে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) আমাকে পানি পান করাও। আমি ভাবলাম, সে হয়তো আমাকে চিনে যার কারণে আমাকে নাম ধরে ডাকছে। এসব চিন্তার মাঝে আমি লক্ষ্য করলাম, তার পিছন দিক থেকে এক লোক বের হয়ে এসে আমাকে বলছে, হে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) একে পানি পান করাইও না। কারণ, সে কাফির। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গলায় আগুনের জিঞ্জির ধরে কবরে নিয়ে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, আমি সে স্থান থেকে সামান্য দূরে এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়িতে মেহমান হলাম। মহিলার ঘরের পাশেই একটি কবর ছিল, আমি সে কবর থেকে এ আওয়াজ শুনতে পেলাম–

অর্থাৎ প্রসাব কতই না মারাত্মক ও ভয়াবহ ব্যাপার এবং বিপদজনক এবং পানির মশক কতই না মারাত্মক ও ভয়াবহ ব্যাপার।

আমি বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ আওয়াজ কিসের? মহিলা বলল, এটা আমার স্বামীর আওয়াজ। সে জীবিত অবস্থায় যখন প্রসাব করত, তখন সে প্রসাব থেকে নিজেকে হেফাজত করত না। আমি তাকে সতর্ক করতাম। বলতাম, উটও প্রসাব করার সময় পায়ের নালাকে নিচু করে দেয়। আর তুমি তাও কর না। কিন্তু সে আমার কথা মানত না। তার যখন মৃত্যু হল তখন থেকেই কবরের ভিতর থেকে এমন আওয়াজ আসে।

এরপর আমি সে ব্যক্তির পানির ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। মহিলা বলল, সে ব্যক্তির ঘটনা এই ছিল যে, একবার এক লোক তার কাছে পানি চাইল।

www.BANGLAKITAB.com


তখন সে বলল, আমার কাছে একটি মশক আছে। এতেই পানি আছে। যাও পান কর। পিপাসার্ত লোকটি দৌড়ে পানির মশকের কাছে গেল। দেখল তাতে পানি নেই। তৎক্ষণাত লোকটি মৃত্যুবরণ করল। অথচ সে জানত পাত্রে পানি নেই। শুধুমাত্র সে পিপাসার্ত লোকটিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলল। প্রথম লোকটি কবর থেকে এ আওয়াজ দেয়। হায়! পানির পাত্র। এরপর আমি সফর শেষ করে মদিনায় পৌছলাম। রাসুল (সা.)-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললাম। রাসুল (সা.) বললেন, আর একা সফর করবে না। সে ব্যক্তি হল আবু জাহেল।

## দুনিয়া কাঁদার জায়গা

হযরত আব্দুল মালেক ইবনে নুমাইর (র.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, কুফার এক বাসিন্দার মৃত্যুর পর স্বজনরা তার লাশ কাফনের কাপড় দ্বারা ঢেকে দিল। হঠাৎ মৃত ব্যক্তি নড়ে উঠল এবং চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বলতে লাগল, ঐসব লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে ধ্বংস করেছে, এখন আমার ঠিকানা জাহান্নাম। আহ! আমাকে ধ্বংস করেছে। আমার দুর্ভাগ্য। লোকেরা বলল, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, মৃত্যু লোকটি বলল, আমি বলতে পারছি না। কেন বলতে পারছ না? সে বলল, আমি জীবিত অবস্থায় আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে গালাগাল করতাম। সে কারণেই আমি কালেমা পড়তে পারছি না।

যখন তোমার সাথীরা একা রেখে আসবে, সে কবরে পোঁকার খাদ্য হবে তুমি, তোমার কাফন কবরের পেটে যাবে, মনে রেখ! এ কোমল শরীর সব বিগড়ে যাবে। সাপ বিচ্ছু দ্বারা কবর পূর্ণ থাকবে, কি হবে তখন আমল ছাড়া সেখানে।

আল্লাহ পাক বলেন, আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমরা কেন আমাকে রাগান্বিত কর? আল্লাহকে রাজী করা নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। যদি আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু রাজি হয়ে যান, তাহলেই সব পাওয়া গেল। আল্লাহ পাক যদি নারাজ হন, তাহলে মৃত্যুর পর বড় কঠিন অবস্থার সম্মুখিন হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সে কঠিন কঠিন আযাব মানুষ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ পাক বলেন–

হে আমার বান্দাগণ, আমার নাফরমানী করার আগে ভেবে নাও, তোমার মধ্যে এ শক্তি আছে কি না, আমার আগুনের তাপ সহ্য করার? তোমাদের

www.BANGLAKITAB.com


শক্তি নেই, যে রাগ সহ্য করবে। গান শোনার আগে ভেবে দেখ, এ কারণে যখন জাহান্নামের গলিত শিশা ঢালা হবে। তা সহ্য করতে পারবে কি না।

অন্য নারীর দিকে নজর দেওয়ার পূর্বে ভেবে দেখ, আগুনের পেরেক চোখে যখন প্রবেশ করানো হবে তখন সহ্য করতে পারবে কিনা। সুদ খাওয়ার পূর্বে ভাব যে, পেটের ভিতর সাপ বিচ্ছু ভরে দেওয়া হবে। আর এ সাপ বিচ্ছু পেটের ভিতর কাঁটতে থাকবে। পাহাড়ের মত বড় বড় পেট হবে। সে পেটে শুধু সাপ বিচ্ছু ভরা থাকবে। তখন তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অতএব, ভাই ও বোনেরা আমার? সে সময়টা এমন হবে যে, কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। সে সময় যে জিনিস সাহায্য করতে পারবে তা হল বান্দার নেক আমলগুলো। সেটাই হল আসল পুঁজি। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জানাযা আমরা নিয়ে যাই, সে লাশ অদৃশ্যভাবে ডেকে ডেকে একটাই কথা বলতে থাকে, এ দুনিয়া আবাদ করার জন্য নয়। এটা ক্ষণস্থায়ী। ধ্বংস হবে।

দুনিয়া হাসার স্থান নয়, কাঁদার জায়গা। এ ঘর ভেঙ্গে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, তছনছ হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রা.) এক কবর স্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ কবিতা গুলো আবৃত্তি করছিলেন।

হে কবরবাসী ! তোমদের সম্পদ বন্টন হয়ে গেছে।

তোমাদের ঘরে অন্য লোকের বাসস্থান।

তোমাদের স্ত্রীগণ অন্য স্বামীর ঘরের রমনী।

তোমাদের সন্তানরা তোমাদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত।

## মৃত্যুর পর পুণর্জীবন ও ভাগ্যের ফয়সালা

হযরত আবু রাফে (রা.) রাসুল (সা.) এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসুল (সা.)! আল্লাহপাক মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন? আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন নিদর্শন কি পাওয়া যায়? রাসুল (সা.) বলেন, তুমি কি কখনো এমন উপত্যকা অতিক্রম করেছ? যা সারা বছর শুকনা থাকে। আবার দ্বিতীয়বার যখন এ উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তখন সেখানে ফসল ফলানো দেখেছ? সাহাবী জবাব দিল, আমি এরকম দেখেছি। রাসুল (সা.)

www.BANGLAKITAB.com


ইরশাদ করেন, এমনভাবেই আল্লাহ পাক মৃতকে জিন্দা করেন। তার সৃষ্টির মধ্যে এ নিদর্শন বিদ্যমান।

ইমাম আহমাদ (র.) এ হাদিসের ব্যখ্যা করেছেন এভাবে যে, ক্ষেতে ফসল ফলানোর পর যখন তা কেটে ফেলা হয়, জমিন অনাবাদি হয়ে যায়। শুকিয়ে ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। এরপর আবার সে ক্ষেতে সুন্দর ফসল জন্মে। তেমনিভাবে মানুষেরও নিজের জিন্দেগী সমাপ্ত হওয়ার পর মাটির সাথে মিশে যাবে তার দেহ। যেখান থেকে সে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন শেষ বিচারের দিন মানুষকে এ মাটি থেকে পুনর্বার জিন্দা করবেন।

অতএব, ভাই ও বোনেরা! আমরা দুনিয়ার ফাঁদে এরকমভাবেই বাঁধা পড়ে আছি। আমাদের যে একটা চিরস্থায়ী শেষ ঠিকানা আছে এর কথা ভুলেই বসে আছি। আমরা ভুলে গেছি, সে পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভুলে গেছি, হাশরের মাঠের সে ভয়াবহ অবস্থা। যেখানে আপন বলে কাউকে পাবে না। কেউ বলবে না, আস আমি তোমার ভাই হই, তোমার বিপদে আমি সাহায্য করব।

দুনিয়াতে বিপদে কত জনকে কাছে পাই। কিন্তু সেদিন কাউকে পাওয়া যাবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই পেরেশান থাকবে।

কুর'আন পাকে এরশাদ হচ্ছে–

অর্থ: সেদিন মানুষ তার ভাই, মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আবাসা ৩৪-৩৭)

সকলেই নিজেদের ভাবনায় ব্যাকুল থাকবে। কেউ কারো কাছে যাবে না। সবার একই আর্তনাদ হবে নাফসী-নফসী। হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও।

**কবর থেকে ফিরে আসা এক যুবতীর কিছু কথা**

করাচির গুলশান এলাকার বাইতুল করম জামে মসজিদে মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ ওয়াজ করার সময় একটা বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি ঘটে পাকিস্থানের গিলগিট অঞ্চলে।

www.BANGLAKITAB.com


একজন লোক একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কানে নারী কণ্ঠে চিৎকার ভেসে এলো-আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি। আমাকে বের কর, আমি বেঁচে আছি। একাধিকবার এ আওয়াজ শোনার পর লোকটি লোকালয়ে গিয়ে লোকদের জানালেন। অনেকে কবরের পাশে গিয়ে একই আওয়াজ শোনার পর স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের মতামত জানার জন্য গেল। ইমাম সাহেব কবর খুলে মেয়েটিকে বের করার সিদ্ধান্ত জানালেন।

কবরের উপরের মাটি সরিয়ে একখানি তক্তা সরিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখা গেল, কবরের ভিতর বসা মেয়েটি উলঙ্গ। তার গায়ে কাফন নেই। মেয়েটি বলল, আমার বাড়ি গিয়ে আমার জন্য পোষাক নিয়ে আসো। দ্রুত গিয়ে একজন পোষাক নিয়ে এসে কবরের ভিতর ছুঁড়ে দিল। পোষাক পরিধান করে আপাদমস্তক ঢেকে বের হয়ে দ্রুত নিজের বাড়িতে গেল এবং একটি কামরায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তাকে দরজা খুলে দিতে বলা হলে সে বলল, দরজা খুলে দিচ্ছি তবে খুব সাহসী লোক ব্যতীত আমার কামরায় আসবেন না। কারণ, আমাকে দেখে হার্টফেল হতে পারে। কয়েকজন সাহসী লোক ভিতরে প্রবেশ করলো। মেয়েটি প্রথমে তার মাথার কাপড় সরালো। দেখা গেল তার মাথার চুল তো নেই চুলের নিচে মাথার চামড়াও নেই। এরকম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, বেঁচে থাকার সময় মাথার চুল খোলা রেখে পথেঘাটে চলাফেরা করতাম। বেগানা পুরুষদের আমার চুলের সৌন্দর্য দেখাতাম। এ কারণে আমার মাথার চামড়াসহ সব চুল টেনে টেনে তুলে ফেলা হয়েছে। তারপর মেয়েটি চেহারা দেখালো। দেখা গেল, তার উপরের ঠোঁট কেটে ফেলা হয়েছে। চেহারায় শুধু দুই পাটি দাঁত ছাড়া কিছুই নেই। ঠোঁট কেন নেই জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বেঁচে থাকার সময় আমি দুই ঠোঁটে লিপিস্টিক লাগিয়ে বেপর্দা অবস্থায় ঘরের বাইরে বেগানা পুরুষদের মধ্যে বিচরণ করতাম, এ কারণে আমার ঠোঁট কেটে ফেলা হয়েছে।

মেয়েটি তারপর তার হাত পায়ের নখবিহীন আঙ্গুল দেখালো। তার একটি নখও নেই। নখের কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, আমি হাত পায়ের

www.BANGLAKITAB.com


আঙ্গুলে নেলপালিশ লাগাতাম। এ জন্য আমার হাত পায়ের নখ তুলে ফেলা হয়েছে। মাথা ঠোঁট এবং নখ দেখানোর পর মেয়েটি আর কোন কথা বলল না। বেঁহুশ হয়ে ঢলে পড়লো। দেখা গেল, তার প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। আত্মীয়-স্বজন কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটিকে পুনরায় তার কবরে দাফন করে এলো।

## হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিদায়

মসজিদে বিবাহ হল। আল্লাহর রাসূল (সা.) দু'মাস পর মেয়েকে জামাতার ঘরে পাঠালেন। কীভাবে?

হযরত আলী (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, বিদায়টা হয়ে যাক। আপনি একটা সময় বলে দেন, আমি এসে নিয়ে যাব।

নবীজি (সা.) বলেন, বেশ ভাল কথা। আমি তোমার সময় বলে দিব। আলাপটা হয়েছিল যোহর কিংবা আসরের সময়। সে দিনই মাগরিবের নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলেন। বললেন, উম্মে আয়মানকে ডাক। নবীজি (সা.)-এর অভ্যাস ছিল ঘরে এসে নফল নামাজ পড়তেন। উম্মে আয়মানকে ডাকতে লোক চলে গেল। নবীজি (সা.) নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

হযরত ফাতেমা (রা,) বলেন, সংসারে যেরূপ মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম করে থাকে, আমিও অনুরুপ এটা ওটা করছিলাম। আমার কল্পনাও ছিল না, একটু পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। উম্মে আয়মান এসে উপস্থিত হলেন।

উম্মে আয়মান নবীজি (সা.)-এর দাসী। তিনি বলতেন, কেউ যদি জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে উম্মে আয়মানকে বিয়ে কর। কারো যদি জান্নাতি মহিলা দেখতে মন চায়, তাহলে উম্মে আয়মানকে দেখ।

নবীজি (সা.)-এর এই ঘোষণার পর হযরত যায়েদ [illegible] হারেছা (রা.) উম্মে আয়মানকে (রা.) বিবাহ করেছিলেন। তাঁরই [illegible] সামা ইবনে যায়েদ (রা.) জন্মেছিলেন। উম্মে আয়মান এসে উপস্থিত হলেন।

হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, হঠাৎ আমি বিস্মিত হয়ে পড়লাম, যখন আমার কানে শব্দ আসলো, উম্মে আয়মান, ফাতেমাকে আলীর ঘরে দিয়ে আস।

www.BANGLAKITAB.com


দেখ আমার বোনেরা!

ইহজগত-পরজগত দুই জগতের নেতার বিদায় হচ্ছে। ওই যে বরযাত্রী যাচ্ছে! না গান আছে, না বাদ্য আছে। না ব্যন্ড আছে, না নর্তকী আছে! না পালকী আছে! কিছুই নেই! না বরযাত্রী ! না সামনে কেউ, না পিছনে কেউ!

দোজাহানের সরদার হযরত (সা.)-এর কন্যার পরিধানের পোষাকটিকেও পরিবর্তন করালেন না। পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন।

আজ কাল তো মানুষ লাখ লাখ টাকা মূল্যের পোষাক তৈরি করে। এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, এক কন্যার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পোষাক তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও মানুষ বলাবলি করছিল, দামটা কম হয়ে গেছে, কম হয়ে গেছে।

শুনে আমি বললাম, আরে জালেম, আল্লাহর কাছে কি উত্তর দিবি? এই পঞ্চাশ হাজার টাকায় পাঁচটি গরিব মেয়ে বিয়ে দিতে পারত। ধনীরা গরীবদের মেয়েদের হক নষ্ট করছে। তো রাসুলকন্যা ফাতেমা পরিধানের পোষাকটিও পরিবর্তন করলেন না।

যে পেষাকে কাজ করছিলেন, সেই পোষাকেই বিদায় হয়ে গেলেন। আর গেলেনও পায়ে হেঁটে। আল্লাহর রাসুল (সা.) একটুও ভাবলেন না। মেয়েকে বিদায় দিচ্ছি, আমিও সাথে যাই।

এমনটি কেন? নবীজি (সা.) কি সাথে যেতে পারতেন না?

তিনি বনু হাশেমকে ডেকে একত্রিত করতে পারতেন না?

শুধু বনু হাশেম কেন, ইচ্ছা করলে সমস্ত সাহাবাকে ডেকে সমবেত করতে পারতেন যে, সবাই আসো।

নবীর বংশ আসো। বনু হাশেম আসো। বনু কাহতান, বনু আদনান আস, সকল সাহাবা আসো। আমার কন্যা বিদায় হচ্ছে। তোমরা সবাই এসে হাজির হও। এসবই হতে পারত। কিন্তু নবীজি (সা.) তা করলেন না। এজন্য, যাতে উম্মতের গরীব কন্যাদের সহজে বিয়ে হয়ে যায়। কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে যে, নাক কাটা যাচ্ছে।

সেই নাক কেটে ফেল, যে-নাক আল্লাহর নবীর আদর্শকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আর আলীকে বলো, আমি ইশার নামাজ পড়ে আসব।

www.BANGLAKITAB.com


উম্মে আয়মান (রা.) হযরত ফাতেমাকে নিয়ে হযরত আলীর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। দরজায় কড়াঘাত করলেন। হযরত আলী (রা.) দরজা খুলে চমকে উঠলেন, একি হল?

উম্মে আয়মান বলেন, আপনার আমানত বুঝে নিন। আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে প্রেরণ করেছেন। বলেছেন, ঈসার নামাজ পড়ে তিনি আসবেন।

নবীজি (সা.) ঈসার নামাজ পড়লেন। হযরত আলী (রা.)-এর বাড়িতে গেলেন। এক পেয়ালা পানি চেয়ে তাতে ফুঁ দিলেন।

কন্যা-জামাতা দু'জনকে সামনে দাঁড় করিয়ে হাতে করে সেই পানি তাদের বুকে ও পিঠে ছিঁটিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,আল্লাহ বরকত দান করুন।

## বিজাতীয় রুসুম-রেওয়াজ

তো আমার ভাই ও বোনেরা!

হযরত মোহাম্মাদ (সা.) যে জীবন রীতি নিয়ে এসেছেন, আমাদেরকে সেই জীবন পদ্ধতি শেখার মেহনত করতে হবে, যাতে আমাদের লেনদেন, স্বভাব চরিত্র ও গোটা জীবন নবীওয়ালা হয়ে যায়। আমাদেরকে রুসম রেওয়াজ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে হবে।

আজকাল তো দেখা যায়, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজী, এমনকি তাহাজ্জুদগুজার লোকদের ঘরেও বিয়ের সময় নবীজির আদর্শকে জবাই করা হয়। নবীজির অনুসরণ ছাড়া কবরেও রেহাই পাওয়া যাবে না।

বিয়ের সময় 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান পালন করে কোন মুখে আমরা হিন্দুদের সাথে জিহাদ করব?

এই 'গায়ে হলুদ' আর এই 'পান চিনি' অনুষ্ঠান কি কোন মোসলমানের আবিস্কার? না, এগুলো হিন্দুদের প্রথা বা রুসুম। কাফেরদের সংস্কৃতি অবলম্বন করে আবার তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করবো কিভাবে?

আমরা কোন নীতির উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করব, যদি চালচলনে তাদের অনুসারী হই? যদি তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসারী হই? যদি তাদের চিন্তা চেতনা লালন করি? তাহলে কিভাবে তাদের বিরুধিতা করবো? আমরা তো তাদের মতো হয়ে গেলাম, আমরা

www.BANGLAKITAB.com 

তো তাদের স্বজাতির ন্যায় হয়ে গেলাম? তাদের বিরুধিতা কিভাবে করবো? তাদের অনুসরণ করার ফলে আমরা আজ আমাদের স্বজাতীয় স্বভাব টুপি দাড়িকে আজ ঘৃণার চোখে দেখছি।

## কবরে শান্তি পাওয়ার সহজ পথ

আমার ভাইয়েরা!

হযরত মোহাম্মাদ (সা.) একটি পবিত্র আদর্শ নিয়ে এসেছেন। তা হল ইসলাম। ইসলাম শুধু নামাজ রোজা নয়। ইসলামের সারকথা হল, মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবে না। মুসলমান তাকে বলে, যে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। নামাজ হল আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত না করার প্রশিক্ষণ। সেই ব্যক্তি কিসের মুসলমান, যার মাথা আল্লাহর সামনে অবনত হয় না?

সেই নারী কেমন মোসলমান, যার মাথা আল্লাহর সামনে অবনত হয় না?

সেই পুরুষ কেমন মোসলমান, যার মাথা আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হয় না?

এ তো দলিলবিহীন দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়!

আমরা চাই, হযরত মোহাম্মাদওয়ালা (সা.) তরিকা আমাদের জীবনে এসে পড়ুক। আমরা চাই, আযান হওয়ার সাথে সাথে এই বাজারগুলো বন্ধ হয়ে যাক। আমরা চাই, আযান হওয়ার সাথে সাথে মানুষগুলো সব মসজিদের দিকে ধাবিত হোক।

মহিলাদের রান্নার হাড়ি চুলা থেকে নেমে যাক– রান্না হোক আর না হোক। হাত থেমে যাক থালা বাসন ধোয়া ও কাপড় সেলাই করা থেকে, কাজ সমাপ্ত হোক। কিন্তু সে বলুক, আমি হাজির! হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, হে আমার মাওলা।

পুরুষ পাগলের মত ছুটে যাক মসজিদের দিকে।

মহিলারা ছুটে যাক জায়নামাযের দিকে।

ছেলেরা ছুটে যাক মসজিদের দিকে।

মেয়েরা ছুটে যাক জায়নামাজের দিকে।

www.BANGLAKITAB.com


সমস্ত মুলতানে স্তব্ধতা নেমে আসুক কিছু সময়ের জন্য। আর প্রমাণিত হোক, আমরা আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাদের রব।

## রাবেয়া বসরীর যুহদ ও তাকওয়া

এটি হল জান্নাতের পথ। কিন্তু হাজারো, লাখো ঘর আছে, যেখানে বছরে একটিও সেদজা পড়ে না। সেসব ঘরের একজন মানুষেরও একটি সেজদা দেওয়ার তৌওফিক হয় না।

আল্লাহর এক বান্দী রাবেয়া বসরী (র.)। রাতে গোসল করে পোষাক পরিবর্তন করে গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? স্বামী যদি বলতেন, না, তাহলে বলতেন, আমাকে অনুমতি দেন। স্বামী বলতেন, ঠিক আছে যাও।

তারপর মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিতেন –আল্লাহু আকবার। রাবেয়া বসরী ফযরের আজান শুনতেন মুসাল্লায় বসে। যৌবন বয়সেই রাবেয়া বসরীর স্বামী মারা গেলেন। তৎকালের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হাসান বসরী বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

যুগের এত বড় একজন ইমাম ও অলী বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। বিয়ের জন্য মহিলাদের রুপ সৌন্দর্য দেখা হয়। রাবেয়া বসরী কুশ্রী ছিলেন।

বিয়ের জন্য মহিলাদের বংশকৌলিন্য দেখা হয়। রাবেয়া বসরী নিম্ন বংশের নারী ছিলেন। না আছে রুপ, না বংশমর্যাদা। বিয়ের জন্য নারীর অর্থ সম্পদ দেখা হয়।

রাবেয়া বসরী দাসী ছিলেন। আরব দাসী হলেও কথা ছিল। রং রুপ ও দৈহিক কাঠামো পছন্দসই হত। তাও নয় তাহলে তার সম্পদটা কি ছিল?

হৃদয়টা তার এমন সোনালী সুন্দর ছিল যে, রাবেয়া বসরী ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য অমর হয়ে গেলেন। মুলতানের মত এই ক্ষুদ্র শহরটির মানুষ ও রাবেয়া বসরীর নাম জানে।

## হাসান বসরীকে চার প্রশ্ন

ইতিহাস তার জন্য আপন পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। অথচ বড় বড় বহু রাজা বাদশাও ইতিহাসের পাতায় এমন ঠাঁই পায়নি। দু-চার লাইন লিখে লেখকেরা সামনের দিকে চলে গেছে।

www.BANGLAKITAB.com


রাবেয়া বসরীকে ইতিহাস অনেক জায়গা দিয়েছে। না তিনি রানী, না রাজ কন্যা? হাসান বসরী বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। রাবেয়া বসরী পর্দার আড়ালে বসে কথা বলছেন। বললেন, আপনি যদি আমার চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলব। হাসান বসরী বললেন, আপনার প্রশ্ন বলুন। রাবেয়া বসরী বললেন, বলুন, আমার জন্য জান্নাত আছে, নাকী জাহান্নাম? হাসান বসরী এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন। রাবেয়া বসরী দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, যখন আমলনামা বিতরণ করা হবে, তখন কারো আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, কারোটা বাম হতে। বলুন, আমার আমলনামা কোন হাতে আসবে? হাসান বসরী এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিতে পারলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

রাবেয়া বসরী তৃতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, যখন মানুষের আমল ওজন করা হবে, তখন কারো নেকি বেশি হবে, কারো বদ বেশি হবে। বলুন, আমার নেক বেশি নাকি বদ বেশি হবে?

হাসান বসরীর কাছে এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর নেই। রাবেয়া বসরী বলেন, মানুষ যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তখন কেউ পার হয়ে যাবে, কেউ নিচে পড়ে যাবে। বলুন, আমি পার হতে পারব, নাকি নিচে পড়ে যাব?

হাসান বসরী বলেন, আমার তো এই একটি প্রশ্নেরও উত্তর জানা নেই। রাবেয়া বসরী বলেন, তাহলে আপনি চলে যান, আর আমাকে প্রস্তুতি নিতে দেন। বিয়ের জন্য আমার একটুও সময় নেই।

## যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তাঁর হয়ে যান

যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তাঁর হয়ে যান। রাবেয়া বসরী আল্লাহর হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহও তার হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইবনে আবিদ্দুনিয়া তাঁর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রান্না করতে গেলেন। দেখলেন, পিঁয়াজ নেই। বসে-বসে ভাবতে লাগলেন, পিঁয়াজ কোথায় পাই। এমন সময় উপর দিয়ে একটি চিল উড়ে যেতে লাগল, যার পাঞ্জায় পিঁয়াজ ছিল। চিলের পাঞ্জা ঢিল হয়ে গেল এবং পিঁয়াজটি সোজা রাবেয়া বসরীর ঝাকিতে এসে পড়ল।

আল্লাহ বলেন, রাবেয়া তুমি আমার হয়ে গেছ, ফলে আমিও তোমার হয়ে গেছি। চিলদের আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছি।

www.BANGLAKITAB.com


আমার ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত পৌছার পথ হল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পবিত্র জীবন। তাবলীগ এই জীবনকে জীবন্ত করে তোলার মেহনত করে যে, সমস্ত পুরুষ ও মহিলার মাঝে ইবাদত জীবিত হয়ে যাক।

নামাজ এমনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠুক যে, মুলতানের কোন মহিলা বেনামাজী থাকবে না।

কোন পুরুষ বেনামাজী থাকবে না।

চরিত্র এমন জীবন্ত হোক যে, মুলতানে কোন বিপদ থাকবে না।

সম্প্রীতি ও ভালবাসা জীবন্ত হয়ে যাবে।

ক্ষমা করা জীবন্ত হয়ে যাবে।

চরিত্র শেখা হবে। চরিত্র শেখানো হবে।

আমার ভাইয়েরা!

চরিত্র এমন একটি বিষয়, যেটি আজ কেউই শেখায় না।

মা শেখান না। বাবা শেখান না।

বরং শুন্যহাতে মেয়েদের বিদায় করে দেন।

মা বলেন, আমি আমার মেয়েকে সব কিছু দিয়েছি। যত যা প্রয়োজন, সব দিয়েছি।

সম্পত্তির অংশ দিয়েছি।

কাপড় দিয়েছি।

অলংকার দিয়েছি।

ফার্নিচার দিয়েছি।

এই দিয়েছি, সেই দিয়েছি।

আমি যখনই মহিলাদের মাহফিলে বয়ান করি, একটি প্রশ্ন করি, আপনার মেয়েকে আপনি সব কিছু দিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহর সম্পর্ককেও দিয়েছেন কি? নাকি দেননি?

আপনি আপনার কন্যার হাত দু'টোকে সাজিয়ে দিয়েছেন চুড়ি দ্বারা।

www.BANGLAKITAB.com


কান দু'টোকে সাজিয়ে দিয়েছেন বালা দ্বারা।

মাথাকে সাজিয়ে দিয়েছেন টিকিয়া দ্বারা।

গলাকে সাজিয়ে দিয়েছেন হার-নেকলেছ দ্বারা।

পা দু'টোকে সাজিয়ে দিয়েছেন অলংকার দ্বারা।

শরীরটাকে সাজিয়ে দিয়েছেন বেনারশী শাড়ি দ্বারা।

কিন্তু হৃদয়টাকে কেন সাজাননি আল্লাহর প্রেম দ্বারা?

এই মেয়েটাকে শুন্যপাত্র বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, আগামী কাল সে পাহাড়ের মত জীবনটাকে কিভাবে অতিবাহিত করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনে সুখ কিভাবে আসবে? আপনি তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন! সে তো বউ হয়ে যাচ্ছে, কন্যা হয়ে নয়।

তো যখন ওর জীবনে কোন ব্যাথা বা বিপদ আসবে, তখন তোমার মাথা খাবে, নাকি আল্লাহকে স্মরণ করবে?

## আওলাদকে প্রকৃত মানুষ বানান

বাবা বলেন, আমি ছেলেকে ব্যবসায়ী বানিয়েছি। এম এ ডিগ্রিও করিয়ে নিয়েছি। চাকুরিও পেয়ে গেছে।

ব্যবসায়ী বলেন, আমার ছেলে পুরো কারবার বুঝে নিয়েছে। ব্যাস, এখন ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে। ওর এখন সংসার পাতবার সময় হয়েছে।

আরে ভাই, তুমি তো তাকে করবার শিখেয়েছ; কিন্তু আল্লাহর সম্পর্ক শিখেয়েছ কি? কাল তো নতুন এক জীবনে প্রবেশ করবে। এমনও তো হতে পারে, তার ভুলে সংসারটা ভেঙ্গে যাবে।

চায়ে মিষ্টি কম হল কেন? ব্যাস বিবাদ শুরু হয়ে গেল।

শার্টের বুতামটা লাগাওনি কেন? ব্যাস, স্ত্রীকে অপমান করতে লাগল।

তুমি তাকে উপার্জনকারী বানিয়েছ বটে কিন্তু মানুষ বানাওনি।

তাকে তুমি পশু বানিয়েছ।

www.BANGLAKITAB.com


ভাইয়েরা আমার!

সন্তানকে আগে মানুষ বানাও। তারপর বিয়ে দাও।

অলংকার দিয়েছ। পোষাক দিয়েছ।

সব কিছু দিয়েছ।

আল্লাহর কসম, তুমি যদি তাকে আল্লাহর সম্পর্ক শিখিয়ে না থাক, তাহলে তাকে তুমি কিছুই দাওনি।

## আসল অলংকার

একটি মেয়ে বিশ বছর পিতা-মাতার ঘরে জীবন কাটাল। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সামনে কাঁদতে শিখালেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সম্পর্ক শিখালেন না।

এর অর্থ হলো, মেয়েটিকে তারা-

খালি মাথায় পাঠিয়ে দিল।

খালি পায়ে পাঠিয়ে দিল।

খালি হাতে পাঠিয়ে দিল।

বিয়ের পর যদি কোন মেয়ে স্বামীর বাড়িতে এমন অবস্থায় রওয়ানা হয় যে-

তার হাতও খালি।

কানও খালি।

মাথাও খালি।

গলাও খালি

তাহলে গোটা এলাকায় ছি ছি রব উঠে যায় যে, আরে বেত্তমিয, মেয়েটাকে একটা কাটাও পরিয়ে দিতে পারলি না!

কিন্তু আমি আমার রবের কসম খেয়ে বলছি, কোন মেয়ে যদি সর্বাঙ্গে অলংকারের বোঝা নিয়ে রওয়ানা হয় আর তার আল্লাহ প্রেমের অলংকার থেকে শুন্য হয়, তাহলে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলবেন, ওরে আমার কপাল পোড়া উম্মত, মেয়েটাকে তুই শুন্য হৃদয়ে বিদায় করে দিলি! সাথে

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহকে দিলি না! আমার সম্পর্ক দিলি না। কাল যখন সে সমস্যায় নিপতিত হবে, তখন তোর মাথা খাবে– নিজের রবকে স্মরণ করবে না।

মানুষ বলে, ছেলেটাকে আমি ব্যাংক-ব্যালেন্স দিয়েছি, কারবারও দিয়েছি। কিন্তু বল না চরিত্রও শিখিয়েছি। কাল তো তাকে একটি সংসারের হাল ধরতে হবে। আর তার জন্য তো চরিত্র দরকার।

মহা সমারোহে, মহা ধুমধামের সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু একটি মাস যেতে না যেতেই লড়াই শুরু হয়ে যায়।

কেন হয়? কারণ– স্ত্রী জানে না আমার সীমানা কোথায়? স্বামী জানে না আমার সীমানা কোথায়?

বউ জানে না আমার সীমানা কোথায়? শাশুড়ি জানে না আমার সীমানা কোথায়? শ্বশুর জানে না আমার সীমানা কোথায়?

কেন তারা তাদের সীমানা বা গন্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না?

উত্তর-কেউ আল্লাহর নবীর তরীকা শিখেনি। পিতা-মাতা কন্যাকে নবীর তরীকা শেখাননি। পুত্রকে নবীর তরীকা শিখাননি। নবীওয়ালা চরিত্রের মধ্যে কোন সংঘাত নেই।

## শান্তি নবীওয়ালা চরিত্রে

পরিবার ছোট হলে জীবন শান্তি হয় না। পরিবারে দ্বীন থাকলে জীবন সহজ হয়। যদি দশটি ছেলে এবং দশটি মেয়ে থাকে আর তারা সবাই অনুগত ও চরিত্রবান হয়, তাহলে তারা পিতা-মাতার চোখের শীতলতা। পক্ষান্তরে যদি এক মেয়ে, এক ছেলের সংসার হয়, কিন্তু তারা অবাধ্য ও অমানুষ হয়, তাহলে জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়ে যায়।

আমার এক আপন চাচা আছেন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। পরিকল্পিত পরিবার নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকেই কুদরতীভাবে দুটি সন্তান। বিয়ের পনের বছর পর পুত্রের জন্ম এবং আঠারো বছর পর কন্যার জন্ম।

মা পনের বছর পর্যন্ত কেঁদেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে একটা সন্তান দিন, আমাকে সন্তান দিন। কিন্তু আজ সেই মা পুত্রের অবাধ্যতার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছে।

www.BANGLAKITAB.com


ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন, আম্মাজান আপনি কাঁদবেন না। কিন্তু মায়ের কান্না তো থামছে না।

অথচ, আমাদের বংশের মধ্যে এই পরিবারটি সবচেয়ে সুখময় হওয়া আবশ্যক ছিল। অর্থের কোন অভাব নেই। জমি-জমার কোন অভাব নেই। তাহলে অভাবটা কিসের? অভাবটা হল নবীওয়ালা চরিত্রের।

ছোট পরিবার সুখী পরিবার। এটি যদি হয় কোন রাষ্ট্রের শ্লোগান, তাহলে কোন পারমানবিক শক্তি সেই রাষ্ট্রকে মর্যাদা দিতে পারবে না। কোন শক্তি তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

পরিবার ছোট হলে জীবন সহজ হয় না। পরিবার দ্বীনদার হলে জীবন সহজ হয়। যেখানে পিতা মাতার জানা থাকবে, সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য কি? সন্তানের জানা থাকবে পিতা-মাতার হক কি?

ভাই জানবে, বোনের অধিকার কী। বোন জানবে ভাইয়ের প্রাপ্য কী? এমন সংসারই সুখময় সংসার, চাই সেটি যত বড়ই হোক। অর্থ দ্বারা যদি সুখ কেনা যেত, তাহলে আজ মর্মর নির্মিত কোন প্রাসাদে আহাজারী থাকতো না।

কোন ধনীর চেহারা ফ্যাকাশে হত না। যত অশান্তি, যত পেরেশানি, যত কান্না-বিলাপ থাকত গরীবের ঘরে। সুখ-আনন্দ থাকত শুধু ধনীদের প্রাসাদে। কিন্তু আপনি কান পেতে শুনুন, ধনী গরীব সবার ঘরে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

## ক্ষমা করা শিখুন—ক্ষমা করা শেখান

আমার ভাইয়েরা!

আপনারা ক্ষমার চরিত্র অবলম্বন করুন। নিজেরাও ক্ষমা করা শিখুন, সন্তানদেরও ক্ষমা করার শিক্ষা দিন। আজকাল পিতা-মাতা সন্তানকে কি শেখায়? কেউ যদি তোমাকে একটি কথা শোনায়, তুমি তাকে দশটি কথা শুনিয়ে দিবে। না, আমার ভাই ও বোনেরা, এটা শিখাবেন না। বরং সন্তানদের ক্ষমা করানো শিখান। কারণ, ক্ষমার দ্বারা মানুষের মর্যাদা বাড়ে। আপনি আপনার কন্যাকে ক্ষমা করার শিক্ষা দিন। পুত্রকে ক্ষমা করার শিক্ষা দিন। নিজেও ক্ষমা করা শিখুন।

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহর নবী বলেছেন, তুমি এই দায়িত্ব মাথায় তুলে নাও যে, তুমি ক্ষমা করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে মর্যাদা দান করবেন। আমি এর জামিন হলাম।

আল্লাহর নবী জামিন। আমি আপনাদের চেয়ে বড় জামানত কোথা থেকে এনে দিব? দোজাহানের সর্দার জামিন হয়েছেন। বলেছেন, আমি জামিন হলাম। তুমি ক্ষমা কর; আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দান করবেন।

আমি জামিন হলাম, তুমি উত্তম চরিত্র অবলম্বন কর; আমি জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার জন্য ঠিকানা নিয়ে দেব।

## জিম্মাদারী বুঝুন

আমার ভাই ও বোনেরা!

দ্বীন তরবিয়ত দ্বারা আসে। আজকাল পিতা–মাতারা জানে না, সন্তানকে কি ভাবে চালাতে হয়। জানে না কিভাবে মানাতে হবে। সে জন্য আমরা পুরুষদেরও বলি, শিখুন মহিলাদেরও বলি, শিখুন।

শিক্ষার কয়েকটি মৌলিক ভিত্তি আছে, যেগুলো উল্লেখ করে কোর'আন পিতা-মাতাকে আদেশ করেছে, তোমাদের সন্তানদের এই ভিত্তিগুলোর উপর দাঁড় করিয়ে দাও। সন্তানদের যদি এই ভিত্তিগুলোর উপর দাঁড় করানো যায়, তাহলে অর্থ-বিত্ত আপনাকে সুখী করতে পারবে না।

ক্ষমতা আপনাকে সুখী করতে পারবে না। প্রত্যেক মায়ের জন্য সূরা লোকমান পড়া উচিত। প্রত্যেকবার জন্য সূরা লুকমান পড়া উচিত।

প্রত্যেক স্কুল শিক্ষক ও কলেজ অধ্যাপকের জন্য সূরা লুকমানের অন্তত: একটি রুকু পড়া অবশ্যক। এই সূরায় আল্লাহ পাক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন গঠনের নকশা এঁকেছেন।

## প্রথম নসীহত

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।'

(৫৬. সূরা লুকমান: আয়াত ১৩)

www.BANGLAKITAB.com


এ হল প্রথম সবক, যা প্রত্যেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিখাতে হবে।

হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন সন্তান জন্ম লাভ করে, তখন তার সম্মুখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল। যাতে যখন তার মুখ থেকে কথা ফুটতে শুরু করবে, তখন প্রথম শব্দটি 'আল্লাহ্' উচ্চারিত হয়। যেন প্রথম কথাটি আম্মা না বলে। আব্বা না বলে। শিশু যখন মা বলে ডাক দেয়, তখন মা খুশি হন যে, আজ আমার সন্তান আমাকে মা বলেছে।

আজ সে আমাকে আব্বা বলেছে। না-না শিশুর জবান খোলানোর কাজটি এখান থেকে শুরু করবেন না। শিশুর সামনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে থাকুন, যাতে তার প্রথম শব্দটি 'আল্লাহ্' হয়।

## মায়ের কোলে হযরত বখতিয়ার কাকি (র.)-এর পনের পারা মুখস্ত করা

বখতিয়ার কাকি (র.)-এর মা তাকে সবক পড়ানোর জন্য মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন। শিক্ষক পড়াতে শুরু করলেন, আলিফ, বা, তা, ছা। কিন্তু তিনি পড়তে শুরু করলেন, আলিফ–লাম–মীম। যালিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফীহ,,,।

শুরু করে তিনি পনের পারা শুনিয়ে দিলেন।

শিক্ষক বললেন, তোমার মা তাহলে আমার সাথে ঠাট্টা করলেন! তিনি বখতিয়ার কাকির বাড়িতে এলেন এবং তার মাকে বললেন, এই আপনি কি করলেন? আপনার ছেলে তো পনের পারা মুখস্ত করে ফেলছে! আর আপনি কি না ওকে আমার কাছে আলিফ, বা, তা, ছা পড়াতে পাঠালেন!

মা বললেন, আমি যখনই ওকে দুধ পান করাইতাম, তখন আমি কোর'আন তেলাওয়াত করতাম। সেখান থেকেই সম্ভবত সে পনের পারা মুখস্ত করে নিয়েছে।

মা শিশুকে দুধ পান করাইতেন আর কুর'আন তেলাওয়াত করতেন।

ছেলেটি দুধ পান করত আর কোর'আন তেলাওয়াত শুনত।

www.BANGLAKITAB.com


পক্ষান্তরে পরিবেশ যদি এমন হয় যে, শিশু দুধ পান করে আর ঘরে গান চলতে থাকে, তখন সেই বাচ্চা থেকে কী আমরা এই আসা করতে পারি যে, কাল সে আমাদের অনুগত হয়ে বেড়ে উঠবে?

তো মা শিশুকে প্রথম যে পাঠটি শিখাবেন, সেটি হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কাজ আঞ্জাম দানকারী। তিনি ছাড়া কাজ আঞ্জাম দানকারী নেই।

তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতিত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া।

কেউ কারো উপকার করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া।

এই কথাগুলো শিশুর হৃদয়ে বসিয়ে দিতে হবে।

সে সন্তানের জন্য প্রথম সবক হলো:

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ.

'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না।'

## দ্বিতীয় নসীহত

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

'হে ছেলে, ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি পাথরের পেটে কিংবা আকাশমণ্ডলিতে বা মাটির নিচে হয়, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন।' (সূরা লুকমান: আয়াত ১৫)

অর্থাৎ হিসাব-কিতাব হবে। নিজের আমলকে নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। মনে রাখবে, সরিষার দানা পরিমাণও একটি নেক কিংবা বদ যদি থাকে, তারও পুরস্কার–শাস্তি আছে। কাজেই তুমি সব সময় প্রস্তুত থাক।

www.BANGLAKITAB.com


## আওলাদকে সত্য বলা শিখাতে হবে

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানি (র.) ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য এক কাফেলার সাথে সফর করছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোর। পথে কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়ল। যার কাছে যা আছে সর্বস্ব লুট হয়ে গেল।

কিশোর হওয়ায় শায়খ জিলানির প্রতি কারো চোখ পড়েনি। তার কাছে কিছু থাকতে পারে ভাবেনি।

এক পর্যায়ে এমনিতে জিজ্ঞাসা করল, খোকা, তোমার কাছে কিছু আছে টাছে নাকি?

শায়েখ জিলানি বলেন, হ্যাঁ আছে; আমার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে।

চল্লিশ দিনার মানে এক বছরের পাথেয়।

শুনে ডাকাত লোকটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় রেখেছ?

জিলানি বলেন, আমার পোষাকের ভিতর সেলাই করে রাখা আছে–ভিতরের আস্তিনে।

ডাকাতের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, যেখানে রেখেছ তুমি না বললে তো আমি জানতেই পারতাম না। তা তুমি এমন অকপটে বলে দিলে কেন? জিলানি বলেন, বিদায় দেওয়ার সময় আমার মা বলেছেন, বেটা! জীবন গেলেও মিথ্যা কথা বলো না, সব সময় সত্য কথা বল।

ডাকাত লোকটি তাঁকে ধরে নিয়ে তার সরদারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, বস, এই ছেলেটির কাহিনী শুনুন।

শুনে সরদার বলল, তুমি না বললে তো আমি জানতাম না, তোমার কাছে কোন সম্পদ আছে; তা তুমি বলে দিলে কেন?

জিলানি বললেন, এই সফরে রওনা হওয়ার সময় আমার মা বলে দিয়েছেন, জীবন গেলেও যেন মিথ্যা কথা না বলি। মায়ের আদেশ মানতে গিয়ে আমি আমার অর্থের কথা বলে দিয়েছি।

জিলানির উত্তর শুনে দস্যু সরদার কাঁদতে শুরু করল। এত কাঁদল যে, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল।

www.BANGLAKITAB.com


তারপর বলল, হে আল্লাহ, এই অবুঝ বালক তার মায়ের এত অনুগত আর আমি পরিণত বয়সের বিবেকসম্পন্ন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আপনার অবাধ্য নাফরমান। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তারপর দস্যুদের সবাই তাওবা করে অপরাধ ত্যাগ করে আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দায় পরিণত হয়ে গেল।

মা বসে আছেন জিলানে তাওবার কারণ হলেন বাগদাদের সন্নিকটে এক দস্যু নেতা ও তার সহকর্মীদের।

এ হলো তরবিয়ত যে, পুত্র একদিন তোমাকে হিসাব দিতে হবে। কাজেই নিজেকে নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্ন রেখো।

সন্তানদের মনে ক্বিয়ামতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করুন।

তাদের অন্তরে হিসাব কিতাবের গুরুত্ব পয়দা করুন।

### তৃতীয় নসীহত

يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

'হে ছেলে তুমি নামাজ কায়েম করো।'

নামাজ পড়।

মায়েরা পিছনে পিছনে থাকুন আর বলুন, ছেলে নামাজ পড়।

মেয়ে নামাজ পড়।

এখন তো মায়েরা বলে থাকেন, না না ঘুমাতে দাও; বাচ্চা মানুষ।

আমার ছেলের ঘুম নষ্ট করো না।

আমার মেয়ের ঘুম নষ্ট করো না।

একটু পরেই তাকে স্কুলে যেতে হবে। এখন ঘুমের ব্যাঘাত হলে ক্লাসে ঘুম আসবে।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ. اَقِمِ الصَّلٰوةَ.

'নামাজ পড়ো-নামাজ পড়ো।'

www.BANGLAKITAB.com


আগুনে পুড়ে যাবে যাক, তবুও নামাজ যেন না ছুটে।

খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে যাক, তবুও নামাজ যেন না ছুটে।

বাবা যদি সন্তানদের নামাজের সবক শেখাত, তাহলে আজ মুলতানের বাজার আজানের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যেত। এত বড় বাজার আর এত ছোট মসজিদ! মনে হচ্ছে, কোন নামাজীই নেই।

আমরা যদি নামাজ পড়তাম, তাহলে মসজিদ উপচে পড়ত। যদি এই বাজারের সব কয়জন মুসলমান নামাজী হত, তাহলে এইটুকু মসজিদে জায়গা পাওয়া যেত না।

মনে হচ্ছে কোন নামাজীই নেই। ঘর যদি বিরান পড়ে থাকে, তাহলে বুঝা যায়, এই ঘরের কোন বাসিন্দা নেই, এই ঘরে কেউ থাকে না।

তেমনি এত বড় বাজারে এমন একটি ছোট মসজিদ প্রমাণ করে, বাজারে নামাজ পড়াবার মত কোন মানুষ নেই।

পিতা-মাতা যদি সূরা লোকমান পড়ে সন্তানের জীবনের ভীত তৈরি করতেন, তাহলে আজ এই দশা হত না।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

'হে আমার ছেলে, তোমাকে নামাজ পড়তে হবে।'

আর কি করতে হবে?

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

'আর সৎকাজের আদেশ দাও।'

তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে।

وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ

'আর অন্যায় কাজে বাঁধা দাও।'

মন্দ ও অন্যায় কাজকে প্রতিহত করতে হবে।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

'আর বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো।'

www.BANGLAKITAB.com


লক্ষ্য করুন! হযরত লুকমান (আ.) বলেছেন, ছেলে তুমি নামাজ পড় আমরাও তাবলীগে বলি, ভাইয়েরা আপনারা নামাজকে জিন্দা করুন।

কালিমা শিখুন।

কাজটা ছিল পিতা-মাতার। তাবলীগ জামাত পিতা-মাতার দায়িত্বটা পালন করছে।

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'সৎকাজের আদেশ আর অন্যায় কাজে বাঁধা দাও।'

সন্তানকে এ কথাটি বলাও তাবলীগ জামাতের কাজ নয়। এটিও পিতা-মাতার কাজ যে, সন্তান যখন মায়ের কোলে চোখ খোলে, তখন মা তাকে বলে, হে আমার সন্তান, তুমি শেষ নবীর শেষ উম্মত। দ্বীনের প্রচার প্রসার তোমার দায়িত্বে অর্পিত।

### আদর্শ মা

সুফিয়ান ছাওরির মা তাঁকে বললেন, যাও বেটা, আমি তোমাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।

আজ যদি কোন পিতার ঘরে সংবাদ আসে, আপনার ছেলে আমেরিকার ইউনির্ভাসীটিতে ভর্তি পেয়ে গেছে, তাকে পাঠিয়ে দিন। অতিশয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও বলবে না, যেয়ো না বাবা; তোমাকে ছাড়া আমরা থাকতে পারব না। বরং সবাই বলবে, যাও বেটা, যাও; কোন চিন্তা করো না।

সেই একটি সময় ছিল, যখন মায়েরা বলতেন, যাও বেটা আমি তোমাকে দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম; তোমার মাধ্যমে দ্বীন জিন্দা হোক। আমাদের জন্য কোন চিন্তা কর না। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করবেন।

সুফিয়ান সাওরি বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন উনিশ বছর পর। যখন এলেন তখন রাত ছিল। দরজায় শব্দ দিলেন। মা তখনও জীবিত ছিলেন, ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন কে? উত্তরে বললেন, আপনার পুত্র সুফিয়ান।

কেমন মা দেখুন! বললেন, তুমি কেন এসেছ? আমি তো তোমাকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। তোমার জন্য আমার দরজা দুনিয়াতে খুলবে না। তুমি ফিরে যাও। আমার সাথে তোমার ক্বিয়ামতের দিন দেখা হবে।

www.BANGLAKITAB.com


মা দরজা খুললেন না।

ছেলেকে ফিরিয়ে দিলেন।

সুফিয়ান সাওরি ফিরে গেলেন।

তারপর তিনি কত দূর গিয়ে পৌছালেন।

মা যখন এত উঁচুমানের, সন্তানও তো সে-রকমই হবে।

ছুফিয়ান ছাওরি আবু জাফর মানসুরীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ফতোয়া দিলেন। আবু জা'ফর সংবাদ পাঠালেন, আমি মক্কায় আসছি। আমার গিয়ে পৌছার আগে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখ। আমি গিয়েই ছাওরিকে ফাঁসিতে ঝুলাব।

সুফিয়ান ছাওরি (র.) ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (র.)-এর কোলে মাথা রেখে পবিত্র হেরেমে শুয়েছিলেন। এমনই অবস্থায় সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) দৌড়ে এলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

সুফিয়ান ছাওরি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সর্বনাশ হলো?

বললেন, আবু জাফর মনসুর তোমার ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

সুফিয়ান ছাওরি (র.) কোনো রকম উৎকণ্ঠিত হলেন না, বিচলিত হলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি কি সে এমন ঘোষণা দিয়েছে? ইবনে উয়াইনা বললেন, হ্যাঁ, তুমি জলদি পালাও।

সুফিয়ান ছাওরি বলেন, পালাতে হবে কেন? এও কি কোন ব্যাপার হলো? তিনি সেখান থেকে উঠে সোজা মুলতাযামে চলে গেলেন। মুলতাজাম ধরে বললেন:

'হে আমার মাওলা, তুমি যদি আবু জাফরকে মক্কায় ঢুকতে দাও, তাহলে তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব থাকবে না।'

আবু জাফর মনসুর মক্কা নয়–তায়েফ প্রবেশই তার নসিব হল না। দুরাচার তায়েফ প্রবেশের আগে মারা গেলো।

তো সন্তানদের দ্বীনের জন্য প্রস্তুত করা মায়েদের কাজ ছিল, যা আজ তাবলীগওয়ালারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

www.BANGLAKITAB.com


এটি জান্নাতের পথ। আর কি ছবক শিখাতে হবে?

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

'আহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা কর না।'

দুশ্চরিত্র হয়ো না। মুখ ভেংগিয়ে মানুষকে অবজ্ঞা কর না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

'পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না।'

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

'আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'

যারা গর্ব-অহংকার করে চলে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

বিনয়ের সাথে হাঁটা-চলা কর।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

'তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রেখ।'

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

'সুরের মধ্যে গাধার সুর বেশি কর্কশ।'

উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে তোমার কণ্ঠস্বর যেন গাধার সুরের মত কর্কশ না হয়ে যায়। কাজেই সব সময় নিম্নস্বরে কথা বল।

## চরিত্রের গুরুত্ব

হযরত লোকমান (আঃ) পুত্রকে যে কটি উপদেশ প্রদান করলেন, তার মধ্যে শেষেরটি হল চরিত্র বিষয়ক। ঈমান শেখালেন। শাস্তি ও পুরস্কার শিখালেন। ইবাদাত শিখালেন।

www.BANGLAKITAB.com


সবশেষে চরিত্রের কথা উল্লেখ করলেন। আপনি অনুমান করুন, চরিত্রের অধ্যায়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদের জন্য বাক্য ব্যয় করছেন একটি।

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

'আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কর না।'

নামাজের জন্য বাক্য একটি।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ

'নামাজ কায়েম কর।'

দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য একটি বাক্য।

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ

'সৎকাজের আদেশ দাও, অন্যায়ে বাঁধা দাও আর বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ কর।'

কিন্তু যখন চরিত্রের আলোচনা এল, যেহেতু আখলাক দ্বারা ঘর আবাদ হয়। তখন এক এক করে ছয়টি বাক্যের অবতরণা করলেন।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

'অহংকার বশে মানুষকে অবজ্ঞা কর না।'

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا

'পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ কর না।'

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

'নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না।'

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ

'চালচলনে সংযত পদক্ষেপ করো।'

www.BANGLAKITAB.com


وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

'কণ্ঠস্বরকে নিচু রেখো।'

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

'নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে গাধার সুরই বেশি কর্কশ।'

চরিত্র বিষয়ক বক্তব্যই বেশি দীর্ঘ। আর এই বিষয়টিই আমরা সন্তানদের শিখাই না।

অনেক দ্বীনদার মানুষ আছেন, যারা সন্তানদের নামাজের খবর রাখেন বটে; কিন্তু চরিত্র কেমন, চলাচল কেমন, কথাবার্তা কেমন, বিনয় আছে কি নেই, ভিতরে অহংকার ঢুকে গেছে কিনা–এসবের খোঁজ রাখেন না।

অথচ এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো আমাদের শিক্ষা করা, ও সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এ একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা, যা আল্লাহ পিতা-মাতাকে দিয়েছেন, শিক্ষকদের দিয়েছেন।

পিতা-মাতাকে প্রোগ্রাম দিয়েছেন, তোমাদের সন্তানদের প্রস্তুত কর। শিক্ষকদের প্রোগ্রাম দিয়েছেন, তোমাদের ছাত্রদের প্রস্তুত কর।

যেহেতু জীবন গঠনে, জীবন পরিচালনায় উন্নত চরিত্র একান্ত আবশ্যক, তাই এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

এর অর্থ : হাঁটা-চলায় সংযত চরিত্র তথা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। মুফাসসিরগণ আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করেছেন।

এর আরো একটি অর্থ আছে। আমি তাফসির বলছি না। শুধু ইঙ্গিত দিচ্ছি। তা হল, তোমার কাছে অর্থ যতই থাকুক, তুমি যতই অর্থবিত্তের মালিক হওনা কেন, খরচ করার ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর-অপচয় কর না।

কে বলবে, মেয়ের নসীবে কি আছে? স্বচ্ছল পরিবারে বিবাহ দিলে; কিন্তু কাল সে গরীব হয়ে যেতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com


সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে দিলে, কাল সে লাঞ্ছিতা হয়ে যেতে পারে। সাধারণ ঘরে দিলে, কাল সে সম্মানের অধিকারী হয়ে যেতে পারে।

এসব তো নিত্য দিনের ঘটনাপ্রবাহ। তো আল্লাহ শিক্ষা দিলেন, সন্তানকে ব্যয় করার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা শেখাও। অপচয় যেন না করে। এমন যেন না হয় যে, চাইল আর দিয়ে দিলে।

সন্তানের জীবনে যেন বিলাসিতা ঢুকতে না পারে। তাদের প্রয়োজন অনুপাতে জীবন-যাপন করা শেখাও, যদি অসচ্ছল বানিয়ে দেন, তাহলে সে সহজে চলতে পারে।

## সঠিক মানুষের প্রয়োজন

আমার ভাই ও বোনেরা! আমরা এ বিষয়গুলোরই তাবলিগ করছি এবং এগুলোরই দাওয়াত দিচ্ছি। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এর একটি বিষয়ও এমন নয়, যেটি আপনার প্রয়োজন নেই।

সবগুলো বিষয়ই সবার জন্য জরুরি। পর্দার আড়ালে যে মহিলারা বসে আছেন, তাদেরও জরুরি। আপনারা যারা আমার সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, আপনাদেরও জরুরি। আমারও জরুরি। যারা এই মাহফিলে আসেননি, তাদেরও জরুরি।

জান্নাতের পথে চলা এবং তার জন্য মেহনত করা আমাদের প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজ। এটি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ কাজ।

আমাদের এমন আমল করতে হবে যে, মৃত্যুবরণ করে যখন আমরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব, তখন আমাদের দেখে আল্লাহ যেন খুশি হন এবং ঘোষণা করেন, হে আমার বান্দা, হে আমার বান্দি, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। যাও, ইল্লীনে (ওয়েটিং রুমে) গিয়ে বসো, একটু পরেই আমি তোমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেব। আমার বান্দা আমাকে দুনিয়া থেকে সন্তুষ্ট করে এসেছে।

## টাকার বিনিময়ে মর্যাদা ক্রয় করা যায় না

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে মু'য়ায (রা.)-এর মৃত্যুর পর জিবরাইল (আঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ কে মারা গেল? নবীজি (সা.) বললেন, আমার তো জানা নেই। তা কী ব্যাপার?

www.BANGLAKITAB.com


জিবরীল (আঃ) বললেন, আজ যে লোকটি মারা গেছে, তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ দুলে উঠেছে। নবীজি (সা.) বললেন, সা'দ অসুস্থ ছিল আমি খোঁজ নিয়ে দেখি।

নবীজি (সা.) খোঁজ নিয়ে জানলেন, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) মারা গেছেন।

সংবাদ পেয়ে তিনি এমন দ্রুততার সাথে বের হলেন যে, তাঁর সাথে বের হতে গিয়ে সাহাবাদের জুতার ফিতা ছিড়ে গেল এবং গায়ের চাঁদর খসে পড়ে গেল। এমনকি তারা বলল, ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনি আমাদের ক্লান্ত করে দিলেন।

নবীজি (সা.) বললেন, তাড়াতাড়ি করো; আমার ভয় হচ্ছে, ফেরেশতারা সা'দকে গোসল দিয়ে দেয় কি না, আর আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই কি না।

কিন্তু তিনি হযরত সা'দ (রা.)-এর ঘরে পৌছে দেখলেন, একটি কক্ষে শুধু হযরত সা'দ (রা.)-এর লাশটাই পড়ে আছে; কক্ষে আর কেউ নেই।

কিন্তু তিনি এমনভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন, যেন তিনি মানুষে ঠাসা-মজমার ভেতরে মানুষদের সরিয়ে-সরিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

তিনি হযরত সা'দ এর মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। আল্লাহর কসম! পুরো কক্ষটা ফেরেশতায় ভরে আছে। আমার জন্য পর্যন্ত এক চুল পরিমান জায়গা খালি রাখেনি। তাই আমাকে পা গুটিয়ে বসতে হয়েছে। আজ সা'দ এর জানাযায় এমনসব ফেরেশতা অবতরণ করেছে যারা আগে কোন দিন মাটি স্পর্শ করেনি। আল্লাহ তাদের প্রেরণ করেছেন যে, যাও, সা'দ এর জানাযা পড়ে আসো।

যাঁর ঘটনা বললাম, তিনি আল্লাহর রাসুলের একজন সাহাবী। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের যথাযথ আনুগত্যের ফলে তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। এমন মর্যাদা টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। জমিদারী আর টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষেও এমন মর্যাদা অর্জিত হয় না।

বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অনুগত তথা ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণে আখিরাতের অনন্ত জীবনের মর্যাদাও হাছিল হয়, দুনিয়ার মর্যাদা ও অর্জিত হয়।

www.BANGLAKITAB.com


## হযরত সা'দ (রা.)-এর জানাযা

হযরত সা'দ (রা.) লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। খুব মোটা ও মেদ বহুল ছিলেন। কিন্তু যখন তার জানাযা উত্তোলন করা হল, তখন তার কোন ওজন ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন উপরে কোন লাশ নেই। তখন মুনাফিকরা বলতে শুরু করল, দেখো ইনিও মুনাফিক ছিলেন। সে জন্য তার কোন ওজন থাকল না।

সংবাদটা নবীজি (সা.)-এর কানে এলে তিনি বলেন, ওদের মুখগুলো বন্ধ করে দাও, আর ওদেরকে জানিয়ে দাও, সা'দকে তোমরা নও ফেরেশতারা বহন করেছে। তোমরা তো এমনিতে হেঁটেছ। তাকে কাঁধে করেছে ফেরেশতারা।

যেমন– কিছু লোক মাইয়্যেতকে কাঁধে করে বহন করে অনেকে হাত লাগিয়ে হাঁটে ছওয়াবের জন্য।

তেমনি সা'দ (রা.) কে কাঁধে করে বহন করেছিল ফেরেশতারা। মানুষ শুধু হাত লাগিয়ে রেখেছিল।

তো মুলতান থেকে যখন কোন ঈমানওয়ালা নারীর, কোন ঈমানওয়ালা পুরুষের যদি জানাযা উত্তোলন হয়, তখনও যেন অনুরূপ ঘটনা ঘটে যে, ফেরেশতারা তাদের খাটিয়া বহন করে।

এর জন্য আমাদের ঈমান শিখতে হবে। এর জন্য দ্বীন শিখতে হবে। দ্বীন ও ঈমানের জন্য নিজেদেরকে কুরবান করতে হবে। এর জন্য আমাদেরকে তাওবা করতে হবে।

## তাওবাকারীই কবরে শান্তি পাবে

আমার ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা এ- যাবত আল্লাহ পাকের যত নাফারমানি করেছি, তার জন্য তাওবা করি। কারণ, তাওবা এমন একটি আমল, যা লাখ লাখ বছরের গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। আসুন, আমরা সকল পুরুষ ও সকল নারী তাওবা করি। এতটুকু নিয়ত তো আমরা সকলেই করতে পারি।

আমরা কেউ জানি না, কার কবে ডাক এসে পড়ে। আসুন, আমরা তাওবা করে প্রস্তুত হয়ে যাই। আল্লাহ এত দয়ালু, এত করুণাময় যে, তিনি ঘোষণা

www.BANGLAKITAB.com


করেছেন, তুমি যদি এত পরিমাণ গুনাহ কর যে, গুনাহের স্তুপ আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌছে যায়, তারপর যদি একবার বল হে আল্লাহ! আমি গুনাহ করেছি, আমাকে মাফ করে দাও; তাহলে আমি তোমাকে মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ! মানুষ কি এত বড় গোনাহ করতে পারে যে, তার স্তুপ আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌছে যাবে?

সমগ্র দুনিয়া। সমস্ত মানুষ। সমস্ত শয়তান। সবাই মিলে যদি গোনাহ করে, তাও আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌছবে না। কিন্তু আল্লাহ আমাদের ঘোষণা দিয়েছেন, জগতের কোন নারী কিংবা পুরুষ যদি এত পরিমাণ গুনাহ করে, যার স্তুপ আকাশের ছাদ পর্যন্ত পৌছে যায়। আর একবার শুধু ইখলাছের সাথে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। তাহলে তিনি সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

মা-ও এত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করবেন না। তিরস্কার করবেন, তুমি আমাকে এত এত কষ্ট দিয়েছ; আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। এই তো গতকালই এক ভাই বলেছে, তার মা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত মাফ চাচ্ছি; কিন্তু তিনি মাফ করছেন না।

আল্লাহ কত দয়ালু যে, একদিকে আমরা বলি, মাফ করে দিন, ওদিকে তিনি বলেন, যাও মাফ করে দিলাম। আমি তো তোমাদের তাওবার অপেক্ষার বসে আছি।

## বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির তাওবা

শিরকের সব চেয়ে বড় গুনাহ হল হত্যা। বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি হত্যাকাণ্ড ঘটাল। এবার তার মনে চিন্তা এল, আমি তাওবা করব। এক অজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তাওবা কবুল হবে কি? মূর্খ ব্যক্তি উত্তর দিল, তুমি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছ। তোমার আবার তাওবা কিসের? তুমি সোজা জাহান্নামে যাবে।

লোকটি মনে মনে বলল, তাহলে শর্ত পূর্ণ করে নেব। কাজ অসম্পূর্ণ রাখব কেন। বলেই সেই লোকটিকে হত্যা করে ফেলল। তার মাথাটা উড়িয়ে দিল।

www.BANGLAKITAB.com


তারপর আবারও মনে মনে ভাবনা জাগল, আমি তাওবা করব। এবার এক মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তাওবা কবুল হবে কি?

মাওলানা সাহেব বললেন, কেন হবে না বেটা! তবে একটি শর্ত আছে। তোমার তাওবা খাঁটি হতে হবে। তার জন্য তোমাকে ভাল কোন পরিবেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। এই নগরীর পরিবেশ ভাল নয়। তুমি এই নগরী পরিত্যাগ করে অমুক এলাকায় চলে যাও। ওখানে ভাল মানুষ বাস করে। ওখানে তোমার তাওবা পাকা হয়ে যাবে। লোকটি বলল, আমি প্রস্তুত আছি; আমি তাওবা করব।

সে উক্ত নগরী ত্যাগ করে রওয়ানা হল। কিন্তু গন্তব্যে পৌছার আগে পথে এক স্থানে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং মৃত্যু এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে ধীর পায়ে হাঁটিতে লাগল। এক পর্যায়ে হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলল এবং মাটিতে পড়ে গেল।

এবার সে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। এ অবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে ঝাপটে ধরল। লোকটা মারা গেল। তার এই আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এত পছন্দ হল যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার কাহিনীকে জীবন্ত রাখার জন্য তিনি একটি মুকাদ্দামার অবতারণা করলেন।

জান্নাতের ফেরেশতাও পাঠিয়ে দিলেন, জাহান্নামের ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। জাহান্নামের ফেরেশতা বলল, এ আমার কয়েদি। জান্নাতের ফেরেশতা বলল, ইনি আমার মেহমান। ইনি তাওবা করেছেন।

জাহান্নামের ফেরেশতা বলল, তাওবা করেছে ঠিক কিন্তু এর তাওবা এখনও পূর্ণ হয়নি। যদি ঐ স্থানে পর্যন্ত গিয়ে পৌছাতে পারত, তাহলে পূর্ণ হত। জান্নাতের ফেরেশতা বলল, না, পূর্ণ হয়ে গেছে। সে যখন রওয়ানা হয়েছে, তখনই তার তাওবা পূর্ণ হয়ে গেছে।

দুই ফেরেশতার বিবাদ ও টানাহেঁচড়া অব্যাহত থাকল। আল্লাহ পাক মীমাংসা করার জন্য তৃতীয় এক ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এসে বললেন, দুই দিকের জমিন পরিমাপ কর। এদিকেরটাও মাপো, ওদিকেরটা মাপো। যদি ওর বাড়ির দিকের পথ কম হয়, তাহলে সে জাহান্নামি। আর যদি যে লোকালয়ে যাচ্ছিল, তার দূরত্ব কম হয়, তাহলে জান্নাতী।

www.BANGLAKITAB.com


বাস্তবে তার বাড়ির স্থান থেকে তার বাড়ির দূরত্ব কম ছিল। সেই হিসাবেই তার জাহান্নামী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জমিনও আল্লাহর, জগতও আল্লাহর।

ফেরেশতারা মাপতে শুরু করল। আল্লাহ পাক তার বাড়ির দিকের জমিনকে বললেন, তুই বেড়ে যা। লোকালয়ের দিককার জমিনকে বললেন, তুই গুটিয়ে যা।

আল্লাহ পাকের আদেশে বাড়ির দিকটার জমিন বেড়ে গেল। আর ভাল মানুষের লোকালয়ের দিকটার জমিন গুটিয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দাও।

### তাওবার হাকীকত

এদিকে আমরা বলি, হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল কর। ওদিক থেকে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার সমস্ত নথিপত্র পরিষ্কার করে ফেল। আজ সন্ধি হয়ে গেছে, আজ থেকে নতুন নথি তৈরি হবে।

পিছনেরটা বাদ। সবাই তাওবা করুন। মনে মনে নিয়ত করে ফেলুন। ইবাদতের তাওবা কি? নামাজ পড়তেন না। আজ থেকে নামাজ পড়া শুরু করুন। পিছনেরগুলো কাজা পড়ুন। লেনদেনের তাওবা কি? দোকানে বসে অহরহ মিথ্যা বলতেন। আজ থেকে মিথ্যা বলা ত্যাগ করুন।

পণ্য বিক্রি হোক বা না হোক, আপনি মিথ্যা বলবেন না। শুকনো রুটি খেয়ে জীবন কাটাবেন, তবুও মিথ্যা বলো সওদা বিক্রি করবেন না। মাপে কম বেশি করবেন না। দেখালেন একটি আর দিলেন আরেকটি, এমন কাজ করবেন না। এ হল লেনদেনের তাওবা।

এক গোয়ার তাবলীগে দশ দিন সময় লাগিয়ে এসেছেন। তাবলীগের দশ দিনে তার জীবন বদলে গেছে। সে আমাকে বলল, আগে আমি এক মণ দুধকে ছয় মণ বানিয়ে বিক্রি করতাম আর ঘরে সব সময় অসুখ বিসুখ আর অশান্তি লেগেই থাকত। তাবলীগ করে এসে এক মণকে এক মণই বিক্রি করি। কিন্তু এখন আমি সুখী। এখন জীবন আমার শান্তিময়।

আমার ভাই ও বোনেরা! মিথ্যা ও দুর্নীতির মাধ্যমে যে-অর্থ আসে, সেই অর্থ সংসারকে কখনো সুখী করতে পারে না। হারাম পথের কোরমা-পোলাও দেহ ও জীবনকে অশান্তিময় করে ফেলে। হালাল উপার্জনের শুকনা রুটিও সংসারে সুখ আনে।

www.BANGLAKITAB.com


এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা। এজন্য আমার ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা তাওবা করি। তাওবার হাকীকত হল, আজ থেকে আমি কখনও আল্লাহর বিধানের অন্যথা করব না। ব্যবসায়, কৃষিতে, বিয়ে শাদিতে, আনন্দে, বিষাদে নবীর সুন্নাতকে জিন্দা করব। সুন্নাতের খেলাফ কখনও করব না।

আল্লাহ না করুন, যদি তাওবা ছুটে যায়, তাহলে পুনরায় তাওবা করে নিবেন। আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। বান্দা যতবার তাওবা করে, আল্লাহ ততবারই ক্ষমা করেন।

ইখলাসের সাথে খাঁটি তাওবা করলে কবরে কখনো সাপ বিচ্ছু আসতে পারে না, আসবেও না। তাই কাল না বলে আজই তাওবা করে কবরে শান্তির ব্যবস্থা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

## ডান হাতে ফলাফল ও পুরস্কার

এক দল মানুষের নেকের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তাদের নেক আমল বদ আমলের তুলনায় বেশি বলে প্রমাণিত হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক, আজ তাদের নেক বেশি প্রমাণিত হয়েছে। তারা সফল হয়ে গেছে। এখন আর কোন দিন তারা বিফল হবে না।

এই ঘোষণার সাথে সাথে পুরুষ হোক কিংবা নারী, তাদের দৈহিক উচ্চতা একশত পঁচিশ ফুট হয়ে যাবে, যা কিনা ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর উচ্চতা। হাদিসে ষাট হাত বলা হয়েছে।

ذراع অর্থ হাত। এটি একটি শরয়ী পরিমাপ, যার পরিমাণ পঁচিশ ইঞ্চি। তো একজন জান্নাতীর উচ্চতা হবে ষাট যেরা। তথা একশত পঁচিশ ফুটের কিছু বেশি।

তারপর আল্লাহ পাক বলবেন, এদেরকে জান্নাতের পোষাক পরাও। মহিলা হলে মহিলাদের একশত জোড়া। পুরুষ হলে পুরুষের একশত জোড়া।

তারপর অল্লাহ বলবেন, মুকুট আনো। তাদের মাথায় মুকুট সাজিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষদের মুকুট পরানো হবে, মহিলাদেরও মুকুট পরানো হবে।

www.BANGLAKITAB.com


সর্বনিম্নমানের মুকুটের মুক্তা জগতের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে দিবে। পুরুষদের মাথার চুল কোঁকড়ানো হয়ে যাবে। কানের লতি অতিক্রম করে ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে যাবে।

মহিলাদের চুল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে। তাদের চুলের মধ্যে আল্লাহপাক এমন উজ্জ্বল্য আর এমন সৌরভ দেবেন যে, যদি কয়েকটি চুল ছিঁড়ে দুনিয়াতে রাখা হয়, তাহলে সমগ্র জগতে তার সুঘ্রাণ ও আভা ছড়িয়ে পড়বে।

তারপর যখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের চেহারায় আপন নূরের তাজাল্লি দিবেন, তখন তাদের সৌন্দর্য কেমন হবে তা ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য কারো নেই।

এই মাটির অবয়বে আল্লাহ চামড়া ছড়ালেন আর তাতেই তা কত সুন্দর চেহারায় পরিণত হয়ে গেল। এমন সুন্দর হয়ে গেল যে, নিজেকে নিজেরই কাছে ভাল লাগছে। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য তো ভাই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

### এক বৃদ্ধার হারানো যৌবন

আমি লাহোরের পথে হাঁটছিলাম। পথে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম। মহিলা বাঁকা হতে হতে ধনুকের মত হয়ে গেছে। কোমরটা ঝুলে গেছে। উপরের দিকে তাকানোর ক্ষমতা তার হারিয়ে গেছে। দৃষ্টি সব সময় নিচের দিকে থাকে। তাকে দেখে অলক্ষ্যেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, আম্মাজান! সম্ভবত মাটিতে হারানো যৌবন তালাশ করছেন?

আমরাও এক সময় যুবক ছিলাম। আমাদেরও এক সময় যৌবন ছিল। মানুষ বলে আমরা এমন ছিলাম, এমন ছিলাম। কিন্তু বসন্ত তো শীতে পরিবর্তন হয় না। রুপ-সৌন্দর্য একদিন লুণ্ঠিত হয়ে যায়। যৌবন হারিয়ে গিয়ে বার্ধক্য এসে হাজির হয়। হাজারো বিপদ-অশান্তি নেমে আসে। আজ আল্লাহ রুপ দান করেছেন। কোথা থেকে দান করেছেন? নিজের নূর থেকে নূর দান করেছেন। সূর্যের আলো আল্লাহর নূর নয়। বরং আল্লাহর আদেশের নূর। কিন্তু জান্নাতি পুরুষ ও মহিলাদের চেহারায় যে-নূর আসবে, আল্লাহ পাক তা নিজের নূর থেকেই দান করবেন।

www.BANGLAKITAB.com



## সফলতার জন্য আনন্দ প্রকাশ

যে মাত্র এই পরিবর্তন এসে পড়বে, আল্লাহ বলেন, যাও তোমাদের পিছনে যারা আছে তাদের গিয়ে খবর দাও।

তারা ফিরে আসবে। একটা ধ্বনি তুলবে:

هَاؤُمُ هَاؤُمُ

'আরে এসো, আরে এসো।'

اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

'দেখ, দেখ, আমার পেপার দেখ, আমার কাগজ দেখ।' (সূরা হাক্কাহ : আয়াত-১৯)

আমি পাশ হয়ে গেছি, আমি পাশ হয়ে গেছি।

তা তুমি কিভাবে পাশ হলে?

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

'আমি জানতাম, আমাকে একদিন হিসাবের সম্মুখিন হতে হবে।' (সূরা হাক্কাহ : আয়াত ২০)

আমার জানা ছিল, একদিন আমাকে আমার সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। সে মতে আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। আমি সময় নষ্ট করিনি।

নির্বোধ মহিলাদের মত আমি সময় নষ্ট করিনি। বোকা পুরুষদের মত আমি দুনিয়ার পিছনে লেগে থাকিনি বরং আমি আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে থাকি। তাই আজ আমি পাশ হয়েছি।

www.BANGLAKITAB.com


## বেহেশতের নিয়ামতসমূহ

উপর থেকে আল্লাহ বলবেন :

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ .

'সুতরাং যে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন: সুউচ্চ জান্নাতে, যার ফল রাশী অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদের বলা হবে, তোমরা পানাহার কর, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়ে।'

(৪৭. সূরা হাক্কাহ : আয়াত ২১- ২৪)

যাও আমার বান্দা, যাও আমার বান্দী! তোমরা খাওদাও, ফুর্তি কর, মৌজ কর।

জান্নাতে আলিশান সিংহাসন তোমার জন্য পেতে রাখা হয়েছে। ফলে ছড়া ঝুলে আছে। ছায়া তোমার জন্য ছড়িয়ে আছে। ঝর্ণা তোমার জন্য প্রবাহমান আছে। তোমার ভৃত্য কোমরে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর তোমার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জান্নাত তোমার জন্য প্রস্তুত রাখা আছে। মৃত্যুকে আমি তোমার জন্য মেরে ফেলছি। বার্ধক্যকে আমি তোমার জন্য দূরে সরিয়ে রেখেছি। রোগ-ব্যাধিকে তোমার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। পেরেশানি করতে হবে না। এখন তোমার যৌবন বাড়তে থাকবে। তোমার রুপ-সৌন্দর্য বাড়বে বৈ কমবে না। তোমার প্রেম ভালবাসা বাড়বে বৈ কমবে না। তোমার শক্তি বাড়বে বৈ কমবে না। তোমার রূপ সৌন্দর্যের প্রভাবে – প্রতিপত্তিতে এখন শুধুই পূর্ণতা।

আজ আমি তোমার জীবনের সেই সূর্যকে উদিত করলাম, যার লিপিতে কোন অস্ত নেই। তোমার রূপের সেই চাঁদকে ভাসিয়ে দিলাম, যার লিপিতে কোন ডুবা নেই। তোমার মাথার উপর ক্ষমতার সেই মুকুট রাখলাম, যেটি কোন দিন তোমার মাথা থেকে নামবার নয়। আমি তোমাকে সেই জীবন দান করলাম, যা কোন দিন মৃত্যুর শিকার হবে না।

www.BANGLAKITAB.com


সোনার জমিন। সোনা রুপার ঘর। এক ইট সোনার। এক ইট মুক্তার। এক ইট পান্নার। এক ইট হিরার। মেশকের মসলা। জাফরানের ঘাস। আল্লাহর আরশ তার ছাদ। দুধের নহর। পানির নহর। মধুর নহর। মদের নহর। কোথাও জোড়া ফল। কোথাও আঙ্গুর, কোথাও বেদানা। কোথাও খেজুর কোথাও অন্য ফল। কখনও সিংহাসনের উপর বসে থাকা। কখনও জাজিমের উপর বসে থাকা। কোথাও ফল-ফলাদি মাথার উপর ঝুঁকে আছে। পান কর এমন পানীয়, যার মিশ্রণ কর্পূর। আজ এই মজলিস। পুরুষের ও মহিলাদের। স্বামীর ও স্ত্রীর। মহিলাদের আলাদা। ভাইয়ের-বোনের। পিতার-পুত্রের। মায়ের-মেয়ের। চাচার-চাচির। সবাই আহার করছে।

আজ একটি আসর চলছে, যেখানে আল্লাহ পাক জান্নাতীদের জন্য মদের ব্যবস্থা করেছেন। কর্পূর মিশ্রিত পানীয়, যার একটি ফোঁটা যদি আকাশের উপর বসে আঙ্গুলে করে নিচে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র জগত সুরোভিত হয়ে যাবে। জান্নাতীরা নিজেরা পান করবে এই পানি।

আজ আরেকটি দৃশ্য দেখালেন আল্লাহ আমাদের। যখন উপরের জান্নাতে দৃষ্টি পড়ল, দেখলাম ওখানেও একটি আসর চলছে। কিন্তু ওখানকার মেহমানরা নিজেরা পান করছেন না। তারা সিংহাসনের উপর দিব্যি বসে আছে। খাদ্য পানীয় পরিবেশিত হচ্ছে। কিন্তু তারা নিজেরা পান করছে না। তাদের পান করাচ্ছে–

ফেরেশতারা, হুররা, খাদেমরা, গোলামরা, এরা পান করাচ্ছে আর তারা মজা করে পান করছে। এ কোন পানীয়?

এটি হল যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়, যার আঁধার হল সালসাবিল নামক ঝরণা।

يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

'যেখানে তাদের পান করানো হবে যানজাবীল–মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণার যার নাম সালসাবিল।' (সূরাতুত দাহর: আয়াত ১৭-১৮)

একটি নজর আরো উপরে গিয়ে পতিত হল। সেখানকার দৃশ্য আরও বিস্ময়কর। ওখানকার সাকী স্বয়ং আল্লাহ।

www.BANGLAKITAB.com


وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

'তাঁদের রব তাঁদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।' (সুরাতুত দাহর, আয়াত: ২১)

আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দা ও বান্দিদের পানীয় পান করাচ্ছেন।

**জান্নাতের উন্নত পানীয় পান করানো হবে**

জান্নাতের উন্নত পানীয় হল 'রাহীক'।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ

'তাদের পান করানো হবে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়, যার মোহর হবে মেশকের।' (সুরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৫)

তার চেয়ে উন্নত পানীয় হল তাসনীম মিশ্রিত পানীয়।

مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ

'তার মিশ্রিণ হবে তাসনীমের।' (সূরা মুতাফফিফীন: আয়াত ২৮)

জান্নাতের সর্বোন্নত পানি হল তাসনীম। এটি স্বয়ং আল্লাহ পাক পান করাবেন। হে আমার বান্দা, হে আমার বান্দি, তোমরা পান কর।

আজ সাক্বী স্বয়ং আল্লাহ। যারা সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী হবে। তাদেরকে তাসনীম মিশ্রিত পানি পান করানো হবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

'এটি এমন একটি প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।'

(সুরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৮)

যারা আল্লাহ পাকের একান্ত ঘনিষ্ঠ নারী বা পুরুষ, তাদের জন্য আল্লাহ পাক স্বয়ং সাকী হয়ে যাবেন– নে ধর, পান কর।

**রাসূল (সা.) এর রিসালাত**

আমার ভাইয়েরা! এ হল দুটি ঠিকানা। এ হল দুটি পরিণতি। প্রত্যেক নারী পুরুষকে যার মুখোমুখি হতে হবে। আমরা যদি প্রতিদিন এই কথাগুলো শুনি এবং শুনাই, তাহলে আমাদের এই উদাসীনতার এই অবস্থাটা থাকবে

www.BANGLAKITAB.com


না, যা আজ চলছে। এক্ষেত্রে সঠিক পথে পৌছতে এবং শুভ পরিণতি লাভ করতে আমাদের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সা.) একটি পথ নিয়ে এসেছেন–

যার নাম ইসলাম।

যার নাম কুরআন।

যার নাম শরীয়ত।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

নবীজি (সা.)-এর রিসালাত যেমন পূর্ণাঙ্গ, তেমনি তার শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ।

আল্লাহর দরবারে সকল বিষয়ে নবীজি পূর্ণাঙ্গ। তাঁর দ্বীনও পূর্ণাঙ্গ।

আল্লাহ হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়তকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন।

তাঁর উপর আসমানী কিতাবের অবতরণের ধারা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেছেন।

কোনো নবী এসেছেন নিজের সম্প্রদায়ের জন্য। কোনো নবী এসেছেন নিজের গোত্রের জন্য।

কোনো নবী এসেছেন নিজ দেশের জন্য। কিন্তু আল্লাহ যখন আমাদের নবীকে প্ররণ করলেন, তখন বললেন :

لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

'বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী রূপে।' (সুরা ফুরকান: আয়াত-১)

তুমি সমগ্র বিশ্বজগতের নবী। আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক রহমত বানিয়েছেন। তিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমত। আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক যখন নবুয়ত দান করলেন, তখন ঘোষণা দিলেন:

كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

'সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।'

(সুরা সাবা: আয়াত ২৮)

আল্লাহ পাক আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-কে তাবৎ বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com


তিনি শুধু মানুষেরই নবী নন–জীন জাতির নবী নন। তিনি নবীদেরও নবী।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ

'আমি যখন এক দল জিনকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছি।'

(সুরা আহকাফ: আয়াত-২৯)

তিনি শুধু সাধারণ মানুষ আর জীন জাতির নবী নন। তিনি নবীদেরও নবী।

اَنَا نَبِيُّ الْاَنْبِيَاءِ

'আমি নবীদের নবী।'

'শুধু নবীদের নবী নন– তিনি জড় পদার্থেরও নবী।'

পাথর একটি প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু আমাদের নবীজি (সা.) যখন পাথরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন পাথর বলে উঠত:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ

'নিষ্প্রাণ পাথর বুঝে ফেলত ইনি আল্লাহর রাসুল।'

তিনি যখন গাছের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেন, তখন গাছ বলত, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ। গাছও জেনে ফেলত, এই যে যিনি যাচ্ছেন, ইনি আল্লাহর রাসুল।

### নবীজির প্রতি গাছের ভালবাসা

আল্লাহর রাসুল (সা.) এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটি গাছ দ্রুত গতিতে ছুটে এল। দেখে সাহাবাগণ বিস্মিত হলেন যে, এ কী! গাছটা এখানে কিভাবে এল! গাছ মাটির বুক চিরে দ্রুত গতিতে ছুটে এলো। নবী (সা.) -এর উপর ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পরে অবার দ্রুত গতিতে নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন।

নবীজি (সা.) চোখ খুললে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আজ আমরা বিস্ময়কর একটি ঘটনা দেখলাম।

নবীজি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখেছ?

www.BANGLAKITAB.com


আবু হুরাইরা (রা.) বললেন, ঐ গাছটির প্রতি তাকিয়ে বললেন, গাছটি আমার থেকে দূরে ছিল। সে আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করেছে, হে আমার মাওলা, তোমার হাবীব এত কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে আর আমি তার সাক্ষাত লাভে ধন্য হব না, এতো হতে পারে না। তুমি আমাকে অনুমতি দাও; আমি তার সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে চাই।

আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন। ফলে সেখান থেকে ছুটে এসেছে এবং আমাকে দেখে নিজের চোখ দু'টোকে শীতল করেছে। পরে নিজ জায়গায় ফিরে গেছে।

তো গাছেরা জানে, ইনি কেমন শাহেনশাহ্ রাসুল। গাছেরাও জানে ইনি কেমন মহান রাসুল।

## প্রাণীরাও নবীজি (সা.)-কে সম্মান করতেন

নবীজি (সা.) প্রাণিদের নবী ছিলেন। এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার উটটি অবাধ্য হয়ে গেছে। মাতাল হয়ে গেছে।

উট যখন মাতাল হয়ে যায়, তখন সিংহের চেয়ে বেশি হিংস্র ও বিপদজনক হয়ে ওঠে। নবীজি (সা.) বললেন, ঠিক আছে চল।

আল্লাহর রাসুল (সা.) বেদুঈনকে নিয়ে হাঁটা দিলেন। উটটি এক বাগানে বাঁধা ছিল। নবীজি (সা.) বললেন, বাগানের দরজা খুলে দাও। বেদুঈন আঁতকে উঠে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! উট আপনার ক্ষতি করে ফেলবে! নবীজি (সা.) বললেন, তুমি দরজাটা খুলে দাও। বেদুঈন ছুটে গিয়ে বাগানের দরজা খুলে দিল। নবীজি (সা.) ভেতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, উটটির মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। যেইমাত্র নবীজি (সা.)-এর উপর উটের চোখ পড়ল, সাথে সাথে তীরের মত সোজা হয়ে হয়ে এগিয়ে এসে মাথাটা নবীজি (সা.) এর পায়ের উপর মাথা রেখে দিল। নবীজি (সা.) উটটিকে রশিতে বাঁধলেন এবং রশির অপর মাথা বেদুঈনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ তোমার অবাধ্য হবে না। আরেকটি উট দূরে এক স্থানে লাফালাফি করছিল। নবীজি (সা.) যখন তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং নবীজির উপর তার চোখ পড়ল, তখন সেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল এবং নবীজি (সা.)-এর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। নবীজি (সা.) বললেন রশি আনো।

www.BANGLAKITAB.com


রশি আনা হল। নবীজি (সা.) উটটিকে বাঁধলেন এবং বললেন, এই নাও। এই উট কোন দিন তোমার অবাধ্য হবে না।

জন্তুরাও জানে, ইনি আল্লাহ্‌র রাসুল। ইনি সমগ্র জগতের রাসুল। ইনি সমস্ত মানুষের রাসুল। ইনি সর্বকালের রাসুল। ইনি আল্লাহর পিয়ারা রাসুল।

## গাধার নবীপ্রেম

যখন খয়বার জয় হল এবং মালে গনিমত হাতে এলো, তখন তার মধ্যে একটি গাধা ছিল। গাধাটি নবীজি (সা.) এর দিকে এগিয়ে এসে অবস্থার ভাষায় বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুলীন গাঁধা।

নবীজি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিভাবে?

গাধা বলল, আমার পিতৃপুরুষদের পিঠে নবীগণ সওয়ার হয়েছেন। আমি আমার বংশের প্রজন্ম। আপনি আমাকে আপনার ভাগে রাখুন।

নবীজি (সা.) বললেন, ঠিক আছে। তিনি গাধাটিকে নিজের ভাগে নিয়ে নিলেন। তিনি সেটিতে সওয়ার হতেন। গাধাটির নাম ছিল 'ইয়াফুর।'

যদি কখনও এমন হত যে, কাছে কেউ নেই। অথচ কোন সাহাবীকে ডাকতে হবে, তখন নবীজি (সা.) গাধাটিকে বলতেন, যাও তো আবু বকরকে ডেকে নিয়ে আসো।

গাধা ছুটে যেত এবং গিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত করত। তখন ঘরের লোকেরা ভয় পেয়ে যেত যে, কি হল এমন হচ্ছে কেন! কিন্তু দরজা খুললে দেখা যেত যে, ইয়াফুর দাঁড়িয়ে আছে। তাতে বুঝে নিতেন রাসূল (সা.) আমাকে যেতে বলেছেন।

যেদিন নবীজি (সা.) এর ওফাত হল। ইয়াফুরের সেদিনকার ক্রন্দন ছিল দেখবার মত। জন্তুটি জ্ঞান শূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি তার স্থিরতা আর ফিরে আসেনি। সেই অবস্থায় সে একটি কুপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে জীবন দিয়ে দিল।

আল্লাহর রাসুল (সা.) জান্নাতের পথ দেখাতে এসেছেন, যার নবুয়াতের সামনে সবাই মাথা নত করেছিল।

নবীজি (সা.) যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সে দিন এক সমুদ্রের মাছেরা আরেক সমুদ্রের মাছদের মুবারক জানিয়ে ছিল যে, বিশ্ব নবী তিনি এসে পড়েছেন।

www.BANGLAKITAB.com


সমস্ত জগতের প্রতিমারা ভূতলে লুটিয়ে পড়েছিল। রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে গিয়েছিল। কারণ, দোজাহানের বাদশা এসে পড়েছেন। বিশ্ব নেতার আগমন ঘটে গেছে।

## জমিনের প্রাণীও স্বাক্ষী দিল নবীর নবুওয়াতের

এক বেদুঈন একটি মৃত গুই এনে নবীজি (সা.)-এর সামনে নিক্ষেপ করল। কাকলাশ থেকে দশগুণ বড় একটা জীব। দেখতে ঠিক কাকলাশের মত। কিন্তু সাইজে দশগুণ বড়। যে যাযাবরদের কোন ধর্ম থাকে না, তারা আজও গুই ধরে-ধরে খায়। আরবরাও গুই খেত। কিছু আরব এখানো খায়।

বেদুঈন গুইটি স্বীকার করে এনেছে। সে মৃত যন্তুটি নবীজির দিকে ছুঁড়ে ফেলে বলল, এটি যদি বলে আপনি নবী, তাহলে আমি মেনে নেব। বলেই লোকটি দাম্ভিকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাণী তো আর কথা বলতে পারবে না। তাছাড়া এটি মৃত। আমি দেখতে চাই, এই মৃত প্রাণীটি কিভাবে আপনার নবী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

নবীজির (সা.) সামনে পড়ে থাকা মৃত গুইটির প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'ওহে গুই'! সাথে সাথে গুইটির চোখ খুলে গেল। মাথাটা উপরে তুলল। তারপর স্পষ্ট আরবী ভাষায় উত্তর দিল:

لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

'আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসুল!'

নবীজি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন: مَنْ تَعْبُدُ؟ 'তুমি কার ইবাদত কর? তোমার রব কে?" সে উত্তর দিল:

مَنْ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ فِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ فِى النَّارِ عِقَابُهُ.

'আমি সেই সত্তার ইবাদত করি- আকাশে যার আরশ। পৃথিবীতে যাঁর রাজত্ব, সমুদ্রে যাঁর পথ। জাহান্নামে যার শাস্তি।

www.BANGLAKITAB.com


নবীজি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন: مَنْ اَنَا 'বলো তো আমি কে?

ওই বলল- اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ 'আপনি বিশ্বজগতের প্রভুর রাসুল এবং শেষ নবী।'

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

'যে আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিল, সে সফল হলো। আর যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে বিফল হল।' (সূরাতুশ শামসি: আয়াত ৯-১০)

এমন রাসূল পাওয়ার পরও যে-উম্মত তাঁর আদর্শ পরিত্যাগ করে অন্যদের পথ অবলম্বন করে, তারা ধ্বংস হবে না তো কি হবে?

মুলতানে এমন একটি ঘটনা দেখান, যেটি আমার নবীর আদর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এমন একটি পরিবার আমাকে দেখান, যেটি আমার নবীর আদর্শ অনুসারে সুন্নাতের পরিবর্তে কুসংস্কার ও বিজাতীয় সভ্যতার অনুসরনে চলে না?

'এই গায়ে হলুদ'। 'এই গান বাজনা' এই আলোকিত সাজ'। আরো কত কি রকম-সংস্কৃতি! এসব কি নবীর আনুগত্যের দাবি? যদি পুত্র পিতাকে গালি দেয় আর বলে, আমি তোমার খুব অনুগত তাহলে বিষয়টি পাগলামি সাব্যস্ত হবে না?

আমরা নবীর অবাধ্যতা করি আর দাবি করি, আমরা নবীর দাসানুদাস। দাবি করি, আমরা আশেকে রাসুল! এর নাম কি এশকে রাসূল? এর নাম কি নবী প্রেম?

## সুন্নাতী বিবাহ ও সফলতা

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহ কিভাবে হয়েছিল? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা। সবচেয়ে মর্যদাসম্পন্না নারী। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর স্নেহের পাত্রী। কলিজার টুকরা। হৃদয়ের অংশ।

নবীজি (সা.) বললেন, ফাতেমা আমার হৃদয়ের অংশ। যে একে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। এমন মমতা যে, তিনি যখন জেহাদের জন্য গমন করতেন, একে একে সব ক'জন স্ত্রীর সাথে দেখা করে যেতেন। কন্যা ফাতেমার সাথে দেখা করতেন সকলের শেষে।

www.BANGLAKITAB.com


যখন ফিরে আসতেন, তখন সর্ব প্রথম দেখা করতেন ফাতেমার সাথে। স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করতেন পরে। কেন? যাতে ফাতেমার সাথে বিরহের সময়টা কম হয়। এমন ভালবাসতেন নবীজি (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.) কে। যাঁর দুই পুত্র হাসান হুসাইন (রা.) জান্নাতী যুবকদের নেতা। তার বিয়ের অনুষ্ঠান দেখুন। নবীগণের পর এমন কোন দম্পতি দুনিয়াতে আসেনি। কেমন স্বামী আর কেমন স্ত্রী।

তাদের বিবাহটা দেখুন। যদি 'গায়ে হলুদ' হয়ে থাকে, তাহলে দেখান। যদি 'মেহেদি উৎসব' হয়ে থাকে, তাহলে দেখান। যদি গান-বাজনা হয়ে থাকে, তাহলে দেখান।

আমার ভাই ও বোনেরা!

বলে, এসব না করলে নাক-কান কাটা যাবে। এসব না করলে মানুষ কি বলবে? সেই নাক কেটে ফেল, যেই নাক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইজ্জতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আল্লাহকে নারাজ করে। কত বড় অবিচার নিজের উপর! যেলোক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইজ্জতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, তার ঘাড় উঁচু রাখার কোন অধিকার নেই।

এই ঘাড় উঁচু রাখার জন্য বলে, এসব না করলে মান থাকবে না। মানুষ মন্দ বলবে। মানুষ তো আল্লাহকে ছাড়েনি। মানুষ আল্লাহকে মানুষের জনক সাব্যস্ত করেছে? তা আমাদেরও ছাড়বে কেন?

সাদাসিদা এক অনুষ্ঠানে মসজিদে বিবাহ হচ্ছে। এমন এক অবস্থায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর নিজের একটা ঘরও নেই।

## জীবনের চাকা হল আখলাক

আমরা জিজ্ঞাসা করি ছেলেটা কি করে? এটা কি দেখি না যে, ছেলেটা কেমন? তার চরিত্র কেমন। আদর্শ কিরূপ? জীবনধারা কেমন? এসব আমরা দেখি না। জিজ্ঞাসা করি ছেলে কি করে?

যদি উত্তর পাওয়া যায়, বড় কোন চাকুরি করে বা বড় একটা ব্যবসা আছে। আর তাতে মোটা অংকের কামাই হয়, তাহলে বলি ব্যাস, ঠিক আছে। এই বিবাহ হতে পারে। আরে এটা তো দেখবে যে, মানুষ না অন্য কিছু। মেয়েরা তো অর্থ দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে না। মেয়েরা জীবন-যাপন করে চরিত্র দ্বারা।

www.BANGLAKITAB.com


কোটি টাকার মালিকদের বাংলোয় গিয়ে কান পেতে থকো। শুনবে সেসব অট্টালিকার দরজা-জানালাগুলো কাঁদছে। কারণ, তাদের অধিবাসিরা জীবন শিখেনি। অর্থ বিত্তের প্রাচুর্য দেখে বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু শীতল আগুন সংসারটিকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দিল!

অর্থের পথে জীবনে সুখ আসে না। জীবনে সুখ আসে চরিত্রের পথ ধরে। পারিবারিক অশান্তি গরীবের তুলনায় ধনীদের ঘরে বেশি। সংসার ভাঙ্গে গরিবের তুলনায় ধনীদের বেশি।

**কেয়ামতের দিন উত্থিত হওয়া**

আমার ভাইয়েরা!

জমি যেমন বীজকে বাইরে বের করে দেয়, তেমনি একটি দিন এমন আসবে, যেদিন মুলতানের মাটি মানুষগুলোকে বাহির করে দেবে।

আর–

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

'সে দিন মানুষ দ্রুত গতিতে যার যার কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।' (সুরা মাআরিজ: আয়াত ৪০)

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

'মানুষ এক মহানাদ ছাড়া আর কিছুর অপেক্ষা করছে না।' (সূরা ইয়াছিন: আয়াত ৯)

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا

'সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেওয়া হবে।' (সূরা ফুরকান: আয়াত ২৫)

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

'আধিপত্য সে দিন আল্লাহরই থাকবে।' (সূরা হাজ্জ: আয়াত: ৬৫)

আজ তোমাদের রবের শাসন দেখে নাও কত শক্তিশালী।

www.BANGLAKITAB.com


إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

'পৃথিবী যখন চূর্ণবিচূর্ণ হবে এবং তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশগণও।' (সূরা ফাজর: আয়াত ২১-২২)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

'সে দিন আল্লাহর আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করবে।'

(সূরা হাক্কাহ: আয়াত ১৭)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সে দিন আমি পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সে দিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব এবং তাদের একজনকেও অব্যাহতি দেব না।' (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৪৭)

জম্মু-কাশ্মির তো দূরের কথা, হিমালয় পাহাড় সরে যাবে। পৃথিবীটা নগ্ন হয়ে যাবে। আমাদেরকে সেখানে একত্রিত করা হবে।

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

'যেমনটি তোমাদের আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি।'

কী অর্থ? শরীরে একটি সুতাও থাকবে না, নগ্নদেহ।

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হায়, আমরা বেপর্দা হয়ে যাব। নবীজি (সা.) বললেন:

الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ

'পরিস্থিতি এর চেয়ে ভয়াবহ হবে।'

শোন আয়েশা, কেউ কাউকে দেখবে না। এমন কঠিন ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে যে, কোটি কোটি নারী পুরুষের সমাগম হবে কিন্তু আল্লাহর কসম, কেউ কাউকে এক নজরও দেখতে পাবে না। সবাই নিজের ভাবনায় এতই বিভোর হয়ে থাকবে।

www.BANGLAKITAB.com


تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

'সে দিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।' (সূরা ইবরাহীম: আয়াত ৪২)

চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। কলিজা শুকিয়ে যাবে। অস্থিরতা কাবু করে ফেলবে। শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকবে। পা দু'টো দেহের ভার বহনে অপারগতা প্রকাশ করবে। কিন্তু আজকের এই দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর সামনে। আল্লাহ স্বয়ং আসবেন। এখনই আদালত বসবে। একটু পরই পাল্লা বসানো হবে। এখানেই জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হবে। আরশ নিয়ে আল্লাহ এখনই আসবেন। এখনই হিসাবের পাল্লা শুরু হবে। সবাই ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আল্লাহ এসে হাজির হবেন।

وَجَاءَ رَبُّكَ

'তোমার রব এসে হাজির হবেন।' (সূরা ফাজর: আয়াত ২২)

আল্লাহ এসে পড়েছেন আরশসহ।

أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

জান্নাতকে মুত্তাকিদের নিকটবর্তী করা হবে।' (সূরা শু'আরা: আয়াত ৯০) জান্নাত এসে হাজির হবে। তাকে টেনে নিয়ে আসা হবে সকল সুঘ্রাণ ও সুবাসসহ।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

'পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে জাহান্নামকে।' (সূরা শু'আরা : আয়াত ৯১)

জাহান্নাম এসে পড়বে। তাকে টেনে নিয়ে আসা হবে। তার ধোঁয়া, আগুন আঙ্গার, পাথর ও সাপ বিচ্ছুদেরসহ।

www.BANGLAKITAB.com


## জাহান্নামের কঠিন শাস্তি

আমার ভাই ও বোনেরা!

জাহান্নাম এমন কোনো হাজতখানা নয় যে, সেখানে দু'চারদিন রেখে সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার আগুন তো এমন যে, তার একটি লোটা যদি সাত সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সব কয়টি সমুদ্র টগবগ করতে শুরু করবে।

তার মধ্যে মানুষ ওলটপালট হতে থাকবে। পুরুষেরা ওলটপালট হতে থাকবে। মহিলারা ওলট-পালট হতে থাকবে।

যেমনটি হাড়িতে ফুটন্ত পানির মধ্যে চাল উলটপালট করতে থাকে। হাড়ির ঢাকনা সরিয়ে চালগুলো কিভাবে ফোঁটে দেখে নিবেন। জাহান্নামে পুরুষ এবং মহিলারা ঠিক সেইভাবে ফুটতে থাকবে।

পারবে কি মানুষ এমন শাস্তি সহ্য করতে?

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

'মানুষ জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছোটাছুটি করবে।

(সূরা আর রহমান: আয়াত ৪১)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণে। তাদের পাকড়াও করা হবে তাদের মাথার ঝুটি ও পা ধরে।' (সূরা আর রহমান : আয়াত ৪১)

ফেরেশতারা জাহান্নামীদের কপাল ও পায়ে ধরে একত্রিত করে ফেলবে, যেমনটি আমরা কোন কাঠের মাথাকে একত্রিত করে থাকি। ঘাড় ও পা দুটোকে এক সাথে মিলিয়ে বেঁধে ফেলবে। তাতে কোমর ভাঙ্গবে না। বরং ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যাবে। তারপর জাহান্নামের ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর যদি আল্লাহ পাক বের করেন, তাহলে বের হওয়ার সুযোগ আছে। অন্যথায় কোন সুযোগ থাকবে না।

www.BANGLAKITAB.com


## কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা

সেই দিনটি এমন এক ভয়াবহ দিন যে–

শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। মায়েরা আপন সন্তানকে ভুলে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে ভুলে যাবে। স্ত্রী স্বামীকে ভুলে যাবে। পিতা সন্তানকে ভুলে যাবে। ভাই ভাইকে ভুলে যাবে। জাহান্নামের গ্রাস আসছে। জান্নাতের সুঘ্রাণ আসছে। পুলসিরাত এসে পড়ল বলে পাল্লা দুলছে। আল্লাহ এসে পড়েছেন। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ফেরেশতারা পাহারা দিচ্ছে।

আল্লাহ বলেন, আমি দুনিয়াতে তোমাদেরকে চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করছি। তোমরা কে কি বলছ নিরবে শুনছি। তোমরা মনে করছ, আমাদের রব উদাসীন, তিনি কিছুই জানেন না।

কিন্তু বাস্তবতা হল আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি। আজ হিসাব দিতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আজ নারীরাও আসবে। শিশুরাও আসবে। বৃদ্ধারা আসবে। আজ রাজাও আসবে। প্রজাও আসবে। ধনীও আসবে, গরীবও আসবে।

ফেরেশতারা একজন একজন করে পুরুষ, একজন একজন নারীকে এনে আল্লাহর সামনে দাঁড় করাবে। আল্লাহপাক তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, বল, এই দিনের জন্য কি করে এসেছ? যদি প্রস্তুতি নিয়ে এসে থাক, তাহলে রেহাই আছে। অন্যথায় ধ্বংসের দরজা খুলে দেওয়া হবে।

আমার ভাই ও বোনেরা!

তাবলীগ জামাত এই মেহনতটাই করছে যে, মৃত্যুর আগে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার সামান তৈরি করে নাও। এমন যেন না হয়ে যে, উদাসীনতার মধ্যে তোমাকে তুলে নেওয়া হয়।

আল্লাহ পাক নিজে হিসাব নিতে আসছেন। সম্মুখে মুলতানের কারাগার নয়। নরোয়ারের বাংলো নয়। আছে হয়তো জান্নাতের সেই ঘর, যাকে আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করেছেন। আছে এমন কারাগার, যার একটি আঙ্গারকে যদি পৃথিবীর পাহাড়গুলোর উপর রাখা হয়, তাহলে সমস্ত পাহাড় বরফের মত গলে কালো পানিতে পরিণত হয়ে যাবে।

www.BANGLAKITAB.com


## জাহান্নামীদের পোষাক

কিছু লোক এমন হবে যে, যাদের নেকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, অমুকের পুত্র, অমুকের কন্যা অমুকের নেক আমল হালকা প্রমাণিত হয়েছে এবং এরা বিফল হয়েছে। এবং এরা কোন দিন জান্নাত দেখতে পারবে না।

এই ঘোষণার সাথে সাথে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের পোষাকের কথা শুনুন। জাহান্নামীদের পায়জামা পরানো হবে কীসের?

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

'তাদের পায়জামা হবে আলকাতরার।' (সূরা ইবরাহিম: আয়াতাংশ ৫০)

আলকাতরার পায়জামা পড়ানো হবে। কীসের?

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

'আগুনের জামা। (সূরা হাজ্ব : আয়াত ১৯)

মাথার উপর দোপাট্টা থাকবে। পাগড়ী বেঁধে দেওয়া হবে। কীসের?

تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

'আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। (সূরা ইবরাহিম, আয়াতাংশ ৫০)

মাথার উপরেও আগুন চড়ে যাবে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। কোথায়?

اِلٰى جَهَنَّمَ

'জাহান্নামের দিকে।' (সূরা আল-ইমরান: আয়াত ১২)

ওখানকার ঘর কেমন?

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

'আগুন, যার বেষ্টনি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে। (সূরা কাহাফ : আয়াত ২৯)

ঘর হবে আগুনের। ওদের জন্য খাট বিছিয়ে দাও। কীসের?

www.BANGLAKITAB.com


لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

'তাদের বিছানা হবে জাহান্নামের। (সূরা আরাফ : আয়াতাংশ ৪১)

আঙ্গার একত্রিত করে খাট তৈরি করা হবে। তাতে আগুনের বিছানা পেতে দেওয়া হবে।

مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

'তাদের ওপর আচ্ছাদনও হবে আগুনের।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত ৪১)

لَهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ

তাদের জন্য থাকবে তাদের উপর আগুনের আচ্ছাদন।'

(সূরা যুমার : আয়াত ১৬)

وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

'নিচেও থাকবে আচ্ছাদন।' (সূরা যুমার : আয়াত ১৬)

ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ

'এর দ্বারা আল্লাহ তাদের বান্দাদের সতর্ক করেন।' (সূরা যুমার: আয়াত ১৬)

উপরে আগুন নিচেও আগুন।

যদি মুলতানে বসে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে, তাহলে আজ এই দিনটি দেখতে হত না।

**কবরের চিন্তা**

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করার সময় না আমাদের থেকে পরামর্শ নিয়েছেন, না আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, না আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন'

www.BANGLAKITAB.com


তাঁর ইচ্ছা হলো আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন। তারপর কাউকে পুরুষ বানিয়েছেন। আমরা এদিকে পুরুষ বসে আছি। ওদিকে পর্দার আড়ালে মহিলারা। আমরা কেউই দাবি করিনি, আবেদন জানাইনি যে, আমাকে পুরুষ বানানো হোক, আমাকে নারী বানানো হোক। আল্লাহপাক নিজেই যাকে খুশি পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে খুশি নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন।

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

'তারপর আমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন।'

আমরা আবেদনও জানাইনি যে, আমাকে এই জাতীতে, এই গোত্র বা এই বংশে সৃষ্টি করা হোক।

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সৃষ্টিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে অসহায়। এখানে আমাদের কোনই হাত নেই। না উচ্চতায়। না রং রূপে। না কাঠামোতে। না লিঙ্গ পরিচয়ে। না বংশ-গোত্রে।

দুনিয়াতে আগমন করে চোখ খুলে এক সময় জানতে পারলাম, আমি ছেলে, আমি মেয়ে। আমার এই বংশ, এই আকার।

তারপর যখন কিছু বুঝ-বুদ্ধি হলো, তখন ডানে বায়ে সামনে পিছনে একটি জগত দেখতে পেলাম।

এক জগত তো সেটি ছিল, যেখানে আমি নয় মাস কাটিয়ে এসেছি। তার কোন নির্দিষ্ট সময় আমার মনে নেই।

তারপর এই জগতে এলাম। তখন এটাকে খুব মনোরম দেখতে পেলাম।

উপত্যকাও আছে। পাহাড় আছে। শ্যামলাও আছে। শুভ্রতাও আছে, সাদা পাহাড়। কালো পাহাড়। কোথাও বিশাল-বিস্তৃত মাঠ। কোথাও ফুলের বাগান। কোথাও পাখির কলতান। কোথাও পশুর চেঁচামেচি।

## মৃত্যুর জন্য আর্তনাদ

এসব আমার ভাল লাগত। আমি খুব প্রীত হলাম। আনন্দে মনটা আমার নেচে উঠল। দুনিয়াটা ভাল লাগতে শুরু করল। হঠাৎ কোন এক ঘর থেকে বিলাপের সুর ভেসে এল। এক সঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কান্নার রোল

www.BANGLAKITAB.com 

উঠলো। আমার নিষ্পাপ মস্তিষ্কে প্রচন্ড একটা ধাক্কা লাগল। মনে প্রশ্ন জাগল, এ আবার কি ঘটল? বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা এভাবে কাঁদছে কেন? উত্তর পেলাম, অমুক মারা গেছে বেটা!

মৃত্যু কি জিনিস? এমন সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘর তৈরি করে, এত সম্পদের পাহাড় গড়ে মানুষ মরে যায় কেন? সবকিছু ফেলে মানুষ কবরে যায় কেন?

মৃত্যু কি জিনিস? মৃত্যু আল্লাহ পাকের অমোঘ এক বিধান যে, এ জগতে থাকা যাবে না। এই জগত থাকার জায়গা নয়।

এটি প্রতারণার ঘর। এটি গন্তব্যে রওয়ানার আগে জড়ো হওয়ার মাঠ। এটি সড়ক, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ।

এটি স্টেশন–যেখানে মানুষ গন্তব্যে পৌছানোর অপেক্ষায় কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে মাত্র। যেখানে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য বসে। কিন্তু বাস করে না, বাসা বাঁধে না। এখানে বসে মানুষ গন্তব্যের কথা ভাবে।

যার গন্তব্য যত দূর হয়, তার চাকা তত দ্রুত ঘোরে। দূরের যাত্রি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে না।

একটি অবুঝ শিশু কতগুলো মানুষের আর্তনাদ শুনলো। কয়েকজনকে দেখল, তারা কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে, কাপড় ছিঁড়ছে।

কয়েকজনকে দেখলো তারা হাতের চুরিগুলো ভেঙ্গে ফেলছে। কয়েকজনকে দেখল, তারা সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকজনকে দেখল, তাদেরকে পানি পান করাচ্ছে।

সে নির্বাক হতভম্ভ হয়ে দেখতে লাগল। এই সুন্দর ঘরটিতে এই বিলাপ কিসের? এই ক্রন্দন কিসের? মানুষ এভাবে কাঁদে কেন?

সে দেখল, তারা বাবা-মা, দাদা-দাদি, নান-নানি, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, ও খালা-ফুফুরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের চোখের আলো হারিয়ে গেছে। তাদেরও চোখে পানি টলমল করছে।

আর একটি সরব অস্তিত্ব নিরব হয়ে শুয়ে আছে। রাসুলের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দাফন করার পর হযরত আলী (রা.) ডাকলেন:

يَا فَاطِمَةُ!

'হে ফাতেমা!'

www.BANGLAKITAB.com


কোন জবাব নেই। আবার ডাকলেন :

يَا فَاطِمَةُ!

'হে ফাতেমা!'

এবারও কোন উত্তর নেই। কোন সাড়া নেই।

এবার তিনি আবৃত্তি করলেন :

مَالِيْ قَطُّ عَلَى الْقُبُوْرِ مُسَلِّمًا • قَبْرُ الْحَبِيْبِ فَلَا يُرَدُّ جَوَابُ

'কি ব্যাপার যে, ফাতেমাকে কখনো রাতে ডাকলে বলত, লাব্বাইক।' ঘুমন্ত অবস্থায় ডাকলে ধরমর করে উঠে বসে পড়ত। কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ডাকলে কাজ ফেলে ছুটে আসত। গরমে শীতে যখনই ডাকতাম, মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এসে সামনে এসে দাঁড়াত। আজ কী হল, আমি ডাকছি সে কোনই উত্তর দিচ্ছে না! হলোটা কি আজ!

قَبْرُ الْحَبِيْبِ فَلَا يُرَدُّ جَوَابُ

ওতো আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু আজ তার কোন জবাব আসছে না কেন? পরে তথ্য বের হল :

لِكُلِّ اِجْتِمَاعٍ مِنْهُمْ خَلِيْلَيْنِ فُرْقَةٌ • وَكُلُّ الَّذِيْنَ قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيْلٌ

দুই বন্ধুর মিলন একদিন বিরহে পরিণত হবেই, মৃত্যুর আগে মিলনের সময় কাল অতিঅল্প।

তথ্য বেরিয়ে এল, দুনিয়ার এই জীবন একটি প্রতারণা। আমি আর সে এই যেখানে বাস করতাম, এখনও তো দু'জনের এক সঙ্গে বসা হলো না। তার আগেই বিরহ হয়ে গেল। মৃত্যু আমাদেরকে আলাদা করে দিল। তাকে মাটির তলে চাপা দিয়ে দিল, আর আমি জীবিত দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাছে রহস্য খুলে গেছে।

اِنَّ افْتِقَادِيْ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَا • دَلِيْلٌ عَلَى اَنْ لَّا يَدُوْمَ خَلِيْلُ

আহমাদ (সা.)-এর পর আমার ফাতেমাকে হারানো প্রমাণ করে, কোন বন্ধুই চিরকাল থাকবে না।

www.BANGLAKITAB.com


প্রথমে আমি বন্ধু মোহাম্মাদ (সা.) কে হারিয়েছি। আজ ফাতেমাকেও হারালাম। আমার বুঝ হয়ে গেছে, এখানে কোন বন্ধুই নিরাপদ নয়।

## দুনিয়া হলো আখিরাত কামইয়ের জায়গা

কোন ঘরই নিরাপদ নয়। অথচ এই ঘরগুলো, এই বাড়িগুলো কত সখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, কয়দিন পরই এই গুলো ছেড়ে চলে যেতে হয়। আপনার আপনজনরা আপনাকে এই সুরম্য প্রাসাদ থেকে বের করে মাটির তলে পোকা মাকড়ের সঙ্গে রেখে আসবে। উপরে মাটি চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে আপনার কোন আর্তনাদ তাদের কানে পৌছতে না পারে।

অথচ শরীরের ঘামঝরা অর্থ দ্বারা মনের মাধুরি মিশিয়ে কত যত্নের সাথে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। মৃত্যুর পর কবরে নীত হওয়ার সময় যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, ওহে! আমার সাধের বাড়ি থেকে বের করে আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তাহলে আপনজনরা উত্তর দিবে, এইটা দুনিয়ার রীতি যে, মৃতকে কেউ ঘরে রাখে না। দুনিয়া মৃতের থাকার জায়গা নয়। এটা জীবিতদের আবাস। আমরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, এখন তোমার সেটিই আবাস। আপনজনরা এমন ভাব দেখাবে, যেন তাদের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক ছিল না। আপনি তাদের আপন নন, তারা আপনার আপন নয়।

একটি সময় এমন আসবে, এই বাড়ির মালিককে কেউ আর স্মরণ করবে না, যে এই বাড়িটি তৈরি করেছিল।

তারা আপনার কবর ভুলে যাবে। তারা আপনার নাম ভুলে যাবে। ভুলে যাবে একদিন আপনি তাদের কেউ ছিলেন। ভুলে যাওয়া এই জগতের স্বভাবের অংশ। যার অবদানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তাকে স্মরণ না রাখা দুনিয়ার চরিত্রের অংশ।

মানুষ অনেক সময় বলে, মরতে-মরতে বেঁচে গেলাম। আরে একদিন বাঁচতে বাঁচতে মরে যাবেন সেই খবর আছে কি? আমার ভাইয়েরা, আমরা বাঁচতে বাঁচতে একদিন মরে যাব। ঐ দেখুন, খাটিয়ায় চড়ে কে একজন কবরে যাচ্ছে।

www.BANGLAKITAB.com


একদিন আমাদেরকেও খাঁটিয়ায় তোলা হবে। বিশাল বিশাল মনোরম অট্টালিকা ত্যাগ করে, সুদৃশ্য মনোরম গালিচা ছেড়ে, সম্পদের পাহাড় পরিত্যাগ করে, একদিন আমাদেরকে মাটির ঘরে শুইতে হবে। মাটির বিছানায় ঘুমাতে হবে।

আমরা, মাটির চাদর মুড়ি দিয়ে এমনভাবে নিথর হয়ে যাব, যেমনটি প্রদীপ জ্বলতে-জ্বলতে এক সময় নিভে যায়। নিজের অস্তিত্ব এমনভাবে মুছে যাবে, যেন ছিলামই না কখনও।

## জীবনের চিন্তা

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا.

'জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক সম্পর্ক, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতিত আর কিছুই নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়'।

আল্লাহ পাক এই জগতের কি সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন, তোমরা কি দেখছ না, একজন কৃষক তার খামারকে কিভাবে প্রস্তুত করে? এক সময় তা সবুজে ভরে উঠে। কিন্তু পরে আবার পীতবর্ণ ধারণ করতে শুরু করে। তারপর শুকিয়ে যায়।

তো কাল যে কৃষক নিজে লাঠি হাতে চড়ুই তাড়াত, কাক তাড়াত, মানুষ তাড়াত; সেই কৃষকের হাতে লাঠির পরিবর্তে কাঁচি উঠে আসে। ক্ষেতের শষ্য ছড়াগুলো কাটতে শুরু করে।

এক সময় যাকে সবুজ সতেজ করে তোলার জন্য গোড়ায় পানির সেঁচ দিত, তার গোড়ায় কাঁচি চালাতে শুরু করে। গাছগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে শস্যের দানাগুলো বের করে নেয়।

www.BANGLAKITAB.com


তো নিজের ঘামে-শ্রমে গড়া ফসলকে কৃষক যেমন বাতাসে উড়িয়ে দেয়, তেমনি আমিও এই তৈরিকৃত বাড়িঘর ও দালানকোঠা থেকে তোমাদেরকে উড়িয়ে নেব।

তোমরা যেমন গমের ভূষিকে বাতাসে উড়িয়ে গম আর ভূষিকে আলাদা করে ফেল, তেমনি আমিও তোমাদের সম্পদ থেকে তোমাদেরকে আলাদা করে ফেলব। এখানে কে এসেছিল, আর কে এটি নির্মাণ করেছিল তার কোনোই পরোয়া করব না।

চেঙ্গিস খাঁন বলেছিল, আমার সন্তানরা বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করবে। বড় বড় প্রাসাদে রাত কাটাবে। কিন্তু তাদের এই কথাটা মনেও থাকবে না যে, এক বুড়ো তাদের জন্য রক্ত দিয়ে এই সাম্রাজ্য গড়েছিল।

মৃত্যু এমন এক অটল বাস্তবতা যে, জগতের সব নেশা বের করে দেয়। এই জগত খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সম্পদ কত উপার্জন করবেন?

কবে পর্যন্ত কামাবেন?

কোনো পরিসীমা আছে কি?

এক জায়গায় গিয়ে তো থেমে যাওয়া দরকার।

থেমে আখেরাতের কিছু ভাবনা তো ভাবা দরকার।

নিত্য নতুন প্রোগ্রাম।

নতুন-নতুন পরিকল্পনা।

একটি পরিকল্পনা আছে, যেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে, যেটি আমাদেরকে দ্রুততার সাথে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এক দিকে উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে, অপর দিকে আমাদেরকে গভীর এক গর্তের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরি হচ্ছে। ওদিকে কাফনের সাদা কাপড় বাজারে এসে গেছে।

এদিকে উন্নত সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হচ্ছে। ওদিকে কবরে পোঁকা-মাকড় জমিদার সাহেবের মরদেহটি খাওয়ার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে।

www.BANGLAKITAB.com


আপনি সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করছেন না কেন? এ কত শিক্ষার জীবন। সৃষ্টির পরতে-পরতে আমাদের জন্য পরম শিক্ষা রয়েছে।

আপনি কেন ভাবছেন না, লোকটি কি কারণে মারা গেল?

খাটিয়ার উপর সটান হয়ে শুয়ে লোকটি কোথায় যাচ্ছে?

এমন সুন্দর ঘরটি থেকে তাকে কেন বের করা হচ্ছে?

## মৃত্যু কী?

মানুষ এই জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তো সামনে কি অপর কোন জীবন আছে? নাকি এখানেই শেষ? মরে গেল, আমরা ক'দিন কাঁদলাম, তারপর সব ভুলিয়ে দিলাম?

আপনারা দেখছেন না, মানুষ বলছে, একে ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে, একে ছাড়া সবই হচ্ছে।

বলে, এক হারিয়ে আমার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু তার ঘরে বাতি জ্বলে, যেন এখানে কেউ মরেনি।

তো এখানে এসে বিবেক নিশ্চুপ হয়ে যায় যে, সামনে কি আছে? কিন্তু মানুষের বিবেক যদি সুস্থ হয়–
আমি বলি মুসলমান যদি না হয়, যদি শুধু বিবেক থাকে। আর বিবেক সুস্থ হয়, তাহলে এমন মানুষও এই জগত থেকে মন সরিয়ে নেয় এবং বলে, অত ঝামেলা করে লাভ কি? ছেড়েই যখন যেতে হবে, এর জন্য জীবন ক্ষয় করব কেন?
যে দেহটা মাটির খোরাক হবে, তাকে সাজানো কি একটা কাজ হলো? যে-অস্তিত্বের পতন ও ধ্বংস অবধারিত, বার্ধক্য যার রূপ সৌন্দর্যকে খেয়ে ফেলবে, তার পিছনে লেগে থাকা, এ-ও কি কোন জীবন হলো?

## তাহলে সিদ্ধান্ত কি?

এখানে এসে শরীয়ত আমাদের রাহবারী করেছে যে, মৃত্যুর পরে একটি জীবন আছে–খেল তামাশা নয়।

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

'মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনিভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে?'

www.BANGLAKITAB.com


হে আমার বান্দা, এই ভাবনা মন থেকে বের করে দাও যে, মৃত্যুর পর প্রতিদান ও শাস্তি নেই।

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ

'মানুষ কি মনে করে, আমি তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারব না?'

হে আমার বান্দা! তুমি কি ভাবছ, মৃতদের কে জীবিত করবে? এই হাড্ডিগুলোকে কে কুড়িয়ে একত্রিত করবে?

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

'হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।'

শুধু তোমার অস্তিত্ব নয়–তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত আমি তোমারটাই তোমাকে ফিরিয়ে দেব। এই ক্ষমতা আমার আছে।

আপনি জানেন, ফিঙ্গার প্রিন্টস এগুলো সব আলাদা আলাদা। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন :

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

তোমার আঙ্গুলের পুরোভাগে লুকিয়ে থাকা ছাপটি আগুনে পুড়িয়ে ফেল। তারপর দেখ, কিয়ামতের দিন আমি তোমারটাই তোমাকে ফিরিয়ে দেব– অন্য আরেকটা নয়। কিন্তু তারপরও তোমরা বিদ্রুপ করছ।

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

'তারপরও তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, কিয়ামত কবে আসবে?' তারপর বলছি, শোন।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

'যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে, সে দিন কিয়ামত হবে।'

তারপর তুমি বলবে أَيْنَ الْمَفَرُّ 'পালাবার জায়গা কোথায়?

www.BANGLAKITAB.com


তুমি বলবে, আমাকে বাঁচাও। আমি কোথাও পালিয়ে বাঁচতে চাই। আমি কোথাও গিয়ে লুকাতে চাই।

তখন আমি বলব :

كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

'না কোন আশ্রয় নেই। সে দিন ঠাই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।' পালাবার দিন শেষ হয়ে গেছে। সাঈদ কলোনি এক আর হাশরের মাঠ আরেক। তোমার পা আজ মাটিতে আটকে গেছে। নড়তে পারবে না। মাটি তোমাকে ধরে রাখবে। এই মাটিতে যে আকর্ষণ আছে, আল্লাহ যদি একে আরো দশগুণ বাড়িয়ে দেন, তাহলে মাটি এখনও আমাদের ধরে রাখবে আর আমরা নড়তে পারব না।

আল্লাহ মাটির আকর্ষণকে ভারসম্যপূর্ণ রেখেছেন বলে আমরা উঠতেও পারছি, বসতেও পারছি।

তো আল্লাহ যদি মাটির আকর্ষণকে দশগুণ বাড়িয়ে দেন, তাহলে কেউ এক পাও তুলতে পারত না।

আল্লাহ বলেছেন, পালানো তো দূরের কথা, আজ নড়তেও পারবে না। তা হলে কি হবে?

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

'সে দিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কি আগে পাঠিয়েছে, কি পিছনে রেখে গেছে।'

বেগম সাহেবরা, তোমরা যা কিছু করেছ, আজ আমি তোমাদের সব দেখিয়ে দেব।

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

'মানুষ নিজের ব্যাপারে সম্যক অবগত।'

আজ তুমি দেখবে তুমি কি কি করেছ।

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

'যদিও না না অযুহাত পেশ করে।'

www.BANGLAKITAB.com


আজ তুমি বহু অজুহাত পেশ করবে যে, আসল ব্যাপার এই ছিল। সমাজ এমন ছিল। পরিবেশ এমন ছিল। মানুষ এমন ছিল। স্ত্রী মানত না। স্বামী মানত না। সন্তানরা বাঁধা দিত।

আজ তোমার বহু ওজর আমার সামনে আসবে। কিন্তু না, কিছুতেই কোন কাজ হবে না। কোন অজুহাত তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

তাহলে মৃত্যুর পরে কি আছে?

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

'নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।'

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

'সকলের জন্য নির্ধারিত আছে তাদের বিচারের দিন।'

সে দিন সকলকে একত্রিত করা হবে।

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

'সেদিন আসবে তোমরা দলে দলে।'

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

'আকাশ খুলে দেওয়া হবে। ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।'

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

'পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে। ফলে সেগুলো মরীচিকা হয়ে যাবে' আর এদিকে :

أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

'জান্নাতকে মুত্তাকিদের নিকটবর্তী করা হবে।'

জান্নাত আসছে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

'পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে উন্মোচিত করা হবে।'

www.BANGLAKITAB.com


জাহান্নাম আসছে।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ

'আমি ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব।'

পাল্লা স্থাপন করা হবে।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

'তোমাদের প্রত্যেকে সেটি (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে।'

পুলসিরাত আসবে।

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

'তোমার রব উপস্থিত হবেন এবং সারি সারি ফেরেশতাও।'
আল্লাহ নিজেই এসে হাজির হবেন তোমাদের মাথার উপর।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

'আটজন ফেরেশতা তোমার রবের আরশকে তাদের উপর ধারণ করবে।'
আটজন ফেরেশতা আল্লাহর আরশকে মাথায় করে তুলে রাখবে। এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে যাবে। যখন আল্লাহর আরশ আসবে, তখন তার শব্দে ও ভয়ে সমস্ত হাশর ময়দান বেঁহুশ হয়ে পড়ে যাবে। কী পুরুষ কি নারী–সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।
সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর হুঁশ ফিরে আসবে। তিনি বলেছেন, আমি দেখব, মুসা আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।
মনে প্রশ্ন জাগবে, তিনি কি আমার আগে হুঁশ ফিরে পেলেন, নাকি বেহুঁশই হন নি। যা হোক, আমি দেখব, তিনি আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর অবশিষ্ট সৃষ্টিজগত দণ্ডায়মান হবে। তারপর আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা আসবে:

يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ اَمْسَكْتُ لَكُمْ

হে আমার বান্দারা ! হে পুরুষেরা! হে নারীরা!
আমি তোমাদেরকে কজা করে রেখেছিলাম।

www.BANGLAKITAB.com


তোমরা যখন সাঈদ কলোনিতে বসবাস করতে, আমি নিরবে তোমাদের দেখেছিলাম। তোমরা যা কিছু করেছ, আমার আয়ত্তের বাইরে কিছুই ছিল না।

اَنْظُرُ اَعْمَالَكُمْ وَاَسْمَعُ اَصْوَاتَكُمْ

তোমরা ঘরে বসে যে কথাটি বলতে, তাও আমি শুনতাম। বাজারে বসে যে-হেরফের করতে, তাও আমি দেখতাম। অর্থের জন্য ঈমান বিক্রি করতে, মিথ্যা কসম খেতে এবং মন্দকে ভাল হিসাবে দেখতে, সবই আমি দেখতাম ও শুনতাম।

اَلْيَوْمَ اَنْصِتُوْالِىْ

'আজ তোমরা চুপ থাক: আমি কথা বলব।'

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ

'আজ আমি তোমাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিব।'

আজ তোমাদের হাত কথা বলবে। নখ কথা বলবে।

একেকটি লোম কথা বলবে।

একেকটি আঙ্গুল কথা বলবে।

একেকটি হাড় কথা বলবে।

একেকটি জোড়া কথা বলবে।

বল, কি কি করেছিলে শুক্রবার দিন।

কি কি করেছিলে শনিবার দিন।

কি কি করেছিলে রাতে ও দিনে।

কি কি করেছিলে বাজারে, দোকানে ও হোটেলে।

সে দিন মুখ বন্ধ থাকবে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে – এই করেছি, ঐ করেছি।

www.BANGLAKITAB.com


আমাদের এই দেহটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এটিই সব চেয়ে বড় গাদ্দার। যাকে আমরা বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি।

যাকে ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। যাকে দামি দামি পোষাক পরিধান করাচ্ছি। যাকে উন্নত ও সুস্বাদু খাবার খাওয়াচ্ছি।

এই দেহ সবার আগে আমাদের সাথে গাদ্দারী করবে। আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে।

অবশেষে আল্লাহ মুখের তালা খুলে দেবেন। বলার অধিকার ফিরে পেয়ে বলবে:

فَسُحْقًا لَّكُمْ

তোমাদের ধ্বংস হোক। তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছ। তোমার খাতিরে আমি কতই না আল্লাহর নাফারমানী করেছি। তোমাদের সুখের জন্য আমি আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করেছি। আজ কেন তোমরা আমার বিপক্ষে চলে গেলে?

তারা বলবে:

أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

আমাদের তো কথা বলার সাধ্য ছিল না। এখন আল্লাহ আমাদেরকে শক্তি দান করেছেন। তিনিই আমাদেরকে বলতে বাধ্য করেছেন।

আল্লাহ বলালে আমাদের না বলে উপায় কি?

আল্লাহ যখন কাউকে দিয়ে কথা বলাতে চান, তখন তার না বলে উপায় থাকে না।

তারপর কী হবে?

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ

'তারপর কেউ হবে 'শাকী', কেউ হবে 'সাঈদ'।'

কেউ হতভাগ্য, কেউ ভাগ্যবান।

www.BANGLAKITAB.com


فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ

'যারা হতভাগ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে।'

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

'যারা ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হবেন তারা জান্নাতে যাবেন।'

**'সাঈদ' ও 'শাকী'**

আজ কামিয়াবী ও নাকামিয়াবীর চূড়ান্ত ফায়সালা হবে। স্পষ্ট হয়ে যাবে, কে সফল কে বিফল– কুরআনের ভাষায় 'সাঈদ' ও 'শাকী'। 'সাঈদ' অর্থ – কামিয়াব বা সফল।

নেক আমল করেছেন। নেকির পাল্লা ঝুঁকে গেছে, বদীর পাল্লা উঠে গেছে। জিবরাইল (আঃ) ঘোষণা করবেন :

إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ إِنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةٍ

'অমুকের পুত্র অমুক– অমুকের কন্যা অমুক।'

قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

'তার নেকীর পাল্লা ভারি হয়ে গেছে।'

অমুক সফল হয়ে গেছে।

لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا

'এই সাফল্যের পর আর কোন দিন সে বিফল হবে না।'

সফল হওয়া মানে নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া। সফল হওয়া মানে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতের অধিকারী হওয়া।

অমুকের পুত্র অমুক– অমুকের কন্যা অমুকের পাল্লা হালকা হয়ে গেছে। নেকীর পাল্লা উঠে গেছে, আর বদীর পাল্লা ঝুঁকে গেছে।

www.BANGLAKITAB.com


شَقِيٌّ شَقَاءً

'এই লোক চূড়ান্তভাবে হতভাগ্য।'

لَا يَسْعَدُ بَعْدَهَا اَبَدًا

'এরপর আর কোন দিন সে সফল হবে না।'

হতভাগ্য যেই হোক, তার মুক্তি আটকে যাবে এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।

اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

'কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে তার পাপের ভার বহন করতে আহবান করে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না – যদিও সে নিকটাত্মীয়।'

সেদিন মা বলবেন, ওহে আমার পুত্র, ওহে আমার কন্যা, আমি তোমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছি, আজ আমার একটু উপকার কর না বাছা! সন্তান বলবে যাও, যাও আমি তোমার কেউ না। আমি তোমার সন্তান নই।

মেয়ে বলবে, আম্মাজান! তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ। তুমি আমাকে লালন পালন করেছ। তুমি আমার জন্য কতই না দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছ। আজ আমার এই বোঝাটা একটু হালকা করে দেও না মা! আমার পাপের ভার তুমি কিছু বহন কর। মা বলবেন, তুমি আমার কন্যা নাও– সরে যাও এখান থেকে।

তো বিবেক নিশ্চুপ। কিন্তু কোরআন এখানে কথা বলেছে, প্রস্তুতি নিয়ে আস, গোছগাছ করে আসো। এটা তামাশা নয়। জীবনও কি এমন কোন বিষয়, যাকে নষ্ট করা যায়?

টাকা–পয়সা অর্থ-সম্পদে আগুন ধরিয়ে দিন। তাতে সমস্যার কিছুই নেই। কিন্তু জীবনের গায়ে আগুন দিবেন না, যার ভাণ্ডারে জান্নাত তৈরি হচ্ছে কিংবা জাহান্নাম।

www.BANGLAKITAB.com


## প্রকৃত সফলতা ও প্রকৃত বিফলতা

সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি এই নয় যে, অনেক বড় একটা বাড়ি পেয়ে যাবেন। ব্যর্থতার মাপকাঠি এই নয় যে, ঝুপড়ি ঘরে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করবেন। বরং সফলতা হল:

যখন আল্লাহ বলবেন, এই নারী জান্নাতী, এই পুরুষ জান্নাতী, তখন বান্দা বলবে:

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

'এসো, আমার কিতাব পড়ে দেখ।'

তখন বান্দা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যাবে। কে কোথায় আছো দৌড়ে আসো। জান্নাতী বান্দা এক জোরে হাক দিবে যে, তার প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সবাই তার দিকে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করবে, কি হয়েছে? বলবে:

اِقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

'এই দেখ, আমার পেপার পড়ে দেখ।'

আমাদের সন্তানরা পরীক্ষায় পাস করলে আনন্দিত হয় আর বলে, আমি পাশ করেছি, আমি পাশ করেছি।

মাও খুশি, বাপও খুশি, সন্তানও খুশি।

আজ একটুর জন্য এত খুশি, তো হাশরের মাঠে আল্লাহ যার জন্য জান্নাত ঘোষণা করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা দিবেন, সে তো খুশিতে একেবারেই ফেঁটে যাবে। চিৎকার দিয়ে বলবে, এসো এসো! আমার পেপার পড়ে দেখ, আমি কৃতকার্য হয়েছি!

আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছি।

আমি জান্নাতের অধিকারী হয়েছি।

আমি পাশ হয়েছি, আমি পাশ হয়েছি।

www.BANGLAKITAB.com


কিভাবে পাশ পেলে? বলবে :

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

'আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখিন হতে হবে।'

আমি জানতাম, আমাকে পরিক্ষা দিতে হবে। তাই আমি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। উপর থেকে জবাব আসবে :

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

'তাই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন – সুমহান জান্নাতে, যার ফল রাশী অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।'

যাও মজা কর। অনন্ত জীবনের মালিক হয়ে যাও। তুমি সফল জীবন পেয়ে গেছ। অপরদিকে যাকে আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, যার নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, সে বলবে :

يَا لَيْتَنِي

আমি আপনাদেরকে 'ইয়া লাইতানী'র কী অর্থ বলবে? কেউ যদি বেদনায় কুকিয়ে উঠে 'আহ' বলে, তাহলে এর কি কোন তরজমা হতে পারে? আমি 'ইয়া লাইতানি' অর্থ 'আহ' লিখে দিতে পারি। কিন্তু তার মনে বিফলতার যে ব্যথা জেগে উঠবে, তার তরজমা কি দ্বারা করব?

তো হাশরের মাঠে পরোয়ানা পেয়ে বান্দা বলবে :

يَا لَيْتَنِي

'আহ, আমার সব শেষ হয়ে গেল!'

আজ কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলে বলে, আহ! আমি মরে গেলাম!

ব্যবসা বসে গেলে বলে, আহ! আমি শেষ হয়ে গেলাম; এখন আমাকে বাড়িটা বিক্রি করে ফেলতে হবে। কিন্তু সে মরে তো যায়নি।

এখানে ক্ষমতা হাত ছাড়ার পর পুনরায় পাওয়া যায়। লোকসানের ব্যবসা লাভের ব্যবসায় পরিবর্তন হয়। পরাজয় বিজয় দ্বারা বদলে যায়।

www.BANGLAKITAB.com


কিন্তু আমার ভাই ও বোনেরা!

সেই নারীর আহাজারী শোন, যে বলছে, হায় আমার সব শেষ হয়ে গেল। এই 'লাইতানির' মাঝে যে ব্যথা, আহাজারীর যে বেদনা আছে, তা শুধু আরবী ভাষার কৃতিত্ব যে, এত মর্মকে সে ভিতরে স্থান দিতে পেরেছে। অন্য কোন ভাষা এই মর্ম আদায় করতে সক্ষম নয়।

সে জন্যই আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি, মানুষ বলে হায়, আমি মরে গেলাম। দুঃখী ও দুঃখীনির 'হায়' শুনে অনাত্মীয়-অপরিচিতরাও কাঁদতে বসে যায়।

মানুষ আবেগপ্রবণ সৃষ্টি-পাথর নয়। যে কারো ব্যথা বেদনা তাকে কাঁদিয়ে ফেলে। পত্রিকায় সংবাদ পাঠ করে মানুষ কাঁদতে শুরু করে অথচ তার সাথে না কোন সম্পর্ক আছে, না কোন পরিচয়।

তো সেই 'আহ' এর কী অবস্থা হবে, যা মানুষ হাশরের মাঠে বলবে?

يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه

'আহ্! এই পেপার যদি আমার হাতে না আসত।'

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه

'আমার তো জানা ছিল না যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।'

مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَه

'আমার সম্পদ আমার কোন কাজে এল না।'

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَه

'আমার ক্ষমতাও আমার থেকে অপসৃত হয়েছে'

ক্ষমতাও আমার কোন কাজে এল না।

www.BANGLAKITAB.com


## রাসূল ও কুরআনের অবদান

যদি আল্লাহর রাসুল না থাকতেন, যদি কুরআন না থাকত, তাহলে জগতের মানুষ জীব জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে যেত। আমি কুরবান হই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি, যিনি পেটে পাথর বেঁধে উম্মতের কাছে এই দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন।

আমি কুরবান হই সেই সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি, যাঁরা নিজেদের জীবন নিঃশেষ করে, কুরবান করে আল্লাহর পয়গামকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

তাবলীগ জামাত মেহনত করছে, যাতে আমরা আখেরাতের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করি, পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি ধনবান হবে, যার কাছে ঈমান ও আমলের মোটা অংকের পুঁজি থাকবে।

কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি গরীব ও নিঃস্ব বলে বিবেচিত হবে, যার মালিকানায় ঈমান ও আমলের কোন পুঁজি থাকবে না।

## কবরের পথে

আমরা পুরুষদেরকে, মহিলাদেরকে একথাটা বোঝাতে সমবেত করছি যে, একটি দিন নির্ধারিত হয়ে আছে- এই বছর ও মাসের আবর্তনের মধ্যে। একটি সকাল কিংবা সন্ধ্যা। দুপুর কিংবা রাত।

সপ্তাহ, ঘন্টা, মিনিট, একটি সেকেন্ড এমন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তখন কেউ একজন আসবে আর আমার শ্বাসটি বন্ধ করে দেবে। আমার চোখের বাতি নিভিয়ে দেবে।

এই দিনগুলোর মধ্যেই কোন একটি দিনে, কোন একটি মুহূর্তে । এটি সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে কোন একটি দিন। এটি বছরসমূহের আবর্তনের মধ্যে কোন একটি বছর।

এই পরন্ত বিকেলে কিংবা ভরন্ত দিনে একটি দিন বা একটি সন্ধ্যা এমন আছে, যখন আমাদের জীবনের সন্ধ্যা এসে পড়বে।

মাথায় ব্যথা হলে আমরা বলি না, যা হয় হোক। বরং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওষুধ খেতে শুরু করি।

www.BANGLAKITAB.com


কায়কারবারে সমস্যা দেখা দিলে বলি না, দেখা যাক কি হয়। বরং কাল বিলম্ব না করে হিসাব কিতাব ঠিক করে ফেলি।

কত বড় একটি সমস্যা যে, মৃত্যু আসছে। আর কত বড় নাদানি যে, আমরা বলি যা হয় হোক, দেখা যাক কি হয়।

## হযরত ওমর (রা.)-এর আখেরাতের চিন্তা

এটি এমন একটি ঘাঁটি, যেটি অনেক বড়কেও কাঁদিয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)। আধা পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যার ইসলাম গ্রহণে ফেরেশতারাও উৎসব পালন করেছে।

যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, সেই তিনি পুত্রকে বললেন, আমার মাথাটা মাটিতে রেখে দাও। পুত্র তাড়াতাড়ি মাটিতে রাখলেন।

তিনি তাঁর গাল দুটোকে মাটির সাথে ঘঁষতে লাগলেন এবং বললেন :

وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ اِنْ لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ

'ওহে ওমর, তোমার রব যদি তোমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তোমার জন্য ধ্বংস অবধারিত!'

অথচ হযরত ওমর (রা.) এমন ব্যক্তি, মৃত্যুর আগেই যার ক্ষমার ঘোষণা হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা হলো, তিনি বলেছেন, ওহে ওমর, তুমি লুণ্ঠিত হয়ে গেছ। তোমার রব যদি তোমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তোমার কোন নিস্তার নেই।

## হযরত আয়েশা (রা.) এর আখেরাতের ভয়

যিনি আখেরাতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, তাঁর অবস্থা হল, হযরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনের শেষ মূহুর্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এসে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তার ওড়না ভিজে গেছে।

আজকালের ওড়না ছিল না। এগুলো তো ওড়না নয়। যার মধ্য দিয়ে চুল দেখা যায়, সেটি কিসের ওড়না। সেটি ছিল মোটা কাপড়ের বড় চাঁদর। সমস্তটা চোখের অশ্রুতে ভিজে গিয়েছিল।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মাজান আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো রাসুল (সা.) এর স্ত্রী, যাঁর বুকের উপর তাঁর মাথা মুবারক ছিল আর সে অবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছেন। নবীজি (সা.)-এর ওফাতের সময় তাঁর মাথা মোবারক হযরত আয়েশা (রা.)-এর বুকের উপর ছিল। হযরত আয়েশা (রা.)- বলেছেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) যখন দুনিয়া ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তার মাথা আমার বুকের উপর ছিল। তো আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি তো আল্লাহর হাবিব (সা.) এর প্রিয়তমা স্ত্রী।

উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'এসব কথা দ্বারা আমাকে ধোঁকা দিও না। হায়, আমি যদি কিছুই না হতাম।

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে চিনেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করেছে।'

সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ কাজে আল্লাহ আমাদের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শ দান করেছেন। তিনি জগতের সমস্ত জিন ও মানুষের জল ও স্থলের নবী হয়ে এসেছেন।

তিনি আমাদের রাহবার – পথ প্রদর্শক। যে নারী, যে পুরুষ তাদের পিছনে হাঁটল, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল, যে-ই তার পথ অবলম্বন করল, তার আখেরাতের প্রস্তুতি পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

আমরা মানুষদেরকে তারই দিকে আহব্বান করছি যে, নিজের জীবনটাকে হযরত মোহাম্মাদ (সা.) এর বরকতময় পথে নিয়ে আসুন। তাঁর মত আদর্শ মানুষ না আল্লাহ কাউকে তৈরি করেছেন, না কেউ তৈরি হতে পারবে।

## সাপের উক্তি

ছাওর গুহায় একটি সাপ হযরত আবু বকর (রা.) কে দংশন করল।

আবারো দংশন করল।

আবারো দংশন করল।

তার চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা ঝরল এবং নবীজি (সা.)-এর পবিত্র মুখের উপর পড়ল।

www.BANGLAKITAB.com


নবীজি (সা.) এর চোখ খুলে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সাপ দংশন করেছে।

নবীজি (সা.) দংশিত স্থানে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন। বিষ নেমে গেল, ব্যথা দূর হয়ে গেল।

সাপটি কেন দংশন করছিল? এজন্য যে, সে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিল। আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিলেন।

সাপ কাঁটার জন্য কাঁটছিল না। বরং সে বলছিল, তোমার পা টা একটু সরাও, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে এক নজর দেখতে চাই। সাপের দংশন প্রতিশোধের জন্য ছিল না।

এমন ক্ষতিকর প্রাণিও যার দর্শন লাভে পাগলপারা, তাঁর জীবনী আজ সাঈদ কলোনি থেকে তুলে আবর্জনার স্তুপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

আমরা তাকে শুধু রাসুল মানি। তাঁর জীবনকে অবলম্বন করতে প্রস্তুত নই। আমি আমাদের কথা বলছি।

**নাজাত মোহাম্মাদী পথে**

মোহাম্মাদী আদর্শ আমাদের জন্য নয় তো কাদের জন্য? যাঁর অস্তিত্বের এত ক্ষমতা আছে যে, জাগতিক কোন উপকরণ ছাড়াই উড়ে গেলেন বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।

বাইতুল মুকাদ্দাসে বোরাক ছেড়ে দিলেন। এবার উড়াল হবে প্রথম আসমান পর্যন্ত। না কোন রকেট আছে? না কোন বাহন।

আমাদের জামাত রিয়াদের গভর্নর সালমান ইবনে আব্দুল আযীযের সঙ্গে দেখা করল। সালমান বললেন, আমার পুত্রই প্রথম আরব, যে মহাশুণ্যে আরোহণ করেছে। সে রকেটে করে গিয়েছিল আমেরিকা থেকে।

আমাদের এক আরব সাথী ছিল কাতারের। সে বলল, না শায়েখ, এর আগেও এক আরব গিয়েছিলেন।

রাজা-বাদশাহদের বিষয় প্রতিবাদ করা সহজ বিষয় নয়। সালমান ইবনে আব্দুল আযীয ক্ষোভে কাঁপতে শুরু করলেন। বললেন, কোন আরব সে, যে আমার পুত্রের আগে মহাশুণ্যে গিয়েছিল?

www.BANGLAKITAB.com


সাথী বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.)। তিনি আপনার পুত্রের আগে সবগুলো মহাশূণ্য অতিক্রম করে আরো উপরে আরোহন করেছিলেন।

সালমান বলেন, তুমি আমাকে নিরুত্তর করে দিলে। তুমি আমাকে নিরুত্তর করে দিলে।

আমরা এই মহান সত্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করব না, তো কাকে অনুসরণ করব? কত বিস্ময়কর কথা!

আজ নবীজি (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে মোসলমানদের শরম লাগে। আর যারা জন্মসুত্রে মানুষ হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জন্তু, তাদের পথে চলায় সম্মান বোধ করি। যে মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক মানুষ না বলে চতুস্পদ জন্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারা আজ আমাদের আদর্শ।

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

'তারা চতুস্পদ জন্তুর মত। বরং তার চেয়েও অধম।'

আমরা সেই লোকদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।

উড়াল দেখুন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ) এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন। সাত আসমানকে সাজানো হয়েছে।

এমনকি জান্নাতকেও সজ্জিত করা হয়েছে যে, আজ আল্লাহর রাসুল আগমন করবেন।

দ্বিতীয় আসমানে হযরত যাকারিয়া ও ঈসা (আঃ) স্বাগত জানালেন।

তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বাগত জানালেন।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস (আঃ) স্বাগত জানালেন।

পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ) স্বাগত জানালেন।

ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ) স্বাগত জানালেন।

সপ্তম আসমানে আল্লাহর রাসূল (সা.) বাইতুল্লাহ দেখলেন। তাতে হেলান দিয়ে এক বড় মিয়া বসে আছেন। মুখে সাদা দাড়ি। তিনি উঠলেন না।

www.BANGLAKITAB.com


অন্য সবাই নবীজি (সা.) কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বাগত জানাতে থাকলেন। নবীজি (সা.) যখন এগিয়ে বড় মিয়ার নিকটে গেলেন, তখনও তিনি ওভাবে বসে রইলেন, নবীজি (সা.) জিবরাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? উত্তর দিলেন ইনি আপনার দাদা ইবরাহিম (আঃ)।

নবীজি (সা.) যখন একবারে কাছে চলে গেলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন :

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ مَرْحَبًا

'তোমাকে স্বাগতম, হে আমার সন্তান। তোমাকে স্বাগতম।'

ইব্রাহিম (আঃ) নবীজি (সা.)-এর মাথায় চুমু খেলেন। নবীজি (সা.) সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছার পর জিবরাইল (আঃ) এর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল। বললেন, আমাকে থামতে হচ্ছে। হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আর অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি আর এক বিঘত উপরে উঠি, তাহলে আমার অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

হযরত জিবরাইল (আঃ) এর এক বিশাল অস্তিত্ব যে, যদি পূর্ণ অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহলে তার মাথা আরশের সাথে আর পা মাটিতে ঠেকবে। এত বিশাল অস্তিত্ব। সেই তিনি যদি আর এক বিঘত অগ্রসর হতেন তাহলে জ্বলে ছাই হয়ে যেতেন।

এখান থেকে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর উড়াল শুরু হয়েছিল। আত্মিক উড়াল এখনও শুরু হয়নি। যেখানে হযরত জিবরাইল (আঃ) এর আত্মিক ও দৈহিক উড়াল শেষ হয়ে গেল, সেখান থেকে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর আত্মিক উড়াল শুরু হল। আর আজ অবধি আরশ কারো জন্য খোলা হয়নি। আজ খোলা হল।

আজ পর্যন্ত আরশের উপর কেউ গমন করেনি। আজ আমাদের রাসুল (সা.) পৌঁছে গেলেন। উপরে সত্তর হাজার নুরের পর্দা ঝুলছিল।

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহ পাক যদি একটিমাত্র তাজাল্লি ফেলেন, আপন চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দেন, তাহলে আরশ থেকে নিয়ে ফরশ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিজগত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কেমন মহান এক রাসুল, আল্লাহকে সাধারণ ভাবেই দেখেছেন এবং তার সমস্ত তাজাল্লিকে নিজের বুকের মধ্যে হজম করে নিয়েছেন।

আমাদের রাসুল কেমন শানওয়ালা রাসুল, যিনি আরশের চেয়ে বড় বুকের অধিকারী হবেন, তাজাল্লিয়াতে এলাহিকে নিজের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

হযরত মুসা (আঃ) এর উপর একটি মাত্র তাজাল্লি পতিত হয়েছিল। আর তা-ও সরাসরি নয়। প্রথমে তুর পর্বতের উপর পতিত হয়ে মূসা (আঃ)-এর উপর পড়েছিল। কিন্তু তাতেই মুসা (আঃ) তাঁর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকলেন।

কিন্তু এখানে আল্লাহ পাকের সত্তা স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত। শুধু উপস্থিতই নন– কথোপকথন হচ্ছে। আল্লাহ বলেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

'হে নবী, আপনার প্রতি আমার সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।'

নবীজি বলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا 'সালাম বর্ষিত হোক আমাদের উপর।'

কুরবান যাই আল্লাহর রাসুল (সা.) এর উপর। সেখানেও তিনি আমাদের ভুলেননি। এমন সুমহান স্থানে দন্ডায়মান থাকা সত্ত্বেও নিজের উম্মতকে ভুলেননি রহমতের নবী (সা.)।

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

'সালাম বর্ষিত হোক আমাদের উপর, আল্লাহর বান্দাদের উপর।'

এমন আজমতওয়ালা ও শানওয়ালা নবীর তরীকা বিবাহ শাদীতে চোখ পড়ছে না। স্মরণ করিয়ে দিলে উত্তর আসে, কী করব; সামাজিক রীতি-নীতি তো পালন না করে পারি না।

আরে এ কথাটা বলার আগে জিহ্বাটা খসে পড়ল না কেন যে, আল্লাহর রাসূলকে দেখা হলো না–সামাজিক রীতিকে দেখা হল।

www.BANGLAKITAB.com


আমরা আল্লাহর রাসুলের আদর্শ দেখি না। দেখি সাঈদ কলোনিতে বিবাহ শাদি কি নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা দেখি, আমাদের অন্য ভাইয়েরা, আত্মীয় স্বজনরা কি নিয়মে বিবাহ করে। আর বলি কি করব; না করে তো পারি না। নিরুপায় হয়ে করতে হয়। তবে কোন মহিলা এই অপারগতাও তৈরি করে নেই যে, কী করব; আমার জন্য বাধ্যবাধকতা আছে – আমি আল্লাহর রাসূলকে নারাজ করতে পারব না। তুমি ইচ্ছে হলে ফিরে যেতে পার।

## খোদার ভয়

সাহেওয়ারে এক ধোপার ছেলে চিল্লা লাগাল। তারই গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়েছিল। দিন-তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর ছেলেটি চিল্লায় চলে গিয়েছিল। যখন ফিরে এলো, তখন তার মুখে দাড়ি। যাওয়ার সময় ক্লিনসেভ। বরযাত্রী কন্যার বাড়ি পৌঁছে গেল।

আমাদের এখানে নিয়ম আছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে জমিদার উপস্থিত থাকেন। কাজেই নিয়ম অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জমিদার এসে হাজির হয়েছেন।

বরযাত্রী কন্যার বাড়ি গিয়ে পৌঁছালে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল, আমরা যখন বরকে দেখেছিলাম, তখন তার মুখে দাড়ি ছিল না। এখন দাড়ি মুন্ডাও তার পর মেয়ে দেব। বর পক্ষের সবাই বিষয়টি মেনে নিল। ভাই মানল। পিতা মানল, চাচা মানল।

সবাই বলল, এটা কোন সমস্যা নয় – কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র। আল্লাহ অনেক দয়ালু আছেন। তিনি ক্ষমা করে দিবেন। সবাই বরকে বলল, তুমি দাড়ি কেটে ফেল, বিবাদ মিটে যাক।

কিন্তু বর বলল, আমার গলাটা কেটে ফেলুন। ঘাড়টা উড়িয়ে দিন। তবুও দাড়ি কাটব না। এ হতে পারে না; হওয়ার মত বিষয় নয়।

বর বলল, না দাও। আমি আল্লাহর রাসুলকে নারাজ করতে পারব না। গোটা জগতকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারব; তবুও দাড়ি কাটতে পারব না। হাঙ্গামা বেড়ে গেল।

www.BANGLAKITAB.com


ঘটনা সম্পূর্ণ দেখার পর হঠাৎ জমিদার দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, বর পক্ষের সবাই আমার বাংলোয় এসে পড়ুন। এ ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হবে।

সমস্ত বরযাত্রী জমিদারের বাংলোয় চলে গেল। জমিদার তার সুন্দরী ষোড়শী মেয়েটিকে দাড়িওয়ালা যুবকের দিয়ে সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলেন।

মানুষ বলে কি করব, পরিবেশ-প্রতিবেশি তো দেখতে হয়, যার ওফাদারীই সত্য এবং জগতের অন্য সকলের ওফাদারী মিথ্যা।

এরা সবাই বিশ্বাস ঘাতক। চাই ঔরসজাত সন্তানই হোক না কেন। মানুষের সব ভালবাসা মতলবের। সকল খাতির যত্নের পেছনে উদ্দেশ্য আছে। স্ত্রীর চাহিদা পূরণ না করে দেখুন কি ঘটে। স্বামীর একটি কথা অমান্য করে দেখুন কী হয়।

## রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির দো'য়া করেছেন

আর এ দিকে দেখুন, আরাফার ময়দানে একজন হাত তুলে দু'য়া করেছেন। এপ্রিলের তীব্র গরম। মাথার উপর কোন শামীয়ানা নেই, কোন ছায়া নেই। উটের পিঠে বসে কাঁদছেন রহমতের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.)।

পাঁচ-পাঁচটি ঘন্টা হাত উঁচু করে রয়েছেন। কাদের জন্য? উম্মতের পুরুষ এবং নারীদের জন্য। উম্মতের প্রজন্মের জন্য।

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে মাফ করে দাও। উম্মতের জন্য অবিরাম পাঁচ ঘন্টা দু'য়া করেছেন আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.)।

আমাদের উপর কি তার কোন হক নেই? বিবাহ আসছে, অমুককে খুশি কর, অমুককে রাজী কর। অমুকের কথা মান্য কর।

আরে, এও চিন্তা কর যে, আল্লাহর রাসূলকেও মান্য করতে হবে। আল্লাহর নবীকেও খুশি করতে হবে। এই সিদ্ধান্তও নিতে হবে, আমাদের এই বিবাহ অনুষ্ঠানে এমন কোন কাজ যেন না হয়, যার ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) নারাজ হবেন।

মৃত্যুর পর যদি আমাদেরকে তাদের সম্মুখিন হতে না হয়, যদি অন্য কোথাও আমাদের হিসাব চুকে যাওয়ার মত হয়, তাহলে তো ঠিক আছে।

www.BANGLAKITAB.com


কিন্তু যদি আল্লাহও তাঁর রাসূলের (সা.) মুখোমুখি হওয়া অবধারিত হয়, তাহলে এই জীবন ধারা বদলাতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এ কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে।

আমি করজোরে আরজ করছি, সেই দিনের লাঞ্ছনা খুবই ভয়াবহ। আজকের তুলনায় সে দিনের অপমান অত্যন্ত অসহনীয়।

সে দিন যদি আল্লাহর রাসুল (সা.) এটুকু বলে ফেলেন, তোমাদের কি আমার কথা মনে ছিল না? তাহলে বলুন, কোথায় যাবেন সে দিন? মৃত্যু তো নেই যে, আত্মহত্যা করে রক্ষা পাবেন।

এই জগতে মানুষ নিজেকে শুট করে দেয়, আমি আর এ জগতে থাকবার উপযুক্ত নই। কিন্তু ওখানে গুলি পাবেন কোথায়? আত্মহত্যা করতে পিস্তল-রিভলভার কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন?

আল্লাহর রাসূল (সা.) যদি বলেন, তোমার কি আমার কথা মনে ছিল না? তুমি কি আমার মেয়ে ফাতেমাকেও দেখনি? তখন কি উত্তর দিবেন সেদিন?

স্ত্রী মানত না, শ্বশুরপক্ষ মানত না, সমাজের রীতি-নীতি মান্য করতে হতো, এসব বলে সে দিন পার হওয়া যাবে কী?

বিবাহ তো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমরা সব কাজে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল (সা.) কে নারাজ করে বসে আছি। এমন কোন ক্ষেত্রটি আছে, কোন বিষয়টি আছে, যাতে আমরা নবীজি (সা.)-এর সাথে বিদ্রোহ করিনি?

অথচ এমন একটি মূহুর্ত নেই, যাতে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাদের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'য়া করেননি। ইন্তেকালের একদিন আগে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আরো কয়েকজন সাহাবী নবীজি (সা.)-এর সাথে দেখা করতে এলেন। তাদের দেখে নবীজি (সা.) কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, তোমরা আমার শেষ সালাম গ্রহণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আগমণ করবে, তাদেরও আমার সালাম বলো।

এমন অফা! কেমন করে তিনি আমাদেরকে নিজের রহমতের চাঁদর দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন! এক সাহাবী বললেন, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে দেখেছে এবং ঈমান আনয়ণ করেছে।

www.BANGLAKITAB.com


নবীজি (সা.) বললেন, সাত বার ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে দেখেনি এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে।

আমরা অনেক দামি ছিলাম। কিন্তু আমরা আমাদেরকে হীন করে ফেলেছি। অমুক কি বলবে? অমুক কী বলবে? সমাজ কী বলবে? বলে-বলে নিজেদেরকে মর্যাদার উঁচু আসন থেকে হীনতার অধঃপাতে নামিয়ে ফেলেছি।

আচ্ছা, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ করায় কেউ কখনও যাত্রা স্থগিত করেছে কি? কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতেই থাকবে। যারা আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টমূলক জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে হাঁক ছাড়ছে, আমাদের কাছে তাদের মর্যাদা ঘেউ-ঘেউকারী কুকুরের চেয়ে বেশি নয়। এই ঈমান আল্লাহ আমাদের মাঝে দেখতে চান। আর এটি ঘরে বসে বসে অর্জিত হয় না।

সে জন্য আমরা নিজেরাও আল্লাহর রাস্তায় বের হই এবং আমাদের মহিলাদের সঙ্গে নেই।

## নবী প্রেম

হযরত ওমর (রা.) রাতে টহল দিচ্ছিলেন। এক মহিলা চাকা ঘোরাতে-ঘোরাতে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর স্মরণে কবিতা পাঠ করছিল:

عَلَيْكَ صَلَاةُ اللهِ وَصَلَاةُ الْأَبْرَارِ

'আপনার উপর দুরুদ ও সালাম আল্লাহর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের।'

أَنْتَ تَقِيًّا هَجِيْنًا بِالْأَسْحَارِ

'আপনি তো সেবই ব্যক্তি, যিনি রাত জেগে কাঁদতেন এবং আল্লাহকে ভয় করতেন।'

আমি জানি না, আমার রব কিয়ামতের দিন আমাকে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে দিবেন কি, দেবেন না। সময় যেমন রং বদলাচ্ছে, তেমনি মানুষের আমলও বদলে যাচ্ছে। জানি না কোন অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়। আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়া আমার ভাগ্যে জোটে কি না।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত ওমর (রা.) ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলেন, দরজায় করাঘাত করলেন। সময়টা ছিল মধ্যরাত।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি ওমর। মহিলা বলল, এত রাতে আমার ঘরে ওমরের কি কাজ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে দরজাটা খুলে দাও।

মহিলা ঘরের দরজা খুলে দিল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, একটু আগে যে পাণ্ডুলিপিগুলো আবৃত্তি করছিলে, সেগুলো আমাকে শোনাও। আল্লাহর রাসুলের ভালবাসায় তুমি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলে, সেগুলো আমাকে শোনাও।

এটি কেমন অন্তর, যেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর ভালবাসায় কখনও প্রকম্পিত হয় না? যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমাদের মূল্য কি?

গায়ে ধবধবে সাদা পোষাক দেখলে মানুষ মনে করে, ইনি বড় মিয়া সাহেব। আরে এটাও দেখো, ভেতরটা ময়লা আবর্জনায় ঠেসে আছে কি না।

আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন যে, তার মধ্যে কি আছে ও কে আছে।

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

'এবং অন্তরে যা কিছু আছে, সব প্রকাশ করা হবে।'

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অন্তরগুলোকে চিরে-চিরে দেখবেন, বান্দা কাকে হৃদয়ে বসিয়ে এসেছে। এই পাষাণ হৃদয় কাকে দ্বারা সজ্জিত করেছে। এর মাঝে কে আছে। যিনি এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও ভুলেননি, আমরা তাকে তুলে বাইরে ফেলে দিয়েছি। এর জন্য কখনো আক্ষেপও জাগেনি যে, হায়! আমি কি করলাম! কাকে ছুঁড়ে মারলাম, আর কাকে গ্রহণ করলাম। আমরা একথাটিরই দাওয়াত দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) একটি পরিপূর্ণ জীবন এনেছেন যার নাম ইসলাম।

তাবলীগ জামাতে ইসলামের উপর চলা শিখানো হয়। ইসলাম বিনা শিক্ষার সওদা নয়। ইসলাম শিক্ষা করার বিষয়।

www.BANGLAKITAB.com


## হালালই মুক্তি দেয়

নামাজ পড়েছেন। রোযা রেখেছেন। এগুলো ইবাদত। অবশিষ্ট চব্বিশ ঘন্টায় কি ইসলাম কিছু শিখায় না? শেখায়।

ইসলাম চব্বিশ ঘন্টা পালন করার মত জীবন বিধানের নাম। ইসলাম চরিত্র শিখায়। রীতি-নীতি শিখায়। হারাম হালাল শিখায়। জীবনের সব ক্ষেত্রে পালন করার মত বিধান শিখায়। ইসলাম উপার্জন করার পদ্ধতি শেখায়। ব্যয় করার ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান আছে যে, কোন খাতে ব্যয় করতে হবে আর কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

এমন নয় যে, হালাল উপার্জন করা ফরজ; কিন্তু ব্যয় করার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। ব্যয় করার ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান আছে যে, কোন খাতে ব্যয় করতে হবে, আর কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

উপার্জন করার বেলায় ইসলাম মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়নি। বরং পদ্ধতি বলে দিয়েছে। বর্তমানে মোসলমান এতই উদাসীন যে, জানে না হালাল কি, হারাম কী। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে না। জানা দরকার মনে করে না।

যারা হালাল উপার্জন করেছে, ইসলাম তাদের জন্য ব্যয় করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম কাউকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়নি যে, যা খুশি ব্যয় করে ফেলবে।

পাঁচ-দশ লাখ টাকা টাইলস বসানোর কাজে ব্যয় করে ফেললেন। এই অর্থ দ্বারা তো গরীবদের জন্য অনেকগুলা ঘর হতে পারত। আল্লাহ কি জিজ্ঞাসা করবেন না, এখানে এতগুলো টাকা ব্যয় করলে কেন?

হয়ত বলবেন, এই অর্থ আমার হালাল উপার্জন। তো হালাল উপার্জন কি এইভাবে নষ্ট করার জন্য? এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহীতা কি করতে হবে? এক-একটি স্যুটের পিছনে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে ফেললেন। জাবাবদিহীতা করতে হবে না?

মৃত্যুর দশ বছর পর হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর পুত্র স্বপ্নে দেখলেন। মাথাটা ঘামে ভেজা। তিনি ঘাম মুছছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে আব্বাজান? বললেন, বেটা! আজই রাষ্ট্রের হিসাব দিয়ে অবসর হলাম।

www.BANGLAKITAB.com


দশ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আর শাহাদাতের দশ বছর পর পুত্র স্বপ্নে দেখলেন ঘর্মাক্ত মাথা।

হযরত ওমর (রা.)-এর মত মানুষ যদি হিসাব দিতে গিয়ে ঘর্মশিক্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে আজকালের মহিলারা হিসাব দিবেন কিভাবে? আর এই পুরুষরা হিসাব দিবে কিভাবে? আমি ও আপনি হিসাব দিব কিভাবে? আমাদের উপার্জন স্বাধীন। আমাদের ব্যয় স্বাধীন।

## সাহাবাদের কবরের ভয়

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমার কাছে একটি জামা ছিল, যার মূল্য ছিল পাঁচ দেরহাম। মদীনায় কোন মেয়ের বিয়ে হলে আমার কাছ থেকে জামাটি ধার নিত এবং বিয়ের রাতে পরিধান করত এবং পরের দিন আমাকে ফিরিয়ে দিত। এই জামায় মদীনার পঞ্চাশটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। মাত্র পাঁচ টাকা মূল্যের জামায়।

মাত্র পাঁচ টাকা মূল্যের এক-একটি স্যুট এক রাতের জন্য তৈরি হয়। আমরা এই জীবন শিক্ষা করিনি। আপনারা জানেন কিনা জানি না, স্বতন্ত্র একটি প্রশ্ন হবে সম্পদ সম্পর্কে।

مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبْتَ

'কোথা থেকে উপার্জন করেছ?

একটি প্রশ্ন।

فِيْمَا اَنْفَقْتَهُ

'কোন খাতে ব্যয় করেছ?

এটি একটি প্রশ্ন।

সে সময় যদি আমরা ফেঁসে যাই, তাহলে আমাদের কী উপায় হবে? এক সাহাবী এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি গোলাম আছে। সে ভুল করে আর আমি তাকে শাস্তি দেই। এর বিধান কি?

নবীজি (সা.) বললেন, যদি তার অন্যায় আর তোমার শাস্তি সমান সমান হয়, তাহলে তুমি রক্ষা পেয়ে যাবে। শুনে সাহাবী কাঁদতে শুরু করলেন

www.BANGLAKITAB.com


এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এর একমাত্র সমাধান হল আমি তাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। এখানে পর্যন্ত পাল্লা দাঁড় করানো হবে।

রাসূলে পাক (সা.) একটি জীবন আনয়ন করেছেন, যার নাম ইসলাম, যেটি আমাদের পরিচিত। অথচ এটি আমরা শিখিনি। পিতা-মাতার তো সময় নেই, তারা শিখাবেন কখন?

বাবা-মা দুই জন উপার্জন করতে বেরিয়ে যান। বাচ্চা স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে যায় টিউশনে। সেখান থেকে এসে টিভির সামনে বসে পড়ে।

না মা কখনও সন্তানকে বসিয়ে বুঝিয়েছেন, না বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমরা দুনিয়াতে কেন এসেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য কি?

মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, তাবলীগওয়ালারা সন্তান রেখে চলে যায়– সন্তানদের সময় দেয় না। আমি বলি এই যারা ঘরে থাকে, তারা সন্তানদের কতটা সময় দেয়? সততার সঙ্গে উত্তর দিবেন।

আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য দোকানে নিয়ে যাওয়া, চকলেট দেয়ার জন্য দোকানে নিয়ে যাওয়া – এটা সময় দেওয়া নয়। এটা তো বিলাসিতা, যা বাবা মা সন্তানদের জন্য করে থাকেন। সময় দেওয়ার অর্থ হল, সন্তানকে শিখাতে হবে। তুমি কে? দুনিয়াতে কেন এসেছ? তোমার উদ্দেশ্য কি?

## এক শিশুর জাহান্নামের ভয়

আল্লাহর এক অলি ছিলেন বাহলুল (র.)। একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক স্থানে দেখলেন, একটি শিশু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আরেক শিশু বল খেলছে। তিনি মনে করলেন, এই শিশুটির কাছে বল নেই বলে কাঁদছে। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি একে একটা বলের ব্যবস্থা করে দিব। বললেন, বেটা তুমি কাঁদছ কেন? কেঁদো না, আমি তোমাকে বল দিব, তুমিও খেলো। শিশুটি বলল, বাহলুল, আমরা কি দুনিয়াতে খেলতে এসেছি?

এই বয়সের একটি শিশু এমন উত্তর দিবে বাহলুলের ধারণা ছিল না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কি করতে এসেছি? শিশুটি বলল, আমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে এসেছি।

www.BANGLAKITAB.com


বাহালুল বললেন, ব্যস, তুমি এখনও অনেক ছোট। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। এই মনযিল আসতে তোমার এখনও অনেক দেরি।

শিশু বলল, আরে বাহালুল, আমাকে ধোঁকা দিও না। আমি আমার মাকে দেখেছি, সকালবেলা যখন চুলা জ্বালান, তখন প্রথমে ছোট লাকড়ি দ্বারা আগুন ধরান। পরে বড় লাকড়ি চুলায় দেন।

সেজন্য আমার ভয় লাগছে, জাহান্নামের আগুন আমাকে দ্বারাই ধরানো হয় কি না। আর বড়দেরকে আমার উপরে নিক্ষেপ করা হয় কি না। শিশুর মুখে এই উত্তর শুনে বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। কেননা এক মা এই শিশুটিকে সময় দিয়েছিলেন।

## সন্তানকে খোদার ভয় শেখাও, নাজাত পাবে

আপনার সন্তানকে কতটুকু সময় দেন, যাতে তাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য শেখাবেন? স্কুল-কলেজ তো আমাদের সন্তানকে কিছুই শিখায় না। তারা শুধু উপার্জনের পন্থা-পদ্ধতি শেখায়। মনুষত্ব শেখায় না। মানুষ হওয়া শেখায় না।

তো আপনারা যদি সন্তানকে কিছু শিখিয়ে থাকেন, সে হলো কারবার। তাদেরকে মানুষ হওয়া কবে শিখাবেন?

আমার ভাইয়েরা!

এরই জন্য আমরা আপনাদের কাছে সময় চাই। আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাদেরকে ঘরে বসিয়েছেন। কেন বসিয়েছেন? কোন অবসর নেই। অনেক কাজ দিয়েছেন। মানবতার নার্সারি প্রস্তুত করার কাজ আল্লাহ পাক আমাদের মহিলাদের উপর ন্যস্ত করেছেন।

এ জন্য সমস্ত কাজ আল্লাহ পাক পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছেন, উপার্জন করে আন। বাজার থেকে সওদা এনে দাও।

মহিলাদের যাবতীয় প্রয়োজন ঘরের মধ্যে পূরণ করে দাও। আর মহিলাদেরকে পর্দায় রাখো।

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহ পাক মহিলাদের নামই রেখেছেন 'আওরত'। 'আওরত' অর্থ পর্দা, ঢেকে রাখার বস্তু। ইসলাম নারীদেরকে এমন পর্দায় রেখেছেন যে, তার নামটাও প্রকাশ করা পছন্দ করেনি। মাথার চুল খুলে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো তো দূরের কথা।

পুরো কুরআনে, 'মারইয়াম' ব্যতীত অন্য কোন নারীর নাম আসেনি। আপনি 'আলহামদুলিল্লাহ' থেকে শুরু করে 'ওয়ান্নাস' পর্যন্ত পড়ুন। পুরো কুরআনে এই একজন ছাড়া অন্য কোন নারীর নাম পাবেন না।

মারইয়াম (আঃ)-এর নাম কুরআনে উল্লেখিত হওয়ার বিশেষ একটি কারণ আছে। তা হল, তাঁর পুত্র ঈসা (আঃ)-কে খ্রিষ্টানরা বলত, আল্লাহর পুত্র। এই অপবাদ খন্ডানোর জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন :

ذٰلِكَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ

'সে মারইয়ামের পুত্র ঈসা'।

মুখ সামলে কথা বল। আমার নয়, ঈসা মারইয়ামের পুত্র।

এই মারইয়ামের নাম ছাড়া কোন নারীর নাম কুরআনে নেই।

اِمۡرَاَتُ فِرۡعَوۡنَ

'ফেরাউনের স্ত্রী'।

যদি আছিয়া বলতেন, তাহলে অসুবিধা কি ছিল? ইতিহাসে তো তার নাম আছে। কিন্তু আল্লাহ পাক বলেননি।

امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ

'আযীযের পত্নী।'

আল্লাহ যদি জুলাইখা বলতেন, তাহলে কি অসুবিধা হত; জুলাইখার নাম তো ইতিহাসে আছে। কিন্তু বলেননি।

اِمۡرَاَتَ نُوۡحٍ

'নুহ-এর স্ত্রী।'

www.BANGLAKITAB.com


اِمْرَاَةَ لُوْطٍ

'লুত-এর স্ত্রী।'

নারীর উল্লেখ স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে। ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে।

يَا اُخْتَ هَارُوْنَ

'হে হারুণের বোন।'

নাম আছে শুধু মারইয়াম এর।

এ প্রসঙ্গে আলেমগণ লিখেছেন, এই রীতি অবলম্বন করে আল্লাহ পাক বোঝাতে চেয়েছেন, নারীর নামও নারী। নারী যেমন পর্দার ভিতরে লুকিয়ে থাকবার মতো সৃষ্টি, তেমনি তাদের নামও লুকিয়ে রাখার মতো বিষয়।

নারীর নামটা পর্যন্ত বিনা কারণে প্রকাশ করা অনভিপ্রেত। সেখানে মুখ খুলে, চুল খুলে ঘুরে বেড়ানো জায়েয হবে কিভাবে?

বেপর্দা চলা যদি জায়েয করানো যায়, তাহলে চুরি ডাকাতিকেও জায়েয করিয়ে নিন না। এমন মুফতি সব জায়গায় অবশ্যই পাওয়া যাবে।

কিন্তু একজন মুফতি আছেন, যিনি ভিতরে বসে আছেন। তিনি মাঝে মধ্যে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠেন, তখন গোটা অস্তিত্বকে অস্থির করে তুলেন। কিন্তু আমরা পুনরায় পিঠ চাপড়িয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেই যে, শুয়ে থাক। যাতে ভিতর থেকে সে আমাদের আর কোন পেরেশান করতে না পারে।

তো আল্লাহ পাক নারীকে কেন ঘরে বসিয়েছেন? উম্মত গঠনের জন্য যে, এমন বংশধর তৈরি কর, যারা আল্লাহর দীন, আল্লাহর শিখানো পছন্দনীয় জীবন নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ফেরি করবে।

পুরুষ তো সারাটা দিনই বাইরে ব্যস্ত থাকে। সে তো সময় দিতে পারে না। বেশি সময় মায়ের কাছে থাকে। আর মা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন আর সন্তান ফিডার চুষতে চুষতে স্কুলে যায়। কত বড় অবিচার! উদ্দেশ্য থাকে, যেন আমি ঝামেলামুক্ত থাকি।

www.BANGLAKITAB.com


স্কুল থেকে এসে চলে যায় টিউটরের হাতে। সেখান থেকে হুমড়ি খায় টিভির পর্দায়, যার বিনিময়ে ইয়াহুদিরা আমাদের প্রজন্মকে পুরাপুরি ক্রয় করে নিয়েছে। তারা আমাদেরকে এমন বেহায়া সমাজ উপহার দিয়েছে, যেখানে লজ্জাশীলতা হয়ে গেছে, অসভ্যতা ও অভদ্রতা। বোরকা পরা লজ্জার বিষয় হয়ে গেছে, আর খোলা মুখে বাইরে বের হওয়া সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

হায় আল্লাহ! আমাদের তুমি কোন পরিবেশে, কোন সমাজে পাঠালে! গঙ্গা আজ উল্টা ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে!

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ

'তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়, সে সব স্মরণ রাখ।'

তোমাদের কাজ হল, তোমরা ঘরে বসে আপন সন্তানদের আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের জীবন শিক্ষা দাও। আর আগন্তুক মহিলাদের শিখাও।

নবীজির একাধিক বিবাহ করার ক্ষেত্রে এটাই ছিল রহস্য। তিনি ঘরে বসে বহু স্ত্রীর স্বামী হননি। একটি বিবাহও তিনি সখে করেননি। পঁচিশ বছর বয়সে দু-দু'বার বিধবা হওয়া চল্লিশ বছর বয়স্কা এক বিগত যৌবনা নারীকে বিবাহ করলেন? কোন কোন বর্ণনায় হযরত খাদিজার তিনবার বিধবা হওয়ার কথা আছে। তবে দু'বারের কথাটা বেশি প্রশিদ্ধ।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর আগেও অন্তত দুইবার বিবাহ হয়েছিল। আগেকার স্বামীদের ঔরসে তার সন্তানও ছিল। আল্লাহর রাসুল (সা.) অত্যন্ত সুশ্রী মানুষ ছিলেন। কেমন সৌন্দর্য ছিল তার?

হযরত হাসান (রা.) বলেছেন, আপনি এমনভাবে তৈরি হয়েছেন, যেন এমনটি চেয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, ইউসুফ (আঃ) কে দেখে মিসরের মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল। তারা যদি আমার প্রেমাস্পদকে দেখত, তাহলে বুকের উপর ছুরি চালিয়ে দিত।

হযরত যাবের (রা.) বলেছেন, আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। মেঘমুক্ত আকাশে চৌদ্দ তারিখের চাঁদ ঝলমল করছিল। নবীজি (সা.) লাল পাড়বিশিষ্ট চাদর গায়ে জড়িয়ে ছিলেন। আমরা একবার চাঁদের দিকে,

www.BANGLAKITAB.com


একবার নবীজির মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। আল্লাহর কসম, নবীজির চেহারা চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর প্রতীয়মান হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ঘরে কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ সুঁইটা পড়ে গেল। অন্ধকার ছিল, সুঁইটা তলাশ করে পেলাম না। এমন সময় আল্লাহর রাসুল (সা.) ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সময় তার চেহারার ঔজ্জ্বল্যে সুঁইটা ঝিকমিক করতে শুরু করল।

এমন সুশ্রী মানুষটি পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবা নারীকে বিবাহ করলেন! কেন?

এমন রুপবান টগবগে যুবকের জন্য কি রুপবতী কোন কুমারী মেয়ে পাওয়া যেত না? নবীজি চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবাকে বিবাহ করলেন কেন?

নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর হল, তখন হযরত খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলেন। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর নবীজি (সা.) জীবন অতিবাহিত করেছেন নিজের চেয়েও পনের বছর বেশি বয়স্কা এক মহিলাকে নিয়ে। তারপর তিন বছর আরেক বিধবা নারী হযরত সাওদা (রা.)-কে নিয়ে সংসার করলেন। তেপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সা.) দু'জন বিগত যৌবনা বিধবা নারীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনকে অতিবাহিত করলেন। যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং মৃত্যুকড়া নাড়তে শুরু করল, তখন করলেন তৃতীয় বিবাহ।

তারপর চতুর্থ। তারপর পঞ্চম। তারপর ষষ্ঠ। তারপর সপ্তম। তারপর অষ্টম। তারপর নবম। তারপর দশম। তারপর একাদশ।

এগুলো কি কোন সখের বিবাহ? বৃদ্ধ বয়সে কি কারো বিয়ের সখ হয়?

এগুলো ছিল প্রয়োজনের বিবাহ। মদীনা ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম শিখতে মহিলারাও আসছিল, পুরুষরাও আসছিল।

পর্দার কারণে আল্লাহর রাসুল (সা.) তো মহিলাদের সামনে যেতে পারতেন না। সে জন্য তিনি তার স্ত্রীদের দিন শিক্ষা দিতেন আর বাইরের মহিলারা তাঁদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। নয় স্ত্রীর ঘরে নয়টি দ্বীনি আসর জমে থাকত।

www.BANGLAKITAB.com


দু'জন স্ত্রী তো তার জীবদ্দশায় এন্তেকাল করেছেন। হযরত খাদিজা ও হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)। অবশিষ্ট নয় জনের ঘরে মহিলাদের জন্য দ্বীনের দরস চলত।

তারা মুসলিম মহিলাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। তারা মুসলিম মহিলাদের হাদিস শিক্ষা দিতেন। ওখানে না ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজ ছিল। না থালা বাসন ধোয়ার বেশি ঝামেলা ছিল। দুই-মাস চলে যেত, চুলায় আগুন জ্বলত না। কাপড় চোপড় ধোয়ার ঝামেলাও কম। এক-একজনের ছিল মাত্র এক জোড়া করে পোষাক। কোন ডেকোরেশন নেই। ঘরে একটি সেলফ ছাড়া কিছুই নেই।

## নবীজি (সা.)-এর দারিদ্রতা অবলম্বন করা

এক মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে গেলেন। মহিলা দেখলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর চাটাইটা ছিঁড়া। মহিলা চলে গেলেন এবং একটি নতুন ফুল্লার চাটাই পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন, আমার পক্ষ থেকে এটি গ্রহণ করুন। হযরত আয়েশা (রা.) খুব খুশি হলেন।

নবীজি (সা.) ঘরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনার চাটাইখানা ছেঁড়া দেখে অমুক আনসারী আপনার জন্য পাঠিয়েছে।

নবীজি (সা.) বললেন, আয়েশা, আমি যদি চাইতাম, তাহলে ওহুদ পাহাড়টা আমার জন্য সোনা হয়ে যেত। এমন জীবনকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এটি তুমি ফিরিয়ে দাও।

হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমার কাছে এই চাদরখানা খুব ভাল লেগেছে; ফিরিয়ে দেব কেন?

নবীজি (সা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল আর এই বিছানাটি এক ঘরে একত্র হতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত আয়েশা (রা.) বিছানাটি ফিরিয়ে দিলেন। তো ঘরে কোন সরঞ্জাম নেই, যা আল্লাহর নবীর স্ত্রীগণের কর্মব্যস্ততার কারণ হতে পারে। তাই তাদের ঘরকন্যার কোন বিশেষ কাজ ছিল না। তাহলে কাজ কি ছিল? মানুষ গঠন । মানবতার বিনির্মাণ। আজকের মহিলারা নিজেদের জীবনই গড়েনি- সন্তানের জীবন গড়বে কিভাবে?

## নিজেরা ঈমানি জিন্দেগী শিক্ষা করুন

এজন্যই আমরা বলছি, বের হন। আগে নিজেরা ঈমানি জিন্দেগী শিখুন, ঈমানি জিন্দেগীর বিধি-বিধান জানুন। তার রীতিনীতি ধারাবাহিকতা শিখুন। তারপর ফিরে এসে সন্তানদের শিক্ষা দিন। বিশেষকরে মেয়েদেরকে শিখান।

আমরা জীব জন্তু তো নই যে, বনে জঙ্গলে বাস করব। আমরা মানুষ। আমাদের একজন আরেক জনের সাথে মিলেমিশে জীবন কাটাতে হয়। কারো কন্যা আমার ঘরে আসবে। আবার আমার কন্যা কারো ঘরে যাবে। তো যদি তারা মানবতা না শিখে, তাহলে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে। মেয়েদের এই দ্বীন ও মানবতা না শিখার কুফল তো আমরা ভোগ করছিই। দেখেছেন না, আজ প্রতিটি ঘরে ছাইচাপা আগুন বিরাজ করছে। আর ক্ষণে-ক্ষণে জ্বলে উঠছে। এই আগুন হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ কী?

কারণ হল, আমরা, আমাদের নারীরা আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সমাজ ব্যবস্থা শিখিনি।

আমরা শুধু বাড়ি-ঘর দেখেছি আর অর্থ-সম্পদ দেখেছি। এগুলো পছন্দ হয়েছে আর বিবাহ করে ফেলেছি। এটা দেখিনি, ছেলেটা বা মেয়েটা মানুষ হয়েছে কিনা। মানুষ মানুষ হয় আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর জীবন শিক্ষা করার মাধ্যমে।

## আখিরাতমুখী হন, কবরের তৈয়ারী করুন

তো এই জন্যই নিবেদন হল, আমাদেরকে একটা গতি ঠিক করে নিতে হবে। নিজেকে স্বাধীন মনে করা যাবে না। আমাদের পিছনে বিশাল শক্তির অধিকারী এক সত্তা আছেন, যিনি আমাদের প্রতিটি কাজ ও গতিবিধি

www.BANGLAKITAB.com


পর্যবেক্ষণ করছেন। তাই আমাদেরকে এমন সব কাজ করতে হবে, যার ফলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন।

আমরা ভুল পথে হাঁটা শুরু করছি। কাজেই আমাদেরকে থেমে যেতে হবে। মানুষ চলতে চলতে যদি পথ হারিয়ে ফেলে, তাহলে থেমে যায় আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে, সাঈদ কলোনি কোন পথে যাব? সাঈদ কলোনির রাস্তা কোনটা?

তো তোমাদের থেমে যেতে হবে এবং জিজ্ঞাসা করতে হবে, হে আল্লাহ! সেই জীবন কোনটি, যাকে আল্লাহর রাসূল পছন্দ করেন? ব্যস, এর দ্বারা আমাদের উভয় জগতই গড়ে যাবে।

এই সম্পদ ঘরে বসে থাকলে হাতে আসে না। এর জন্য বের হতে হয়। এক দিনের জন্য আপনাদের এলাকায় আসা আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই আমানত মনে করে কথাগুলো বললাম।

আমার ভাইয়েরা! চোখের উপর থেকে গাফলতির আবরণটি সরিয়ে ফেলুন এবং নিজেকে প্রস্তুত করুন। এই চোখ দুটো যখন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা সম্পূর্ণ আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের হাতে চলে যাব, তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না।

পুরুষরা নিজেদের প্রস্তুত গ্রহণ করুন। মহিলারাও নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনার সন্তানদের এজন্য প্রস্তুত করুন। মহিলাদের প্রতি আমাদের আবেদন, আপন আপন ঘরগুলোকে মসজিদে পরিণত করুন। পরিবারের একজন সদস্য যেন বে নামাজী না থাকে।

পরিবারের মেয়েরা যেন বেপর্দায় না চলে। ছেলেরা যেন পর্দাশীল হয়। কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা ঘরকে মুখরিত করে তুলুন। পুরুষদের বলুন, আমাদেরকে হালাল খাওয়াও। হারাম যেন ঘরে না ঢোকে তার ব্যবস্থা করুন।

খাবার শুকনো রুটি হয় হোক; কিন্তু তা যেন হালাল হয়। পুরুষদেরকে জানিয়ে দিন, আমরা মিথ্যার উপার্জন চাই না। আমরা সুদের অর্থ চাই না। আমরা ঘুষ-দুর্নীতির কামাই চাই না। আমরা অবৈধ ব্যবসার পয়সা চাই না। আমরা ঝুপরি ঘরে বাস করব; তবুও সে সম্পদ চাই না, যা কাল আমাদেরকে আমাদের প্রভুর দৃষ্টি থেকে ফেলে দিবে।

www.BANGLAKITAB.com


দ্বীন শিক্ষা করে আপনারা ইসলামের পবিত্র জীবন যাপন করতে শুরু করুন। অন্যরাও আপনাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্বীনের উপর উঠে আসতে শুরু করবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। কবরের কঠিন আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

## আখিরাতের ভাবনা

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সামান্য সময়ের জন্য এখানে প্রেরণ করেছেন। এটি গন্তব্য নয়-এটি সড়ক। এটি প্রতারণার আবাস।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

'তোমার ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান জমিনের সমান, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।'

সেখানে ভয়ানক একটি ঘাঁটিও আছে।

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا

'তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।

নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে চলো। এই জগত ক্ষণস্থায়ী। কেউ এখানে আজীবন থাকতে পারবে না।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

'এখানে যত কিছু আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

যে এসেছে, তাকে একদিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে।

www.BANGLAKITAB.com


يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

'সে দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

'সে দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার জায়গা কোথায়?

পালাতে চাইলেও পালাতে পারবে না। নড়তে চাইলেও নড়তে পারবে না।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ۔

'হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমরা যদি আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা তা পারবে না তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে।

পারলে পারবে যাও। কিন্তু কোথায় পালাবে? কার সঙ্গে লড়াই করবে? আজ তোমাদের কোন শক্তি নেই।

পালাতে পারবে না। লুকাতেও পারবে না। আল্লাহর সম্মুখে প্রত্যেককে উপস্থিত হতে হবে।

কীভাবে? একা-একা। 'তোমরা আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, যেমনটি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।'

আর দুনিয়ার সমস্ত বিত্ত-সম্পদ পেছনে ফেলে আসবে।

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ

'আর আমি তোমাদের যা-কিছু দান করেছি, সে সব পিছনে ফেলে আসবে।'

তোমরা দুনিয়ার সব সহায়-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি ওখানে ফেলে রেখে আমার কাছে নিঃসঙ্গ চলে আসবে।

www.BANGLAKITAB.com


তো আমার ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহপাক জগতের সমস্ত মানুষকে সেই জগতের প্রস্তুতির জন্য এখানে প্রেরণ করেছেন।

আমরা নিজের বিবেক দ্বারা আখিরাত বুঝতাম না যে, মৃত্যুর পর আবার কীভাবে জীবিত হব। এটা বিবেক দ্বারা বুঝার বিষয় নয়। নিজের মাথায় বুঝতে চাইলে এক্ষেত্রে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

قَالَ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

'পঁচে গলে যাওয়ার পর এই হাড্ডিগুলোতে কে প্রাণ দান করবে?'

এটা মানুষের প্রশ্ন।

এক বেদুঈন এসে রাসুল (রা.)-কে বলল, আপনার কিছু কথা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে।

কোন কথা?

আপনি বলেছেন, এই আরব বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করবে।

আপনি বলেছেন, কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার জয় হয়ে যাবে।

আপনি বলেছেন, আমরা মৃত্যুবরণ করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাব এবং পরে আবার একত্র হব এবং পুনরায় জীবিত হব। তারপর কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ জাহান্নামে যাবে।

আপনার এ কথাগুলো আমার বুঝে আসে না।

নবীজি (সা.) মনোযোগসহকারে বেদুঈনের বক্তব্য শুনে বললেন:

আল্লাহ যদি তোমাকে আয়ু দান করেন, তাহলে তুমি দেখবে, সমগ্র আরব আমার কালেমা পাঠ করছে এবং কায়সার ও কিসরার সিংহাসন আমার পদানত হয়ে গেছে। আর কিয়ামতের দিন আমি তোমার এই হাতটি ধরে তোমার এই বক্তব্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেব।

বেদুঈন বলল, না আমি এমন ফালতু কথা মানতে রাজি না।

বেদুঈন ফিরে গেল।

তার জীবদ্দশায় মক্কা বিজয় হল।

www.BANGLAKITAB.com


তার জীবদ্দশায় ইসলাম তাবুক পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

তার জীবদ্দশায় কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হল, ইয়ারমুকে যুদ্ধ হয়ে রোম মোসলমানদের পদানত হয়ে গেল।

এবার বেদুঈন ভয় পেয়ে গেল যে, দুটি যখন জয় হয়ে গেছে, তো তৃতীয়টিও হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

সে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় চলে এল।

লোকটি মসজিদে নববীতে এসে হাজির হলে হযরত ওমর (রা.) উঠে এগিয়ে গিয়ে স্বাগত জানালেন এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর তিনি সাহাবাদের উপদেশ করে বললেন, জান, ইনি কে? এনি সেই ব্যক্তি, যাকে নবীজি (সা.) বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন আমি তোমার হাত ধরে তোমার বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেব।

আল্লাহর নবী কিয়ামতের দিন যার হাত ধরবেন, জান্নাতে না পৌছায়ে তাকে ছাড়বেন না। ইনি জান্নাতি।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

এমন নয় যে, আমরা এলাম আর গেলাম। আমরা দুনিয়াতে ভাল মন্দ যা কিছু করেছি, এ সবের বিচার হবে। এক দিন আমাদেরকে এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে।

নবীজি (সা.) একদিন আবু সুফিয়ান (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "শোন আবু সুফিয়ান' আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তোমাকে অবশ্যই উত্থিত করা হবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে, আর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কথাটা আমি তোমার কানে পৌছে দিলাম।'

এই দুনিয়াতে আমরা বেকার নই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এমন নয় যে, আমরা খাব আর ঘুমাব। আর কোন কাজ নেই।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

'তোমরা কি মনে করেছ, আমি তোমাদের অহেতুক সৃষ্টি করেছি?

www.BANGLAKITAB.com


আবার আমরা স্বাধীনও নই। এমন নয় যে, আমরা যা খুশি তা করে বেড়াব। কারো কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে না।

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

'মানুষ যে কথাটি উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তারই নিকটে তৎপর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে।'

আমাদের যবানের উপর পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

'কান, চোখ, অন্তর এদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কৈফিয়ত বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

আমরা যা কিছুই করছি না কেন, ছোট হোক কিংবা বড় প্রতিটি আচরণ ও নড়াচড়ার উপর পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে। আল্লাহর ফেরেশেতারা সব কিছু লিখে রেখেছে। তারা একটি মুহূর্তের জন্যও আমাদের থেকে উদাসীন হয় না, অন্য মনস্ক হয় না। তারা খায় না, ঘুমায় না, পেশাব করে না, পায়খানা করে না। আমরা পলকের জন্যও তাদের থেকে লুকাতে পারি না, তাদের ফাঁকি দিতে পারি না।

তো ভাই, আল্লাহ পাক কোন মানুষকে বেকার ছেড়ে দেননি, স্বাধীনও নয়। সব মানুষের চারপার্শ্বে বেষ্টনী দিয়ে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এই বেষ্টনি খুলে দিবেন।

আল্লাহ পাক বান্দাকে বলবেন:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

'এই নাও, তোমাদের আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।'

বান্দা নিজের আমলনামা পড়ে দেখবে। পরে বান্দা হতভম্ভ হয়ে যাবে।

বলবে :

مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

'বাপরে! এ কেমন কিতাব, যেটি ছোট-বড় কোনটাই বাদ দেয়নি! সব লেখা রয়েছে!

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আমার দুই নিষ্ঠবান ফেরেশতা কম-বেশি লিখে তোমার প্রতি কোন অবিচার করেনি তো?

বান্দা বলবে, না কম বেশি নেই। আমি যা-যা করেছি হুবহু তাই লিখে রাখা হয়েছে। কেউ আমার উপর কোন অবিচার করেনি- আমি নিজে উপর অবিচার করেছি।'

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

'তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার রব কারো প্রতি অবিচার করবেন না।'

তারপর কী হবে?

তারপর এক দলের জন্য জান্নাতের ফয়সালা হবে। আর এক দলের জন্য জাহান্নামের।

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত জগতের সকল মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার এবং জান্নাতে পৌছানোর জন্য আকাশ থেকে তার ইলম তথা বিধান নাযিল করেছেন। আর মানুষকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে কম বেশি এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন। তাঁরা সঙ্গে করে কিতাব এনেছেন, পুস্তিকা এনেছেন।

আর সবগুলা আসমানি কিতাব দুনিয়াতে এসেছে রমযান মাসে। রমযানের দুই তারিখে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। ছয় কি আট তারিখে যাবুর এসেছে তিন'শ বছর পর।

তারপর প্রায় এক হাজার পাঁচ'শ বছর পর এসেছে ইনজিল রমযানের সতেরো কি আঠারো তারিখে।

তারপর এক সময় কদরের রাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত শীশ (আঃ) এর উপর যে সহীফা এসেছিল, সেগুলোও রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

www.BANGLAKITAB.com


এটি পবিত্র রমযান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা যে, যে বিদ্যা মানুষকে পরকালে সফলতার দোরগোড়ায় পৌছে দিবে, যে বিদ্যা মানুষকে দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দিবে, সেগুলো সবই পবিত্র রমযান মাসে নাযিল হয়েছে।

তো রমযান এই আসমানী ইলমকে নিজের মাঝে ধারণ করার, নবুয়তী জীবন শিক্ষা করার এবং অন্যদের মাঝে প্রচার ও প্রসার ঘটানোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি মাস।

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনকে সকল আসমানী কিতাবের নির্যাস বানিয়েছেন। অন্য সকল কিতাব যেটি যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেটি সেই যুগের জন্য ছিল। আর সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। সবশেষে আল্লাহ্ পাক তাকে পূর্ণতা দান করে কুরআনের আদলে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

কুর'আন পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব আর ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমার উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।'

কোন বস্তুর পূর্ণতা দুইভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত গুণের দিক থেকে, দ্বিতীয়ত অবয়বের দিক থেকে।

গুণের দিক থেকে পরিপূর্ণ হওয়াকে আরবীতে বলে 'ইকমাল'। আর অবয়বের দিক থেকে পরিপূর্ণ হওয়াকে বলা হয় 'ইতমাম'।

তো আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

'গুণের দিক থেকেও আমার দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেল।'

www.BANGLAKITAB.com


وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

অবয়বের দিক থেকেও আমার দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেল।'

ইসলাম গুণের দিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মাঝে কোন খুঁত নেই, ত্রুটি নেই।

ইসলাম অবয়বের দিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মাঝে কোন অভাব নেই, অঙ্গহানী নেই।

মানব জীবনে যত ক্ষেত্রে যত বিধানের প্রয়োজন আছে, ইসলামে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গরূপে তার সবই বিদ্যমান।

এখন জীবন ব্যবস্থার না কোন অঙ্গ অবশিষ্ট আছে, না কোন গুণ।

অঙ্গ পরিপূর্ণ। গুণও পরিপূর্ণ।

এবার আমার ঘোষণা শোন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ.

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রাহ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাদর্শ গ্রহণ করবে, সেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিয়ামতের দিন নামাজ আসবে। বলবে : 'হে আল্লাহ, আমি নামাজ।' আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণের উপর আছো। রোযা বলবে :

'হে আল্লাহ আমি রোযা।'

আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণের উপর আছো। যাকাত আসবে। বলবে :

'হে আল্লাহ আমি যাকাত।' আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণের উপর আছো।

এভাবে প্রতিটি নেক আমল এসে এসে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেবে আর আল্লাহ বলবেন : তুমি কল্যাণের উপর আছো।

www.BANGLAKITAB.com


অবশেষে ইসলাম আসবে। বলবে :

'হে আল্লাহ! তুমি সালাম আর আমি ইসলাম।' নিঃসন্দেহে আমি সালাম আর তুমি ইসলাম। আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব, তোমারই কারণে মুক্তি দেব।'

যে তোমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে, সে সফল হবে আর যে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তো আল্লাহ পাক ইসলামকে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সফলতা ও কল্যাণের পথ হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতকে অন্য সকল উম্মতের উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যে, এই উম্মত শুধু নিজেরাই আমল করে না- অন্যদেরও আহ্বান জানায় । তারা নিজেরা শুধু জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করে না। অন্যদের জন্যও চিন্তা করে। এজন্য আল্লাহ পাক এ উম্মতের নাম নিজে নির্ধারণ করেছেন।

'তিনি আগেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম।' অন্য কোন উম্মতের নাম 'মুসলিম' রাখেননি। মোসলমান হল এই উম্মত।

নবীজি (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই দুটি নামে উম্মতের নাম চয়ন করেছেন।' তাঁর নিজের নাম সালাম।' 'আমার উম্মতের নাম রেখেছেন মোসলমান।'

'তাঁর নিজের নাম মুমিন।' আমার উম্মতের নাম মুমিন।' তিনি সালাম, আমরা মুসলিমীন। তিনি মুমিন, আমরা মুমিনীন। তারপর বলেছেন, আমি প্রবেশ না করা পর্যন্ত জান্নাতকে সকল নবীর জন্য হারাম করা হয়েছে। আর আমার উম্মত প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য সকল উম্মতের জন্য হারাম করা হয়েছে।

## পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মর্যাদার অধিকার

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ কিতাবের রূপ দান করেছেন। নবীজি (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ পাক তাওরাতের পরিবর্তে আমাকে সুরা ফাতিহা দান করেছেন।'

'ইনজিল এর পরিবর্তে দান করেছেন হা-মীম দ্বারা শুরু হওয়া সূরাগুলো।'
'অবশিষ্ট মুফাসসাল, তথা চব্বিশ পারা থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলো দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com


আল্লাহ পাক আমাকে মর্যাদা দান করেছেন যে, পবিত্র কোরআন আর কোন নবীর উপর নাযিল হয়নি।

নবীজি (সা.) বলেছেন, আমাকে সূরা বাকারা শেষ রুকুটি দান করা হয়েছে, যা অন্য নবীকে দান করা হয়নি। এটি ছিল আল্লাহর আরশের বিশেষ ধনভাণ্ডারের একটি, যা কেবল বিশেষভাবে আমাকে দান করা হয়েছে, অন্য কোন নবীকে নয়।

শুধু তাই নয়। পবিত্র কুরআনের এই অংশটি নিয়ে এমন একজন ফেরেশতা এসেছিল, যে এর আগে কোন দিন পৃথিবীতে আগমন করেনি। একটি দরজা খুলে গেল, যেটি এর আগে কোন দিন খোলা হয়নি।

এই খাস দরজা দ্বারা এই খাস ফেরেশতা এই আয়াতগুলো নিয়ে নবীজি (সা.)-এর নিকট অবতরণ করেছিল। 'আমানার রাসুলু' থেকে শেষ পর্যন্ত। তো আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে পবিত্র কুরআনকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই এখন সমগ্র জগতের সকল মানুষের মুক্তির পথ ও সফলতার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ পাকের প্রেরিত এই বার্তা পৃথিবীর আনাচে - কানাচে পৌঁছে গিয়ে আমলে আসুক।

'এটি মানুষের জন্য একটি বার্তা। এটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় আমার এক পয়গাম।' এই কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দু'দিক থেকে।

এক সম্পর্ক এই হিসাবে যে, এটি আমাদের কিতাব, আমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের জন্য এটি দিকনির্দেশক।

অর্থাৎ- আমাদের জীবনে এই কিতাব ঢুকে পড়া এবং আমাদের জীবন এর অনুরূপ গঠিত হওয়া - এ হল কিতাবের একটি দিক।

পবিত্র কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আরেকটি দিক হল, এই কিতাব যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি শেষ নবী। তার পরে আর কোন নবী নেই। কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো, এই বার্তাকে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেওয়া।

এই হল খতমে নবুয়াতের সুত্রে কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। কুরআন হল আল্লাহর পয়গম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

www.BANGLAKITAB.com


কুরআন হল আমার পয়গাম মানুষের কাছে বিবৃত করার জন্য। আমি আপনার কাছে এই জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার চতুর্পাশ্বের মানুষদেরকে সতর্ক করেন।'

নবীজি (সা.) জগতের সব মানুষের কাছে যাননি। সর্বশেষ মানুষটি পর্যন্ত সমস্ত জগৎ মক্কার আশপাশ। মক্কার অবস্থান পৃথিবীর মধ্যখানে। তো নবীজি (সা.) আরবের সীমানা অতিক্রম করেননি। তাহলে তিনি নিজে মক্কার আশপাশেও কুর'আন পৌঁছে যাননি। এখন এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য দায়িত্ব আমাদের।

তাবুক নবীজি (সা.) এর শেষ সফর। দাওয়াতের মিশন নিয়ে আর সম্মুখে যাননি তিনি। শুধু মেরাজের সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন।

সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। উপরে আরোহন করেছেন। নিচে নিমে এসেছেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসেছেন।

তো নবীজি (সা.)-এর দাওয়াতের শেষ সফর তাবুক। তাবুকের পর যাননি। আল্লাহ্ পাক তো তাকে বিশ্বজগতের নবী ঘোষণা করে দিয়েছেন।

এর দাবি তো ছিল, নবীজি (সা.) সাত মহাদেশে নিজে যেতেন এবং আল্লাহ্র বার্তা শোনাতেন কিংবা সাহাবায়ে কিরাম যেতেন।

সাহাবাদেরও একটি পরিসীমা আছে। একশত বছরের মধ্যে সকল সাহাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

তাবেয়ীদেরও একটি পরিসীমা আছে। আজও এ জগতে লাখ লাখ, বরং কোটি কোটি মানুষ এমন রয়েছে, যারা জানে না জগতে ইসলাম বলতে কোন ধর্ম আছে, কোরআন বলতে কোন কিতাব আছে। মোহাম্মাদ বলতে কোন নবী আছেন।

কোটি কোটি মানুষ এর খবর জানে না। কারণ, প্রতি যুগে নতুন নতুন প্রজন্ম আসছে। তাই পয়গামও প্রতি যুগে পৌঁছানো জরুরি।

আমাদের এই ভুখণ্ডে দেপালপুর ও কাশ্মীর শেষ সীমানা। এ পর্যন্ত তাবেয়ীন এসেছেন। সাহাবায়ে কিরাম মুকরান পর্যন্ত এসেছেন। আর

www.BANGLAKITAB.com


অগ্রসর হননি। সাহাবায়ে কিরামের পরে তাবেয়ীন এসেছেন দেপালপুর পর্যন্ত, কাশ্মীর পর্যন্ত। আর ওদিকে তুর্কিস্তান সাজিস্তান পর্যন্ত সাহাবার পদচারণা রয়েছে। তার আগে পড়েছে তাবেয়ীনের পা, যার বিস্তৃতি কাশগড় পর্যন্ত।

তারপর ওদিকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত আবু আইউব আনসারী (রা.)-এর পা রয়েছে। তিনি ইস্তাম্বুল থেকে আর অগ্রসর হননি। তারপর ওদিকে উত্তর আফ্রিকায় সেনেগাল চাও- এর সীমান্ত পর্যন্ত।

সাহাবাদের আমলে তিউনিস, আলজেরিয়া, মারাকেশ ও লিবিয়া পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে। তার আগে নয়। তাও সীমাহারে। তারপর তাবেয়ীদের আমলে গাড়ি আরো সম্মুখে এগিয়ে যায়। তাবেয়ীদের আমলে ইসলাম উন্দুলুসে প্রবেশ করছিল। পর্তুগালে প্রবেশ করছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রবেশ করছিল। এর আগে তাদেরও পা পড়েনি।

তারপর নিচে যে আফ্রিকা পড়েছিল, তাতে তাবয়ে- তাবেয়ীনও কেউ যাননি। সম্মুখে সেনেগাল চাও- এর দিকে, তারপর দূর প্রাচ্যের দিকে, আস্ট্রেলিয়ার দিকে, আমেরিকার দিকে, দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকার দিকে কেউ যাননি।

তো আজও আল্লাহর আদেশ আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। 'তোমরা মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আনো আলোর দিকে।'

আজও কোটি কোটি মানুষ আছে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা যদি ইসলামের আলোর সন্ধান না পায়, তাহলে এই লোকগুলো আজীবনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান যদি কারো অন্তরে আটকে যায়, তাহলে কোন না কোন দিন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে অবশ্যই সে জান্নাতের অধিবাসী হবে।

এই সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও এত শক্তিশালী যে, নামাজ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, রোযা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, হজ্জ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যাকাত বিলুপ্ত হয়ে

www.BANGLAKITAB.com


যাবে, দান-খয়রাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে, মোহাব্বাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে, গোটা দ্বীন মুছে যাবে, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অবশিষ্ট থাকবে। বলবে, আমার বাপ দাদা বলতেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমিও বলছি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মানুষ জীবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না। স্রেফ একটি বোলও এত শক্তিশালী। শুধু একটি বোলেও এতখানি শক্তি আছে যে, আসমান জমিনের ব্যবস্থাপনা অটুট থাকবে, সূর্য উদিত হবে, চন্দ্র উদিত হবে, বায়ু প্রবাহিত হবে, রাত আসবে, দিন আসবে, ঋতু বদলাবে, পানি প্রবাহিত হবে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা বহাল থাকবে। কারণ, একজন মানুষ বলছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অথচ সে জানে না, এর মর্ম কি, এর দাবি কি। শুধু মুখে উচ্চারণ করেছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এই লোকটি যেদিন মারা যাবে, তার কয়েক বছরের মধ্যে আল্লাহ পাক এই সমগ্র বিশ্বজগতকে ভেঙ্গে-চুরমার করে ফেলবেন।

সমগ্র জগতের মানুষ এই কিতাবের মোহতাজ। আমরাও মোহতাজ। আমরা মোহতাজ এই জন্য যে, আমরা এর কাছে আত্মসমর্পণ করছি। অন্যরা মোহতাজ এই কারণে যে, একে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত তাদের শান্তি আর মুক্তির কোন পথ নেই।

মহান আল্লাহ আকাশ থেকে যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রথম লাইনটি হল: 'এটি এমন কিতাব যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই।'

এটি এমন এক বাণী, যার মাঝে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বিজ্ঞান বলুন, ব্যবসা বলুন, কৃষি বলুন, জগতের আর কোন বিদ্যায়, অন্য কোন গ্রন্থে এই বাক্যটি উচ্চারিত বা লিখিত হয় না।

কুর'আন ছাড়া আর কোন গ্রন্থে, আর কোন বিদ্যায় এই দাবি চলে না যে, এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই। এ-ও হতে পারে, ও-ও হতে পারে। এমনটিও হতে পারে, এমনটিও হতে পারে। আজ এরূপ হচ্ছে, কাল অন্যরূপ ঘটতে পারে। এ হল মানুষের জ্ঞানের চরিত্র।

www.BANGLAKITAB.com


কিন্তু আল্লাহ তাঁর কালামের প্রথম বাক্যটি বলেছেন: 'এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই।' তোমরা একে শেখো, এর জ্ঞান অর্জন কর। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, কোন ভুল নেই। এর মধ্যে আমি যা বলব সব সত্য, সব সঠিক। এর মধ্যেই তোমাদের মর্যাদা, এর মাঝেই তোমাদের সফলতা।

কুরআন বুঝতে হলে, কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে হলে, এই 'লা-রাইবা ফিহ' কে অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। এখানে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত হচ্ছে : 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বর্ধিত করেন।'

কুরআন বলছে, আমি সুদকে নিশ্চিহ্ন করি।

আমরা দেখি সুদ দ্বারা সম্পদ বেড়ে গেছে।

ছিল একশো। হয়ে গেছে একশো বিশ।

কিন্তু না, বাড়েনি কমেছে।

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এটা কুরআনের কথা। আর কুরআন

'এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।'

কাজেই সুদে সম্পদ বাড়েনি, কমেছে।

আল্লাহ দানকে বৃদ্ধি করেন।

কিন্তু আমরা দেখি, দানে ধন কমে, বাড়ে না।

ছিল একশো। আড়াই যাওয়ার পর এখন আছে সাতানব্বই দশমিক পাঁচ। বাড়েনি, কমেছে। কিন্তু না, 'আল্লাহ দানকে বাড়িয়ে দেন।' এটা কুরআনের কথা। আর কুরআন হল– 'এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।' কাজেই দানে ধন বাড়ে, কমে না।

'সফল সেই মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।' শত ভাগ সত্য কথা। কারণ, এটা কোরআনের ঘোষণা। 'আর কোরআন হলো–

'এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই।' আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী'। সন্দেহাতীত সত্য কথা। কারণ এটি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা আর কোর'আন হলো–এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়া ধোঁকার ঘর।

www.BANGLAKITAB.com


এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়া মাছির ডানা। এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়া দিন কতকের খেল-তামাশার জায়গা। এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়া মরিচিকা। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কোরআন এমন এক কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমে এই 'লা-রইবা ফীহি'র উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে। তাহলে কুর'আন বুঝে আসবে। অন্যথায় এক ডজন তাফসীর লিখে, একশো তাফসীর পড়েও বুঝে আসবে না।

আমাদেরকে আগে 'লা-রাইবা ফীহির এলেম 'শিখতে হবে। জান্নাত সত্য। আমরা বলব, এতে কোন সন্দেহ নেই। আছে কোথায়? আমরা বলব, জানি না আছে কোথায়। কোরআন বলেছে আছে, কাজেই আছে এটা সত্য।

কুরআন বলেছে :

'তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে, যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সমান।'

আমরা বলব, 'এতে কোন সন্দেহ নেই।'

জান্নাত আছে, ফেরেশতা আছে। কোথায় আছে? আমরা দেখি না। আমরা বলব, আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, কুরআন বলেছে, আছে।

'অবশ্যই আছে, ফেরেশতা আছে। তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ। সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ।'

কোথায় বসে তত্ত্বাবধান করছে? কোথায় বসে লিপিবদ্ধ করছে? জানি না। তবে আছে। কারণ, এটি কোরআনের ঘোষণা। আর কোরআন এমন কিতাব, যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই।

কোথায় আছে? জানি না। কুরআন বলেছে, আছে; কাজেই আছে। কারণ, কুরআনের বক্তব্যে কোন সন্দেহ নেই। মোহাম্মাদ (সা.) নামে কি কোন নবী রাসুল কি দুনিয়াতে আগমন করেছেন?

হ্যাঁ, করেছেন, কিন্তু আমরা তাকে দেখিনি। আল্লাহ কিতাবে বলেছেন–

'মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।' 'মোহাম্মাদ রাসূল ব্যতিত অন্য কিছু নয়।' আমি মোহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আনয়ন কর।'

www.BANGLAKITAB.com


'সুসংবাদদাতা এমন এক রাসুল, যিনি আমার পর আগমন করবেন, যার নাম আহমাদ।'

আল্লাহর কিতাব বলেছে, 'মোহাম্মাদ' নামে একজন নবীর আগমন ঘটেছিল। আল-কুরআন হলো– এমন এক কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমি মোহাম্মাদের নবুওতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থেকে কোন দিনও কেউ আমাকে হটাতে পারবে না।

কুরআন বলেছে, 'যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্যের অধিকারী হবে।'

আমরা বলবো, এতে কোন সন্দেহ নেই, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে ধ্বংস হবে। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।'

চাই তাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যাক । কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বাংলোতে বসে আছে দেখা যাক। ডানে বায়ে ডজন-ডজন চাকর ভৃত্য হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাক।

আল্লাহর কিতাব ঘোষণা করেছে, এই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত। কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু। আমরা বলব, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, এটি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা। কোরআন যা ঘোষণা করেছে, তা শত ভাগ সত্য নির্ভুল। আমার চোখ ভুল দেখেছে। আমার কান ভুল শুনেছে। আমার বিবেক ভুল বুঝেছে। নবীর খবর সত্য, আল্লাহর খবর সত্য।

আমার ভাইয়েরা! প্রথমে সংশয় বের করে ফেলতে হবে। তারপর বিশ্বাস ঢুকাতে হবে।

প্রথমে 'লা-ইলাহা' তারপর 'ইল্লাল্লাহ'।

কালেমায়েও 'লা- ইলাহ' আগে, ইল্লাল্লাহ' পরে।

কুরআনেও 'লা- রাইবা' নেতিবাচক আগে, ইতিবাচক পরে।

হৃদয় থেকে প্রথমে সংশয় বের করে ফেলুন। সন্দেহের মূল উপড়ে ফেলুন। অন্তরের যেখানে যেখানে সন্দেহের দাগ জমে আছে, সেখান থেকে সেগুলো মুছে ফেলুন। অন্য যেসব বিদ্যার কুপ্রভাব জমে আছে, সেগুলো আগে ঝেড়ে ফেলুন। তারপর ঘোষণা দিন, হে আল্লাহ! তোমার সব কথা সত্য।

www.BANGLAKITAB.com


## হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) জনমানবহীন বিয়াবানে মৃত্যুর বিছানায় শায়িত। সঙ্গে স্ত্রী ও এক কন্যা। আর কেউ নাই। কাছে নেই, আশে পাশে কোথাও নেই। স্ত্রী স্বামীর জন্য সমবেদনা ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন।

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অস্থির কেন?

বললেন, কে তোমার জানাযা পড়াবে? কে তোমাকে গোসল দিবে, কে কবর খনন করবে, কে কাফন পরাবে? তুমি তো মরে যাবে, আমরা তোমাকে নিয়ে কি করব? আমাদের কাছে তো কিছুই নেই। কাফনের কাপড়ও তো নেই।

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) বললেন, আমি মিথ্যা বলছি না, আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি। আমি এক মাহফিলে ছিলাম। আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'একজন লোক আছে, সে জীবন অতিবাহিত করবে একাকী, মৃত্যুবরণ করবে একাকী, হাশরে উত্থিত হবে একাকী। এক দল মোসলমান তাঁর জানাযা পড়বে।'

আমি একাকী মৃত্যুবরণ করছি, নবীর কথায় কোন সন্দেহ নেই। তিনি যা বলেছেন, তা হবেই।

তিনি যার কথা বলেছেন, সেই লোকটি আমি। এক দল মোসলমান আমার জানাযা পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমি জানি না, তারা কোথা থেকে আসবে, কারা আসবে। কিন্তু কেউ না কেউ আসবে। তারা আমার জানাযা পড়বে, আমাকে হেফাজত করতে মানুষ আসবে।

মক্কা-ইরাকের সংযোগ সড়কটির নাম রবজা। ইরাকের হাজীরা রবজা হয়ে অতিক্রম করে থাকে। কিন্তু এখন হজ্জের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

স্ত্রী বললেন, হজ্জের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। হাজীরা হজ্জ সমাপন করে যার যার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। এখন এ পথে আর কোন হাজীর আগমনের সম্ভাবনা নেই। আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না।

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) বললেন, তুমি পথের দিকে নজর রাখ। কেউ পথ অতিক্রম করে কিনা খেয়াল রাখ।

www.BANGLAKITAB.com


এক দিন চলে গেল।

দুই দিন চলে গেল।

কিন্তু কেউ এলো না।

আজ তৃতীয় দিন। হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর জীবনের শেষ মূহুর্ত। মেয়েকে ডেকে বললেন, আজ আমার মেহমান আসবে। তারা আমার জানাযা পড়তে আসবে। তুমি খাবার প্রস্তুত করে রাখ।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ধুলি উড়ছে। স্ত্রী দাঁড়িয়ে হাত নাড়ালেন। আরোহীরা কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। ত্রিশটি উটের একটি বহর। যাত্রীও ত্রিশ জন। কারা? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং আরো উনত্রিশ জন।

হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর স্ত্রী বললেন, আবুযর গিফারী (রা.)-এর ব্যাপারে তোমাদের কোন আগ্রহ আছে কি?

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি হয়েছে? মহিলা বললেন, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছেন। তার জানাযা পড়াবার মত কোন লোক নাই।

শুনে কাফেলার যাত্রীরা সকলে কাঁদতে শুরু করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতাগণ তাঁর জন্য কোরবান হন, আমরা কেন তা করব না!

তাঁরা হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর নিকট চলে গেলেন। তাঁর সাকরাত চলছে। বললেন, তোমরা আমার কাফন পরিয়ো। যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন সরকারের কোন পদে কাজ করেনি, সে আমাকে কাফন পরিয়ো।

কিন্তু এরা সকলেই সরকারের কিছু না কিছু কাজ করেছেন।

এক আনসারী যুবক বলল, আমি আজ অবধি কোন কাজ করিনি। আমার মা নিজ হাতে এহরামের এই চাদরগুলো তৈরি করেছেন। হযরত আবুযর গিফারী (রা.) মৃত্যুবরণ করলেন।

আগন্তুক লোকেরা তাঁর জানাযা ও কাফন দাফন সম্পন্ন করে রওয়ানা হতে উদ্যত হলেন। হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর কন্যা বলল, খাবার প্রস্তুত আছে, আপনারা খেয়ে যাবেন।

www.BANGLAKITAB.com


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাবার এলো কোথা থেকে? আমরা আসব, তা তোমরা জানলে কি করে?

মেয়ে বলল, আব্বাজন বললেন, আজ আমার মেহমান আসবে, আমার জানাযা পড়তে মেহমান আসবে, তুমি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রাখ।

শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কাঁদতে শুরু করলেন।

বললেন, আবুযর, তুমি জীবদ্দশায়ও উদার, মৃত্যুর পরও উদার।

পবিত্র কুরআনের প্রচার-প্রসারের কাজে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সঙ্গে হযরত উসমান (রা.)-এর পরামর্শ করার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিল। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট আদেশ প্রেরণ করলেন, হজ পাও আর না পাও এখনই আমার সাথে এসে দেখা কর।

খলীফার আদেশ পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওমরার নিয়ত করে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সঙ্গে আরো উনত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে নিলেন।

মূলতঃ তারা ওমরার উদ্দেশ্য রওয়ানা হননি, হযরত উসমানও তাদের তলব করেননি। তাদেরকে উক্ত পথে সফর বের করেছে, তাদের তলব করেছে নবীজির সেই বাণী যে, আমার এক সাহাবী মৃত্যুবরণ করেছে, আমি ঘোষণা করেছি, বিজন মরু-অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তারা জানাযা পড়া হবে এবং আমার উম্মতের এক দল সেই জানাযা আদায় করবে। তোমরা ওমরার বাহানায় বেরিয়ে পড়। ওসমানের ডাকের বাহানায় বেরিয়ে পড়।

কত ধাক্কার পর আমরা পরিপক্ক হব? তো বন্ধুগণ, হযরত আবুযর গিফারী (রা.) আল্লাহর রাসুল (সা.) উক্তিতে 'লা-রাইবা ফী' এই ভবিষ্যদ্বাণী শত ভাগ সত্য প্রমাণিত হবে বলেছেন। কিন্তু আমরা 'লা-রাইবা-ফীহ' শিখিনি। তাই আমাদের কুরআন বুঝে আসে না। হাদীস বুঝে আসে না।

কুরআনী জীবন বুঝে আসে না। আর সেই জন্য আমরা পদে পদে হোঁচট খাই, ধাক্কা খাই।

আমার বন্ধুগণ! সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-আল্লাহর কালামে, রাসুলের হাদিসে এই 'লা-রাইবা ফীহ' বলা ছাদের তলে, পাখার নিচে বসে শিখেননি। তাঁরা এই শক্তি অর্জন করেছেন বদরের মাঠে, ওহুদের প্রান্তরে, হুনাইনের যুদ্ধে, তাবুকের রণাঙ্গনে। কখনও সফরে, কখনও হিজরতে।

www.BANGLAKITAB.com


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ যা বলেছেন, তাই সত্য, অমোঘ সত্য। এই কুরআনের সামনে তাবৎ বিশ্বের সকল মানুষ, সমুদয় সম্পদ তুচ্ছ। আমরা যদি এই সত্যটা শিখতে পারি, তাহলে কুরআনও বুঝে আসবে, হাদীসও বুঝে আসবে, দ্বীনও বুঝে আসবে। অন্যথায় কিছুই বুঝে আসবে না। কোন জ্ঞানেরই গভীরে পৌঁছানো যাবে না। সবই ভাসা ভাসা থেকে যাবে।

প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর পয়গামের বাহক। আল্লাহর বাণী ফেরি করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহর পথে কাজ করার ফজিলত অনেক। আল্লাহর পথে এক রাতের পাহারা হাজার বছরের ইবাদতের সমান।

## এক রাতের পাহারার আমলে জান্নাত লাভ

হুনাইনের সময় নবীজি (সা.) বললেন, আজ রাত পাহারা কে দিবে? হযরত আনাস ইবনে মুরশিদ আল-গনামি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি পাহারা দেব।

নবীজি (সা.) বললেন, ঠিক আছে যাও, ওই ঘাঁটিটির উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। তিনি গেলেন এবং রাতভর পাহারা দিলেন। নবীজি (সা.) ফজরের নামাজের সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আমাদের আজকের পাহারাদারের খবর কি?

সাহাবীরা বললেন, এখনও আসেনি। নবীজি (সা.) মাথা তুলে দূরপানে তাকালেন। দেখলেন ধুলি উড়ছে। তিনি বললেন, ঐ তো আসছে। নবীজি (সা.) জায়নামাজ থেকে উঠতে-না-উঠতে প্রহরী এসে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায়ই নবীজিকে সালাম দিলেন।

নবীজি (সা.) বললেন, খবরপাতি বল, সারারাত পাহারা দিয়েছি। নবীজি (সা.) বললেন, ঘোড়া থেকে নেমেছ? বলল, না, নামাজ ও প্রসাব পায়খানা ব্যতীত আর নামিনি। নবীজি (সা.) বললেন, আজকের পর যদি তুমি আর কোন আমল না কর, তবুও তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।

ঘরে বসে সারা জীবন ইবাদত করলে জান্নাতের সুসংবাদ নেই। কিন্তু আল্লাহর পথে এক রাতের পাহারায় জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।

আমলের মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল মান ও ইজ্জত লুকিয়ে আছে। নারীর সম্ভ্রমের নিরাপত্তা লুকিয়ে আছে। আর কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন: 'যাও, তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউসে ঢুকে যাও।'

www.BANGLAKITAB.com


'নেককার পিতা-মাতাকেও নিয়ে যাও।' 'স্ত্রী-সন্তানদেরও নিয়ে যাও।' 'ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দ্বারা তাতে প্রবেশ করবে।' তাদের আদেশ করা হবে, যাও, ওদের সালাম কর। ফেরেশতারা আসবে। বলবে:

'আমরা তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছি। দুনিয়াতে তোমরা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছ। তোমার এই পরিণতি কতই না শুভ।'

আমার এক সাথী মাওলানা ফারুক। বছরে অন্তত ছয় মাস আল্লাহর পথে অতিবাহিত করেন। বলেছেন, আমার স্ত্রী একবার অভিযোগ করল, তুমি ঘরটাকে চমৎকার একখানা মুসাফিরখানা বানিয়ে নিয়েছ। এদিক থেকে ঢুকবে আর ওদিক থেকে বেরিয়ে যাবে। এটা কোনো জীবন হলো?

ফারুক ভাই উত্তর দিলেন, আরে আল্লাহর বান্দি, চিন্তা কর না। জান্নাতে যাওয়ার পর প্রথম তিনশত বছর আমার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে আসবে না। তুমিই বল, এই বছরের তুলনায় ষাট বছর কোন জীবন হলো? এই তিনশত বছর আমি তোমার কাছে বসে থাকবো। তখন তোমার সব অভিযোগ শেষ হয়ে যাবে।

তো ভাই! বসার জায়গাও জান্নাত, থাকার জায়গাও জান্নাত। সুখের জায়গা জান্নাত, আরামের জায়গাও জান্নাত। খাওয়ার জায়গাও জান্নাত, পান করার জায়গাও জান্নাত। আনন্দ করার জায়গাও জান্নাত। যৌবন পরিপূর্ণ—বার্ধক্য নেই। জীবন পরিপূর্ণ মৃত্যু নেই। সুস্থ পরিপূর্ণ, রোগ বালাই নেই। আনন্দ পরিপূর্ণ-বিষাদ নেই। ভালবাসা পরিপূর্ণ-ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই। চিন্তা নেই, পেরেশানি নেই। পেশাব নেই, পায়খানা নেই। থুঁতু নেই, কফ নেই। মৃত্যুর ভয়, রোগ ব্যাধি, ঘৃণা-শত্রুতা যে জীবনকে তাড়া করে ফিরে সেটা কোন জীবন হলো? দুনিয়ার জীবন কি একটা জীবন হলো?

জীবন তো হলো আখিরাত, সেখানে স্বয়ং আল্লাহ পাক পর্দা তুলে বসে যাবেন। জান্নাতে নূরের চমক উঠতে থাকবে। চোখগুলো উপরে উঠে দেখবে, আরশের দরজা খুলে যাচ্ছে। আরশের পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে। আল্লাহ তাঁর রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিয়ে বলবেন:

'দয়াময় রবের সালাম গ্রহণ কর।' ফেরেশতাদের সালাম তো তোমরা পেয়েছ, এবার আমার সালাম কবুল কর। তোমাদের রব তোমাদেরকে সালাম বলেছেন।

www.BANGLAKITAB.com


তো ভাই, এই জীবনের প্রত্যাশী হয়ে যান। এই জীবনের জন্য কাজ করুন। এরই মাঝে তোমাদের প্রত্যেকেরই কল্যাণ নিহিত। আখিরাতের ভাবনা ভাবুন। আখিরাতের জীবন প্রকৃত জীবন।

## বরযখের প্রস্তুতি

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু মানুষের মাঝে এই যোগ্যতা রেখেছেন যে, মানুষ আগামী দিনের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। আর যত সৃষ্টি আছে তাদের মাঝে আগামী দিনের কোন কল্পনা বিদ্যমান নেই। মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। পিঁপিলিকা খাদ্য জোগাড় করে। কিন্তু আগামির কোন কল্পনা-পরিকল্পনা তাদের মাঝে নেই। তাদের সৃষ্টিগত স্বভাবের মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা এসব ঢেলে দিয়েছেন। তাই তারা এগুলো করে। অন্যথায় তাদের সামনে এমন কোন বিদ্যা নেই যে, শীত আসছে তাই আমাকে খাদ্য মজুদ করতে হবে।

আল্লাহ পাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের মাঝে এই স্বভাব ঢুকিয়ে দিয়েছেন বলে তারা এটা করে। বিশ্বজগতে একমাত্র মানুষই এক সৃষ্টি, যে আগামী কালের প্রোগ্রাম তৈরি করার যোগ্যতা রাখে, আগামী দিনের জন্য আজ ভাবে এবং আজ পরিকল্পনা তৈরি করে। কিন্তু একটি দুর্বলতা আছে যে, মানুষ ত্বরাপ্রবণ। 'সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ।'

আর দুর্বল যে, অল্পতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।' তো এই ত্বরাপ্রবণ ও দুর্বলতার কারণে কালকের দিনটির জন্যই ভাবছে। মৃত্যুর পর যে জীবনটি আসছে, তার জন্য ভাবছে না।

## প্রকৃত জীবনের সূচনা

প্রকৃত জীবনের সূচনা তো আমার ভাই, মৃত্যুর পর থেকেই হয়। আগামীতে যে দিনটি আসছে, তার উপর মানুষের কোন দখল নেই। না কারো শত ভাগ নিশ্চয়তা আছে যে, কালকের দিনটির সে মালিক হবে।

আপনারা একেকজন একেকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমরা প্রতেকে শুধু কালকের জন্য নয়, আগামী কত বছরের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা ঠিক করি। উম্মত শুধু আগামী দিনটির কথা চিন্তা করে না।

www.BANGLAKITAB.com


## আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান?

আমাদের আল্লাহ আমাদের কাছে কামনা করেছেন, হে আমার বান্দারা, তোমরা আগামী দিনের জন্য চিন্তা কর এবং মৃত্যুর পর যে কাল আসবে তার জন্যও ভাবো। তবেই তোমার জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যথায় ইসালামী জীবনের উপর যদি কোন নেগাহবান না থাকে, তাহলে সিংহ এতটা হিংস্র হবে, বাঘ এতটাই নির্দয় হবে, যতটা মানুষ জালেম হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন; কত মানুষ এমন আছে যে, একটি দিবস শেষ করে যেতে পারল না।'

কত মানুষ এমন আছে, যে সূর্য উদিত হতে দেখে কিন্তু অস্ত যাওয়ার আগে নিজেই অস্তমিত হয়ে যায়। আগামী দিন তো পরে কথা । সমস্ত নবী (এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী) এ বিষয়টির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে মেহনত করে গেছেন যে, লোকেরা তোমরা দুনিয়ার কথা ভাবো, দুনিয়াকেও দেখ, কিন্তু এমন ধারায় নয় যে, মৃত্যুর পরে জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রকৃত জীবন তো সেটা, যেটি আগামীতে আসছে। হাদীসে আছে,

রাসুল (সা.) বলেছেন; 'শোন আবু সুফিয়ান! আল্লাহর কসম, তুমি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর অবশ্যই তোমাকে উত্থিত করা হবে। তারপর তোমাদের যারা সৎকর্মশীল, তারা জান্নাতে আর পাপিষ্ঠরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

## আল্লাহর খুশিতেই নাজাত

মৃত্যুর পর যে জীবনটি শুরু হবে, সেটি হলো প্রকৃত জীবন। আর প্রস্তুতির জন্য জঙ্গলে যেতে হবে না। এই শহর-গ্রামে অবস্থান করেই কাজটা সম্পন্ন হতে পারে। কাজটি কী? তা হলো, আল্লাহকে রাজী করা। এটি দুনিয়ার জীবনের আগামী দিনটির প্রস্তুতি। মৃত্যুর পর যে আগামী কাল আসবে, তারও প্রস্তুতি।

আল্লাহকে রাজী করা ব্যতীত না আমাদের দুনিয়া, না আমাদের আখিরাত গড়তে পারে। ইসলামাবাদের রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আসমান ও জমিনের বাদশা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে জীবন কীভাবে চলবে? মানুষ জানে না, তাদের জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান কী? মৃত্যুর পরে জীবনের সমস্যাবলীর

www.BANGLAKITAB.com


সমাধান কী? কিন্তু আপনারা জানেন, গোটা দুনিয়ার মুসলমান জানে, দুনিয়া কিভাবে ভালোভাবে কাটতে পারে, আখিরাত কিভাবে সুখময় হতে পারে। তবে সমস্যা হলো, এ যুগের মোসলমান শুধু পয়সা কামানোর ধান্দায় ব্যস্ত।

## আখিরাতের সমাধান

আজকের মোসলমান সমস্ত জগতের মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো ও বুঝানো নিজেদের দায়িত্ব মনে করে না, নিজেদের কাজ মনে করে না। আজ আমার আপনার সমগ্র জগতের মানুষের বুঝ হলো, পয়সা আসবে, তো আমাদের দেশ স্বচ্ছল হয়ে যাবে। স্বচ্ছলতা আসবে তো আমাদের সকল সমস্যাব সমাধান হয়ে যাবে। বর্তমানে এটি গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বুঝ। মোসলমানের এই বুঝ। ইয়াহুদিদেরও এই বুঝ। খ্রিষ্টানদেরও এই বুঝ। হিন্দুদেরও এই বুঝ। শিখদেরও এই বুঝ।

সবাই বলে, পয়সা আসবে সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের এই মানসিকতা তৈরি হয়েছে ইউরোপ-আমিরেকা ও গোটা পৃথিবীর অপশিক্ষা দ্বারা। কিন্তু এই শিক্ষা ভুল শিক্ষা। আল্লাহ পাকের শিক্ষা হলো, আমি যদি সন্তুষ্ট হই, তাহলে তুমি স্বচ্ছল হও আর অস্বচ্ছল হও, তুমি সুখী হবে। আমি যদি রাজী হই, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর আমি যদি নারাজ হই, তাহলে না তোমার দুনিয়া গড়বে, না তোমার আখিরাত গড়বে। এটা আল্লাহ পাকের শিক্ষা, যা আসমান থেকে এসেছে, আল্লাহ পাক বলেছেন; 'যখন আমার আনুগত্য করা হয়, তখন আমি খুশি হয়ে যাই।' আর যখন অমি খুশি হই, তখন বরকত দান করি।' আর আমার বরকতের কোন পরিসীমা নেই। তারপর আমার বরকতের দরজা খুলে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

## খারাপ অবস্থা কখন হয়?

ঋণের কারণে অবস্থা খারাপ হয় না। আর্থিক সংকটের কারণে অবস্থা খারাপ হয় না। অবস্থা খারাপ হয় আল্লাহর নাফরমানির কারণে। পাকিস্তানের মাথার উপর থেকে যদি ঋণের বোঝা নেমে যায়, তাহলে পাকিস্তানের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। এটা ইয়াহুদি মানসিকতা। আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকলে কোনদিনও অবস্থা ঠিক হবে না।

www.BANGLAKITAB.com


হাদিসের পরবর্তী অংশ হলো: যখন আমার নাফরমানী চলে, তখন আমি রুষ্ট হই। আর যখন রুষ্ট হই, তখন আমি অভিশম্পাত করি। আমি একটা কথা বলতে চাই, কথাটা আমার প্রয়োজন, আপনারও প্রয়োজন। সমগ্র দুনিয়ার মোসলমানদের নয় তাবৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রয়োজন। যখন আমার অবাধ্যতা করা হয় তখন আমি রুষ্ট হই। আর যখন আমি রুষ্ট হই, তখন অভিশাপ বর্ষণ করি। আমার অভিশাপ সাত পুরুষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, সমস্যাবলির সমাধান দুনিয়ার হোক কিংবা আখিরাতের হোক পথ একটাই, তা হলো তোমরা আমার আনুগত্য কর, অবাধ্যতা ছেড়ে দাও। আমরা উভয় সমস্যার সমাধান চাই। না আমরা দুনিয়ার কষ্ট সইতে পারবো, না আখিরাতের।

**কবরের আগুন কিভাবে সহ্য করবে?**

এ জগতের দেয়াশলাইয়ের আগুন সহ্য হয় না। এমতাবস্থায় কার সাধ্য জাহান্নামের আগুন সহ্য করবে? জাহান্নাম দেখে জিবরাইলও কাঁদেন। মিকাইলও কাঁদেন। আল্লাহ পাক যখন জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে দেখে ফেরেশতারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। পরে আল্লাহ পাক যখন ঘোষণা দিলেন, এটি তেমাদের জন্য নয় - মানুষের জন্য তখন তারা শান্ত হল এবং সংজ্ঞা ফিরে এল। জাহান্নামের একটি আঙ্গার সাত পৃথিবীর সমান বড়। তার একটু খানি যদি পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিতা বিশ্বজগত থেকে মিষ্টতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। জাহান্নামের এক বদনা পানি যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তরে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সব কিছু গলে যাবে এবং সাত সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ জেগে উঠবে। যদি জাহান্নামের একটি পাথর–পৃথিবীর কোণে একটি পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে জগতের সমস্ত পাহাড় গলে গলে কালো পানিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর এই নাফারমান মানুষগুলো পাথরের নিচে চাপা পড়ে থাকবে। এবার বলুন, সেই আগুন আমরা কীভাবে সহ্য করব?

www.BANGLAKITAB.com


## জাহান্নামের পরিচয়

'এ তো লেলিহান আগুন, যা শরীরের চামড়া খসিয়ে দিবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে মৃত্যুর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষণ করে রেখেছিল।'

আল্লাহ স্বয়ং জাহান্নামের বিবরণ দিয়েছেন যে, জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলে দেহের চামড়া খসিয়ে দিবে। জাহান্নাম উৎক্ষেপণ করে অট্টালিকাতুল্য বড়-বড় স্ফুলিঙ্গ, যেন ওগুলো পীত বর্ণের উষ্ট্রশ্রেণী।'

জাহান্নামের এক একটি আঙ্গার প্রাসাদের মত বড়। তাতে সাতটি অংশ আছে। প্রথম অংশ জাহান্নাম। তার নিচে হুতামা। তার নিচে লাযা। তার নিচে সায়ীর। তার নিচে সাকার। তার নিচে জাহীম। সকলের নিচে হাবিয়া।

আল্লাহ পাক যখন হাবীয়ার আগুনকে উত্তেজিত করেন তখন তার ঢাকনা খুলে যায়। তার মধ্য থেকে যে আগুন বের হয় তার উত্তাপে জাহান্নামের আগুন চিৎকার শুরু করে দেয়।

## জাহান্নামে কারা যাবে?

হযরত আদম (আঃ)-এর উম্মত থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত পর্যন্ত যত ঈমানদার মানুষ কবীরা গুনাহ করে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করেছে, জাহান্নাম তাদের কারাগার। প্রত্যেকে নাফারমান ঈমানদার আপন-আপন পাপ অনুপাতে তার মধ্যে অবস্থান করবে। কাউকে একটা চুবানি দিয়েই বের করে ফেলা হবে। আবার অনেকে হাজার-হাজার বছর সেখানে পড়ে থাকবে।

## কবীরা গুনাহ দোযখের টিকিট

কবীরা গুনাহ হল- যেনা করা, মদ পান করা , মিথ্যা কথা বলা, হত্যা করা, সুদ খাওয়া, গীবত করা, অন্যের অর্থ আত্মসাত করা, কারো জমি দখল করা, ঘুষ খাওয়া, নামাজ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি।

যারা এসব গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাওবা না করে মারা যাবে, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করানো হবে। আমরা দুনিয়ার আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য কতই না পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু জাহান্নামের

www.BANGLAKITAB.com


আগুন থেকে মুক্তি লাভের কোন ভাবনা ভেবেছি কি? দুনিয়ার ঘরকে শীতল রাখতে বিত্তশালীরা এয়ারকন্ডিশন স্থাপন করে নিয়েছে। গরিবরা পাখা লাগিয়ে নিয়েছে। কবরের ঘর ঠান্ডা করতে আমরা চিন্তা করেছি? এখানকার ঘরকে আলোকিত করার জন্য আমরা বড় বড় ঝাড়বাতি ঝুলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, হাশরের ময়দানে আমি যখন তোমাদের সব পর্দা উন্মোচিত করে দিব, তখন তোমাদের কোন শক্তি থাকবে না। তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তো সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে হবে। তো ভাই, এর জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। আমি যদি কিছু করি, তাহলে আমার সমস্যার সমাধান হবে। এখানকার শাস্তি আমরা সইতে পারি না। ওখানকার আযাব সইব কী করে, যেখানে মৃত্যুরই মৃত্যু ঘটবে।

**মুনাফিকদের জন্য ওয়াইল দোযখ**

এই হাবিয়া কার জন্য? হাবিয়া মুনাফিকদের জন্য। যে লোক ভেতরে কাফির, উপরে মোসলমান, তাকে মুনাফিক বলা হয়। দাবি করে আমি মোসলমান, কিন্তু কাজ করে কাফিরের মত, কাজ করে কাফিরের পক্ষে। যেমন নবীজি (সা.) এর সময়কার মুনাফিক গোষ্ঠি, যাদের নিতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।

বর্তমানে আমাদের দেশে সমস্ত পৃথিবীতে মুনাফিকের অভাব নেই। তার উপর জাহীম। জাহীম হলো মুশরিক, তথা মুর্তি পূজারীদের আবাস। তার উপরে সাকার। চেঙ্গিস খানের তারকাপূজারীরা সেখানে ঠাই নেবে। তার উপরে সায়ীর। এটি ইরানের অগ্নিপূজারী মজুসিদের পরকালীন বাসস্থান। তার উপরে লাযা। লাযা ইহুদিদের শেষ ঠিকানা। তার উপরে হুতামা। এখানে নিক্ষিপ্ত হবে খ্রিষ্টানরা। এরা সবাই জনগোষ্ঠি, যারা কোন দিন জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। এরা ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। যারা বেঈমান অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, তারা আজীবন ও অনন্ত কাল জাহান্নামে কাটাবে।

এগুলো এমন কারাগার, যেগুলোতে কোন ছিদ্র থাকবে না। এগুলো থেকে বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না। তাদেরকে আগুনের বাক্সে ঢুকানো হবে। প্রতিটি রগে আগুনের পেরেক ঢুকিয়ে বাক্সগুলোকে জাহান্নামের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। আর বের হতে পারবে না। এর উপরে জাহান্নাম।

www.BANGLAKITAB.com


## জাহান্নামীদের আল্লাহ পাকের প্রশ্ন

তারপর জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা দুনিয়াতে কত দিন থেকে এসেছ?

তারা উত্তর দিবে:

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

'একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।'

আল্লাহ পাক বলবেন :

بِئْسَ مَا اتَّجَرْتُمْ فِي يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

'একদিন বা আধাদিন সময়ে তোমরা কত মন্দ সওদা করে এসেছ!'

তোমরা জাহান্নামের অধিবাসি নারী ও পুরুষ, সামান্য সময়ে তোমরা কত নিকৃষ্ট সওদা করে আমার কাছে এসেছ! কী ভুল কেনাকাটা-না তোমরা করে এসেছ! মাত্র এক বা আধা দিনের নাচ-গানের খাতিরে তোমরা আমার ক্রোধকে, আমার জাহান্নামের আগুনকে ক্রয় করে এসেছ। যাও, চিরকাল ওখানেই থাক।

তোমরা আনন্দ ভুলে যাও। যৌবন ভুলে যাও। সুখ ভুলে যাও।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا

'জাহান্নামের মধ্যে চিৎকার করতে থাকবে।'

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

'সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।'

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ

'আমাদের জন্য আর্তনাদ করা আর ধৈর্যধারণ করা সমান। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।'

www.BANGLAKITAB.com


এখন তাই ধৈর্যধারণ করে চুপ থাক কিংবা আর্তনাদ কর, আমার দরজা তোমার জন্য বন্ধ। সে দিন যদি মৃত্যু থাকত, তাহলে কষ্টে এরা মারা যেত।

### দ্বীনি জীবনের প্রকৃত স্বাদ

ইসলাম পবিত্র ধর্ম। ইসলাম পবিত্রতাকে ভালবাসে। যে জাতির মাঝে গান-বাজনা ছড়িয়ে পড়ে, তাদের থেকে পবিত্রতা দূর হয়ে যায়। সেখানে অশ্লীলতা এসে পড়ে। সেখানে নির্লজ্জতা ঢুকে পড়ে।

সে জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা শয়তানের গান-বাজনা থেকে, বেশ্যা-বাইজিদের গান-বাজনা থেকে তোমাদের কানগুলোকে সেলাই করে নেও। আমি তোমাদের জান্নাতের হুরদের এমন গান শুনাবো যে, সে দশ লাখ বছর গাইতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের স্বাদ আনন্দে আমি কোন ঘাটতি আসতে দেব না। এখানে আমরা আসর জমাই। আল্লাহকে নারাজ করি। আরে ভাই, নাচ-গানের আসরের স্বাদ তো উপভোগ করেছ, রাতে আল্লাহর সম্মুখে ক্রন্দন করার স্বাদও একবার চেখে দেখ। চোখ তুলে তাকানোর মজা তো গ্রহণ করেছ, এবার নজর অবনত করার মজাও আস্বাদন করে দেখ।

আমার রবের কসম, যদি হৃদয়ে ঢেউ না খেলে, তাহলে আমার আস্তিন ধরে ফেলবেন। রাতের পর রাত নর্তন কুর্দনের স্বাদ উপভোগ করেছেন, রাতে মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে থাকার স্বাদও উপভোগ করে দেখুন। শুধু নিজেই কাঁদবেন না, অন্যদেরও কাঁদিয়ে ছাড়বেন।

এ সেই স্বাদ, যার সম্মুখে জগতের সব স্বাদ বিলীন হয়ে যায়। দৃষ্টি অবনত করায় যে-স্বাদ আছে, দৃষ্টি তুলে তাকানোর স্বাদ তার তুলনায় কিছুই না। আপনি নির্লজ্জতার মজা দেখেছেন, চারিত্রিক পবিত্রতার মজাও চেখে দেখুন। এই পাপগুলোকে পাপ পঙ্কিল আসরে নিয়ে স্বাদ উপভোগ করেছেন, এগুলোকে মসজিদে আনার অভ্যাস গড়ে দেখুন। এর স্বাদ জিহ্বায় লাগিয়ে দেখুন। বড়দের সম্মুখে মাথা নত করা, চাটুকারিতা করা শিখেছেন, একবার রাজাধিরাজের তোশামদে মাথাটা মাটিতে ঠোকার স্বাদ দেখুন যে, কেমন স্বাদের, কেমন প্রেমের দরজা খুলে যায়।

www.BANGLAKITAB.com


আপনার মাথাটা যখন মাটিতে থাকে আর মুখে আল্লাহর নাম, তখন আরশ পর্যন্ত দরজা খুলে যায়, আর আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দেখেন যে, সমগ্র শহর ঘুমিয়ে আছে কিংবা মদের আসর চলছে বা নাচের আসরে ডুবে আছে, তখন আল্লাহ বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! এসে দেখে যাও, মানুষ যখন নাচে গানে মত্ত, তখন এই বান্দা মাথা রেখে ছটফট করছে, কাঁদছে। এ কারণেই আমি তোমাদের বলেছিলাম, মানুষ আমার খলিফা হওয়ার যোগ্যতা রাখে - তোমরা নও। তোমাদের মাঝে তো স্বাদের অনুভূতিই নেই।

তোমাদের মাঝে না দুঃখের অনুভূতি আছে, না সুখের। তোমাদের মাঝে না স্বাদের অনুভূতি আছে, না কষ্টের।

তাই দেখ, সমস্ত হারাম স্বাদ পরিত্যাগ করে বান্দা আমার সম্মুখে পড়ে আছে আর কাঁদছে। আল্লাহু আকবার!

সবকটি আকাশের দরজা খুলে যায়। জান্নাতের দরজা খুলে যায়। জান্নাতের হুরগণ জান্নাতের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তাকে মোবারকবাদ জানায় যে, আল্লাহ তোমাকে এই আমলের উপর বহাল রাখুন। তুমি যখন আসবে, তখন দেখবে, তোমাকে কিরূপ স্বাগত জানানো হয়।

আমার ভাইয়েরা! এই উপত্যকায়ও একবার হেঁটে দেখুন না। এই কান দ্বারা আর কত কাল ভুল শুনবেন? শুদ্ধটা শোনার স্বাদও চেখে দেখুন।

দেখবেন, এর স্বাদ অন্য সব স্বাদকে বিস্বাদে পরিণত করে দিবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে কবরের কঠিন আযাব থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين.

সমাপ্ত